আস্-সিহাহ আস্-সিত্তাহ
পরিচিতি ও পর্যালোচনা

الصحاح الستة

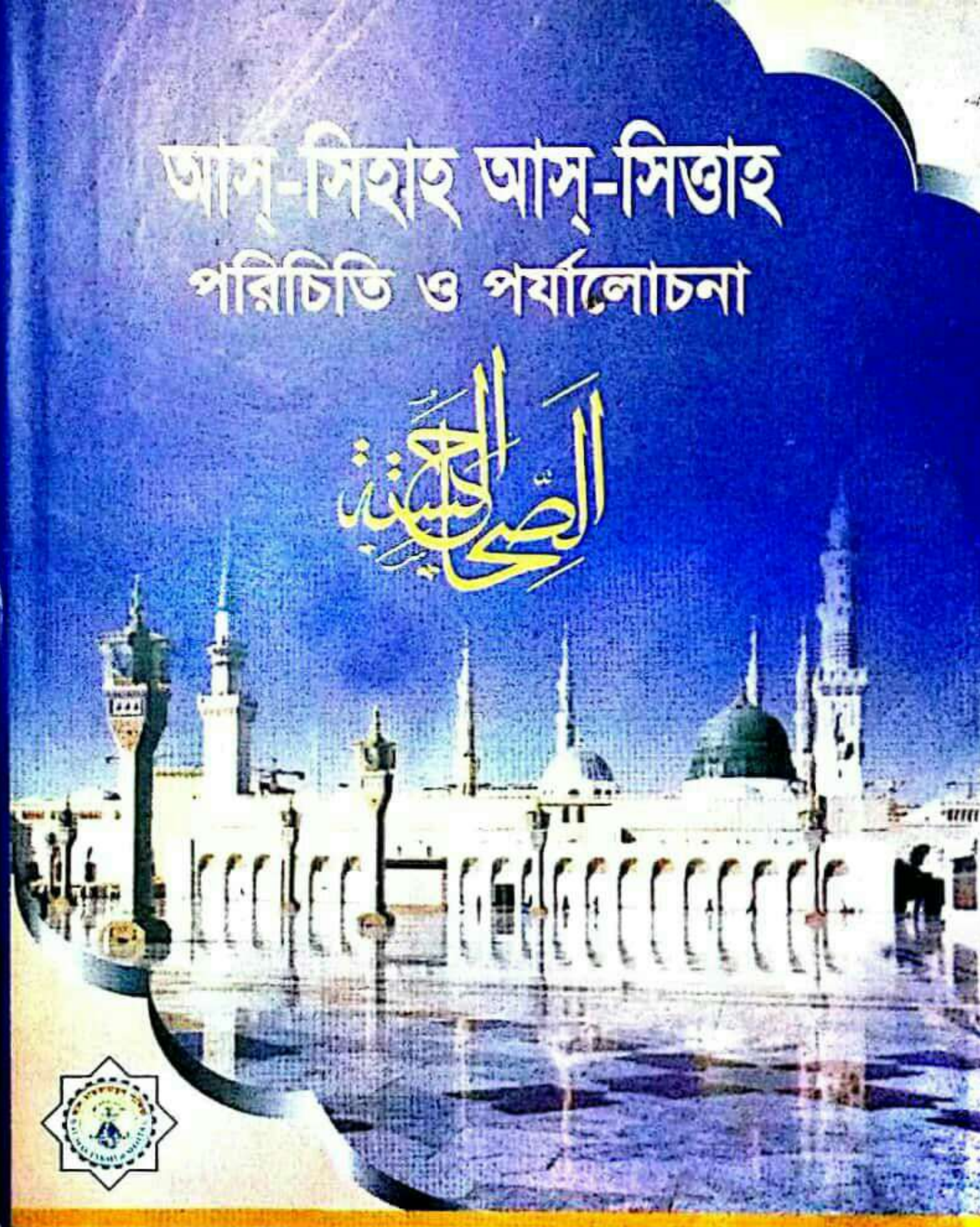

ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান

আল-মাকতাবাতুশ-শাফিয়া থেকে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

- উলূমু'ল-কুরআন (১ম ও ২য় খণ্ড)
- হাদীস শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত
- কুরআন-হাদীসের আলোকে জিন জাতি ও ইবলীস
- বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা (বাকুল-ওহী)
- আস্-সিহাহ আস্-সিত্তাহ পরিচিতি ও পর্যালোচনা
- তাফসীর শাস্ত্রের ইতিহাস
- হযরত খান জাহান আলীঃ জীবন ও কর্ম
- التشريع الاسلامى وعقوبة المجرمين
- علم النقد وعلم الجرح والتعديل
- الإمام أبو داود وأثره فى علم الحديث
- معجم الشيوخ أبى داود وتلاميذه

★ Sunnipedia.blogspot.com
★ Islami-kitab.blogspot.com
★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
★ PDF by (Masum Billah Sunny)

াকতাবাতুশশাফিয়া আল মাকতাবাতুশশাফিয়া আল মাকতাবাতুশশাফিয়া আল মাকতাবাতুশশাফিয়া আল মাকতাবাতুশশাফিয়া আল মাকতাবাতুশশাফি
াকতাবাতুশশাফিয়া আল মাকতাবাতুশশাফিয়া আল মাকতাবাতুশশাফিয়া আল মাকতাবাতুশশাফিয়া আল মাকতাবাতুশশাফিয়া আল মাকতাবাতুশশাফি
াকতাবাতুশশাফিয়া আল মাকতাবাতুশশাফিয়া আল মাকতাবাতুশশাফিয়া আল মাকতাবাতুশশাফিয়া আল মাকতাবাতুশশাফিয়া আল মাকতাবাতুশশাফি

আস্-সিহাহ আস্-সিত্তাহ
পরিচিতি ও পর্যালোচনা

ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
প্রফেসর
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

★ Sunnipedia.blogspot.com
★ Islami-kitab.blogspot.com
★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
★ PDF by (Masum Billah Sunny)

আল-মাকতাবাতুশ্-শাফিয়া
রাজশাহী, বাংলাদেশ

আস্-সিহাহ আস্-সিত্তাহ পরিচিতি ও পর্যালোচনা

ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
আল-মাকতাবাতুশ্-শাফিয়া

প্রকাশনী :৭, সংকলন: ৬

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর : ২০০২, আশ্বিন: ১৪০৯, রজব: ১৪২৩

দ্বিতীয় মুদ্রণ
মে ২০০৯, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬, জামাদিউস্-সানী ১৪৩০

তৃতীয় সংস্করণ
জুলাই ২০১২, শ্রাবন ১৪১৯, রমযান ১৪৩৪

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশনায়: ডা. মুহাম্মদ আযীযুর রহমান
মুহাম্মদ মনজুরুর রহমান
আল-মাকতাবাতুশ্-শাফিয়া, বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী-৬২০৬
ফোন: (০৭২১)-৭৫০১৪৭, মোবাইল : ০১৮১৭-৩৮১৮৪৭, ০১৭৪৩-৬২১০১৮

প্রচ্ছদ : আলহাজ্জ মাহমুদ মোস্তফা আল-মা'রুফ

মুদ্রণ কম্পিউটার এণ্ড অফসেট প্রিন্টার্স, রাজশাহী, মোবাইল: ০১৭১২-৪১৫০৯৫

মূল্য : ১৭৫.০০ টাকা মাত্র

AS-Sihah AS-Sittah Parichity O Parzalochona : WRITTEN BY DR. MUHAMMAD MAHBUBUR RAHMAN, ASSISTANT PROFESSOR DEPARTMENT OF ISLAMIC STUDIES. UNIVERSITY OF RAJSHAHI. PUBLISHED BY AL-MAKTABAH al-SHAFIA, BINODPUR BAZER, RAJSHAHI-6206, BANGLADESH
July 2012

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় পিতা মরহুম আলহাজ্জ প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্
শ্রদ্ধেয় দাদা মরহুম আলহাজ্জ মৌলভী মোবারক উল্লাহ ও
শ্রদ্ধেয়া দাদী মরহুমা হাজিয়াহ শাফিয়া খাতুন-এর উদ্দেশ্যে

যারা আমাকে অতি স্নেহ,
যত্ন ও আদর করেছেন
এবং তাঁদের দু'আর বরকতে
আমি আজ এ পর্যায়ে উপনীত হয়েছি।
আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের সকলকে
জান্নাতুল-ফেরদাউস দান করুন।

★ Sunnipedia.blogspot.com
★ Islami-kitab.blogspot.com
★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.
★ PDF by (Masum Billah Sunny)

সিহাহ্ সিত্তাহ্ গ্রন্থ সম্পর্কে প্রত্যেক সংকলকের মন্তব্য

১. ইমাম বুখারী (র) তাঁর আল-জামি' সম্পর্কে বলেন,

مَا اَدْخَلْتُ فِيْ "اَلْجَامِعِ" اِلاَّ مَا صَحَّ، وَتَرَكْتُ مِنَ الصِّحَاحِ لأَجْلِ الطُّوْلِ

[আমি 'আল-জামি' গ্রন্থে কেবলমাত্র সহীহ হাদীস সংযোজিত করেছি। আর আমি গ্রন্থের বৃহদায়তন হয়ে যাওয়ার আশংকায় অনেক সহীহ হাদীস ছেড়ে দিয়েছি।]

২. ইমাম মুসলিম (র) তাঁর আস্-সহীহ সম্পর্কে বলেন,

لَيْسَ كُلُّ شَيْئٍ عِنْدِيْ صَحِيْحٌ وَضَعْتُهُ هاهُنَا وَاِنَّمَا وَضَعْتُ هَاهُنَا مَا اَجْمَعُوْا عَلَيْهِ.

[কেবল আমার বিবেচনায় সহীহ হাদীস সমূহই আমি গ্রন্থে শামিল করিনি। বরং এ গ্রন্থে কেবল সেসব হাদীসই একত্রিত করেছি, যার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ একমত।]

৩. ইমাম নাসাঈ (র) তাঁর আল-মুজতাবা সম্পর্কে বলেন,

وَالْمُنْتَخَبُ الْمُسَمَّى بِالْمُجْتَبٰى صَحِيْحٌ كُلُّهُ

[হাদীসের সঞ্চয়ণ মুজতাবা নামের গ্রন্থখানিতে উদ্ধৃত সমস্ত হাদীসই বিশুদ্ধ।]

৪. ইমাম আবু দাউদ (র) তাঁর সুনান সম্পর্কে বলেন,

لَمْ اُصَنِّفْ فِيْ الزُّهْدِ وَفَضَائِلِ الأَعْمَالِ وَغَيْرِهَا فَهٰذَا اَرْبَعَـةُ الآفِ وَثَمَانمِائَـة كُلُّهَـا فِيْ الأَحْكَامِ

[আমি এখানে সুফীবাদ, আমলের ফযীলত, ইত্যাদি বিষয়ক হাদীস লিপিবদ্ধ করিনি। এতে সন্নিবেশিত চার হাজার আট শত হাদীসের সবগুলোই আহকাম সম্পর্কিত।]

৫. ইমাম তিরমিযী (র) তাঁর আল-জামি' সম্পর্কে বলেন,

صَنَّفْتُ هٰذَا الْكِتَابَ، وَعَرَضْتُهُ عَلٰى عُلَمَاءِ الْحِجَازِ، وَالْعِرَاقِ وَخُرَاسَانَ، فَرَضُوْابِه،

وَمَنْ كَانَ هٰذَا الْكِتَابُ يَعْنِىْ "اَلْجَامِعَ" فِيْ بَيْتِه، فَكَانَ فِيْ بَيْتِه نَبِىٌّ يَتَكَلَّمُ.

[আমি এ কিতাবটি হিজায, 'ইরাক এবং খুরাসানের 'আলিমগণের নিকট পেশ করি, তাঁরা সকলেই এ গ্রন্থের উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং এটিকে উত্তম গ্রন্থ বলে অভিহিত করেন। অতঃপর বলেন, যার গৃহে এ আল-জামি' গ্রন্থটি রয়েছে, তার গৃহে যেন স্বয়ং নবী করীম (স) অবস্থান করছেন এবং কথা বলছেন।]

৬. ইমাম ইবন মাজাহ (র) তাঁর সুনান সম্পর্কে বলেন,

عَرَضْتُ هٰذِه "السُّنَنَ" عَلٰى اَبِيْ زُرْعَةَ الرَّازِيِّ، فَنَظَرَ فِيْهِ، وَقَالَ: اَظُنُّ اِنْ وَقَعَ هٰذَا فِيْ اَيْدِي النَّاسِ تَعَطَّلَتْ هٰذِه الْجَوَامِعُ.

[আমি সুনান গ্রন্থটি রচনা করে আবু যুর'আহ (র)-এর নিকট পেশ করি। তখন তিনি গ্রন্থটি গভীরভাবে অধ্যয়ন করে বলেন, আমার ধারণা এ গ্রন্থটি জনগণের হাতে পৌঁছলে অন্যান্য জামি' গ্রন্থ অথবা অধিকাংশ জামি' গ্রন্থ অকেজো হয়ে যাবে।]

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হাদীস ইসলামী শরী'আতের অন্যতম উৎস। হাদীস কুরআন মাজীদে বর্ণিত মৌলিক নীতিমালার বিশ্লেষণদানকারী এবং মহানবী (স)-এর জীবনাদর্শের প্রধান উৎস। তাঁর জীবদ্দশায় সাহাবীগণ হাদীস তাঁদের বক্ষে ধারণ করেছেন অতি যত্নসহকারে। বিশেষ বিশেষ সাহাবী নবীর হাদীসকে তখনই লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করেছেন। এরপর এ ধারা চলতে থাকে অব্যাহত গতীতে। হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভেই সরকারীভাবে হাদীস লিপিবদ্ধ করার হুকম জারী করেন খলীফা 'ওমর ইবন 'আব্দিল 'আযীয (র)।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দী ছিল হাদীস সংকলনের স্বর্ণযুগ। এ যুগেই আস্-সিহাহ আস্-সিত্তাহ অর্থাৎ বিশুদ্ধ ছয়টি হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে। আর এ ছয়টি গ্রন্থের সংকলক হচ্ছেন যুগ শ্রেষ্ঠ হাদীসের ইমামগণ। যাদের সমকক্ষ মুহাদ্দিস আজ পর্যন্ত আর কেউ হতে পারেননি। এ ছয়জন মুহাদ্দিস হচ্ছেন মুহাম্মদ ইবন্ ইসাম'ঈল আল-বুখারী, মুসলিম ইবনুল-হাজ্জাজ আল-কুশাইরী, মুহাম্মদ ইবন্ 'ঈসা আত্-তিরমিযী, সুলায়মান ইবনুল-আশ'আস আস্-সিজিস্তানী আবু দাউদ, আহমদ ইবন্ শু'আয়ব আন্-নাসাঈ এবং মুহাম্মদ ইবন্ ইয়াযীদ ইবন্ মাজাহ (র)। এ ছয়জন মুহাদ্দিস ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। তাঁদের জীবন ও গ্রন্থ পর্যালোচনায় 'আরবী ভাষায় প্রচুর তথ্য থাকলেও বাংলা ভাষায় এরূপ প্রামাণিক গ্রন্থ অতি বিরল।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান সে প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই **'আস্-সিহাহ আস্-সিত্তাহ পরিচিতি ও পর্যালোচনা'** নামে এ গ্রন্থটি সংকলন করেন। এ গ্রন্থটি স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ পাঠক-পাঠিকার চাহিদা কিছুটা হলেও মিটাতে সক্ষম হবে বলে আমরা আশা রাখি।

ড. মাহবুব সহজ ও সরল ভাষায় গ্রন্থটি সংকলন করেছেন। তিনি অনেক তত্ত্ব ও তথ্যবহুল গ্রন্থ মন্থন করে এ গ্রন্থটি সংকলন করেছেন। বস্তুত গ্রন্থটি দ্বারা শুধু শিক্ষার্থীরাই উপকৃত হবেন না, বরং হাদীস চর্চায় অনুরাগী গবেষকগণও এর মাধ্যমে প্রভুতভাবে উপকৃত হবেন বলে আমাদের দৃঢ় প্রত্যাশা।

গ্রন্থটি নিখুঁত করার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। এরপরও ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। কোন ভুল ভ্রান্তি পাঠক-পাঠিকার চোখে পড়লে তা অবহিত করার জন্য অনুরোধ রইল। আল্লাহ আমাদের এ শ্রমকে কবুল করুন।

ডা. মুহাম্মদ আযীযুর রহমান
ও
মুহাম্মদ মনজুরুর রহমান
প্রকাশক
আল-মাকতাবাতুশ-শাফিয়া
রাজশাহী, বাংলাদেশ

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ রহমতে আমার রচিত 'আস্-সিহাহ্ আস্-সিত্তাহ্ পরিচিতি ও পর্যালোচনা' শিরোনামে গ্রন্থটির দ্বিতীয় মুদ্রণ অতিঅল্প সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে। গ্রন্থটি পাঠক মহলে অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে। গ্রন্থটি দ্বারা ছাত্র, শিক্ষক ও সুধীজন উপকৃত হতে পেরেছে জেনে অত্যন্ত খুশী হয়েছি। এবং মহান আল্লাহর দরবারে লাখো-কোটি শোকরিয়া আদায় করছি। তিনি যেন এর দ্বারা আমাদের শেষ বিচারের দিন মুক্তি দান করেন। হাদীস গ্রন্থ বলতেই সর্ব প্রথম যার নাম আসে তা হলো সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম। এরপর সুনানুন্-নাসা'ঈ, সুনানু আবী দাউদ, জামি'উত্-তিরমিযী ও সুনানু ইব্ন মাজাহ্। আমাদের বাংলাদেশের প্রত্যেক স্তরেই এ হাদীস গ্রন্থগুলো পাঠ্যসূচীভুক্ত। বিধায় এ সংক্রান্ত একটি গ্রন্থ আমাদের নিকট অতীব জরুরী ও প্রয়োজনীয় ছিল। আমরা হাতের কাছে সিহাহ সিত্তার জীবনী বিষয়ক যে গ্রন্থগুলো পেয়ে থাকি তার অধিকাংশই আরবী ও উদু ভাষায় প্রণীত।

আমরা এ গ্রন্থটি মূল 'আরবী গ্রন্থসমূহ মন্থন করেই রচনা করেছি। এটি অত্যন্ত নির্ভরশীল ও উপকারি গ্রন্থ। যা সকল পাঠক মহল বুঝতে পেরেছে। তাইতো তাদের চাহিদার প্রেক্ষিতে আমরা গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ করতে পেরে আল্লাহ্ দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। এ সংস্করণে প্রথম অধ্যায়ে কিছু বিষয় সংযোজিত হয়েছে। যা দ্বারা পাঠক মহল পূর্বের তুলনায় বেশী উপকৃত হবেন। গ্রন্থটির দ্বারা আমরা যে সাওয়াব লাভ করব এর সবটুকুই আমার পিতা মহান শিক্ষাবিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদ আলহাজ্জ মাওলানা প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্, তাঁর পিতা-মাতা আলহাজ্জ মৌলভী মোবারক উল্লাহ্ ও হাজিয়াহ্ শাফিয়া খাতুনের প্রতি উৎসর্গ করছি। আমীন।

প্রশান্তি
বিনোদপুর, রাজশাহী
জুলাই ২০১২ খ্রীষ্টাব্দ
শ্রাবণ ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
রমযান ১৪৩৩ হিজরী

ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
প্রফেসর
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

Sunnipedia.blogspot.com
Islami-kitab.blogspot.com

ভূমিকা

সমস্ত প্রসংশা বিশ্বের একমাত্র প্রতিপালক মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য। যার অপার করুণায় আমি 'আস্-সিহাহ্ আস্-সিত্তাহ্ পরিচিতি ও পর্যালোচনা' গ্রন্থটির লিখার কাজ সমাপ্ত করতে পেরেছি। দুরুদ ও সালাম বিশ্ব নবী মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি।

ইসলামী শরী'আতের মূল উৎস হচ্ছে আল-কুরআন। আল-কুরআন ইসলামের আলো স্বরূপ। কুরআন মাজীদ ইসলামী জীবন বিধানের মূলনীতি পেশ করে। হাদীস সে মূলনীতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দান করে। এ হাদীস-ই শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস। হাদীস যেমন একদিকে কুরআনের ব্যাখ্যা দান করে অনুরূপভাবে মহানবী (স)-এর জীবন চরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ-এর বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করে।

হাদীস শব্দের অর্থ বাণী। পরিভাষায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী, কর্ম, অনুমোদন ও মৌনসম্মতিকে হাদীস বলে। হাদীসের অপর নাম সুন্নাহ। সুন্নাহ শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্ম নীতি ও পদ্ধতি। যে পন্থা ও রীতি-নীতি রাসূলুল্লাহ (স) অবলম্বন করতেন তাই সুন্নাহ।

হযরত মুহাম্মদ (স) হাদীস সংরক্ষণের তাগিদ দিয়েছেন। সাহাবীগণ ছিলেন প্রখর স্মৃতির অধিকারী। তাই সাহাবীগণ নবীর প্রতিটি হাদীস স্বীয় বক্ষে ধারণ করেছেন। তাঁরা হাদীসকে হুবহু বক্ষে ধারণ করতেন এবং তাবি'ঈগণের নিকট পৌঁছে দিতেন। পরবর্তী পর্যায়ে হযরত 'ওমর ইব্ন 'আব্দিল 'আযীয (র) হাদীস সংরক্ষণের জন্য সরকারী নির্দেশ জারী করার পর হাদীস লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী সাড়া পড়ে যায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মুহাদ্দিসগণ হাদীস সংকলন করেন এবং তা গ্রন্থাবদ্ধ করেন। এ গ্রন্থগুলো বিভিন্ন পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ হয়।

বিশেষ করে হিজরী তৃতীয় শতাব্দী ছিল হাদীস সংকলনের স্বর্ণযুগ। এ যুগেই সিহাহ সিত্তাহ সংকলিত হয়। সংকলকগণ নিজ নিজ পদ্ধতি ও শর্তানুসারে হাদীস পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁদের প্রখ্যাত গ্রন্থসমূহ সংকলন করেন। হাদীস যাচাই-বাছাই-এর ক্ষেত্রে তাঁদের প্রধান মাপকাঠি ছিল 'ইসনাদ'।

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে হাদীস সংকলনে যিনি সর্বাধিক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তিনি হচ্ছেন, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী। তাঁর সংকলিত হাদীস গ্রন্থটির স্থান আল-কুরআনের পরেই। এরপর মুসলিম ইবনুল-হাজ্জাজ-এর আস্-সহীহ। এ দু'টি গ্রন্থকে একসাথে সহীহায়ন বলা হয়। এ দু'টি গ্রন্থের মধ্যে কোন্ গ্রন্থটি অধিক বিশুদ্ধ এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে কিছু মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয় তবে বিশুদ্ধতার দিক থেকে সহীহুল-বুখারী অগ্রগণ্য।

সহীহায়ন ছাড়াও এ শতাব্দীতে সুনানু আরবা'আ সংকলিত হয়। মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা আত্-তিরমিযী (র)-এর আল-জামি', সুলায়মান ইবনুল-আশ'আস আস্-সিজিস্তানী-এর সুনানু আবী দাউদ, আহমদ ইব্ন শু'আয়ব আন্-নাসাঈর আল-মুজতাবা এবং মুহাম্মদ

ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মাজাহ-এর সুনানু ইব্‌ন মাজাহ উল্লেখযোগ্য। এ গ্রন্থটিতে মূলতঃ ছয়জন মুহাদ্দিসের পরিচিতি ও তাঁদের গ্রন্থাবলীর পর্যালোচনাই স্থান পেয়েছে।

হাদীস সংকলনকারীগণের জীবন চরিত সম্পর্কে 'আরবী ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। 'আরবী ভাষায় রচিত এ গ্রন্থগুলো দুষ্প্রাপ্য। বাংলা ভাষায় এরূপ একটি গ্রন্থের অতীব প্রয়োজন মনে করে আমি **'আস্-সিহাহ আস্-সিত্তাহ পরিচিতি ও পর্যালোচনা'** শিরোণামে গ্রন্থটি প্রণয়নের কাজ শুরু করি এবং মহান আল্লাহ তা'আলার অপার করুণায় কাজও সমাপ্ত করি। যতটুকু সম্ভব হয়েছে মৌলিক গ্রন্থাবলী থেকেই এর উপাত্ত-উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের স্কুল, কলেজ, মাদ্‌রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে আস্-সিহাহ আস্-সিত্তাহ্ থেকে সংগৃহীত হাদীস পড়ানো হয়। তাই আমার বিশ্বাস এ গ্রন্থ থেকে স্কুল, কলেজ, মাদ্‌রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, গবেষক ও সাধারণ পাঠক-পাঠিকারা উপকৃত হবেন।

গ্রন্থটি প্রণয়নে আমাকে একান্তভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় পিতা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ। তিনি আমার এ গ্রন্থটির পুরো পাণ্ডুলিপি পড়ে সংশোধন করে দিয়েছেন। মাতা সকিনা বেগম আমাকে উৎসাহ ও সাহস যুগিয়েছেন। আমি তাদের দু'জনের জন্য আল্লাহর নিকট দীর্ঘ হায়াত ও রোগ মুক্তি কামনা করি। আমার ভগ্নিপতি ড. মোহাঃ আশরাফ উজ্ জামান এ গ্রন্থ প্রণয়নে বিভিন্ন ভাবে পরামর্শ ও সহযোগিতা করেছেন। স্নেহের ছোট বোন রায়হানা আখতার, ছোট ভাই ডা. মুহাম্মদ আযীযুর রহমান ও মুহাম্মদ মনজুরুর রহমানও আমাকে বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেছে। আমি তাদের সকলের জীবনের উন্নতি ও সাফল্য কামনা করছি।

গ্রন্থটিকে যথাসাধ্য নির্ভুল করার জন্য প্রুফ দেখেছেন আমার বন্ধু মাসিক আত্-তাহরীক এর সম্পাদক মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসেন ও আমার স্নেহের ছাত্র আবু নোমান মুহাম্মদ মাসউদুর রহমান। বইটির প্রচ্ছদ অংকন করেছেন আলহাজ্জ মাহমূদ মোস্তফা আল-মা'রুফ।

পরিশেষে আমি একথা বলতে চাই, এ গ্রন্থটি দ্বারা যদি কারও সামান্যতম উপকার হয় তাহলে আমার শ্রম সার্থক হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাঁর নবীর জীবনাদর্শ অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

প্রশান্তি
বিনোদপুর, রাজশাহী
১৮ সেপ্টেম্বর, ২০০২ ইং
১০ রজব, ১৪২৩ হিজরী
৩ আশ্বিন, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ

ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান
প্রফেসর
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সূচীপত্র

ভূমিকা
প্রথম অধ্যায় ১১-১২
হাদীস : পরিচিতি, সংকলন ও হাদীস গ্রন্থের শ্রেণী বিভাগ ১৩-৫২
হাদীস শব্দের আভিধানিক অর্থ ১৩-৫২
হাদীস-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা ১৩-১৪
ইসলামী শরী'আতের উৎস হিসাবে হাদীস ১৫-২০
হাদীস লিপিবদ্ধ করা কেন নিষেধ ছিল? ২০-২৫
হাদীস লিখনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুমতি প্রদান ২৫-২৮
সাহাবীগণ কর্তৃক প্রণীত সহীফা ২৯-৩৫
রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশায় হাদীস সংরক্ষণ ৩৫-৪০
হাদীস সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ৪১-৪২
হাদীস সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৪৩-৪৪
হাদীস গ্রন্থের শ্রেণী বিভাগ ৪৫-৪৭
আস্-সিহাহ আস্-সিত্তাহ ৪৭-৫১
দ্বিতীয় অধ্যায় : মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (র) ও তাঁর আল-জামি' ৫২
নাম ও বংশ পরিচয় ৫৩-৮৮
জন্ম ও জন্মস্থান ৫৩-৫৪
শৈশবকাল ও দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া ৫৪-৫৫
বাল্যকাল ও শিক্ষা জীবন ৫৫
হাদীস সংগ্রহের জন্য দেশ ভ্রমণ ৫৫-৫৭
ইমাম বুখারী (র)-এর শিক্ষকমণ্ডলী ৫৭-৫৮
শিষ্যবৃন্দ ৫৮-৬০
হাদীস সংগ্রহে তাঁর সতর্কতা ৬০-৬১
কর্মময় জীবন ৬১
স্মৃতিশক্তি ৬১-৬২
'ইবাদত ও তাকওয়া ৬২-৬৪
মাযহাব ৬৪-৬৫
মহৎ চরিত্রের অধিকারী ৬৫-৬৬
মনীষীগণের দৃষ্টিতে ইমাম বুখারী (র) ৬৬
রচনাবলী ৬৬-৬৮
ইন্তিকাল ৬৮-৭১
ইন্তিকালের পর অলৌকিক ঘটনা ৭১
আল-জামি'উস্-সহীহ-এর পর্যালোচনা ৭১
আল-জামি'উস্-সহীহ সংকলন ৭২-৮৮
গ্রন্থের নামকরণ ৭২
আল-জামি'উস্-সহীহ প্রণয়নের কারণ ৭২
সহীহুল-বুখারী প্রণয়নে ইমাম বুখারী (র)-এর শর্তাবলী ৭২-৭৩
আল-জামি'উস্-সহীহ সম্পর্কে মনীষীগণের মন্তব্য ৭৩-৭৪
৭৪-৭৫

Sunnipedia.blogspot.com
Islami-kitab.blogspot.com

আল-জামি'উস্-সহীহ প্রণয়নে সতর্কতা ৭৫
আল-জামি'উস্-সহীহ-এর হাদীস সংখ্যা ৭৬-৭৭
আল-জামি' আস্-সহীহ-এর বৈশিষ্ট্য ৭৭-৭৯
আল-জামি'উস্-সহীহ-এর শরহ্ বা ভাষ্য গ্রন্থ ৭৯-৮৪
আল-জামি'-এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ৮৪-৮৫
জামি'- আল-বুখারী-এর রাবীগণের জীবনী গ্রন্থ ৮৫
জামি'-আল বুখারী-এর সমালোচনা ৮৫-৮৮
তৃতীয় অধ্যায় : মুসলিম ইবনুল-হাজ্জাজ (র) ও তাঁর আস্-সহীহ ৮৯-১১৪
নাম ও বংশ ৮৯
জন্ম ও জন্মস্থান ৮৯-৯০
বাল্যকাল ৯০-৯১
শিক্ষা জীবন ৯১
ইমাম যুহলীর মজলিস ত্যাগ ৯১-৯২
হাদীস অন্বেষণে দেশ ভ্রমণ ৯২-৯৫
শিষ্যবৃন্দ ৯৫-৯৬
মাযহাব ৯৬
রচনাবলী ৯৬-১০০
ইমাম মুসলিম (র) সম্পর্কে হাদীস বিশারদ এবং মনীষীগণের অভিমত ১০০-১০১
ইমাম মুসলিম (র)-এর ইন্তিকাল ১০১-১০৩
চরিত্র ও তাকওয়া ১০৩
তাঁর আকৃতি ১০৩
পেশা ১০৩
সহীহ্ মুসলিম-এর পর্যালোচনা ১০৪-১১৪
সহীহ মুসলিম সংকলন ১০৪
সহীহ গ্রন্থ সংকলনের কারণ ১০৫
নামকরণ ১০৫-১০৬
সহীহ মুসলিম-এ হাদীস সংকলন পদ্ধতি ১০৬
আস্-সহীহ গ্রন্থ প্রণয়নে শর্তারোপ ১০৬
আস্-সহীহ-এর হাদীস সংখ্যা ১০৬-১০৭
আস্-সহীহ-এর হাদীসের বিশুদ্ধতা ১০৭-১০৮
সহীহ মুসলিম সম্পর্কে মনীষীগণের অভিমত ১০৮-১০৯
সহীহ মুসলিমের বৈশিষ্ট্য ১০৯-১১১
সহীহ মুসলিম-এর শরহ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ ১১১-১১৪
সহীহ মুসলিম-এর সংক্ষিপ্ত সংকলন ১১৪
চতুর্থ অধ্যায় : সহীহায়নের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা ১১৫-১২২
এক ১১৫
দুই ১১৫-১১৭
তিন ১১৮-১২২
পঞ্চম অধ্যায় : আহমাদ ইবন শু'আয়ব আন্-নাসাঈ (র) ও তাঁর আল-মুজতাবা ১২৩-১৪৪
নাম ও নসব ১২৩
জন্ম ও জন্মস্থান ১২৩-১২৪
বাল্যকাল ১২৪-১২৫
শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষকবৃন্দ ১২৬
ছাত্রবৃন্দ ১২৬-১২৭
ইমাম নাসাঈ সম্পর্কে মনীষীগণের অভিমত ১২৭-১২৯
স্বভাব-চরিত্র ১২৯-১৩০
মাযহাব ১৩০-১৩১
রচনাবলী ১৩১-১৩২
ইন্তিকাল ১৩৩
আল-মুজতাবা-এর পর্যালোচনা ১৩৪-১৪৪
সুনান গ্রন্থ প্রণয়ন ১৩৪
হাদীস গ্রহণে ইমাম নাসাঈ (র)-এর শর্তাবলী ১৩৪-১৩৬
সিহাহ সিত্তার মধ্যে সুনানে নাসাঈর স্থান ১৩৬-১৩৭
সুনানুন-নাসাঈ -এর হাদীস সংখ্যা ১৩৭-১৩৮
সুনানুন্-নাসাঈ সম্পর্কে মনীষীগণের অভিমত ১৩৮-১৪০
সুনানুন্-নাসাঈর বৈশিষ্ট্য ১৪০-১৪১
সুনানুন্-নাসাঈ-এর শরহ গ্রন্থ ১৪২-১৪৪
ষষ্ঠ অধ্যায় : সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আবূ দাউদ (র) ও তাঁর আস্-সুনান ১৪৫-১৭০
নাম ও বংশ পরিচয় ১৪৫-১৪৬
জন্ম ও জন্মস্থান ১৪৬-১৪৭
শিক্ষা জীবন ও শিক্ষকবৃন্দ ১৪৭-১৫০
ইমাম আবূ দাউদ (র)-এর ছাত্রবৃন্দ ১৫০
প্রখর স্মৃতি শক্তি ১৫০
তাঁর খোদাভীরুতা ১৫১
ইমাম আবূ দাউদ (র) সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণের মন্তব্য ১৫২-১৫৩
তাঁর প্রতি খোদাভীরুগণের শ্রদ্ধা ১৫৩-১৫৪
তাঁর অনুসৃত মাযহাব ১৫৪
রচনাবলী ১৫৫-১৫৬
ইন্তিকাল ১৫৬
আস্-সুনান গ্রন্থ-এর পর্যালোচনা ১৫৭-১৭০
সুনান গ্রন্থ সংকলন ১৫৭
ইমাম আবূ দাউদ (র) কতৃক সুনান গ্রন্থ সংকলনের কারণ ১৫৭
সিহাহ সিত্তার মধ্যে সুনানু আবী দাউদ-এর স্থান ১৫৮
হাদীসের সংখ্যা ১৫৮-১৫৯
সুনান গ্রন্থে হাদীস গ্রহণের মাপকাঠি ১৫৯-১৬০
সুনান গ্রন্থটি আহকাম সম্পর্কিত হাদীসের উপরই সীমাবদ্ধ ১৬০
দীনদারীর জন্য চারটি হাদীসই যথেষ্ট ১৬০
সুনান গ্রন্থের প্রতিলিপি সমূহ ১৬০-১৬১
সুনানু আবী দাউদ সম্পর্কে হাদীসবিদগণের মন্তব্য ১৬১-১৬৩
সুনানু আবী দাউদের বৈশিষ্ট্য ১৬৪-১৬৫
সুনান-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ সমূহ ১৬৫-১৬৯
সুনান গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ১৬৯-১৭০
ইবনুল-জাওযী (র)-এর বিরূপ সমালোচনা এবং এর খণ্ডন ১৭০

সপ্তম অধ্যায় : মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা আত্-তিরমিযী (র) ও তাঁর আল-জামি'	১৭১-১৮৮
নাম ও বংশ পরিচয়	১৭১
জন্ম ও জন্মস্থান	১৭১-১৭৩
বাল্যকাল ও শিক্ষা সফর	১৭৩-১৭৪
শিক্ষকবৃন্দ	১৭৪-১৭৫
শিষ্যবৃন্দ	১৭৫
প্রখর স্মৃতিশক্তি	১৭৫-১৭৬
মাযহাব	১৭৬-১৭৭
ইমাম তিরমিযী (র) সম্পর্কে মনীষীগণের অভিমত	১৭৭-১৭৮
রচনাবলী	১৭৮-১৮০
ইন্তিকাল	১৮০
আল-জামি' আত্-তিরমিযী-এর পর্যালোচনা	১৮১-১৮৮
আল-জামি' তিরমিযী সংকলনের উদ্দেশ্য	১৮২
সিহাহ সিত্তায় আল-জামি'-এর স্থান	১৮৩
আল-জামি' গ্রন্থে হাদীসের সংখ্যা	১৮৪
আল-জামি' সম্পর্কে মনীষীগণের অভিমত	১৮৪
আল-জামি'-এর বৈশিষ্ট্য	১৮৪-১৮৬
আল-জামি'-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ	১৮৬-১৮৭
জামি'-এর সংক্ষিপ্ত সংকলন	১৮৭-১৮৮
অষ্টম অধ্যায় : মুহাম্মদ ইব্ন মাজাহ (র) ও তাঁর সুনান	১৮৯-২০৬
নাম ও বংশ পরিচয়	১৮৯-১৯০
জন্ম ও জন্মস্থান	১৯০-১৯২
বাল্যকাল ও প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ	১৯২
শিক্ষার উদ্দেশ্যে সফর	১৯২-১৯৩
শিক্ষকবৃন্দ	১৯৩-১৯৪
ছাত্রবৃন্দ	১৯৪
অনুসৃত মাযহাব	১৯৪-১৯৫
আল্লাহ ভীতি	১৯৫
রচনাবলী	১৯৫-১৯৬
ইন্তিকাল	১৯৬-১৯৭
ইব্ন মাজাহ (র) সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণের মন্তব্য	১৯৭-১৯৮
সুনানু ইব্ন মাজাহ (র)-এর পর্যালোচনা	১৯৯-২০৬
হাদীসের সংখ্যা	১৯৯-২০০
সিহাহ সিত্তার মধ্যে সুনানু ইব্ন মাজাহ-এর স্থান	২০০-২০১
সুনানু ইব্ন মাজাহ সম্পর্কে মনীষীগণের মন্তব্য	২০১-২০৩
সুনানু ইব্ন মাজাহ-এর বৈশিষ্ট্য	২০৩-২০৪
সুনানু ইব্ন মাজাহ-এর শরাহ্ বা ভাষ্য গ্রন্থ	২০৪-২০৬
গ্রন্থপঞ্জী	২০৭-২২০

প্রথম অধ্যায়

হাদীস : পরিচিতি, সংকলন ও হাদীস গ্রন্থের শ্রেণী বিভাগ

হাদীস-এর পরিচয়

হাদীস শব্দের আভিধানিক অর্থ

আল-হাদীস (اَلْحَدِيْث) শব্দটি اَلْحَدْث অথবা اَلْحُدُوْثُ থেকে উদ্ভূত।[১] বহুবচনে আহাদীস (أَحَادِيْث)।[২] যেমন, قَطِيْع এর বহুবচন اَقَاطِيْع হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৩] কুরআন মাজীদে এসেছে,[৪] وَعَلَّمْتَنِىْ مِنْ تَأْوِيْلِ الأَحَادِيْثِ -'এবং (আল্লাহ) আমাকে বিভিন্ন তাৎপর্যসহ ব্যাখা করার বিদ্যা শিখিয়ে দিয়েছেন।' যদি হাদীস শব্দটি (حُدُوْث) অথবা (حَدْث) শব্দমূল থেকে নির্গত হয় তখন এর অর্থ হবে, নতুন কোন বিষয় উদ্ভাবন করা, যা পুরাতনের বিপরীত।[৫]

হাদীস শব্দটি কথা বা বাণী অর্থেও ব্যবহৃত হয়।[৬] কারণ কথা বা বাণী একটার পর একটা শব্দ আকারে মুখ হতে বা লেখনীর মাধ্যমে নতুন ভাবে বের হয়ে আসে।

---

১. ইব্ন মানযুর, লিসানুল-'আরব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৫; রাগিব আল-ইস্পাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল-কুরআন, পৃ. ১০৮; আহমদ ইব্ন ফারিস, মু'জামু মাকাইসিল-লুগাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬; 'আব্দুল কাদের আর্-রাযী বলেন, اَلْحُدُوْثُ بِالضَّمِّ كَوْنُ الشَّيْءِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ.
দ্র. মুখতারুস্-সিহাহ, পৃ. ৫৩।

২. লিসানুল-'আরব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৫; মুখতারুস্-সিহাহ, পৃ. ৫৩; লুইস মা'লুফ বলেন, হাদীছ শব্দটির বহুবচন যথাক্রমে, اَحْدَاثٌ حِدْثَانٌ ও حِدْثَاءُ হয়ে থাকে।
দ্র. আল-মুনজিদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২১; যামাখশরী বলেন, إِنَّ الأَحَادِيْثَ إِسْمُ جَمْعٍ
দ্র. আল-কাশশাফ, ২য় খণ্ড,পৃ. ২৪৩; ফাররা বলেন,
إن وَاحِدَ الأَحَادِيْثِ أُحْدُوْثَةٌ، ثُمَّ جَعَلُوْهُ جَمِيْعًا لِلْحَدِيْثِ
দ্র. আয্-যুবাইদী, তাযুল-উরুস, ১ম খণ্ড,পৃ. ৬১৩;

৩. ড. 'উজাজ খতীব, 'উসূলুল-হাদীস, পৃ. ২৭।

৪. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ, আয়াতঃ ১০১।

৫. হাদীস (حَدِيْث) শব্দটি যদি হদস্ (حَدْث) শব্দ থেকে নির্গত হয় তবে অর্থ হবে, كَوْنُ الشَّيْءِ لَمْ يَكُنْ 'নব উদ্ভূত বস্তু, যার অস্তিত্ব পূর্বে ছিলনা।'
দ্র. লিসানুল-'আরব, ১১ খণ্ড,পৃ. ১৩১।

৬. ড. ইবরাহীম মাদকুর, মু'জামুল-ওয়াযীয, পৃ. ১৩৮; ড. ইবরাহীম আনীস, মু'জামুল-ওয়াসীত, পৃ. ১৬০; লুইস মালুফ, আল-মুনজিদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২১; T. P. Hughes বলেন, "HADITH (حديث) A Saying" Cf. Dictionary of Islam, p-639.

নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন,[৭]

اَلْحَدِيْث فَهُوَ فِيْ اللُّغَةِ الكَلَامُ الَّذِيْ يَتَحَدَّثُ بِه وَيَنْقُلُ بِالصَّوْتِ وَالْكِتَابَةِ

-'আভিধানিক অর্থে হাদীস বলা হয় এমন কথাকে যা বলা হয় অথবা শব্দ ও লিখনীর মাধ্যমে নকল করা হয়।'

হাদীস শব্দটি যদি (تَحْدِيْثُ) শব্দ থেকে নির্গত হয় তখন অর্থ হবে, সংবাদ প্রদান করা।[৮]

ড. সুবহী সালিহ বলেন,[৯] اَلْحَدِيْثُ هُوَ اِسْمٌ مِنَ التَّحْدِيْثِ، وَهُوَ الأَخْبَارُ

-'হাদীস নাম হল কথা বলার, সংবাদ দানের।'

এ ছাড়া বর্ণনা[১০], ঘটনা প্রবাহ[১১], অস্তিত্বহীন কোন জিনিস অস্তিত্বলাভ করা অর্থেও ব্যবহৃত হয়।[১২] পবিত্র কুরআনে হাদীস শব্দটি বহু স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,[১৩] وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ -'তুমি রবের নি'মতের কথা বর্ণনা কর।' আল্লাহ তা'আলা অপর স্থানে বলেন,[১৪] فَبِأَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَه يُؤْمِنُوْنَ -'অতঃপর তারা কোন কথাকে বিশ্বাস করবে?' অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,[১৫] وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ مُوْسَى - 'মূসার খবর জানতে পেরেছ কি?' এছাড়া সংবাদ প্রদান প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,[১৬] هَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ -'সবকিছু আচ্ছন্নকারী কিয়ামতের সংবাদ তোমার নিকট এসেছে।'

---

৭. আল-হাদীস হুজ্জিয়াতুন, ১ম খণ্ড,পৃ. ১৫।
৮. ড. 'উজাজ খতীব বলেন, الحديث الخبر يأتى على القليل والكثير
দ্র. উসূলুল-হাদীস, পৃ. ২৬-২৭; ড. 'উজাজ খতীব, আস্-সুন্নাহ কাবলাত্-তাদবীন, পৃ. ২০।
৯. ড. সুবহী সালেহ, 'উলূমুল-হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু, পৃ. ৩।
১০. ইলিয়াছ আনতুন ইলিয়াছ, আল-কামূস আল-মাদরাসী, পৃ. ৮২; F. K . Lein, The Religion of Islam, p-24.
১১. Hans where, A Dictionary of Modern Written Arabic, p-161; The Religion of Islam, p-24.
১২. রাগেব আল-ইসফাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, পৃ. ১০৮।
১৩. সূরা দুহা, আয়াতঃ ১১।
১৪. সূরা আল-আ'রাফ, আয়াতঃ ১৮৫।
১৫. সূরা তাহা, আয়াতঃ ৯।
১৬. সূরা গাশিয়াহ, আয়াতঃ ১।

হাদীস-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা

পরিভাষায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী, কর্ম ও মৌনসমর্থনকে হাদীস বলা হয়।[১৭] অনুরূপভাবে সাহাবীগণের কথা, কাজ ও মৌনসম্মতি এবং তাবে'ঈগণের কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকেও হাদীস নামে অভিহিত করা হয়।[১৮]

নবী করীম (সা)-এর কথাকে মারফূ'[১৯], সাহাবীগণের কথাকে মাওকূফ[২০] এবং তাবি'ঈগণের কথাকে মাকতু'[২১] হাদীস বলা হয়।[২২]

---

১৭. আল-হাদীসুন-নববী, পৃ. ১৪০; শায়েখ 'আব্দুল হক দেহলভী, আল-মুকাদ্দিমাহ, পৃ. ৩; ড. মাহমুদ তাহান, তাইসীরু মুসতালাহিল-হাদীস, পৃ. ১৪; মুহাম্মদ ইবন ওলূভী আল-মাক্কী আল-হুসাইনী, আল-কাওয়াইদুল-আসাসীয়্যাহ ফী 'ইলমীল-মুসতালাহিল-হাদীস, পৃ. ১৪; মুফতী 'আমীমুল ইহসান, কাওয়াইদুল-ফিকহ, পৃ. ২৬১; সা'দী আবু যাইয়্যেব, আল-কামূসুল-ফিকহী, পৃ. ৮০; ড. মুহাম্মদ রাওয়াস ও ড. মুহাম্মদ হামেদ সাদেক, মু'জামু লুগাতুল ফুকাহা, পৃ. ১৭৭; 'আব্দুল করীম মুরাদ ও 'আব্দুল মুহসেন আল-'আব্বাদ বলেন,
اَلْحَدِيْثُ فِيْ الاِصْطِلَاحِ هُوَ مَا أُضِيْفَ إِلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيْرٍ أَوْ وَصْفٍ خُلُقِيٍّ أَوْ خَلْقِيٍّ.
দ্র. মিন আত-তীবুল মানহ ফী 'ইলমিল-মুসতালাহ, পৃ. ৬;
১৮. আবু তাইয়্যেব আস্-সিদ্দীক হাসান বলেন,
وَكَذٰلِكَ يُطْلَقُ عَلى قَوْلِ الصَّحَابِيْ وَفِعْلِه وَتَقْرِيْرِه، وَعَلى قَوْلِ التَّابِعِيْ وَفِعْلِه وَتَقْرِيْرِه
দ্র. আল-হিত্তাহ, পৃ. ৫৫-৫৬; আল-মুকাদ্দিমাহ, পৃ. ৩; মুফতী 'আমীমুল ইহসান বলেন,
وَكَذا يُطْلَقُ عَلَى قَوْلِ الصَّحَابِيْ وَالتَّابِعِيْ وَفِعْلِهِمْ وَتَقْرِيْرِهِمْ
দ্র. কাওয়া'ইদুল-ফিকহ, পৃ. ২৬১।
১৯. যে সব হাদীসের বর্ণনা রাসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত পৌছেছে যে সূত্রের মাধ্যমে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোন কথা, কোন কাজ করার বিবরণ কিংবা কোন বিষয়ের অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে, যে সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ (সা) হতে হাদীস গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত হয়েছে, এবং মাঝখান হতে একজন রাবীও বাদ পড়েনি তা হাদীসে মারফূ নামে পরিচিত।
দ্র. হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃ. ৩৮; মুহাম্মদ ইবন ওলূভী আল-মাক্কী বলেন,
هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِيْ أُضِيْفَ إِلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ القَوْلِ أَوْ الفِعْلِ أَوْ التَّقْرِيْرِ وَسُمِّىَ مَرْفُوْعًا
দ্র. আল-কাওয়াইদুল-আসাসীয়্যাহ, পৃ. ২৮; ড. মুহাম্মদ সাব্বাগ বলেন,
وَهُوَ مَا أُضِيْفَ إِلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيْرٍ.
দ্র. আল-হাদীসুন-নববী, পৃ. ২৭৬।
২০. যে সব হাদীসের বর্ণনাসূত্র উর্ধদিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌছেছে-কোন সাহাবীর কথা কিংবা কাজ বা অনুমোদন যেসব সনদসূত্রে বর্নিত হয়েছে তাকে হাদীসে মাওকূফ বলে। ইবন সালাহ বলেন,
اَلْمَرْفُوْعُ هُوَ مَا أُضِيْفَ إِلى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَقَعُ عَلَى غَيْرِ ذٰلِكَ عَلَى الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ
দ্র. মুকাদ্দিমাহ ইবন সালাহ, 'উলূমুল হাদীস, পৃ. ৪৫; মুহাম্মদ ইবন ওলূভী আল-মাক্কী বলেন,
هُوَ الْحَدِيْثُ الْمُضَافُ إِلى الصَّحَابِى، سَوَاءٌ كَانَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًاوَسَوَاء إِتَّصَلَ سَنَدُهُ إِلَيْهِ أَمْ إِنْقَطَعَ
দ্র. আল-কাওয়া'ইদুল-আসাসীয়্যাহ, পৃ. ৩১;
২১. যে সনদসূত্রে কোন তাবেয়ীর কথা, কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয় তাকে হাদীসে মাকতু বলে। ড. মাহমুদ তাহান বলেন, مَا أُضِيْفَ إِلى التَّابِعِيْ أَوْ مِنْ دُوْنِه مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ
দ্র. তাইসীরু মুসতালাহিল-হাদীস, পৃ. ১৩৩; ড. মুহাম্মদ 'উজাজ খতীব বলেন,
وَهُوَ مَا رُوِىَ عَنِ التَّابِعِيْنَ مَوْقُوْفًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْوَالِهِمْ أَوْ أَفْعَالِهِمْ
দ্র. 'উসূলুল-হাদীস, পৃ. ৩৮১।
২২. হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃ. ১৬।

অপর একটি পরিভাষায় নবী করীম (সা)-এর কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকে হাদীস, সাহাবীগণের কথা, কাজ ও সমর্থনকে আসার[২৩] এবং তাবি'ঈগণের কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকে ফাতাওয়া[২৪] বলা হয়।[২৫]

'আল্লামা আবুল-বাকা'[২৬] (মৃত ১০৯৩/১৬৮২) বলেন, [২৭]

اَلْحَدِيْثُ هُوَ اِسْمٌ مِنَ التَّحْدِيْثِ، وَهُوَ الإِخْبَارُ، ثُمَّ سُمِّيَ بِه قَوْلٌ أَوْ فِعْلٌ أَوْ تَقْرِيْرٌ نُسِبَ إِلَي النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

-'হাদীস নাম হচ্ছে কথা বলার এবং সংবাদ দানের। এরপর নবী করীম (স)-এর প্রতি আরোপিত বাণী, কর্ম এবং মৌনসমর্থনকে হাদীস বলে অভিহিত করা হয়।'

মুহাম্মদ 'আব্দুর রহমান আস্-সাখাভী (র) (মৃত ৯০২হিজরী) বলেন,[২৮]

اَلْحَدِيْثُ اِصْطِلَاحًا: مَا أُضِيْفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا لَهُ أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيْرًا أَوْ صِفَةً حَتّي الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ فِيْ الْيَقْظَةِ وَالنَّوْمِ.

-'পরিভাষায় হাদীস হ'ল রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা, কাজ, মৌনসম্মতি এবং তাঁর গুণ, এমন কি জাগরণ ও নিদ্রাবস্থায় তাঁর গতিবিধিও এর অন্তর্ভূক্ত।'

---

২৩. আসার (اَثَرْ) শব্দটি একবচন, বহুবচনে আসার (اٰثَارْ) এর শাব্দিক অর্থ, আলামত, চিহ্ন, বা কোন বস্তুর অবশিষ্টাংশ।
দ্র. মু'জামুল ওয়াসীত্ব, পৃ. ৫; তাইসীরু মুসতালাহিল-হাদীস, পৃ. ১৫; William Lane, Arabic English Lexicon, PP-18-19, T. P. Hughes, Dictionary of Islam, P-23; F. Steingass, The Student Arabic English Dictionary, P-15;
হাদীসের পরিভাষায় সাহাবী ও তাবী'ঈগণের কথা, কাজ ও সমর্থনকেই আসার বলে। ড. মাহমুদ তাহান বলেন, الأَثَرُ: هُوَ مَا أُضِيْفَ إِلَى الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ مِنْ أَقْوَالٍ أَوْ أَفْعَالٍ।
দ্র. তাইসীরু মুসতালাহিল-হাদীস, পৃ. ১৬; 'উলূমুল-হাদীস ওয়ামুসতালাহুহু পৃ. ১৬৯।

২৪. ফাতওয়া শব্দের শাব্দিক অর্থ, কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। চাই সে প্রশ্নটি শরী'আতের কোন হুকম সম্পর্কিত হোক বা পার্থিব কোন বিষয়ে হোক। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায়, শুধুমাত্র দ্বীনী কোন সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে ফাতওয়া শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী ও অন্যান্য, ফাতওয়া ও মাসাইল, পৃ. ২১৫; মুফতী 'আমীমুল ইহসান বলেন,
اَلْفَتْوَى: هُوَ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ يَعْنِيْ مَا أَفْتَى بِه الْعَالِمُ وَهِيَ إِسْمٌ مِنْ أَفْتَى الْعَالِمُ إِذَا بَيَّنَ الْحُكْمَ
দ্র. কাওয়া'ইদুল-ফিকহ্, পৃ. ৪০৭।

২৫. হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃ. ১৬।

২৬. তাঁর নাম আইয়ুব ইবন মূসা আল-হুসায়নী আল-কারীমী আল-কাফাভী। তিনি হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি জেরুজালেম-এর বিচারপতি পদে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। হানাফী ফিকহ্ শাস্ত্রে তুর্কী ভাষায় তুহফাতুল-শাহান নামে তিনি একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কুল্লিয়াত ফিল-লুগাহ্ নামে তাঁর আর একটি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।
দ্র. ইসমাঈল বাশা, হাদইয়াতুল-'আরিফীন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৯।

২৭. আবুল বাকা', কুল্লিয়াত ফিল-লুগাহ, পৃ. ১৫২।

২৮. মুহাম্মদ ইবন 'আব্দুর-রহমান আস্-সাখাভী, ফাতহুল-মুগীস, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮।

শায়খ 'আব্দুল-হক দিহ্লভী (মৃত ১৩৫০/১৯৩১) বলেন,[২৯]

إِعْلَمْ اَنَّ الْحَدِيْثَ فِيْ اِصْطِلَاحِ جُمْهُوْرِ الْمُحَدِّثِيْنَ يُطْلَقُ عَلَي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلِه وَتَقْرِيْرِه ... وَكَذٰلِكَ يُطْلَقُ عَلَي قَوْلِ الصَّحَابِيِّ وَفِعْلِه وَتَقْرِيْرِه وَعَلَي قَوْلِ التَّابِعِيِّ وَفِعْلِه وَتَقْرِيْرِه.

-'অধিকাংশ মুহাদ্দিস-এর পরিভাষায় হাদীস বলতে বুঝায় নবী করীম (স)-এর কথা, কাজ এবং তাঁর মৌনসম্মতিকে। অনুরূপভাবে সাহাবীগণের কথা, কাজ ও মৌনসম্মতি এবং তাবি'ঈগণের কথা, কাজ ও মৌনসম্মতি হাদীস নামে অভিহিত করা হয়।'

বদরুদ্দীন 'আইনী[৩০] (মৃত ৮৫৫ হিজরী) বলেন,[৩১]

فَهُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِه أَقْوَالُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالُه وَأَحْوَالُه

-'হাদীস এমন জ্ঞানের নাম, যার সাহায্যে নবী করীম (স)-এর কথা, কাজ এবং তাঁর অবস্থা জানা যায়।'

আর একটি মতে নবী করীম (স), সাহাবা-ই-কিরাম এবং তাবি'ঈগণের ফাতওয়াকেও আসার নামে অভিহিত করা হয়। যেমন-ইমাম তাহাভী (র) তাঁর হাদীস গ্রন্থদ্বয়কে শারহু মা'আনিল-আসার এবং 'মুশকিলুল-আসার নামে নামকরণ করেন। এ ছাড়া 'আল্লামা সাখাভী (র)-এর মতে ইমাম তিবরানী (র) তাঁর একটি হাদীস গ্রন্থের নাম রাখেন 'তাহযীবুল-আসার'। অথচ এ গ্রন্থে বিশেষভাবে মারফূ' হাদীসই স্থান লাভ করেছে। প্রসিদ্ধ মতে নবী করীম (স), সাহাবী এবং তাবি'ঈগণের বর্ণনাকেই হাদীস বলা হয়। আর সাম্রাজ্য, সম্রাট ও অতীতযুগের কাহিনীকে বলা হয় খবর। এ কারণে নবী করীম (স)-এর সুন্নাতের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে 'মুহাদ্দিস' এবং ইতিহাসের সাথে জড়িত ব্যক্তিকে 'আখবারী' নামে অভিহিত করা হয়।

হাদীসের অপর নাম হচ্ছে সুন্নাহ। এর শাব্দিক অর্থ চলার পথ বা রাস্তা। যেমন বলা হয়, سَنَنْتُ الشَّيْءَ بِالْمِسَنِّ -'আমি বস্তুটিকে ভারী পাথর দ্বারা চিহ্নিত করলাম।' কর্মের নীতি

---

২৯. শায়খ 'আব্দুল-হক, আল-মুকাদ্দামাহ্, পৃ. ৩।

৩০. বদরুদ্দীন 'আয়নী (র) ৭৬২ হিজরীর ১৭ই রমযানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মভূমিতেই বড় হন, শিক্ষা অর্জন করেন এবং পিতার নিকট ফিক্হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে বহু দেশ ভ্রমণ করেন। 'আয়নী (র) হাদীস, ফিকহ্, তারীখ, 'আরবী সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'উমদাতুল-কারী, বুখারীর শরহ গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। এটি বহুবার মুদ্রিত হয়েছে। বৈরুতের দারু'ল-ফিকর থেকে এটি ২৫ খণ্ডে মুদ্রিত হয়। তিনি ইমাম তাহাভী (র)-এর শরহ মা'আনি'ল-আসার গ্রন্থের দুটি বড় বড় শরহ গ্রন্থ রচনা করেন। তম্মধ্যে نخب الأفكار। গ্রন্থটি ১০ খণ্ডে বিভক্ত। তিনি ২ খণ্ডে সুনানু আবী দাউদের একটি শরহ প্রণয়ন করেন। তাঁর রচিত আল-হিদায়াহ-এর শরহ اَلْبِنَايَةُ। ১০ খণ্ডে রচিত এবং অতি প্রসিদ্ধ। এছাড়াও তাঁর রচিত আরও বহু গ্রন্থ রয়েছে।
দ্র. মুকাদ্দামাহ্, 'উমদাতু'ল-কারী, পৃ. ২-১০।

৩১. বদরুদ্দীন আইনী, 'উমদাতুল-কারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১।

ও পন্থা-পদ্ধতি,[৩২] রীতি-নীতি, নিয়ম-প্রক্রিয়া, জীবন-চরিত[৩৩] স্বভাব-চরিত্র[৩৪] ইত্যাদি। যেমন নবী করীম (স) বলেছেন,[৩৫]

مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

-'যে ব্যক্তি কোন নিকৃষ্ট পদ্ধতি প্রচলন করল, তার পাপ তার ওপর আপতিত হবে। আর কিয়ামত পর্যন্ত যে কোন ব্যক্তি ঐ নিকৃষ্ট কাজটি করতে থাকবে তার পাপও তারই (প্রথম প্রচলন কারীর) ওপর আপতিত হতে থাকবে।'

ইমাম রাগিব আল-ইস্পাহানী (র) (মৃত ৫০২ হিজরী) বলেন,

سُنَّةُ النَّبِيِّ: طَرِيْقَتُهُ الَّتِيْ كَانَ يَتَحَرَّاهَا

-'নবী করীম (স)-এর সুন্নাত বলতে তাঁর এমন রীতি-নীতিকে বুঝায় যা তিনি বেছে নিতেন এবং অবলম্বন করে চলতেন।'

আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল-ফায়উমী (মৃত ৭৭০ হিজরী) বলেন,[৩৬]

اَلسُّنَّةُ اَلسِّيْرَةُ حَمِيْدَةً كَانَتْ أَوْ ذَمِيْمَةً وَالْجَمْعُ سُنَنٌ

-'সুন্নাহ অর্থ জীবন চরিত তা প্রশংসিত হোক বা কুৎসিত। এর বহুবচন, সুনান্।'

৩২. আত্-তাশরী'ইল-ইসলামী, পৃ. ৭০; 'ইলমুল-উসূলিল-ফিক্হ, পৃ. ৩৬; কাওয়াইদুল ফিক্হ, পৃ. ৩২৮; আল-কামূসুল-ফিকহী, পৃ. ১৮৪; মু'জামু লুগাতিল-ফুকাহা, পৃ. ২৫০; আল-ফাইয়ূমী, আল-মিসবাহুল-মুনীর, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯২; আত্-তারীফাত, পৃ. ৮২; ড. সালিহ ইবন্ 'আদ্দিল 'আযীয আল-মানসূর, উসূলুল-ফিক্হ ওয়া ইবন তাইমিয়্যাহ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৩৭; তারীখুল-ফিকহিল-ইসলামী, পৃ. ২৯; F.A. Kleim, The Religion of Islam, P. 24; A.S. Tritiion, Islam belief and practices, P.111.

৩৩. লিসানুল 'আরব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৯৯; মুহাম্মদ নিযামুদ্দীন আল-আনসারী বলেন,

اَلسُّنَّةُ لُغَةً الْعَادَةُ السِّيْرَةُ

দ্র. কিতাবু ফাওয়াতিহুর রাহমূত বিশারহি মুসাল্লামুস-সবূত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৬; Anawar Ahmad Qadri বলেন, sunnah habit of life Cf. Islamic jurisprudence in the modern world, P-189; Dictionary of Modern written Arabic, P. 433.

৩৪. আল-কামূসুল-ফিকহী, পৃ. ১৮৩; আল-মুনজিদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৩; আল-মু'জামুল-ওয়াজিয, পৃ. ৩২৫; আত্-তাশরী'ইল ইসলামী, পৃ. ৭০; মুহাম্মদ 'আলী আত্-থানূভী বলেন,

اَلسُّنَّةُ فِيْ اللُّغَةِ: اَلطَّرِيْقَةُ حَسَنَةً كَانَتْ أَوْ سَيِّئَةً.

দ্র. কাশ্শাফু ইসতিলাহাতিল-ফুনূন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৩।

৩৫. সহীহ মুসলিমে জারীর ইবন্ 'আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত হাদীসের অংশ নিম্নরূপ,

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ.

দ্র. সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪১।

৩৬. আল-মিসবাহ, ১ম, খণ্ড, পৃ. ২৯২।

'আল্লামা খাত্তাবী বলেন,[৩৭]

اَلسُّنَّةُ أَصْلُهَا الطَّرِيْقَةُ الْمَحْمُوْدَةُ فَإِذَا أُطْلِقَتْ اِنْصَرَفَتْ إِلَيْهَا وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِيْ غَيْرِهَا مُقَيَّدَةً

-'সুন্নাহ-এর মূল অর্থ প্রশংসিত পদ্ধতি। এটি যদি তার সাথে কোন শব্দ সংযোগ ছাড়া ব্যবহৃত হয় তখন এ অর্থই বুঝাবে। আর অন্য অর্থ বুঝাতে হলে তার সাথে কোন শব্দ সংযোগ করে সে অর্থে ব্যবহার করা হয়।'

ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় সুন্নাহ বলা হয়, নবী করীম (স)-এর পবিত্র মুখনিসৃত বাণী, কার্যপ্রণালী এবং তাঁর মৌনসম্মতি ব্যাপকার্থে সাহাবী ও তাবি'ঈগণের কথা, কাজ ও মৌনসম্মতিকেও সুন্নাহ বলা হয়ে থাকে।[৩৮]

'আল্লামা আল-জাযায়েরী (র) বলেন,[৩৯]

أَمَّا السُّنَّةُ يُطْلَقُ فِيْ الْأَكْثَرِ عَلَى مَا أُضِيْفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيْرٍ، فَهِيَ مُرَادِفَةٌ لِلْحَدِيْثِ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْحَدِيْثِ.

-'সুন্নাত অধিকাংশ ক্ষেত্রে নবী করীম (স)-এর নামে কথিত কথা, কাজ ও মৌনসমর্থনকে বুঝায়। বিশেষজ্ঞগণের মতে ইহা হাদীসের সমার্থবোধক।'

'আল্লামা 'আব্দুল 'আযীয আল-খাওলী ও ড. সুবহী সালিহ বলেন,

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায়, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াত পূর্ববর্তী কিছু কিছু কথা ও কাজ এবং নবুওয়াত পরবর্তী সর্বপ্রকার কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকেই সুন্নাহ বলে।[৪০]

ফিক্হ শাস্ত্রবিদগণের মতে, সুন্নাহ বলা হয়, নবী করীম (স)-এর নিকট থেকে বর্ণিত বস্তুকে, যা ফরয অথবা ওয়াজিব নয়।[৪১]

৩৭. ইরশাদুল-ফাহুল, পৃ. ২৯।

৩৮. উসূলুল-ফিকহুল-ইসলামী, পৃ. ৫৭; আল-আহকাম ফী উসূলিল-আহকাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪১; উসূলুল-ফিক্হ ওয়া ইবন তাইমিয়্যাহ, পৃ. ২৩৭; Encyclopeadia of Religion and Ethics, Vol- 7, P. 862; মুহাম্মদ কারদ 'আলী বলেন,

أَمَّا السُّنَّةُ أَيِ الْحَدِيْثُ فَهُوَ عِلْمٌ بِأُصُوْلٍ يُعْرَفُ بِهَا أَحْوَالُ حَدِيْثِ الرَّسُوْلِ مِنْ صِحَّةِ النَّقْلِ عَنْهُ وَضَعْفِهِ-وَطُرُقِ التَّحَمُّلِ وَالْأَدَاءِ-وَفِيْ الْاِصْطِلَاحِ الْمُحَدِّثِيْنَ قَوْلُ النَّبِيِّ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيْرِهِ وَصِفَتِهِ حَتَّى الْحَرَكَاتِ السَّكَنَاتِ فِيْ الْيَقْظَةِ وَالْمَنَامِ وَيُرَادِفُهُ السُّنَّةَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ.

দ্র. আল-ইসলাম ওয়া হাযারাতুল-'আরাবিয়্যাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১;

৩৯. ইবন্ হাজার 'আসকালানী, তাওজীহুন-নাযার ফী তাওযীহি নুখবাতুল-ফিকার, পৃ. ৩।

৪০. মুহাম্মদ আবূ যাহ্, আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসুন, পৃ. ১০; আত্-তাশরী'ইল-ইসলামী, পৃ. ৭৩; মুহাম্মদ 'উজাজ খতীব বলেন,

اَلسُّنَّةُ فِيْ إِصْطِلَاحِ الْمُحَدِّثِيْنَ: هِيَ كُلُّ مَا أُثِرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيْرٍ أَوْ صِفَةٍ خَلْقِيَّةٍ أَوْ خُلُقِيَّةٍ أَوْ سِيْرَةٍ سَوَاءٌ كَانَ قَبْلَ الْبِعْثَةِ كَتَحَنُّثِهِ فِيْ غَارِ حِرَاءٍ أَمْ بَعْدَهُ.

দ্র. আস্-সুন্নাতু কাবলাত-তাদভীন, পৃ. ১৬;

৪১. আত্-তাশরী'ইল-ইসলামী, পৃ. ৭৩; ইরশাদুল-ফুহুল, পৃ. ২৯; Islamic jurisprudence in the modern world, P- 189; ড. ইউসুফ হামিদ আল-'আলিম বলেন,

اَلسُّنَّةُ فِيْ إِصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ: تُطْلَقُ عَلَى مَا يُقَابِلُ بَلِ الْفَرْضَ وَهٰذَا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَأَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَهِيَ مَا قَابَلَ الْفَرْضَ وَالْوَاجِبَ.

দ্র. আল-মাকাসিদুল-'আম্মাতি লিশ্-শারী'আতিল ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৫৭।

উসূলবিদগণের মতে, সুন্নাহ হচ্ছে, নবী করীম (স)-এর মুখনিসৃত বাণী যাকে হাদীস বলা হয় অথবা তাঁর কর্ম অথবা তাঁর মৌন সম্মতিকে।[৪২]

'আরবী ভাষাবিদগণের মতে, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর কথা ও কর্ম-জাতীয় আদেশ, নিষেধ ও মৌনসম্মতি যে গুলো পবিত্র কুরআনে উদ্ধৃত হয়নি তাকে সুন্নাহ বলা হয়।[৪৩]

Anwar Ahmad Qudri বলেন, Sunnah is the utteronces of the prophet (other than the Quran) or his personal acts and sayings of others tacitly approved by Him.[৪৪]

সুন্নাহ শব্দ হাদীসের সমার্থবোধক। সুন্নাহর ইতিহাস অর্থ, মহানবী (স)-এর নিকট থেকে শুরু হয়ে আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌঁছার স্তর সমূহ। যেমন, বক্ষে বক্ষে সংরক্ষণের স্তর, সুন্নাহ্র গ্রন্থমালাকে সুসজ্জিত করণের স্তর, সুন্নাহর মধ্যে অনুপ্রবেশকারী বিষয় সমূহকে সুন্নাহ থেকে বহিস্করণের স্তর, সরাসরি সুন্নাহ থেকে ইস্তিম্বাতের স্তর, সুন্নাহর গ্রন্থাবলী থেকে সংকলনের স্তর, কঠিন কঠিন হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের স্তর, সুন্নাহ্র রাবীগণের পর্যালোচনা এবং আরও এমন অন্যান্য স্তর, যার সম্পর্কে এ বিষয়ের খেদমতকারী এবং এর পতাকা বিস্তারে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ অবহিত আছেন।

শিনিচ চ্যাস্ট্রী ক্স্র্ঠ চত্যাস্'ট্রিশ ট্রিাশৰ্ন্ই

আল্লাহর কিতাব যেরূপ ইসলামী শরী'আতের একটি উৎস। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ ও অনুরূপ অপর একটি উৎস। কিতাবুল্লাহ্র পরেই সুন্নাহ্র এর স্থান। সাহাবীগণ শরী'আতের সঠিক জ্ঞান ও নবী করীম (সা)-এর হাদীস লাভের উদ্দেশ্যে সর্বক্ষণ তাঁর সান্নিধ্যে থাকতেন।[৪৫] তাই সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতিটি বাণী, কর্ম ও মৌন সম্মতি গভীর মনোযোগের সাথে শ্রবণ ও লক্ষ্য করতেন এবং সেগুলো স্মৃতির মনিকোঠায় সযত্নে সঞ্চিত করে রাখতেন।[৪৬] আর একাজ তাদের জন্য খুব কঠিন ব্যাপারও ছিল না। কেননা তদানীন্তন 'আরবদের স্মরণশক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর। কোন কিছু স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য একবার শ্রবনই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। স্মরণ শক্তির সাহায্যে 'আরববাসীরা হাজার হাজার বছর ধরে তাদের ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করে আসছিল। ইসলামপূর্ব যুগে 'আরবগণ তাদের পূর্বপুরুষদের ও নেতাদের স্মরণীয় ঘটনা, অনুষ্ঠান, কাব্যগাঁথা ইত্যাদি সূত্র পরম্পরার মাধ্যমে নিয়মিত সংরক্ষণ করতেন। ইসলাম গ্রহণ করে তাঁরা এসব বর্জন

৪২. আত-তাশরী'ইল-ইসলামী, পৃ. ৭৩; সাফীদ উদ্দীন আবুল হাসান, আল-হিকামাতু ফী উসূলিল-আহকাম, পৃ. ২৪১; আল-কামুসুল-ফিকহী, পৃ. ১৮৪; কাওয়া'ইদুল-ফিকহ, পৃ ৩২৮; তারীখুল-ফিকহিল-ইসলামী, পৃ. ২৯; ইলমুল-উসূলিল-ফিকহ, পৃ.; Fajlur Ralman, Islamic Methodology in history, P-1; Manzoor Ahmad Hanifi, A Survey of Muslim Institution and Culture, P-15; মুহাম্মদ ইবনুল-হাসান আল-হাজভী আত-তাআবী আল-ফাসী বলেন, السُّنَّةُ فِي إِصْطِلَاحِ الأُصُولِيِّينَ: هِيَ أَقْوَالُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالُهُ وَتَقْرِيرُهُ.
দ্র. আল-ফিকরুস-সামী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১;
৪৩. লিসানুল-'আরব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৯৯।
৪৪. Islamic jurisprudence in the modern world, P- 189.
৪৫. হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃ. ১০৫।
৪৬. আস্-সুন্নাহ কাবলাত্-তাদবীন, পৃ. ৫৭-৫৯; মুফতি মুহাম্মাদ 'আমীমুল ইহসান, তারীখে 'ইলমে হাদীস, , পৃ. ১০; হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃ. ১০৫; মাওলানা মুশতাক আহমদ, হাদীসের হিফাযত সংরক্ষণে মুসলিম উম্মাহ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৩৬ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ১৯৯৭, ঢাকা), পৃ. ৪০।

করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবীগণের বক্তব্যও ভাষণকে সনদ পরম্পরায় সযত্নে মুখস্থ করে রাখেন।[৪৭]

এ সময় হাদীস ছিল বিভিন্ন হৃদয়ের পৃষ্ঠা সমূহে সংযোজিত। সে সময় হাদীস বর্ণনাকারীগণের অন্তর সমূহ ছিল রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শরী'আতের লালনস্থল, ফাতওয়ার উৎস, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং আখলাক-চরিত্রের মূল কেন্দ্র।[৪৮]

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস অবগত হওয়ার জন্য সাহাবীগণের আগ্রহাতিশয্যের অবধি ছিল না। আসহাবে সুফফা নামে পরিচিত একদল সাহাবী পার্থিব জীবনের সকল আরাম ও সুখ-শান্তি উৎসর্গ করে মসজিদে নববী সংলগ্ন বারান্দায় বাস করতেন। তাঁরা সর্বক্ষণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত থেকে কুর'আন ও হাদীস শিক্ষা করতেন এবং মুখস্থ করে নিতেন।

আর যাঁরা অন্যান্য দায়িত্বের দরুন সর্বক্ষণ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত থাকতে পারতেন না, তারা যখনই সুযোগ পেতেন, তাঁর দরবারে হাজির হতেন এবং কখন কি ঘটছে তা জেনে নেয়ার চেষ্টা করতেন।[৪৯] আবার কেউ কেউ এ উদ্দেশ্যে অন্যের সাথে পালা ঠিক করে নিতেন।[৫০]

রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে গৃহাভ্যন্তরে যা কিছু করতেন, সেগুলো উম্মাহাতুল মু'মিনীন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতেন এবং হিফ্য করে নিতেন। তাঁরা এসব অন্যান্য সাহাবীগণের নিকট বলতেন এবং তাঁরাও অতি আগ্রহের সাথে শুনে তা হিফ্য করে নিতেন। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ (সা) যখনই কোন কথা বলতেন, উপস্থিত সাহাবীগণ তা বার বার আবৃত্তি করে মুখস্থ করে নিতেন।[৫১]

৪৭. তারীখে 'ইলমে হাদীস, পৃ. ১১।
৪৮. ড. মুহাম্মাদ শফিকুল্লাহ, হাদীস শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত, পৃ. ২৪।
৪৯. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ৪৬।
৫০. 'ওমার (রা) বলেন,
كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ (هُوَ عِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ أُخُوَّهُ فِي الدِّينِ) فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَإِذَا نَزَلْتُهُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَالِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَالِكَ.
দ্র. সহীহ বুখারী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ৫৯।
৫১. বুখারীর হাদীসটি এই, عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاثًا، وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا. -'আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন কোন কথা বলতেন, তা বুঝবার জন্য তিনবার করে বলতেন। আর যখন কোন সম্প্রদায়ের কাছে যেতেন, তাদেরকে সালাম দিতেন। (জাওয়াব না পেলে দ্বিতীয় বার) সালাম দিতেন। এভাবে তিনবার বলতেন'।
আনাস (রা) অন্য একটি রেওয়াতে বলেছেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে বসতাম। তিনি আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করতেন। তারপর তিনি তাঁর কাজে চলে যেতেন। আমরা তখন একটার পর একটা করে তা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করতাম। আমরা যখন মসজিদ হতে উঠতাম, তখন হাদীস আমাদের অন্তরে এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে যেত যেন তা আমাদের অন্তরে রোপন করা হয়েছে'।
দ্র. সুনানু ইবন মাজাহ, 'ইলমে হাদীস: একটি পর্যালোচনা, ভূমিকাংশ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫-১৬।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীগণ (রা)-কে তাঁর হাদীস স্মরণ রাখতে এবং অপরের নিকট পৌছে দেওয়ার নির্দেশ[৫২] ও উৎসাহ[৫৩] প্রদান করেছেন। ফলে সাহাবীগণের (রা) মাঝে হাদীস

৫২. বুখারীর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন,

لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ.

-'এখানে উপস্থিত ব্যক্তিরা অনুপস্থিত লোকদের নিকট যেন এসব কথা পৌছিয়ে দেয়। কারণ উপস্থিত ব্যক্তিরা অনুপস্থিত ব্যক্তি সম্ভবতঃ তার চেয়ে বেশি সংরক্ষণকারীর নিকট পৌছাতে পারে।'

দ্র. সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবুল-'ইলম, বাবু কওলিন্-নাবিয়্য (সা) রুব্বা মুবল্লাগিন আও'ঈ মিন সামি'ইন, হাদীস নং-৬৭, পৃ. ৪৯; 'আব্দুল কায়েস গোত্রের এক প্রতিনিধি দল নবী (সা)-এর নিকট আগমন করলে তিনি তাঁদেরকে ইসলামী বুনিয়াদী বিষয় সম্পর্কে আহকাম তালীম দেয়ার পর বলেছিলেন, اِحْفَظُوْهُ وَاَخْبِرُوْهُ مَنْ وَرَائِكُمْ -'তোমরা একথাগুলো মুখস্থ করে রাখ এবং তোমাদের পশ্চাতে যারা রয়েছে, তাদেরকে এ বিষয়ে অবহিত কর।'

দ্র. সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবুল-'ইলম, বাবু তাহ্রিযিন্-নাবিয়্যে (সা) ওফদা 'আব্দিল কায়স, হাদীস নং-৮৭, পৃ. ৫৫-৫৬; মালিক ইব্ন হুয়াইরিস (রা) (মৃত ৯৪ হিজরী) বলেন, একদা নবী করীম (সা) আমাদেরকে কতিপয় বিষয় শিক্ষা দেয়ার পর বললেন, اِرْجِعُوْا إِلَى أَهْلِيْكُمْ فَاقِيْمُوْا فِيْهِمْ وَعَلِّمُوْهُمْ وَمُرُوْهُمْ وَذَكَرَ أَشْيَاءَ اَحْفَظُهَا وَصَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّي. -'তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে যাও, তাদের সাথে বসবাস করতে থাক, তাদেরকে (দীন ইসলাম) শিক্ষা দাও এবং তা যথাযথ পালন করার জন্য আদেশ কর।'

দ্র. সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৭৬; রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ সম্পর্কে আরও বলেন, بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً -' আমার নিকট হতে একটি বাক্য বা আয়াত হলেও তা অবশ্যই বর্ণনা কর।'

দ্র. খতীব আত্-তিবরিযী, মিশকাতুল-মাসাবীহ (ভারত: মাতবাউল আসাহুল মাতাবি'ঈ, তা. বি.), পৃ. ৩২।

৫৩. 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَوَعَاهَا وَحَفِظَهَا وَبَلَّغَهَا فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ.

-'আল্লাহ্ সেই ব্যক্তিকে আলোকোজ্জ্বল করুন যে আমার কথা শুনেছে, তা কণ্ঠস্থ করেছে, সংরক্ষণ করেছে এবং অপরের নিকট পৌছে দিয়েছে। অনেক জ্ঞানের বাহক যার নিকট জ্ঞান বহন করে নিয়ে যান তিনি তার তুলনায় অধিক সমঝদার হতে পারেন।'

দ্র. জামি'উত্-তিরমিযী, কিতাবুল 'ইলম, বাবু মাজা' ফিল-হাসসি 'আলা তাবলীগিস্-সামা', হাদীস নং-২৬৫৮, পৃ. ৭৪০; সুনানু ইব্ন মাজাহ্, কিতাবুল-মানাসিক, বাবুল খুতবাহ্ ইয়ামুন্-নাহর, হাদীস নং-৩০৫৬; পৃ. ৬৮১; 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি,

نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ.

-'আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার কোন কথা শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে সেভাবেই অপরের নিকট পৌছে দিয়েছে। এমন অনেক ব্যক্তি যার নিকট পৌছান তিনি শ্রোতা অপেক্ষা অধিক সংস্করণকারী হয়ে থাকেন।'

দ্র. জামি'উত্-তিরমিযী, কিতাবুল 'ইলম, বাবু মাজা' ফিল-হাসসি 'আলা তাবলীগিস্-সামা', হাদীস নং-২৬৫৭, পৃ. ৭৪০; ইব্ন মাজাহ্র হাদীসটি এই,

نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَبَلَّغَهُ. فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَحْفَظُ مِنْ سَامِعٍ.

দ্র. সুনানু ইব্ন মাজাহ্, কিতাবুল-মানাসিক, বাবুল খুতবাহ্ ইয়ামুন্-নাহর, হাদীস নং-২৩২; পৃ. ৭৬; যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলতে শুনেছি,

نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ.

-'আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির মুখ আনন্দ-উজ্জ্বল করুন, যে আমার কোন কথা শুনেছে, অতঃপর তা যথাযথভাবে স্মরণ রেখেছে এবং সেভাবেই অপরের নিকট পৌছে দিয়েছে। এমন অনেক লোক

সংরক্ষণ, এর চর্চা এবং অপরের নিকট তা পৌছে দেওয়ার ব্যাপারে এক অদম্য স্পৃহার সৃষ্টি হয়। তাঁরা যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে শ্রুত হাদীস সমূহ পরস্পর পুনরাবৃত্তি, চর্চা ও পর্যালোচনার জন্য মসজিদে অথবা নিজ নিজ বাড়ীতে বৈঠকের ব্যবস্থা করতেন, তেমনি অপর সাহাবীগণের নিকট তাঁদের জানা হাদীসগুলো পৌছে দিতেন।[৫৪] রাসূলুল্লাহ (সা) নিজেও হাদীস শিক্ষা দিতেন। 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন,[৫৫]

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ.

-'রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে নামাযের তাশাহ্হুদের শিক্ষা দিতেন যেভাবে কুর'আনের সূরাহ শিক্ষা দিতেন।'

রাসূলুল্লাহ (সা) সাহাবীগণকে যে শুধু হাদীসের শিক্ষাই দিতেন তা নয় বরং তিনি কখনো কখনো পুনরায় তাদের নিকট হতে শ্রবণও করতেন এই উদ্দেশ্যে যে সেটা ঠিক আছে কি না? একদা রাসূলুল্লাহ (সা) জনৈক সাহাবীকে শয়নের সময় পড়ার জন্য একটি দু'আ

আছে, যারা নিজেদের তুলনায় উচ্চতর জ্ঞানের অধিকারীর নিকট জ্ঞান পৌছে দিতে পারে। আর অনেক জ্ঞানের বাহক নিজেরাই জ্ঞানী নয়।'

দ্র. সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুল 'ইলম, বাবু ফাযলি নাশরুল 'ইলম, হাদীস নং-৩৬৬০; জামি'উত্-তিরমিযী, কিতাবুল 'ইলম, বাবু মাজা' ফিল-হাসসি 'আলা তাবলীগিস্-সামা', হাদীস নং-২৬৫৬, পৃ. ৭৪০; আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন,

نَضَّرَ اللّٰهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَوَعَاهَا، ثُمَّ بَلَّغَهَا عَنِّيْ. فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيْهٍ. وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ.

-'আল্লাহ্ সেই বান্দাকে হাস্যোজ্জ্বল ও পরিতৃপ্ত করেন, যে আমার বাণী শুনে তা সংরক্ষণ করে। এরপর তা আমার পক্ষ থেকে অন্যান্যদের কাছে পৌছে দেয়। কেননা অনেক ফিক্হ বহনকারীর প্রকৃত পক্ষে ফকীহ হয় না, এবং অনেক ফিক্হ শিক্ষাদানকারীর চাইতে তার কাছে শিক্ষালাভকারী অধিকতর সমঝদার হয়ে থাকে।'

দ্র. সুনানু ইব্ন মাজাহ্, কিতাবুল-মানাসিক, বাবুল খুতবাহ্ ইয়ামুন্-নাহর, হাদীস নং-২৩৬; পৃ. ৭৬।

৫৪. মুসলিম বর্ণিত হাদীসটি এই,

عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُطِيعٍ، حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ، زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: اطْرَحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِكَ لِأَجْلِسَ، أَتَيْتُكَ لِأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً".

-'নাফি' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইব্ন 'ওমার (রা) একদা 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মুতী'র (রা) বাড়ীতে য়াযীদ ইব্ন মু'আবিয়া (রা)-এর শাসনামলে হাররার ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর আগমন করেন। তখন মুতী (রা) বলেন, তোমরা আবু 'আব্দির রহমান (রা)-কে একটি বালিস দাও। তখন তিনি বললেন, আমি তোমার ঘরে বসার জন্য আসিনি। শুধু একটি হাদীস শুনবার জন্য এসেছি। হাদীসটি আমি নবী (সা) থেকে শুনেছিলাম। হাদীসটি হ'ল, 'যে ব্যক্তি আমীর তথা ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানের আনুগত্য করা থেকে বিরত থাকে, তার কৈফিয়ত দেয়ার কিছুই থাকবে না, আর যে লোক আমীরের নিকট বায়'আত গ্রহণ না করে মারা যাবে সে যেন জাহিলিয়াতের মৃত্যু গ্রহণ করল।'

দ্র. সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাত, বাবু ওজূবি মুলাযামাতি জামা'আতিল-মুসলিমীনা 'ইনদায-যুহূরিল ফিতা, হাদীস নং-১৮৫১ (৫৮), পৃ. ৮০১।

৫৫. সহীহ মুসলিম, কিতাবুস্-সালাত, বাবুত্-তাশাহুদ ফিস্-সালাত, হাদীস নং-৬১, পৃ. ১৭৪-১৭৫।

শিক্ষা দিলেন। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, বল দেখি আমি কি বলেছি? তখন সে وَنَبِيُّكَ الَّذِيْ أَرْسَلَتْ এর স্থলে বললো, وَرَسُوْلُكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ অর্থাৎ 'নবী' শব্দের স্থলে 'রাসূল' শব্দ বললো যার অর্থ এখানে এক। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, 'না, হয়নি; আমি যা বলেছি তাই বল।'[৫৬]

প্রাথমিক পর্যায়ে লিখন প্রক্রিয়ার সাহায্যে হাদীস সংরক্ষন সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে মুখস্থকরণ ও পারস্পরিক চর্চার মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। 'আলী (রা) তাঁর শিষ্যদেরকে উপদেশ দিতেন, 'তোমারা হাদীস চর্চা করতে থাক।'[৫৭]

'আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) হাদীস সংরক্ষণের প্রতি তাকিদ দিয়ে বলেন, 'তোমরা হাদীস চর্চা করতে থাক। কেননা হাদীস স্মরণ ও চর্চার অপর নাম জীবন।'[৫৮] একদিন তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা যখন একত্রে বস তখন হাদীস চর্চা কর কি? ছাত্রগণ উত্তর দিলেন হ্যাঁ। আমরা তো এটাকে এতই গুরুত্ব দেই যে, আমাদের কোন সাথী যদি কখনো না আসে আমরা গিয়ে তার সাথে মিলিত হই, যদিও সে কুফার শেষ প্রান্তে থাকে।' 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) বললেন, 'নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের এই নেক 'আমলের সুফল সর্বদা ভোগ করতে থাকবে।'[৫৯] আবূ সা'ঈদ (রা) হাদীস চর্চার জন্য তাকিদ দিতেন।[৬০] বরং যখনই তাঁর কোন ছাত্র হাদীস লিখে দেওয়ার জন্য তাঁর নিকট আবেদন পেশ করতো তিনি তা অস্বীকার করতেন আর বলতেন, 'আমরা যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট থেকে হাদীস শুনে মুখস্থ করেছি তোমরাও সেভাবে মুখস্থ কর।[৬১]

মু'আবিয়া (রা) বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে ছিলাম, এমন সময় তিনি (আমাকে সহ) মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন সেখানে কিছু সংখ্যক লোক বসে আছে। রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন তোমরা এখানে বসে আছ কেন? তাঁরা উত্তর করলেন, আমরা ফজরের নামায পড়েছি, অতঃপর এখানে বসে আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের হাদীস আলোচনা করছি।[৬২]

রাসূলুল্লাহ (সা) 'আদল ও কাররা নামক গোত্রদ্বয়ের প্রতি দ্বীন ইসলাম তথা কুর'আন ও হাদীসের বিধান শিক্ষাদানের জন্য ছয়জন শিক্ষক প্রেরণ করেন।[৬৩] এভাবে নবী করীম (সা) কর্তৃক বিভিন্নস্থানে প্রেরিত শিক্ষকগণের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় তাঁর জীবদ্দশায় হাদীস

৫৬. হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ৪৩।
৫৭. আল-মুস্তাদরাক, পৃ. ৯৫।
৫৮. তারীখে 'ইলমে হাদীস, পৃ. ১১।
৫৯. সুনানু দারেমী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৯।
৬০. তারীখে 'ইলমে হাদীস, পৃ. ১১।
৬১. পূর্বোক্ত।
৬২. সাইয়্যেদ মানযির আহসান জিলানী, তাদবীনে হাদীস, পৃ. ৬১।
৬৩. মূল 'আরবী,

قَدْ بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَضَلٍ وَقَارَةَ مَرْثَدَ بْنَ أَبِيْ مَرْثَدٍ، عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ، خُبَيْبَ بْنَ عَدِيٍّ، خَالِدَ بْنَ الْبُكَيْرِ، زَيْدَ بْنَ دَثِنَةَ، عَبْدَ اللهِ بْنَ طَارِقٍ لِيُفَقِّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَيُعَلِّمُوْهُمُ الْقُرْآنَ وَشَرَائِعَ الْإِسْلَامِ.

৪. আবূ 'ওনার ইউসুফ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ, আল-ইসতি'আব ফী মা'রিফাহ আল-আসহাবজ, পৃ. ৩০৫।

সমূহ বিভিন্ন স্থানে পৌছে এবং সর্বত্র এর চর্চার শুরু হয়। ফলে দূর দুরান্তে অবস্থিত মুসলমানগণও হাদীসের সম্যক পরিচয় লাভে ধন্য হন।[৬৪]

হাদীস লিপিবদ্ধ করা কেন নিষেধ ছিল?

রাসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবীগণের স্বর্ণযুগে মুখস্থ রাখা, পর্যালোচনা করা, হাদীস শিক্ষার প্রতি অদম্য আগ্রহ এবং হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন অসাধারণ পর্যায়ের ছিল বিধায় কুর'আনের মত হাদীস লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা তখন অনুভূত হয়নি।[৬৫] তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যুগ কুর'আন অবতীর্ণের যুগ ছিল। তখন কুর'আন লিখা ও লিখানোর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিছু কিছু হাদীসও লিখা হ'ত।

নুবুওয়্যাতের প্রাথমিক অবস্থায় যখন পবিত্র কুর'আন নাযিল হচ্ছিল, তখনই রাসূলুল্লাহ (সা) তা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখার জন্য কিছু সংখ্যক 'ওহী লেখক' নিযুক্ত করেছিলেন।[৬৬] রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক নিযুক্ত ওহী লেখক ছাড়াও আরও বহু সাহাবী দরবারে উপস্থিত থেকে কুর'আনের আয়াত লিখে রাখতেন। সেখানে কিছু সংখ্যক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুমতিক্রমে এবং বহুলোক নিজস্বভাবে স্ব উদ্যোগে হাদীস লিখে রাখতে শুরু করেন। কিন্তু প্রথম পর্যায়ে এতে একটি অসুবিধা দেখা দেয়। তা হ'ল, বহু সংখ্যক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যা কিছুই শুনতে পেতেন, তা আল্লাহর বাণীই হোক বা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিজস্ব বাণী, সবই এক সংগে ও একই স্থানে লিখতে শুরু করেন। এর ফলে কুর'আন ও হাদীস সংমিশ্রিত হয়ে যাবার এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দেয়। এরূপ লেখকের লিখিত উপকরণ দেখে রাসূলুল্লাহ (সা) তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

আবূ সা'ঈদ খুদরী[৬৭] (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, 'তোমরা আমার থেকে লিপিবদ্ধ করো না। আর যে ব্যক্তি আমার থেকে কুর'আন ব্যতীত কিছু লিপিবদ্ধ করেছে সে যেন তা মুছে ফেলে। তোমরা আমার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা

৬৪. হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃ. ১৫৯।
৬৫. তারীখে 'ইলমে হাদীস, পৃ. ১৩-১৪।
৬৬. 'উমদাতুল-কারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৭; এক বিবরণ অনুযায়ী ওহী লেখকদের সংখ্যা ছিল অন্ততপক্ষে চল্লিশজন।
দ্র. মান্না' আল-কাত্তান, মাবাহিস ফী 'উলূমিল-কুর'আন, পৃ. ৬৬।
৬৭. তাঁর নাম সা'দ ইব্ন মালিক ইব্ন শায়বান ইব্ন 'ওবাইদ ইব্ন সা'লাবাহ ইবনুল-আবজার। যিনি খাযরাহ ইব্ন আওফ ইবনুল-হারিস ইবনুল-খাজরাজ আবূ সা'ঈদ আল-আনসারী আল-খুদরী। তিনি তার উপনামেই বেশি প্রসিদ্ধ ছিলেন। বিখ্যাত ও মর্যাদাবান সাহাবীগণের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি হাদীস বর্ণনাকারীগণের মধ্যে মুকসসিরীনদের দলভুক্ত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে ১২টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে ১১৭০ টি হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর নিকট থেকে অনেক সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেন। যেমন জাবির ইব্ন 'আব্দিল্লাহ, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস, আনাস ইব্ন মালিক, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'ওমার, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা)। আর তাবি'ঈগণের মধ্য থেকে সা'ঈদ ইবনুল-মুসাইয়্যাব, আবূ সালামা, ওবায়দুল্লাহ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ ইব্ন 'ওতবা, 'আতা ইব্ন ইয়াসার, আবূ উমামা ইব্ন সহল ইব্ন হানিফ প্রমুখ তাঁর নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ৭৪ হিজরী কারও মতে ৬৪ হিজরীতে মদীনায় ইন্তিকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল-বাকীতে সমাধিস্থ করা হয়।
দ্র. উসদুল-গাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৬-৩০৭; তাযকিরাতুল-হুফ্ফায, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪; তারীখু বাগদাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮০; শাযারাতুয্-যাহাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮১; হিলিয়াতুল আওলিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৩-৪৫৪; তাহযীবুল-আসমা', ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৮।

কর এতে কোন দোষ নেই। আর যে ব্যক্তি আমার ওপর ইচ্ছা করে মিথ্যা আরোপ করল সে যেন জাহান্নামে নিজের ঠিকানা নির্ধারণ করে নেয়।'[৬৮]

এছাড়াও বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমে হাদীস লিখতে নিষেধ করা হয়।[৬৯] প্রাথমিক অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস লিখতে নিষেধ করার সাম্ভাব্য কারণগুলো হ'ল,

---

৬৮. মূল হাদীসটি এই,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لاَ تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي، وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ - قَالَ هَمَّامٌ: أَحْسِبُهُ قَالَ مُتَعَمِّدًا - فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ".

দ্র. সহীহ মুসলিম, কিতাবুয্-যুহ্দ ওয়ার-রিকাক, বাবু তাছাব্বুত ফীল হাদীস, হাদীস নং-২৪৯৩ (৭১), পৃ. ১২৮৫; অপর এক বর্ণনায় আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) বলেন,

كُنَّا قُعُودًا نَكْتُبُ مَا نَسْمَعُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَخَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: مَا هَذَا تَكْتُبُونَ؟ فَقُلْنَا: مَا نَسْمَعُ مِنْكَ، فَقَالَ: أَكِتَابٌ مَعَ كِتَابِ اللهِ؟ إِمْحَضُوا كِتَابَ اللهِ وَأَخْلِصُوهُ، فَقَالَ: فَجَمَعْنَا مَا كَتَبْنَاهُ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أَحْرَقْنَاهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَنَتَحَدَّثُ عَنْكَ؟ قَالَ: تَحَدَّثُوا عَنِّي وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

-'আমরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে যা শুনতাম তা লিখে নিতাম। এই অবস্থায় একদা রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিকট উপনীত হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি লিখছ? আমরা উত্তর দিলাম যা আমরা আপনার নিকট শুনেছি তা-ই লিখছি। ইহা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আল্লাহর কিতাবের সাথে আবার কিতাব? আল্লাহর কিতাবকে অমিশ্র রাখ। অতঃপর তিনি [আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা)] বলেন, এটা শোনার পর আমরা যা লিখেছিলাম তা এক জায়গায় করলাম এবং সমস্ত জালিয়ে দিলাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, হুজুর! আমরা কি আপনার হাদীস মুখে বর্ণনা করতে পারি? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হ্যাঁ, মনে রেখ, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার নামে মিথ্যা কথা বলবে সে যেন তার স্থান দোযখে তৈরী করে নেয়।'

দ্র. নূরুদ্দীন হাইছামী, মাজামা'উজ্-জাওয়ায়িদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫০; অন্যত্র উক্ত আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস ও প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস লিখার ব্যাপারে তাঁর অনুমতি ছিল না। বরং তিনি এরূপ করতে নিষেধই করেছিলেন। হাদীসটি এই,

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: إِسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ يَأْذَنَ لِي أَنْ أَكْتُبَ الْحَدِيثَ فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ: إِسْتَأْذَنَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكِتَابِ فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَنَا.

-'আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হাদীস লিখার অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন না। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন আমরা তার নিকট হাদীস লিখার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি আমাদের এই বিষয়ে অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন।'

দ্র. খতীব আল-বাগদাদী, তাক'ইদুল-'ইলম, পৃ. ৩৩।

৬৯. 'ওরওয়াহ ইবন যুবাইর (র) বলেন,

إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ السُّنَنَ، فَاسْتَفْتَى أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَالِكَ، فَأَشَارُوا عَلَيْهِ، فَطَفِقَ عُمَرُ يَسْتَخِيرُ اللهَ فِيهَا شَهْرًا ثُمَّ أَصْبَحَ يَوْمًا وَقَدْ عَزَمَ اللهُ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكْتُبَ السُّنَنَ وَإِنِّي ذَكَرْتُ قَوْمًا كَانُوا قَبْلَكُمْ كَتَبُوا كِتَابًا فَأَكَبُّوا عَلَيْهَا وَتَرَكُوا كِتَابَ اللهِ إِنِّي وَاللهِ لاَ أَلْبِسُ كِتَابَ اللهِ بِشَيْءٍ أَبَدًا.

-'একবার 'ওমার ইবনুল খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর (সুন্নাহ) হাদীস লিখতে ইচ্ছা করলেন এবং এ বিষয়ে অন্যান্য সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করলেন। তারা সকলেই লিখার পক্ষে মত

এক: কুর'আনের সাথে হাদীস সংমিশ্রণের আশংকা।[৭০] আল-কুর'আন যদিও আপন ভাবধারায় অভিনব, বাক্যশৈলীতে একক এবং ই'জাজের ক্ষেত্রে অপর সব কিছুর তুলনায় বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত; কিন্তু ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানগণের নিকট কুর'আনের অবতরণ ছিল নবতর এবং কুর'আনের খুব সামান্য অংশই তখন নাযিল হয়েছিল। ঐ সময় মুসলমানগণ সাধারণভাবে কুর'আনের বিশেষ ভাষা, ভাব ও বাণী এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাবধারার সাথে পরিচিত হতে পারেননি। এতে অলংকার শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষে ওহী মাতলু' এবং ওহী গায়রে মাতলু'র মধ্যে সংমিশ্রণের সম্ভাবনা থাকে। কারণ এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করার মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও বিবেক-বুদ্ধিও তাদের মধ্যে জাগ্রত হয়নি। একারণে রাসূলুল্লাহ (সা) হাদীস লিখতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।[৭১]

দুই: দ্বিতীয় কারণ এই যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিষেধ ছিল সেই সাহাবীগণের প্রতি, যাদের স্মরণ শক্তি ছিল অত্যন্ত প্রখর, যারা কানে শুনে খুব সহজেই স্মৃতিপটে মুদ্রিত করে নিতে পারতেন, কিছুই ভুলতেন না।[৭২] কেননা এ শ্রেণীর সাহাবীগণ ও যদি লেখনীর উপর নির্ভরশীল হওয়ার অভ্যাস করতে শুরু করেন, তাহলে স্মৃতিশক্তির প্রখরতা হ্রাস পাবার নিশ্চিত আশংকা থাকে এবং এভাবে আল্লাহর

প্রকাশ করলেন, তথাপি তিনি একমাস যাবৎ আল্লাহর নিকট এর ভাল মন্দের জ্ঞান দানের জন্য (ইস্তিখারা) করতে লাগলেন। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে একটি সিদ্ধান্তে পৌছতে তাওফীক দিলেন। তারপর একদিন তিনি সকালে উঠে বললেন, 'অবশ্য আমি (সুন্নাহ) হাদীস লিখতে ইচ্ছা করেছিলাম, কিন্তু তোমাদের পূর্বেকার-যুগের এমন একটি জাতির কথা স্মরণ হ'ল, যারা কিতাব সমূহ লিখে সেগুলোর প্রতিই ঝুঁকে পড়েছিল, অবশেষে তারা আল্লাহর কিতাবকে ত্যাগ করে বসল। অতএব, আল্লাহ্র কসম! আমি আল্লাহর কিতাবকে অপর কিছুর সাথে মিশ্রিত করব না।'

দ্র. ইব্ন 'আব্দিল বার, জামি'উ বায়ানিল-'ইলম ওয়া ফাযলিহী, পৃ. ২৭৫; 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন য়াসার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আলী (রা)-কে তাঁর বক্তৃতায় বলতে শুনেছি, أَعْزِمُ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ كِتَابٌ إِلاَّ رَجَعَ فَمَحَاهُ، فَإِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ حَيْثُ تَتَبَّعُوا أَحَادِيثَ عُلَمَائِهِمْ، وَتَرَكُوا كِتَابَ رَبِّهِمْ. - 'যাদের নিকট কোন লিখিত বিষয় রয়েছে তাদের প্রতি আমার দৃঢ় সংকল্প ও নির্দেশ হ'ল যে, 'তারা বাড়ী ফিরে যেন উহা মুছে ফেলে। কেননা ইতোপূর্বে লোকজন তাদের পণ্ডিত ও পুরহিতদের কথার তাবেদারী এবং মহান প্রভুর গ্রন্থকে ছেড়ে দেওয়ার কারণেই ধ্বংস হয়েছিল।'

দ্র. জামি'উ বায়ানিল-'ইলম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭২; 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন, إِنَّا لاَ نَكْتُبُ الْعِلْمَ وَلاَ نُكْتِبُهُ. - 'আমরা (নিজেরা) হাদীস লিখিনা এবং অপরকে লিখাইও না।'

দ্র. জামি'উ বায়ানিল-'ইলম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৫।

৭০. 'উলূমুল-হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু, পৃ. ২০; আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন, পৃ. ৫৩; আস্-সুন্নাহ কাবলাত্-তাদবীন, পৃ. ৩০৬-৩০৭; তাদরীবুর্-রাবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭; হাদীস শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত, পৃ. ২৪; মাওলানা সা'ঈদ আহমদ, ফাহ্মে কুর'আন, পৃ. ১০১; Syed Muhammad Hasan, Islam, PP-204-205.

৭১. ড. মুহাম্মাদ শফিকুল্লাহ, হাদীস শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত, পৃ. ২৫।

৭২. ইব্ন 'আব্দিল বার ইব্ন 'আব্বাস (রা) শা'বী জুহরী নাখয়ী ও কাতাদাহ প্রভৃতির স্মরণ শক্তির কথা উল্লেখ করে বলেন, তাঁরা একবার যা কিছু শুনতেন তা কখনো ভুলতেন না। ইব্ন 'আব্বাস (রা) 'ওমার ইব্ন রাবীয়াহ একটি সুদীর্ঘ কবিতা একবার মাত্র শুনে মুখস্থ করে ফেলেন। ইব্ন শিহাব জুহরী বাজে কথা কানে এসে মুখস্থ হওয়ার ভয়ে রাস্তায় চলতে কানে আংগুল দিয়ে রাখতেন। শা'বী বলেন, আমি জীবনে কখনো কোন শিক্ষককে কোন হাদীস পুনঃ বলতে অনুরোধ করিনি।

দ্র. হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ৭১।

একটি নি'আমতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন কিছুতেই উচিত হতে পারে না।[৭৩] 'আরব জাতির এ প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখার সমর্থনে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও ব্যাকরণবিদ খলীল বলেন,[৭৪]

لَيْسَ الْعِلْمُ مَا حَوَى الْقِمَطْرُ ۞ مَا الْعِلْمُ إِلاَّ مَاحَوَاهُ الصَّدْرُ.

-'কাগজ যা রক্ষা করেছে, তা জ্ঞান নয় ۞ অন্তর যা রক্ষা করেছে তা-ই জ্ঞান।'

একজন বেদুইন কবি বলেন,[৭৫]

اِسْتَوْدَعَ الْعِلْمَ قِرْطَاسًا فَضَيَّعَهُ ۞ وَبِئْسَ مُسْتَوْدَعِ الْعِلْمِ الْقَرَاطِيسُ.

-'(মানুষ) জ্ঞানকে কাগজে আমানত রেখে নষ্ট করে দিয়েছে ۞ কাগজ জ্ঞানের জন্য কেমন অপাত্র।'

তিন: এতদ্ভিন্ন এটাও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সম্যকভাবে ও নিয়মিতভাবে তাঁর হাদীস লিখতে নিষেধ করেছিলেন। কারণ, তিনি তাঁর পয়গম্বরী দূর-দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন যে, যদি তাঁর হাদীস সমূহ কুর'আনের ন্যায় সম্যকভাবেও সমান গুরুত্বের সাথে লিখা হয়, তবে পরবর্তী সময়ের উম্মতগণ হাদীসকে কুর'আনের সমান মর্যাদাই দান করবে। মহানবী (সা)-এর উক্তি أكتاب مع كتاب الله (আল্লাহর কিতাবের সাথে আবার অন্য কিতাব?) দ্বারা এটাই বুঝা যায়।[৭৬]

চার: হাদীসে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা সম্ভবত কুর'আন অবতীর্ণের সময়ের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এতদ্ব্যতীত অপর সময়ের জন্য অনুমতি ছিল।

পাঁচ: এটাও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর হাদীসকে কুর'আনের সাথে একই সাথে লিখতে নিষেধ করেছিলেন। ভিন্নভাবে লিখতে তাঁর কোন আপত্তি ছিল না।

ছয়: নিষেধাজ্ঞা প্রথমে করা হয়েছিল পরবর্তীতে তা রহিত করা হয়েছে এবং লেখার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

সাত: লেখার নিষেধ শুধু সে সকল লোকের জন্যই ছিল যাদের পক্ষে লেখার উপর নির্ভর করে হিফ্যকে ত্যাগ করার আশংকা ছিল। আর অনুমতি সে সকল লোকের জন্য ছিল যাদের পক্ষে এরূপ আশংকা ছিল না।

আট: ইমাম বুখারী (র) সহ অনেক ইমামের মতে আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) কর্তৃক বর্ণিত (প্রথম) হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসই নহে। উহা স্বয়ং আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা)-এরই উক্তি। অর্থাৎ ইহা মাওকূফ হাদীস।[৭৭]

---

৭৩. শাহীন আরা চৌধুরী, হাদীস বিজ্ঞান, পৃ. ৭৫।
৭৪. হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ৭১।
৭৫. পূর্বোক্ত।
৭৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯-৭০।
৭৭. ইব্ন হাজার 'আসকালানী, ফাতহুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৮; হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ৮৭-৮৮।

হাদীস লিখনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুমতি প্রদান

হিজরতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাক্কী জীবনে কোন হাদীস লিখিত হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু হিজরতের পর মাদানী জীবন শুরু হবার সাথে সাথে কুর'আন ছাড়াও হাদীসের বিরাট সম্পদ লিপিবদ্ধ হতে থাকে। নুবুওয়্যাতের ত্রয়োদশ চতুর্দশ বছরে কুর'আন ও হাদীসের পারস্পরিক পার্থক্যবোধ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। সাহাবীগণ কুর'আনের বাক্যশৈলীর ধারার সাথে পরিচিত হয়ে উঠে এবং তার তিলাওয়াত ও শ্রবণের সাথে তাঁদের সংশ্লিষ্টতা দীর্ঘ হতে থাকে তখন কুর'আনের একটি আয়াতের তিলাওয়াত অথবা একটি সূরাহ্ পাঠের প্রথম শব্দ তাঁদের কর্নকুহরে প্রবেশ করার সাথে সাথেই তাঁরা উপলব্ধি করে নেয় যে, ওটা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ওহী মাতলু'। তাদের অন্তরের মনিকোঠায় ঐ সম্পর্কে কোন সন্দেহ-ই ঘুরপাক খেতনা। অতএব তারা যখন এভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন আর সংমিশ্রণের আশংকাও দূরীভূত হয়ে যায় আর তখনই তাদের হাদীস লিপিবদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করা হয়।[৭৮]

মক্কা বিজয়ের দিনে দণ্ডবিধি ও মানবাধিকার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা) এক দীর্ঘ খুতবাহ্ প্রদান করেন। খুতবাহ্ শুনে য়ামানের আবূ শাহ্[৭৯] নামক একজন সাহাবী বলে উঠেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা আমাকে লিখে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) অপর সাহাবীদের বললেন, اُكْتُبُوْا لأَبِيْ شَاهٍ -'তোমরা আবূ শাহকে আমার প্রদত্ত ভাষণটি লিপিবদ্ধ করে দাও।'[৮০]

---

৭৮. মুহাম্মাদ 'আব্দুল 'আযীয আল-খাওলী, মিফতাহুস্-সুন্নাহ, পৃ. ৭-১৬; 'উলূমুল-হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু, পৃ. ২০; আল-হাদীস ওয়াল-মুহাদ্দিসূন, পৃ. ১২৩-১২৪; ড. আকরাম যিয়া আল-'উমরী, বহুসুন ফী তারীখিস্-সুন্নাহ আল-মুশরিফাহ, পৃ. ২২৫; মানহাজুন্-নাকদ ফী 'উলূমিল-হাদীস, পৃ. ৪৩; এ প্রসঙ্গে ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন,

وَقَدْ قِيْلَ: إِنَّهُ إِنَّمَا نُهِيَ أَنْ يُكْتَبَ الْحَدِيْثُ مَعَ الْقُرْآنِ فِيْ صَحِيْفَةٍ وَاحِدَةٍ لِئَلاَّ يَخْتَلِطَ بِهِ وَيَشْتَبِهَ عَلَى الْقَارِئِ فَأَمَّا أَنْ يَكُوْنَ نَفْسُ الْكِتَابِ مَحْظُوْرًا وَتَقْيِيْدُ الْعِلْمِ بِالْخَطِّ مِنْهَا عَنْهُ فَلاَ.

দ্র. 'উলূমুল-হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু, পৃ. ২০; মানহাজুন্-নাকদ, পৃ. ৪২; ড. মুহাম্মাদ সাব্বাগ, আল-হাদীসুন্-নববী, পৃ. ৩৭-৩৮; সাম'আনী (মৃত ৫৬২ হিজরী) বলেন,

أَنَّ كَرَاهِيَةَ كِتَابَةِ الأَحَادِيْثِ إِنَّمَا كَانَتْ فِيْ الإِبْتِدَاءِ كَيْلاَ تَخْتَلِطَ بِكِتَابِ اللهِ فَلَمَّا وَقَعَ الأَمْنُ عَنِ الإِخْتِلاَطِ جَازَ كِتَابَتُهُ.

দ্র. ড. মুহাম্মাদ সাব্বাগ, আল-হাদীসুন্-নববী, পৃ. ৩৪-৩৫।

৭৯. আবূ শাহ ইয়ামানের অধিবাসী ছিলেন। কারও কারও মতে, তিনি কালবী গোত্রের অধিবাসী ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তাঁর পূর্বপুরুষগণ পারস্য থেকে সায়ফ ইব্ন যীবযন-এর সহযোগিতার জন্য ইয়ামান আগমন করেন। তাঁর নামে ه، অপরটি ফার্সী বর্ণমালার 'হা'। এটি ফার্সী নাম এবং এর অর্থ বাদশাহ।
দ্র. আল-ইসাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১০০।

৮০. মুসনাদে আহমাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৮; জামি'উ বায়ানিল 'ইলম, বাবু যিকরুর রুখসাত ফী কিতাবতিল 'ইলম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৮; আবূ দাউদে বর্ণিত হাদীসটি এই,

حَدَّثَنِيْ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْخُطْبَةَ، خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاهٍ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اكْتُبُوا لِي، فَقَالَ: "اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ".

দ্র. সুনানু আবী দাউদ, কিতাবুল 'ইলম, বাবু কিতাবাতিল 'ইলম, হাদীস নং-৩৬৪৯, পৃ. ৭০৭।

এতে হাদীস লিপিবদ্ধ করণের পক্ষে এবং লিপিবদ্ধ করণ নিষেধটি রহিত হওয়ার পক্ষে দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়াও 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আমর[৮১] (রা) হাদীস মুখস্থ করণের পাশাপাশি লিখে নেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন।[৮২] 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আমর বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট যা কিছু শুনতাম, মনে রাখার জন্য তা লিখে নিতাম।' কতিপয় সাহাবী আমাকে তা লিখে রাখতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, 'রাসূলুল্লাহ (সা) একজন মানুষ, কখনো স্বাভাবিক অবস্থায় আবার কখনো রাগান্বিত অবস্থায় কথা বলেন।' এ কথা বলার পর আমি হাদীস লিখা পরিত্যাগ করলাম। এরপর বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে অবহিত করলাম। তিনি নিজ হাতের আংগুলের সাহায্যে তাঁর মুখের দিকে ইংগিত করে বললেন, 'তুমি লিখে রাখ। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এ মুখ দিয়ে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না।'[৮৩]

'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আমর (রা) যে হাদীস লিখে রাখতেন আবূ হুরায়রাহ্ (রা)-এর বর্ণনা থেকেও তা প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আমর ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কোন সাহাবী আমার অপেক্ষা অধিক হাদীস জ্ঞাত নন। তিনি হাদীস সমূহ লিখে রাখতেন, আর আমি তা লিখতাম না।'[৮৪]

---

৮১. তিনি হলেন 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইবনুল 'আস আবূ মুহাম্মাদ। কেউ কেউ তাকে আবূ 'আব্দুর রহমান আবার কেউ কেউ তাকে আবূ নুহাইর ইব্ন ওয়াইল ইব্ন হিশাম ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন সাহাম ইব্ন 'ওমর ইব্ন হাছিছ ইব্ন কা'ব ইব্ন লুওয়াই ইব্ন গালিব কুরাশী বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি তাঁর পিতার সাথে মক্কা বিজয়ের পূর্বে হিজরত করেন। তিনি প্রসিদ্ধ সাহাবীগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হতে বহু সংখ্যক হাদীস লিখেন। তাঁর নিকট হতে যারা হাদীস বর্ণনা করেন তারা হলেন, সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, উরওয়া, আবূ সালমাহ, হুমাইদ প্রমুখ। তিনি ৬৫ হিজরী সালে মিসরে ইন্তিকাল করেন। তাঁকে দারে সাগীরে সমাধিস্থ করা হয়। খলীফা বলেন, তিনি তায়িফে ইন্তিকাল করেন। অনেকের মতে, মক্কায়, ইবনুল বারকী আবূ বকর বলেন, তিনি সিরিয়ায় ইন্তিকাল করেন। ভিন্ন মতে তিনি ফিলিস্তিনে ইন্তিকাল করেন।
দ্র. আল-ইসাবা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫১-৩৫২; তাযকিরাতুল-হুফ্ফায, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১-৪২; তাহযীবু আসমা', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮১-২৮২; আল-জারহ ওয়াত্-তা'দীল, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১১৬; সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৯-৯৪; শাযরাতুয্-যাহাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৩; তাবাকাতুল-হুফ্ফায, পৃ. ১৮।

৮২. মূল 'আরবী,

يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أَرْوِيَ مِنْ حَدِيْثِكَ فَازْدَتُ اَنْ اَسْتَعِيْنَ بِكِتَابٍ بِيَدِيْ مَعَ قَلْبِيْ، إِنْ رَأَيْتَ ذَالِكَ؟ فَقَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ حَدِيْثِيْ ثُمَّ إِسْتَعِنْ بِيَدِكَ مَعَ قَلْبِكَ

-"আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আমর (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট হাদীস লিখার অনুমতি চেয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাদীস বর্ণনা করতে চাই। তাই আমি স্মরণ শক্তি ব্যবহারের সাথে সাথে লিখনীরও সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, যদি আপনি অনুমতি দেন।' তিনি [রাসূলুল্লাহ (সা)] বললেন, 'আমার হাদীস কণ্ঠস্থ করার সাথে সাথে লিখেও রাখতে পার।'
দ্র. সুনানু দারিমী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৬।

৮৩. সুনানু দারিমী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৭; সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৮; খতীব আল-বাগদাদী, তাক'ইদুল-'ইলম, পৃ. ৭৭।

৮৪. খতীব আল-বাগদাদী, তাক'ইদুল-'ইলম, পৃ. ৮৩; হাদীসটি বুখারীতে বর্ণিত রয়েছে তা এই,

أَبُوْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَكْثَرُ حَدِيْثًا عَنْهُ مِنِّيْ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ.

-'আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নবী (সা)-এর সংগীগণের মধ্যে 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর ছাড়া অন্য কেউ তাঁর থেকে আমার চেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনাকারী নেই। কেননা 'আব্দুল্লাহ্ হাদীস লিখে রাখতেন, আর আমি লিখতাম না।'
দ্র. সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবুল 'ইলম, বাবু কিতাবাতিল 'ইলম, হাদীস নং-১১৩, পৃ. ৬৩।

আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশায় হাদীস না লিখলেও তাঁর ইন্তিকালের পর তিনি যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট শ্রুত হাদীস সমূহ লিখেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'মুসনাদে আবী হুরায়রাহ্' নামক গ্রন্থখানি সাহাবীগণের যুগেই সংকলিত হয়।[৮৫]

রাফি'[৮৬] ইব্ন খাদীজ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমরা বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! আমরা আপনার কাছ থেকে যা কিছু শুনি তা কি লিখে রাখতে পারব? তিনি বললেন, 'লিখে রাখ, তাতে কোন অসুবিধা নেই।'[৮৭]

হাদীস লিখার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর শুধু অনুমতিই ছিল না, সেই সাথে হাদীস লিখে রাখার সুস্পষ্ট ও অবাধ নির্দেশও তিনি দিয়েছিলেন। তিনি সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে স্পষ্ট করে বলেন,[৮৮] قَيِّدُوْا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ -"ইলমি হাদীসকে লিপিবদ্ধ করে রাখো।'

'আলী[৮৯] (রা) হাদীস শিক্ষা ও লিখার প্রতি উৎসাহ দিয়ে বলেন, مَنْ يَشْتَرِيْ مِنِّيْ عِلْمًا بِدِرْهَمٍ -'আমার থেকে কে এক দিরহামের বিনিময়ে 'ইলম ক্রয় করবে?' আবূ খায়সামা

---

৮৫. আত্-তাবাকাতুল-কুবরা, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৫।

৮৬. তিনি হলেন রাফি' ইব্ন খাদিজ ইব্ন রাফি' ইব্ন 'আদী ইব্ন যায়দ ইব্ন জুসাইম ইব্ন হারিসাহ ইব্ন হারিস ইব্ন খাজরায ইব্ন 'আমর ইব্ন মালিক ইব্ন আওস। তিনি আল-আনসারী, আল-আওসী, আল-হারিসী ও আল-মাদানী বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অন্যতম প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। তাঁর ইন্তিকালের পর স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন انا اشهد لك يوم القيامة। তাঁর নিকট থেকে অনেকে হাদীস বর্ণনা করেন। সাহাবীগণের মধ্যে ইব্ন 'ওমার (রা), মাহমূদ ইব্ন লবীদ (রা), উসাইদ ইব্ন যুহাইর (রা) তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। আর তাবি'ঈগণের মধ্যে মুজাহিদ, 'আতা, শা'বী প্রমুখ তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। খালিদ ইব্ন ইয়াযিদ আল-হাদ্দাদী বলেন, তিনি (রাফি' ইব্ন খাদীজ) একজন নির্ভরযোগ্য বা সিকাহ বর্ণনাকারী। আয্-যাহাবী বলেন, মু'আবিয়ার সময় এবং তার পর যারা মদীনায় ইন্তিকাল করেছেন রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) তাদের মধ্যে একজন। তিনি ৭৩ হিজরী সালে অথবা ৭৪ হিজরী সালে ইন্তিকাল করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।
দ্র. উসদুল-গাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২০-১২১; আল-জারহ ওয়াত্-তা'দীল, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৯; সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮১-১৮৩; তাহযীবুল আসমা', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৭; আল-ইসাবা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৫-৪৯৬; শাযরাতুয্-যাহাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮২।

৮৭. খতীব আল-বাগদাদী, তাক'ইদুল-'ইলম, পৃ. ৭২-৭৩; হাসান ইব্ন 'আব্দির রহমান ইব্ন খাল্লাদ, আল-মুহাদ্দিস আল-ফাসিল বায়নার রাবী ওয়ার ওয়া'ঈ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩; আস্-সুন্নাহ্ কাবলাত্-তাদভীন, পৃ. ৩০৪।

৮৮. জামি'উ বায়ানিল-'ইলম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৯।

৮৯. তাঁর নাম 'আলী ইব্ন আবী তালেব ইব্ন 'আব্দ মানাফ ইব্ন 'আব্দিল মোত্তালিব ইব্ন হাশেম ইব্ন 'আবদ মান্নাফ। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচাত ভাই ও জামাতা। 'আলী (রা) পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ও চতুর্থ খলীফা ছিলেন। 'আলী (রা) থেকে ৫৮৬টি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। বদরুদ্দীন 'আইনী বলেন,

رَوَى لَهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَمِائَةِ حَدِيْثٍ وَسِتَّةً وَثَمَانُوْنَ حَدِيْثًا إِتَّفَقَا مِنْهَا عَلَى عِشْرِيْنَ وَانْفَرَدَ الْبُخَارِيُّ بِسَبْعَةٍ وَمُسْلِمٌ بِخَمْسَةَ عَشَرَ.

-'তাঁর সনদে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে ৫৮৬টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিমে বিশটি হাদীস উল্লেখ হয়েছে। এতদ্ব্যতীত বুখারীতে ৯টি ও মুসলিমে ১৫টি হাদীস বর্ণিত রয়েছে।' তিনি ৩৫ হিজরীতে শাহাদাত বরণ করেন।
দ্র. তাহযীবুত্-তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬৯৭; সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, খুলাফাউর রাশিদীন খণ্ড, পৃ. ২২৫; তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০; তাহযীবুল কামাল, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩০; আল-জারহ ওয়াত্-তা'দীল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯২; শাযরাতুয্-যাহাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৪; আল-ইসাবা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১২; তাহযীবুত্-তাহযীব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৯; আল-মা'আরিফ, পৃ. ১।

বলেন, তিনি এক দিরহাম দিয়ে একটি সহীফা ক্রয় করেন, তাতে 'ইলম তথা হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল।[৯০]

'আব্দুল্লাহ্[৯১] ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমরা আপনার নিকট থেকে যা কিছু শুনি তা কি লিখে রাখতে পারব? তিনি বললেন, লিখে রাখ, তাতে কোন অসুবিধা নেই।'[৯২]

আনাস[৯৩] (রা) হাদীস লিখে সংরক্ষণ করেছিলেন। দীর্ঘ দশ বছর রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমাতের ফলে বহুসংখ্যক হাদীস মুখস্ত ও লিখে রাখার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তিনি হাদীস লিখার পর সেগুলো রাসূলুল্লাহ (স)-কে পড়ে শুনাতেন।[৯৪]

---

৯০. খতীব আল-বাগদাদী, তাক'ঈদুল 'ইলম, পৃ. ৯০।

৯১. তাঁর নাম 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস ইব্ন 'আব্দিল মুত্তালিব ইব্ন হাশিম ইব্ন 'আবদ মানাফ ইব্ন কুসাই ইব্ন কিলাব ইব্ন মুররাহ ইব্ন কা'ব ইব্ন লু'আই ইব্ন গালিব ইব্ন ফিহ্র আল-কারশী আল-হাশিমী আল-মাক্কী। তিনি নুবুওয়াতের ১০ম বর্ষে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর চাচাতো ভাই। তিনি উম্মাতি মুহাম্মাদীর বিজ্ঞ 'আলিম ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর জন্য দু'আ করে বলেন, اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيْلَ -'হে আল্লাহ, তুমি তাকে দীনের সঠিক জ্ঞান দাও এবং তাকে তা'বীল বা ব্যাখ্যার পদ্ধতি শিখাও।' ফলে তিনি হাদীস ও তাফসীর সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। সাহাবীগণের মধ্যে যে কয়েকজন ব্যক্তি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস (রা) অন্যতম। তিনি সর্বমোট ১৬৬০টি হাদীস বর্ণনা করেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী ও বদরুদ্দীন 'আইনী (র) বলেন,

رَوَى ابْنُ عَبَّاس عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْفَ حَدِيْثٍ وَسِتَّمِائَةٍ وَسِتِّيْنَ حَدِيْثًا اِتَّفَقَا مِنْهَا عَلَى خَمْسَةٍ وَسِتِّيْنَ حَدِيْثًا وَانْفَرَدَ الْبُخَارِيُّ بِمِائَةٍ وَ عِشْرِيْنَ وَمُسْلِمٌ بِتِسْعَةٍ وَ اَرْبَعِيْنَ.

-'ইব্ন 'আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে এক হাজার ছয়শত ষাটটি হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিমে সম্মিলিতভাবে ৯৫টি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। পৃথকভাবে বুখারীতে ১২০টি এবং মুসলিমে ৪৯টি হাদীস উল্লেখিত রয়েছে।' তিনি হাদীস ছাড়া তাফসীর, ফিক্হ, ফারাইয, 'আরবী ভাষা, মাগাযী ও যুদ্ধ বিগ্রহ বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবি'ঈ তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ৬৮ হিজরী সালে ইন্তিকাল করেন।
দ্র. উসদুল-গাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮; তাযকিরাতুল-হুফ্ফায, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০; তাহযীবুল কামাল, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২৫০; তারীখু বাগদাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৩; তাহযীবুত্-তাহযীব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫৬; তাহযীবুল-আসমা', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৪-২৭৬; আল-জারহ ওয়াত্-তা'দলী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১১৬; সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩১; আল-ইসাবা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩০; আন্-নুজূমুয্-যাহিরাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮২; 'ইলমুন্-নাকদ, পৃ. ৬৪।

৯২. ফাতহুল-বারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৮; আত্-তাবাকাতুল কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬-৩৭।

৯৩. তাঁর নাম আনাস ইব্ন মালিক ইব্ন নযর ইব্ন যামযাম ইব্ন যায়দ ইব্ন হারাম ইব্ন জুনদুব ইব্ন 'আমির ইব্ন গানাম ইব্ন 'আদী ইবনুন্-নায্যার আল-আনসারী, আন্-নায্যারী, আবূ হামযাহ্ আল-মাদানী। মাতার নাম উম্মু সুলায়ম বিন্ত মিলহান। আনাস (রা)-কে দশ বছর বয়সে তাঁর মা মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে পেশ করেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে একটানা দশ বছর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর খিদমতে কাটান। যার ফলে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে অনেক হাদীস বর্ণনা করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। বসরার জামি' মসজদে স্থায়ীভাবে হাদীস প্রচার ও শিক্ষাদানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। মক্কা, মদীনা, বসরা, কূফা, ও মিসরের অসংখ্য শিক্ষার্থী তাঁর নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে মোট ২২৮৬টি হাদীস বর্ণনা করেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী ও বদরুদ্দীন 'আইনী (র) বলেন, رَوَى لَهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْفَانِ وَمِائَتَا حَدِيْثٍ وَسِتٌّ وَثَمَانُوْنَ حَدِيْثًا. -'তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে দু'হাজার দু'শত ছিয়াশিটি হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিমে ১৬৮টি হাদীস স্থান লাভ করেছে। এককভাবে বুখারীতে ৮৩টি হাদীস এবং মুসলিমে ৯১টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি ৯৩ হিজরী সালে ইন্তিকাল করেন।
দ্র. উসদুল-গাবাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪; তাযকিরাতুল-হুফ্ফায, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪-৪৭; তাহযীবুত্-তাহযীব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯০-৩৯২; তাহযীবুল-আসমা', ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৭-১২৮; আল-জারহ

উম্মুল মু'মিনীন 'আইশা (রা) তাঁর ভাগ্নে 'ওরওয়া ইবনুয্-যুবায়র (রা)-কে এবং হাসান ইব্ন 'আলী (রা) তাঁর পুত্রদেরকে হাদীস লিখে রাখতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।[৯৫] মহিলা সাহাবীগণের মধ্যে শিফা বিন্ত 'আব্দিল্লাহ্ ও উম্মু কুলসূম লিখা জানতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে শিফা' (রা) হাফসা (রা)-কে লিখা শিখিয়েছিলেন। হাফসা (রা) তাঁর এ লিখনীকে হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছিলেন বলে অনুমিত হয়।

এতদ্ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশায় বিভিন্ন দাওয়াত নামা[৯৬] হেদায়াত নামা[৯৭], নির্দেশপত্র ও চুক্তিপত্রের[৯৮] মাধ্যমেও হাদীসের বিরাট সম্পদ লিখিত হয়েছে। যা হাদীস সংরক্ষণ ও সংকলনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ওয়াত্-তা'দলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৬; সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯০-৪০৬; 'উমদাতুল কারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪০; শাযারাতুয্-যাহাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০০-১০১; আন্-নুজূমুয্-যাহিরাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৪; 'ইলমুন্-নাকদ ওয়া 'ইলমুল-জারহ ওয়াত্-তা'দীল, পৃ. ৬৮-৬৯।

৯৪. এ সম্পর্কে সা'দ ইব্ন হিলাল বলেন,

كُنَّا إِذَا اَكْثَرْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَاَخْرَجَ اِلَيْنَا مُخَالاً عِنْدَهُ فَقَالَ هٰذِهِ سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبْتُهَا وَعَرَضْتُهَا.

এ থেকে প্রমানিত হয় যে, হযরত আনাস (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনেক হাদীস সংরক্ষিত ছিল।
দ্র. দরসে তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯-৪০।

৯৫. খতীব আল-বাগদাদী, আল-কিফায়াহ ফী 'ইলমির্-রিওয়ায়া, পৃ. ২০৫-২২৯; আস্-সুন্নাহ্ কাবলাত্-তাদভীন, পৃ. ৩১৭-৩১৮।

৯৬. রাসূলুল্লাহ (সা) তৎকালীন রাজ্যাবাদশাহদের নিকট ইসলামের প্রতি আহবান জানিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে পত্র লিখেছিলেন। মিসরের শাসনকর্তা মক্বাওকাছের নিকট, আবিসিনিয়ার শাসনকর্তা নাজ্জাশীর নিকট, কাইছার ও ইরানের সম্রাট কিছরার নিকট, ওমান ও বাহরাইনের শানসকর্তাদের নিকট লিখিত দাওয়াতনামা এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।
দ্র. আবূ 'ওবায়িদ কাসিম ইব্ন ছালাম, কিতাবুল-আমওয়াল, পৃ. ২০-২৫।

৯৭. 'আব্দুল্লাহ ইব্ন আবী বাকার ইব্ন হাযম (র) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) 'আমর ইব্ন হাযমের জন্য যে কিতাবটি লিখে দিয়েছিলেন তাতে লিখা রয়েছে যে, আল-কুর'আন মাজীদকে কেবল পবিত্র ব্যক্তিরাই স্পর্শ করবে।
দ্র. ইমাম মালিক ইব্ন আনাস, আল-মুওয়াত্তা মা'আত্-তানবীরুল হাওয়ালিক, ১ম খণ্ড (দিল্লী: আল-মাতবা'আতুল-মুজতাবা'ঈ, তা: বি:), পৃ. ১৫৭।

৯৮. একাদশ হিজরীর প্রথম দিকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ওফাত পর্যন্ত ইয়ামান ও বাহরাইন হতে সিরিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত প্রায় দশ লক্ষ বর্গ মাইল 'আরব ভূমির উপর ইসলামের আধিপত্য স্থাপিত হয়। এই বিরাট রাষ্ট্রের শাসন উপলক্ষে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বহু কাজ লিখিতভাবে সম্পাদন করতে হয়। সরকারী কর্মচারী এবং জনসাধারণের নিকট নানা বিষয়ে নানাবিধ নিয়ম-নির্দেশ প্রেরণ করতে হয়। বিভিন্ন গোত্রের সাথে বিভিন্ন চুক্তি ও সম্পাদন করতে হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নির্দেশ নামার উদাহরণ নিম্নে দেয়া হ'ল। মদীনায় পৌঁছে রাসূলুল্লাহ (সা) প্রথমে মুহাজির, আনসার, তথাকার ইয়াহুদী এবং অন্যান্য 'আরবীয়দের নিকট একটি সম্মিলিত নাগরিক রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন। অতঃপর এর জন্য ৫২ দফা সম্বলিত একটি লিখিত শানসতন্ত্র রচনা করেন। সম্ভবত ইহাই পৃথিবীর প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র। ইহার সূচনা করা হয়েছিল,

هٰذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قُرَيْشٍ وَاَهْلِ يَثْرِبَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ.

-'নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (সা)-এর পক্ষ থেকে ইহা একটি দলীল, যা কুরাইশের মুমিন মুসলমান 'ইয়াসরাব বাসী এবং যারা তাদের অনুসরণ করবে ও তাদের সাথে যুক্ত হবে তাদের মধ্যে সম্পাদিত হলো।
দ্র. আবূ 'ওবাইদ, আমওয়াল, পৃ. ১২৫; হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ৭০।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর জিবীতাবস্থায় হাদীস প্রচার ও প্রসারের নানা ব্যবস্থা ছিল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল বিভিন্ন স্থান ও দেশে প্রতিনিধি প্রেরণ করা। অনুরূপভাবে বিভিন্ন গোত্রের কাছে প্রতিনিধি প্রেরণ করা হ'ত, যেমন বনী সা'দ ইব্ন বকর 'আব্দুল কায়েস ইত্যাদি গোত্র উল্লেখযোগ্য।[৯৯] আবূ 'উসামা আল-বাহিলী (রা) বলেন,[১০০]

بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمٍ أَدْعُوْهُمْ إِلَى تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَعْرِضُ عَلَيْهِمْ شَرَائِعَ الإِسْلاَمِ.

-'রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে আমার নিজ গোত্র ও এলাকার লোকদেরকে আল্লাহর প্রতি দা'ওয়াত প্রদান ও ইসলামী শরী'আতের বিধান পেশ করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন।' রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তিকালের পর বড় বড় সাহাবীগণও পাগলপরা হয়ে পড়লেন এ মুহূর্তে তাঁরা কি করবেন কোন দিশা পাচ্ছিলেন না। কিন্তু তাঁদেরই মাঝে বিচক্ষণ সাহাবীগণ তাঁদের সবাইকে পরামর্শ এবং নব উদ্দীপনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীস সংরক্ষণের ব্যাপারে উৎসাহিত হন। তাই সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর উত্তম আদর্শকে আকড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁর সুন্নাতকে যথাযথ ভাবে স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'ওমার (রা), যিনি নামায, হজ্জ, রোযা এমনকি দৈনন্দিন কাজ-কর্মে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাতকে বাস্ত বায়ন করেন।

'আব্দুল্লাহ ইব্ন উনাইসের নিকট থেকে হাদীস শুনার জন্য জাবির ইব্ন 'আব্দিল্লাহ শাম দেশে প্রায় একমাসের পথ অতিক্রম করেছিলেন। জাবির (রা) তাঁকে বললেন, আপনার বর্ণনাকৃত একটি হাদীস আমার কাছে আছে, যা আপনি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শ্রবণ করেছেন। আমি এ আশংকা বোধ করি যে, আপনার নিকট হতে হাদীসটি স্বয়ং শুনার পূর্বেই হয়তো আমার মৃত্যু এসে যায় কি না। একথা শুনে 'আব্দুল্লাহ ইব্ন উনাইস (রা) তাঁকে হাদীসটি পাঠ করে শুনালেন, হাদীসটি এই, 'আমি নবী করীম (স)-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বন্দাদেরকে হাশরের ময়দানে একত্রিত করবেন এবং তাদেরকে এমন আওয়াজে সম্বোধন করবেন, যা নিকট ও দূরে অবস্থিত লোকেরা সমানভাবে শুনতে পাবে। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করবেন, আমিই মালিক, বাদশাহ এবং আমিই অনুগ্রহকারী।'[১০১] অনুরূপভাবে বদরী সাহাবী আবূ আইউব আল-আনসারী

মদীনায় পৌছার পর রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলিম নাগরিকদের আদমশুমারী গ্রহণ করতে কতিপয় সাহাবীকে নির্দেশ দেন। সাহাবী হুযায়ফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের প্রতি এরূপ নির্দেশ দিয়েছিলেন, أُكْتُبُوْا لِي مَنْ يَلْفِظُ بِالإِسْلاَمِ مِنَ النَّاسِ فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةِ رَجُلٍ. -'এ যাবৎ যে সকল লোক মুসলমান হয়েছে তাদের একটা লিখিত ফিরিস্তি (তালিকা) তোমরা আমার নিকট দাখিল কর। সুতরাং আমরা ১৫শত লোকের একটি ফিরিস্তি তার নিকট দালিখ করি।

৪. হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ৭০; 'আরবের বিভিন্ন গোত্রের সাথে যে সকল সন্ধি হয়েছিল সেগুলোও নিয়মিতভাবে লিখিত হয়েছিল। যেমন হুদায়বিয়ার সন্ধি, বানু জামরার সাথে চুক্তি, খন্দক যুদ্ধের সময় বানু ফাজ্জারাহ ও গাতফান গোত্রের সাথে সন্ধিপত্র, নাজরানবাসী ও বানু সাকীফদের সাথে চুক্তিপত্র সবই ছিল লিখিত। এগুলো আজও বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে।
দ্র. হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ৬৯-৭৫; Muhammad Hemidullah, Sahifah Hammam ibn Munabbih, P.28.

৯৯. আল-হাদীস ওয়াল-মুহাদ্দিসূন, পৃ. ৫৭-৬২।

১০০. হাকীম নিসাপুরী, আল-মুসতাদরাক আস্-সহীহায়ন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৬১।

১০১. মূল হাদীস এই,

عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: "يَحْشُرُ اللهُ الْعِبَادَ، فَيُنَادِيْهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ: أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الدَّيَّانُ".

৪. সহীহ বুখারী, ৫ম খণ্ড, কিতাবুত্-তাওহীদ, বাবু কাওলিল্লাহি তা'আলা, পৃ. ২৩৩৫।

একটি মাত্র হাদীস শুনার জন্য সুদূর মদীনা থেকে মিসর পর্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন।[১০২] এতে করে তাঁর হাদীস সংগ্রহে প্রবল আগ্রহ ও উদ্দীপনা প্রস্ফূটিত হয়েছে।

এদিক থেকে আনাস (রা)ও পিছিয়ে ছিলেন না। তিনি 'আব্দুল্লাহ ইব্ন উনাইসের নিকট হতে একটি হাদীস সংগ্রহ করার জন্য দীর্ঘ একমাসের পথ সফর করেছিলেন।[১০৩] এমনকি ফুযালা ইব্ন 'উবাদাহ (রা)-এর একটি হাদীস শুনার জন্য সুদূর মিশর গমনণ করেছিলেন।[১০৪] যার ফলশ্রুতিতে হাদীস শুনার জন্য মক্কা, মদীনা, কূফা, বসরা, মিসর, সিরিয়া প্রভৃতি স্থানে বিশেষ কেন্দ্র গড়ে ওঠে।

সাহাবীগণ কর্তৃক প্রণীত সহীফা

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনের শেষ বছর গুলোতে সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে অনেক হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাদীস লিপিবদ্ধ করার অনুমতি দিলেন। সে সব সাহাবীগণের লিপিবদ্ধ সহীফাগুলো শক্তিশালি ও দূর্বলতার দিক থেকে তারতম্য রাখে। নিম্নে কতিপয় সাহাবীগণের সহীফা সম্পর্কে আলোকপাত করা হ'ল,

১. আবূ বকর (রা) পাঁচশত হাদীস সংকলন করেন। যেমন 'আইশা (রা) বর্ণনা করেন যে, 'আমার পিতা রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে পাঁচশত হাদীস লিপিবদ্ধ করেন।' একরাতে তিনি বারবার উলট পালট করছিলেন। আমার চিন্তা হ'ল, 'আমি বললাম, আপনার কি কোন অসুবিধা হচ্ছে যার কারণে আপনি বিচলিত ও অস্থিরতা প্রকাশ করছেন।' ভোর হলে তিনি বললেন, 'হে কন্যা যে সব হাদীস তোমার নিকট আছে তা নিয়ে আস, আমি নিয়ে আসলাম, অতঃপর উহা তিনি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেললেন।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'উহা পুড়িয়ে ফেললেন কেন?' তিনি উত্তরে বললেন, 'আমার ভয় হচ্ছে যে আমি মারা যাব আর এ হাদীসগুলো আমার কাছে থাকবে, এতে রয়েছে এমন কিছু হাদীস যা কতিপয় ব্যক্তি হতে বর্ণনা করা হয়েছে, যাকে আমি বিশ্বস্ত মনে করেছি, মূলতঃ তারা যেরূপ বর্ণনা করেছিল সেরূপ ছিল না। আর আমি সে অবস্থায় উহা সংকলন করেছি।'[১০৫]

২. 'ওমার ইবনুল খাত্তাব (রা) হাদীস সংকলনের ব্যাপারে সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করেন। এরপর একমাস পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ইসতিখারা করার পর তিনি বলেন, আমি হাদীস লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছিলাম, এরপর সে সব সম্প্রদায়ের কথা মনে হ'ল, যারা তোমাদের পূর্বে কতিপয় গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছিল তারা আল্লাহ্ তা'আলার গ্রন্থকে পরিত্যাগ করে সেগুলো নিয়ে ব্যতি-ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর আমি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের অভিভাবক। অতএব আল্লাহ্ গ্রন্থের সাথে অন্য কোন জিনিস সংমিশ্রণ করতে কখনোই পারব না।[১০৬] 'ওমার ইবনুল খাত্তাব (রা) 'উতবাহ ইব্ন ফারদাককে কতিপয় হাদীস লিপিবদ্ধ করে দেন।[১০৭]

---

১০২. হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ৪৬।

১০৩. তদেব।

১০৪. আস-সুন্নাহ কাবলাত্-তাদবীন, পৃ. ১৬৩-১৬৭।

১০৫. তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫; 'আশী মোত্তাদী, কানযুল-উম্মাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৭।

১০৬. বুহুসুস্-সুন্নাহ, পৃ. ২২৬।

১০৭. মুসনাদে আহমাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬; 'উতবাহ ইব্ন ফারকাদ-এর তরবারীর খাপের ভিতরে সাদাকাতুস্-সাওয়াইম সংক্রান্ত একটি সহীফা পাওয়া গিয়েছে।
দ্র. আল-কিফায়াহ্, পৃ. ৩৫৩; বুহুসুস্-সুন্নাহ, পৃ. ২২৬।

৩. 'আলী (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস সমূহের একটি সহীফা ছিল। এর নাম হ'ল, 'সহীফায়ে 'আলী'। তিনি বলেন,[১০৮] مَا كَتَبْنَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ الْقُرْآنَ وَمَا فِيْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ -'আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট হতে কুর'আন এবং উক্ত সহীফাতে যা আছে এ ছাড়া অন্য কিছু লেখিনি।'

ইমাম বুখারী, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজাহ্ আবূ হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমি 'আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, 'আপনার নিকট কি কোন কিতাব আছে?' তদুত্তরে তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র কিতাব, একজন মুসলিম ব্যক্তিকে প্রদত্ত বোধশক্তি এবং এ সহীফায় যা আছে তা ব্যতীত আর কিছুই নেই।' জিজ্ঞেস করা হ'ল 'এ সহীফায় কি লিখা আছে?' তিনি বললেন, 'এতে রক্ত পন, বন্দি মুক্তিদান ও কাফির হত্যার পরিবর্তে কোন মুসলিমকে হত্যা করা যাবে এ সংক্রান্ত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা আছে।' এ হাদীসের অন্য বর্ণনায় অতিরিক্ত কিছু সংশ্লিষ্ট মাস'আলা এ সহীফায় সন্নিবেশিত আছে।[১০৯]

এ সহীফাটি তিনি তরবারীর কোষের মধ্যে রাখতেন বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এই সহীফাতে দিয়াত, ফিদিয়া, কিয়াস ও আহলে জিম্মীদের বসবাসের নানারূপ বিধান মদীনা নগরীর পবিত্রতা সম্পর্কিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[১১০]

উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগেই বিভিন্ন আকারে কতিপয় সাহাবীগণের পক্ষ থেকে হাদীস সংকলনের সূচনা হয়েছিল। তাঁদের অধিকাংশ সহীফাই বিলুপ্ত হয়েছে।[১১১]

৪. 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর ইবনুল 'আস (রা)-এর সহীফা। সহীফা লিপিবদ্ধ করণে যারা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন তন্মধ্যে 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর ইবনুল আস (রা) অন্যতম। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে তাঁর থেকে হাদীস সংকলন ও লিপিবদ্ধ করে তাঁর নাম দিয়েছেন 'আস্-সহীফাহ্ আস্-সাদিকাহ'[১১২]। এ সহীফায় একহাজার হাদীস

---

১০৮. তাহযীবুত-তাহযীব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৯৭; দরসে তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০।
১০৯. সহীহ্ মুসলিম, সুনানুন-সানা'ঈ, মুসনাদে আহমাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮-৫২।
১১০. জামি'উ বায়ানিল 'ইলম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০১; বুখারীর হাদীসটি এই,

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ: هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: لاَ، إِلَّا كِتَابُ اللهِ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَالَ: قُلْتُ: فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

-'আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আলী (রা)-কে বললাম, 'আপনাদের কাছে কি (বিশেষ) কোন কিছু লিখিত আছে? তিনি বললেন, না, তবে আল্লাহ্‌র কিতাব অথবা মুসলিম ব্যক্তিকে দেওয়া জ্ঞান অথবা এই পুস্তিকার মধ্যে যা কিছু আছে।' তিনি (আবু হুজায়ফা) বললেন, আমি বললাম, 'এ পুস্তিকায় কি আছে? 'আলী বললেন, 'হত্যার ক্ষতিপূরণ (দীয়াত) ও বন্দী মুক্তি সম্পর্কীয় বিষয়, আর কোন মুসলিমকে কোন কাফিরের হত্যার বদলের হত্যা করা হবে না।'
দ্র. সহীহ্ বুখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবুল 'ইলম, বাবু কিতাবাতিল 'ইলম, হাদীস নং-১১১, পৃ. ৬২।
১১১. আল-হাদীসুন্-নববী, পৃ. ৩৯।
১১২. মিফতাহুস্-সুন্নাহ, পৃ. ১৭; ড. মুস্তাফা 'আজমী বলেন,

وَاسْتَمَرَّ عَلَى كِتَابَتِهِ حَتَّى جَمَعَهَا فِيْ صَحِيْفَةٍ وَكَانَ يُسَمِّيْهَا الصَّادِقَةَ وَكَانَتْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةُ أَعَزَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ

দ্র. সেরাসাতু ফিল হাদিসুন-নাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২২।

সংকলিত হয়েছে।[১১৩] সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ সা'ঈদ-এর মতে এতে ৪৩৬টি হাদীস সংকলিত রয়েছে।[১১৪] 'আমর ইবনুল আস (রা) শুধুমাত্র হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন। তিনি ছিলেন সুদক্ষ, বিশ্বস্ত লিখক। তিনি সুরিয়ানী, 'আরবী ভাষা জানতেন ও লিখতেন।[১১৫] এমন একজন নির্ভুল ব্যক্তির 'সহীফাহ্ সাদিকাহ্' গ্রন্থটির মূল পাণ্ডুলিপি আমাদের নিকট পৌছেনি। তবে তার বিষয়বস্তু আমাদের নিকটে পৌছেছে। তাঁর হাদীসগুলো মুসনাদু আহমাদে সংকলিত হয়েছে।[১১৬] অতএব আমরা বলতে পারি যে, উক্ত সহীফাটি ঐতিহাসিকভাবে বিশ্বস্ত, নির্ভুলভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে লিপিবদ্ধ। সহীফাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চূড়ান্ত ফাতাওয়ার ফলাফল এবং তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে সব প্রজ্ঞামূলক উপদেশ দান করেছিলেন সে বিষয়গুলো এ সহীফা সন্নিবেশিত রয়েছে।[১১৭] তিনি তাঁর এ সহীফাটি ধ্বংস হওয়ার ভয়ে তালাবদ্ধ সিন্দুকে সংরক্ষণ করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর তার পরিবার 'সহীফাটি' সংরক্ষণ করে।[১১৮] এ গ্রন্থটি তাঁর নাতি 'আমর ইব্‌ন শুয়া'ইব তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। এটি বিশুদ্ধ হাদীস সমূহের অন্তর্ভুক্ত। হাদীস শাস্ত্রের কোন কোন ইমাম এ সহীফাটিকে স্থান দিয়েছেন আয়্যুব যে হাদীস নাফি' থেকে এবং নাফি' যে হাদীস ইব্‌ন 'ওমার (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন তার স্তরে। চার ইমাম এবং অন্যান্য 'আলিমগণ এ সহীফায় বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন।[১১৯]

৫. জাবির[১২০] ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ্ (রা)-এর সহীফা। তিনি এ সহীফা থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন। মসজিদে নববীতে তাঁর এক শিক্ষা বৈঠক হ'ত, সেখানে তিনি ছাত্রদের কাছে হাদীস বর্ণনা করতেন ও লিখতেন। হাসান বসরী, কাতাদা, সুলায়মান ইবনুল কায়স, আবূ যুবায়র, আবূ সুফয়ান, শা'বী প্রমুখ তাবি'ঈ এ সংকলন হতে হাদীস গ্রহণ ও বর্ণনা করতেন।[১২১] এ সহীফায় হজ্জের আহকাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সম্ভবত

---

১১৩. উসদুল গাবাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫০; 'উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু, পৃ. ২৭; বুহুসুন্-সুন্নাহ্, পৃ. ২২৮।
১১৪. আস্-সুন্নাহ্ কাবলাত্-তাদভীন, পৃ. ৩৪৯।
১১৫. আল-হাদীসুন্-নববী, পৃ. ৩৭।
১১৬. মুসনাদে আহমাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮-২২৬।
১১৭. 'উলূমুল-হাদীস ওয়া মুসতলাহুহু, পৃ. ২৭-২৮।
১১৮. 'আব্দুল গণী আল-মাকদিসী, কিতাবুল 'ইলম, পৃ. ৩০; আস্-সুন্নাতু কাবলাত্-তাদভীন, পৃ. ৩৪৯।
১১৯. মিফতাহুস্-সুন্নাহ, পৃ. ১৭।
১২০. তাঁর নাম জাবের ইব্‌ন 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'আমের ইব্‌ন হারাম ইব্‌ন সালামাহ আল-খাযরাজী আস্-সুমালী। তিনি হাদীস বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ্ (সা), আবূ বকর, 'ওমার, 'আলী, আবূ উবায়দাহ্, মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা)। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন ইবনুল মুসাইয়্যিব, 'আতা ইব্‌ন 'আবী রাবাহ, সালিম ইব্‌ন আবীল জা'আদ, হাসান আল-বাসরী। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ইবন সা'দ বলেন, তিনি ৭৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। মুহাম্মাদ ইব্‌ন য়াহইয়া বলেন, তিনি ৭৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।
দ্র. সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৯; উসদুল গাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৪; তাহযীবুল আসমা', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪২; তাযকিরাতুল হুফফায, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩; তাহযীবুল কামাল, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩০; আল-জারহ ওয়াত্-তা'দীল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯২; শাযারাতুয্-যাহাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৪; আল-ইসাবা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১২; তাহযীবুত্-তাহযীব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৯; আল-মা'আরিফ, পৃ. ১৭৩।
১২১. আস্-সুন্নাহ্ কাবলাত-তাদভীন, পৃ. ৩৫৩-৩৫৪; ইমাম বুখারী (র) মা'মার থেকে জাবের হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। তিনি এ সম্পর্কিত একটি হাদীস বর্ণনা করেন। হাদীসটি হ'ল এই,

قَالَ مَعْمَرٌ رَأَيْتُ قَتَادَةَ قَالَ لِسَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ عَرُوْبَةَ أَمْسِكْ عَلَى الْمُصْحَفِ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ فَلَمْ يُخْطِئْ حَرْفًا فَقَالَ النَّضْرُ لَأَنَا لِصَحِيْفَةِ جَابِرٍ أَحْفَظُ مِنِّيْ لِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ.

দ্র. তাহযীবুত্-তাহযীব, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭-৮; দরসে তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০।

এতে বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপস্থাপিত ঐতিহাসিক ভাষণ উল্লেখ করা হয়েছে।[১২২] কাতাদা বিন্ত দা'আমাহ আস্-সাদুসী উক্ত সহীফাকে অত্যধিক মূল্যায়ণ করতেন। তিনি বলেন, 'আমি উক্ত সহীফাকে মুখস্ত করতাম এবং অন্যান্য সহীফা থেকে উহাকে অধিক গুরুত্ব দিতাম।'[১২৩]

৬. সামুরাহ্[১২৪] ইব্‌ন জুনদুব (রা)-এর সহীফা। এটি একটি বড় সহীফা। এ সহীফায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনেক হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল। তাঁর ইন্তিকালের পর স্বীয় পুত্র সুলায়মান (রা) উত্তরাধিকার সূত্রে উক্ত গ্রন্থখানি লাভ করেন এবং নিয়মিত হাদীস বর্ণনা করেন।[১২৫] বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইব্‌ন সিরীন বলেন,[১২৬] ان الرسالة التى كتابها سمرة لاولاده يوجد فيها علم كثير. -'সামুরা (রা) সংকলিত সহীফায় বহু মূল্যবান জ্ঞান তথা হাদীসের সমাহার ঘটেছে।' ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন যে, সামুরা কর্তৃক রিসালাটির প্রথমাংশে যা লিখা ছিল তা এই,[১২৭]

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ إِلَي بنيه: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَن نُصَلِّيَ كُلَّ لَيْلَةٍ بَعْدَ الْمَكْتُوْبَةِ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَنَجْعَلُهَا وِتْرًا.

-'পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি। এটি সামুরা ইব্‌ন জুনদুব-এর পক্ষ থেকে তার পুত্রের প্রতি লিখিত। নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদেরকে আদেশ দিতেন প্রত্যেক রাতে ফরয নামাযের পর কম বেশি কিছু নফল নামায পড়তে এবং শেষে বিতর নামায পড়তে।'

৭. সা'দ[১২৮] ইব্‌ন 'উবাদাহ আল-আনসারী (রা)-এর সহীফা। এ সহীফায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কতিপয়

---

১২২. 'উলূমুল-হাদীস ওয়া মুসতলাহুহু, পৃ. ২৬; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী বলেন, إنها صَحِيْفَةٌ فِيْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ صَغِيْرٌ فِيْ الحج. দ্র. তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬।

১২৩. 'উলূমুল-হাদীস ওয়া মুসতলাহুহু, পৃ. ২৬।

১২৪. তাঁর সামুরাহ ইব্‌ন জুন্দুব ইব্‌ন হেলাল জুরাইজ ইব্‌ন মুরাহ, ইব্‌ন হাযম, ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন জাবের ইব্‌ন যী-রারাহাতীন আল-ফাযারী। তিনি বসরায় বসবাস করেন। তিনি অনেক বিশুদ্ধ হাদস বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন পুত্র সুলায়মান, আবূ কিলাবাহ, 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন বুরায়দাহ, আবূ রিজা', ইব্‌ন সীরিন। ইব্‌ন সীরিন তাঁর সম্পর্কে বলেন, كَانَ سَمُوْرَةَ عَظِيْمُ الأَمَانَة، صَدُوْقًا. । তিনি বসরায় ৫৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।
দ্র. তাহযীবুত্-তাহযীব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫১২-৫২২; তাহযীবুল আসমা', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৫; সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮১৩; উসদুল গাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৬; আল-জারহ ওয়াত্-তা'দীল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫৪; মির'আতুল জিনানা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৬; শাযারাতুয্-যাহাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৫।

১২৫. ড. সুবহী সালেহ বলেন, كَانَ قَدْ جَمَعَ اَحَادِيْثَ كَثِيْرَةً فِيْ نُسْخَةٍ كَبِيرَةٍ وَرِثَهَا اَبِيْهِ سُلَيْمَانَ. দ্র. 'উলূমুল-হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু, পৃ. ২৫।

১২৬. 'উলূমুল-হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু, পৃ. ২৫।

১২৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী, আত্-তারীখুল কাবীর, পৃ. ২৬।

১২৮. তাঁর নাম সা'দ ইব্‌ন 'উবাদাহ ইব্‌ন সুলাইম ইব্‌ন হারেসাহ ইব্‌ন আবী খুজাইমাহ্। তিনি আনসারী সাহাবী ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স) থেকে হাদীস শুনেছেন। তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন তিনি ১৫ হিজরী অথবা ১৪ হিজরী অথবা ১১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।
দ্র. সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭০; উসদুল গাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৯; তাহযীবুত্-তাহযীব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৫; তাহযীবুল কামাল, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৯২; আল-জারহ ওয়াত্-তা'দীল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৮; তাহযীবুল আসমা', ১ম খণ্ড, পৃ. ২১২; শাযারাতুয্-যাহাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮; তাক্বরীবুত্-তাহযীব, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০০।

হাদীস সংকলিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (র)-এর মতে এটি সা'দ (রা)-এর সহীফা।[১২৯] তাঁর পুত্র এ সহীফা থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন।[১৩০] কিন্তু ইমাম বুখারী (র) বলেন, এ সহীফা মূলতঃ 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবী 'আওফা (রা)-এর সংস্করণ। তিনি স্বহস্তে উহা লিপিবদ্ধ করেন। মানুষ তাঁর কাছে উক্ত পাণ্ডলিপিটি পাঠ করতেন।[১৩১]

৮. 'আব্দুল্লাহ্[১৩২] ইব্‌ন 'আবী 'আউফা (রা)-এর সহীফা। এটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে সংকলিত সহীফাগুলোর মধ্যে প্রসিদ্ধ একটি সহীফা। তিনি স্বহস্তে হাদীস সমূহ লিপিবদ্ধ করতেন এবং লোকজন তাঁর নিকট উক্ত পাণ্ডলিপিটি পাঠ করতেন।[১৩৩]

৯. 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর সহীফা। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনেক হাদীস এবং জীবন চরিত কয়েকটি কাষ্ট খণ্ডে লিপিবদ্ধ করেন। সেগুলো নিয়ে বিভিন্ন 'ইলমের মাজলিসে গমন করতেন। মুতাওয়াতির সূত্রে প্রমাণিত যে, তাঁর ইন্তিকালের সময় তার লিখিত গ্রন্থাবলী একটি উটের ওপরে বহন করা হ'ত। তার ছাত্র সা'ঈদ ইব্‌ন যুবায়র (রা) তাঁর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করতেন। কাগজ শেষ হয়ে গেলে তার পোষাকে, জুতায় লিখে নিতেন। কোন কোন সময় হাতের তালুতে লিখে নিতেন। বাড়ীতে ফিরার পরে উহা সহীফায় লিপিবদ্ধ করতেন। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর সহীফাগুলো দীর্ঘদিন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। তাঁর পুত্র 'আলী (র) উত্তরাধিকার সূত্রে তা প্রাপ্ত হন এবং তার থেকে অন্যান্য মানুষ বর্ণনা করেন। এমনকি তাফসীর ও হাদীস গ্রন্থ সমূহ ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে শ্রুত ও বর্ণিত হাদীস দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল।[১৩৪]

১০. আবূ হুরায়রা (রা)-এর সহীফা। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায় আবূ হুরায়রা (রা) কোন হাদীস লিপিবদ্ধ করেননি। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের পর আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে শ্রবণকৃত হাদীসসমূহ লিখে রেখেছিলেন। ফাদল ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন উমাইয়্যা তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন। ফাদালের পিতা বলেন, 'আমি আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করলে তিনি তা

---

১২৯. মূল হাদীসটি এই,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ قَالَ رَبِيعَةُ وَأَخْبَرَنِي ابْنٌ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَسُرَّقَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

দ্র. জামি'উত্-তিরমিযী, কিতাবুল আহকাম, বাবুল য়ামিন মা'আশ্-শাহিদ, হাদীস নং-১৩৪৩, পৃ. ৩৯৯।

১৩০. দরসে তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০; ড. সুবহী সালেহ বলেন,

كَانَ إِبْنُ هذا الصَّحَابِيُّ الْجَلِيْل يَرْوِى مِنْ هذِهِ الصَّحِيْفَةِ.

দ্র. 'উলূমুল-হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু, পৃ. ২৫।

১৩১. 'উলূমুল-হাদীস ওয়া মুসতলাহুহু, পৃ. ২৪।

১৩২. তাঁর নাম 'আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আওফা ইব্‌ন 'আলকামাহ্ ইব্‌ন খালিদ ইব্‌নুল হারিস।
দ্র. সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪২৮; উসদুল গাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৬; তাহযীবুত্-তাহযীব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৩৯; তাহযীবুল কামাল, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩০; আল-জারহ ওয়াত্-তা'দীল, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১২০; মির'আতুল জিনানা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৮; শাযারাতুয্-যাহাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮০; আল-ইসাবা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৯।

১৩৩. 'উলূমুল-হাদীস ওয়া মুসতলাহুহু, পৃ. ২৪।

১৩৪. 'উলূমুল-হাদীস ওয়া মুসতলাহুহু, পৃ. ৩১; আস্-সুন্নাতু কাবলাত্-তাদভীন, পৃ. ৩৫২।

অস্বীকার করেন। আমি তাকে বললাম যে, এটি আমি আপনার নিকট থেকে শ্রবণ করেছি। তিনি বললেন, যদি তুমি আমার নিকট থেকে এ হাদীস শ্রবণ করে থাক তাহলে তা অবশ্যই আমার নিকট লেখা রয়েছে। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরে আমাকে স্বীয় বাড়ীতে নিয়ে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনেক লিখিত হাদীস দেখালেন। এরপর তিনি উক্ত হাদীসটি পেয়ে গেলেন এবং বললেন, আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, যদি আমি এ হাদীস তোমার নিকট বর্ণনা করে থাকি তাহলে অবশ্যই এটি আমার নিকট লেখা আছে।[১৩৫]

তাঁর ছাত্র হাম্মাদ তাঁর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। এ সহীফায় ১৩৩টি হাদীস সন্নেবেশিত আছে।[১৩৬] যেহেতু তার কাছ থেকে হাম্মাদ বর্ণনা করেছেন এজন্য উক্ত সহীফাকে সহীফাতু হাম্মাদ বলা হয়।[১৩৭] রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে সংকলিত সহীফার অন্তর্ভুক্ত করার কারণ হচ্ছে মূলতঃ এ সহীফাটি ছিল আবূ হুরায়রা (রা)-এর সংকলিত।[১৩৮]

এ সহীফাকে তাবি'ঈর যুগে সংকলিত সহীফা সমূহের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। কেননা হাম্মাম উক্ত সহীফা তার শিক্ষক আবূ হুরায়রা (রা)-এর পার্শ্বে বসে শ্রবণ করার পর সংকলিত করেছেন। এরদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সহীফাটি প্রথম হিজরী শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে সংকলন করা হয়।[১৩৯]

হাম্মাদ ইবন মুনাব্বিহ-এর সহীফার হাদীস সংকলন ক্ষেত্রে বিশেষ স্থান রয়েছে। কেননা উহা যেভাবে হাম্মাম আবূ হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন তা হুবহু আমাদের নিকট সঠিকভাবে পৌছেছে। অতএব উহার নাম 'আস-সহীফা আস্-সহীহা' বলাই যুক্তিযুক্ত। যেমন 'আব্দুল্লাহ্ ইবন 'আমর ইবনুল 'আস-এর সহীফাকে 'আস্-সহীফা আস্-সাদেকা' বলা হ'ত। আবূ হুরায়রা (রা)-এর সহীফার অনেক হাদীস সহীহ বুখারীর বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে।[১৪০]

---

১৩৫. জামি'উ বায়ানিল 'ইলম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৪।
১৩৬. লামহাতু উসূলুল হাদীস, পৃ. ৬৪; বুহসুস্-সুন্নাহ, পৃ. ২২৯; আল-হাদীসনুন্-নববী, পৃ. ৩৯।
১৩৭. মূল 'আরবী,

كَذٰلِكَ تَلِفَتْ الصُّحُفُ الكَثِيْرَ الَّتِىْ جَمَعَهَا الصَّحَابِيُّ الْجَلِيْل أَبُوْ هُرَيْرَةَ إلاَّ صَحِيْفَةً وَاحِدَةً رَوَاهَا عَنْهُ تِلْمِيْذُهُ التَّابِعِى هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهُ ثُمَّ نُسِبَتْ إِلَيْهِ فَقِيْلَ صَحِيْفَةُ هَمَّام وَهِىَ فِيْ الْحَقِيْقَةِ صَحِيْفَةُ أَبِيْ هُرَيْرَة لِهَمَّام.

দ্র. 'উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু, পৃ. ৩১।
১৩৮. বুহসুস্-সুন্নাহ, পৃ. ২২৯।
১৩৯. 'উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু, পৃ. ৩২।
১৪০. 'উলূমুল হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু, পৃ. ৩২; ড. মুহাম্মাদ সাব্বাগ বলেন,

وَذكرُ النَّوَوِيُّ أَنَّ مِنْ خَصَائِص مُسْلِم الدِّقَّةُ فِيْ رِوَايَةِ أَحَادِيْثِ صَحِيْفَةِ هَمَّام بْن مُنَبِّهِ فَهُوَ لاَ يَرْضَى أَنْ يَرْوِيَ كُلَّ حَدِيْثٍ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُوْرِ فِيْهَا، وَإِنَّمَا كَانَ يَذْكُرُ السَّنَدَ وَيَقُوْل: فَذَكَرَ أَحَادِيْثَ مِنْهَا كَذَا.

দ্র. আল-হাদীসুন্-নববী, পৃ. ৪০।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশায় হাদীস সংরক্ষণ

হাদীসের ধারক ও বাহক সাহাবীগণ শুধু যে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জীবদ্দশায়ই হাদীসের সংরক্ষণ ও প্রচারে তৎপর ছিলেন তা নয়; বরং তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁদের এ তৎপরতা পূর্বাপেক্ষা আরও বৃদ্ধি পায়।[১৪১] তাঁদের এক বিরাট জামা'আত এ মহান কর্তব্য সম্পাদনে জীবন উৎসর্গ করে সমগ্র 'আরব ভূ-খণ্ডে হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে এক ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেন।[১৪২] তাঁরা এক একটি হাদীস সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশে দূর-দূরান্তের দুর্গম পথ অতিক্রম করার মত কষ্ট সহ্য করাকে পবিত্র কর্তব্য মনে করতেন।[১৪৩] তাঁরা বিভিন্ন স্থানে 'ইলমি দীন তথা হাদীস শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করে হাদীস শিক্ষদান কার্য পরিচালনা করতে থাকেন। মদীনায় উম্মুল মু'মিনীন 'আইশা (রা) ও 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'ওমার[১৪৪] (রা), মক্কায় ইব্ন 'আব্বাস (রা), কূফায় 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) এবং বসরায় আনাস ইব্ন মালিক (রা) হাদীসের দরস দিতে থাকেন।

---

১৪১. হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ৪৬।
১৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮।
১৪৩. হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃ. ৩০৭; ড. যুবাইর সিদ্দীকি, মাকালাতুস্-সিয়ারীল-হাদীস (হায়দারাবাদ: মাতবা'আতু দাইরাতুল-মা'আরিফীল উসমানিয়্যাহ, ১৩৫৮ হিজরী), পৃ. ১১; এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, জাবির ইব্ন 'আব্দিল্লাহ (রা) 'আব্দুল্লাহ ইব্ন উনায়সের (রা) (মৃত ৫৪ হিজরী) নিকট হতে একটি হাদীস শ্রবণের উদ্দেশ্যে একমাস দুরত্বের পথ অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, যুদুর সিরিয়ায় অবস্থানকারী 'আব্দুল্লাহ ইব্ন উনায়স (রা) নবী করীম (সা) হতে একটি হাদীস শ্রবণ করেছেন যা অপর কোন সাহাবীর নিকট রক্ষিত নাই। তাই তিনি এ সংবাদ শুনামাত্র একটি উট ক্রয় করে সিরিয়ার পথে যাত্রা করেন। দীর্ঘ এক মাসের পথ অতিক্রম করত: সিরিয়ার গ্রামাঞ্চলের নির্দিষ্টস্থানে পৌছে তিনি 'আব্দুল্লাহ ইব্ন উনায়সের (রা) সাক্ষাৎ লাভ করেন। অত:পর তাকে বললেন, তোমার নিকট হতে আমার কাছে একটি হাদীস পৌছেছে যা তুমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট থেকে শ্রবণ করেছ। আমার ভয় ছিল যে, তোমার নিকট থেকে তা নিজ কর্মে শ্রবণ করার পূর্বেই হয়ত আমি ইন্তিকাল করব। এই ভয়ে আমি অনতিবিলম্বে তোমার নিকট উপস্থিত হয়েছি। ফলে 'আব্দুল্লাহ ইব্ন উনায়স (রা) জিজ্ঞাসিত হাদীস তাঁর নিকট পাঠ করলেন। হাদীসটি নিম্নরূপ:

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَحْشُرُ اللهُ الْعِبَادَ فَيُنَادِيْهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مِنْ بُعْدٍ كَمَا يَسْمَعُهُ مِنْ قُرْبٍ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الدَّيَّانُ.

-'আমি রাসূলুল্লাহ (সা) বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাদ্গকে হাশরের মাঠে একত্রিত করবেন এবং তাদেরকে এমন এক আওয়াজ সম্বোধন করবেন যা নিকট ও দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত লোকেরা সমানভাবে শুনতে পাবে। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করবেন, আমিই মালিক, আমিই বাদশাহ আমিই অনুগ্রহকারী।
দ্র. সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৪।

১৪৪. তিনি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নুবুওয়্যাত প্রাপ্তির এক বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং অতি অল্প বয়সেই পিতার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন ও তাঁর সাথেই মদীনায় হিজরত করেন। তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে অবস্থান করার সুযোগ লাভ করেন। এজন্য তিনি হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীগণের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। এছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের তিনি দীর্ঘ ষাট বছর বীবিত ছিলেন। এ দীর্ঘ সময়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস সমূহ প্রচারে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর বর্ণিত সর্বমোট হাদীস সংখ্যা ১৬৩০ টি। তন্মধ্যে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) সম্মিলিতভাবে ১৭০ টি আর এককভাবে ইমাম বুখারী (র) ৮১ টি ও ইমাম মুসলিম (র) ৩১ টি হাদীস স্ব স্ব গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। বদরুদ্দীন 'আইনী (র) বলেন, وَهُوَ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ رِوَايَةً بَعْدَ أَبِيْ هُرَيْرَة.-'আবূ হুরায়রা (রা)-এর পরে সাহাবীগণের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী।' তিনি হিজরী ৭৩ সালে ইন্তিকাল করেন।
দ্র. 'উমদাতুল-কারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৬; আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন, পৃ. ১৪১-১৪২; আস্-সুন্নাতু কাবলাত্-তাদভীন, পৃ. ৪৬৯-৪৭০।

তাছাড়াও 'ইলমি হাদীসে পারদর্শী ও অভিজ্ঞ অন্যান্য সাহাবীগণ ও যখন যেখানে সুযোগ পেতেন হাদীসের দারস দিতেন।[১৪৫] এ সব কেন্দ্রে সাধারণতঃ দিনের বেলায়ই শিক্ষাদান করা হতো। ফলে অনেক শ্রমজীবি ও পেশাজীবি লোক 'ইলমি দীন তথা হাদীস শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকতেন। তাই এই শ্রেণীর লোকেরাও যেন হাদীস শিক্ষার সুযোগ পায় সেজন্য মদীনায় নৈশ বিদ্যালয়ের ন্যায় একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন।[১৪৬] এ শিক্ষা-নিকেতনের ছাত্ররা সেখানে সন্ধার পর থেকে সারা রাত 'ইলমি দীন তথা হাদীস চর্চায় নিয়োজিত থাকতেন।[১৪৭] সাহাবীগণ শুধু যে নিজেরাই হাদীসের সংরক্ষণ ও এর প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তা নয়; বরং তাঁরা তাদের পরবর্তী সময়ের মুসলিম জামা'আত ও শাগরিদ তাবি'ঈগণের প্রতিও এর সংরক্ষণ ও প্রচারের নির্দেশ দিতেন।[১৪৮]

'আলী (রা) তাঁর শাগরিদদেরকে বলতেন, 'তোমরা পরস্পর মিলিত হবে এবং বেশি করে হাদীস আলোচনা করবে। অন্যথায় হাদীস তোমাদের অন্তর থেকে মুছে যাবে।'[১৪৯] আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) স্বীয় শাগরিদগণকে পুনঃ পুনঃ হাদীস আলোচনা করতে উৎসাহিত করেন।[১৫০] 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) বলতেন, 'তোমরা পরস্পর হাদীস আলোচনা কর। কেননা পরস্পর আলোচনাতেই হাদীসের জীবন।'[১৫১] আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) বলতেন, 'তোমরা পরস্পর হাদীস আলোচনা করবে; আলোচনাই হাদীসকে স্মরণ করিয়ে দেয়।'[১৫২]

---

১৪৫. হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ৪৮।
১৪৬. হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃ. ১৪২।
১৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩।
১৪৮. হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ৫২।
১৪৯. মূল 'আরবী, عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ تَزَاكَرُوْا وَأَكْثِرُوْا ذِكْرَ الْحَدِيْثِ فَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا يَنْدَرِسُ الْحَدِيْثُ.
দ্র. হাকিম আবূ 'আব্দিল্লাহ, মা'আরিফাতুল-'উলূমিল-হাদীস, পৃ. ১৪১।
১৫০. 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাসের উক্তি
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ تَذَاكَرُوْا الْحَدِيْثَ لَا يَنْفَلِتْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُنْزَلِ الْقُرْآنِ مَجْمُوْعٌ مَحْفُوْظٌ وَإِنَّكُمْ أَنْ لَمْ تَزَاكَرُوْا اهذا الْحَدِيْثَ يَنْفَلِتْ مِنْكُمْ وَلَا تَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ حَدَّثَنِيْ أَمْسِ فَلَا أُحَدِّثُ لِلْيَوْمِ بَلْ حَدَّثَ أَمْسِ وَلْتُحَدِّثْ الْيَوْمَ وَلْتُحَدِّثْ غَدًا.
-'তোমরা পরস্পর পুনঃ পুনঃ হাদীস আলোচনা করতে থাকবে; যাতে তা তোমাদের অন্তর হতে পালিয়ে যেতে না পারে। কেননা, উহা কুরআনের ন্যায় গ্রন্থাকারে একজায়গায় সুরক্ষিত নয়। সুতরাং তোমরা যদি পরস্পর এর আলোচনা না কর তাহলে তা তোমাদের অন্তর হতে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তোমাদের কেউ যেন একথা বলে যে কাল আলোচনা করেছি, আজ আর করব না; বরং কাল করেছো আজও কর এবং আগামীকালও কর।
দ্র. সুনানু দারেমী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৭।
১৫১. মূল 'আরবী تزاكروا الحديث فان حياته مذاكرته
দ্র. মা'আরিফাতুল-'উলূমিল-হাদীস, পৃ. ১৪১; তাদরীবুর-রাবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫২।
১৫২. মূল 'আরবী, تزاكروا الحديث فان الحديث يهيج الحديث
দ্র. মা'আরিফাতুল-'উলূমিল-হাদীস, পৃ. ১৪০; সুনানু দারেমী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪২।

হাদীস সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

সাহাবীগণ আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁরা কুর'আনের নির্দেশের অনুসরণ এবং নিষেধ থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে সকল মানুষ থেকে অগ্রগামী ছিলেন। তাঁরা জ্ঞান গোপনকারী ব্যক্তি সম্পর্কে আল্লাহ্ প্রদত্ত ভীতির বিষয়ে অবগত ছিলেন; কেননা তিনি এমন ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করেন, তাঁর রহমত ও করুণা থেকে বিতাড়িত ও বিদূরিত করেন।[১৫৩] ফলে যখনই তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন সুন্নাতের বিষয়ে অবগত হতেন তখনই তাঁরা পরকালীন কষ্ট থেকে নিস্তার লাভ ও আল্লাহর রহমত লাভের অন্বেষায় তার শিক্ষাদান ও অন্যদের নিকট পৌছে দেয়ার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন। ফলে এটা সাধারণ লোকদের নিকট অতি দ্রুত প্রসার লাভ করত।[১৫৪]

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ইন্তিকালের পর এমন কিছু পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যা হাদীস সংগ্রহ ও সংরক্ষণের তৎপরতাকে ত্বরান্বিত করে তোলে।

প্রথমতঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের পর তার সাহাবীগণের অনেকেই মুসলিম জাহানের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়েন। ফলে একস্থানের মুসলমানগণের স্মৃতিতে সংরক্ষিত হাদীস অন্যস্থানের মুসলমানগণের জীবনে কোন উপকার সাধন করতে পারতোনা। যোগাযোগের বিচ্ছিন্নতাই এরূপ অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুসলিম জাহানের প্রত্যেক মুসলমান যাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস হতে কল্যান লাভ করতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বিভিন্ন হাদীসবেত্তার নিকট হতে হাদীস সংগ্রহ আরম্ভ হয়।

দ্বিতীয়তঃ খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে মুসলিম সাম্রাজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং বিভিন্ন ধরনের সমস্যার উদ্ভব হয়। নবোদ্ভূত সামাজিক, শাসনতান্ত্রিক ও বিচার

---

১৫৩. সাহাবীগণের মধ্যে অনেকে অধিক হাদীস রিওয়ায়াত করাকে অপছন্দ করতেন। কেননা অধিক বর্ণনা ভুলের আশংকা রাখে, আর দীনের বিষয়ে ভুল-ভ্রান্তি মহাবিপদ জনক। তারা আবূ হুরায়রা (রা)-এর অধিক হাদীস বর্ণনাকেও অপছন্দ করেন। ফলে তিনি এ ক্ষেত্রে তাঁর পবিত্রতা রক্ষার্থে বাধ্য হন এবং যে বস্তু তাকে অধিক হাদীস বর্ণনায় উদ্বুদ্ধ করে তার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন,
إِنَّ النَّاسَ يَقُوْلُ أَكْثَرُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَلَوْلَا إِثْنَانِ فِيْ كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُ حَدِيْثًا ثُمَّ يَتْلُوْ. (إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُوْنَ. إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَأَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَأُوْلَئِكَ أَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.
-'লোকেরা বলে থাকেন যে, আবূ হুরায়রা (রা) অধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে আমার (আবূ হুরায়রার) বক্তব্য হচ্ছে) আল্লাহর কিতাবে যদি দু'টি আয়াত না থাকত তবে আমি কোন হাদীস বর্ণনা করতাম না। এরপর তিনি তিলাওয়াত করেন, 'যারা আমাদের নাযিল করা উজ্জল হাদীস বর্ণনা করতাম না। এরপর তিনি তিলাওয়াত করেন, 'যারা আমাদের নাযিল করা উজ্জল হাদীস বর্ণনা করতাম না। এরপর তিনি তিলাওয়াত করেন, 'যারা আমাদের নাযিল করা উজ্জল আদর্শ ও জীবন ব্যবস্থা গোপন করে রাখবে, অথচ আমরা তা সমগ্র মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য নিজ কিতাবে সুস্পষ্ট রূপে বর্ণনা করেছি। নিশ্চিয়ই জেনে নাও, আল্লাহ ও তাদের উপর লানত করেছেন, আর অন্যান্য সকল লানতকারীরাও তাদের উপর অভিশাপ নিক্ষেপ করেছে। অবশ্য যারা এ অবাঞ্ছিত আচরন থেকে বিরত হবে এবং নিজেদের কর্মনীতির সংশোধন করবে এবং যা গোপন করেছিল তা প্রকাশ করতে শুরু করবে তাদের আমি ক্ষমাকরে দিব, প্রকৃতপক্ষে আমি বড়ই ক্ষমাশীল, তাওবা গ্রহণকারী ও দয়ালু।' [সূরা আল-বাকারা: ২: ১৫৯-১৬০]
দ্র. জামি'উ বায়ানিল-'ইলম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৯।
১৫৪. হাদীস শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত, পৃ. ২৯।

সংক্রান্ত সমস্যাবলী মোকাবিলা করার জন্য মুসলমানগণ কুর'আন ও হাদীস অনুসরণ করার প্রয়াস পান। কিন্তু কুর'আন মাজীদ ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার সাধারণ নীতি সম্বলিত। এতে সব মূলনীতির খুঁটিনাটি আলোচনা নেই। কাজেই নতুন পরিস্থিতির সুষ্ঠু সমাধানের জন্য কুর'আনের পাশে হাদীস সংকলনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হতে থাকে।

তৃতীয়তঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ইন্তিকালের পর বিভিন্ন গোত্রের লোক কুর'আনের আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিতে থাকে। ফলে পবিত্র কুর'আনের আয়াতের মূল তাৎপর্য সম্বন্ধে একাধিক মতেরও উদ্ভব ঘটে। কুর'আনের আয়াত সমূহের অর্থগত এই পার্থক্য হাদীস সংগ্রহকে ত্বরান্বিত করেছিল। কারণ হাদীস মূলতঃ কুর'আনের মূলনীতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও টীকা। তাই পবিত্র কুর'আনের যথার্থ তাৎপর্য উদঘাটনের জন্য হাদীসের সংগ্রহ, সংকলন ও সংরক্ষণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

চতুর্থতঃ হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে বিভিন্ন যুদ্ধ ও পরিণত বয়সের কারণে অধিকাংশ সাহাবীই ইন্তিকাল করেন এবং প্রধান তাবি'ঈগণের অধিক সংখ্যক তাদের অনুগামী হন। ফলে পরবর্তী লোকদের স্মরণ শক্তির উপর নির্ভর করার অবকাশ দূরীভূত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অমূল্যবাণী ও কর্মধারা যেন কালগর্ভে বিনষ্ট না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে তদানীন্তন মুসলিম সমাজ হাদীস সংগ্রহের কাজে এগিয়ে আসেন।

পঞ্চমতঃ ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি এবং বিভিন্ন দেশ ও লোকের ইসলাম গ্রহণের ফলে ইসলামে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলের উদ্ভব ঘটে। তাদের অনেকেই ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক ও অন্যান্য স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মিথ্যা ও জাল হাদীস তৈরী ও প্রচার শুরু করে।[১৫৫] রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী ও কার্যাবলীকে বিকৃতি ও মিশ্রণের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য হাদীসের সংগ্রহ ও সংকলন অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

---

১৫৫. রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামে হাদীস জালের অপচেষ্টা প্রথমতঃ আরম্ভ হয়, 'ওসমান (রা)-এর যুগে ইসলামের চির দুশমন য়াহূদীদের দ্বারা। য়াহূদীরা প্রথমে কুরায়শদের সাথে মিলিত হয়ে ইসলামের মূলোচ্ছেদ করতে চেষ্টা করে। এতে অকৃতকার্য হয়ে তারা হাদীস জাল করার-এ ঘৃনিত পন্থা অবলম্বন করে। দক্ষিণ 'আরবের ইয়ামান নিবাসী 'আব্দুল্লাহ ইবন সাবা নামক এক শিক্ষিত ধুরন্ধর য়াহূদী হযরত 'ওসমান (রা)-এর নিকট এসে বাহ্যত: ইসলাম গ্রহণ করে এবং গোপনে ইসলামকে ধ্বংস করার লক্ষে এক বিরাট ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে। সে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনটি পন্থা অবলম্বন করে।
১. রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নামে মিথ্যা হাদীস রচনা করে ইসলামের পবিত্রতা নষ্ট করা।
২. মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ সৃষ্টি করে তাদের অগ্রগতিকে ব্যাহত করা।
৩. সাহাবীদের নামে দুর্নাম রটনা করে ইসলামের প্রতি মানুষের আকর্ষণকে বিনষ্ট করা। কেননা পরবর্তী অ-সাহাবী লোকদের পক্ষে ইসলাম লাভের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে সাহাবীগণ; সুতরাং সাহাবীগণের প্রতি আস্থাহীন করতে পারলে কারও পক্ষে ইসলামের প্রতি আকর্ষণের কোন সূত্রই অবশিষ্ট থাকবে না। বিষয়টিতে অতি অল্পদিনের মধ্যেই সে আশাতীত সফলতা লাভ করে এবং তৃতীয় খলীফা 'ওসমান (রা)-কে শাহাদাত-এর পেয়ালাপান করাতে সমর্থ হয়। অবশেষে 'আলী (রা) তাঁর খিলাফতকালে 'আব্দুল্লাহ্‌র ষড়যন্ত্রের কথা অবগত হতে পেরে তার অনুচরদের সহ তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারেন। হযরত 'আলী (রা) কর্তৃক সাবা'ঈগণ নির্মূল হলেও তারা যে হাদীস জাল করার কু-আদর্শ স্থাপন করল তার প্রতিকার সহজে সম্ভবপর হলো না। তাদের এই জঘন্য আদর্শ অনুসরণ করে পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় কেহ ইসলামকে ধ্বংস করার মানসে, কেহ তার রাজনৈতিক মতলব হাসিলের উদ্দেশ্যে, আবার কেহ তার ধর্মীয় মতবাদের সাহায্যার্থে, কেহ আমীর উমারাদের সন্তুষ্টি বিধানের গরজে হাদীস জাল করল। এমনকি একশ্রেণীর অপরিনামদর্শী সুফিরাও জনসাধারণকে ধর্মের প্রতি অধিক আকৃষ্ট করার খেয়ালে হাদীস বানিয়ে নিল। ফলে 'ওসমানী খিলাফতের শেষের দিক হতে আরম্ভ করে বহুদিন যাবৎ বহু জাল হাদীস সমাজে প্রচলিত হতে লাগল। দ্র. হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ১১১।

হাদীস সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

সাহাবীগণ যখন কুরআন পাকের বৈশিষ্ট্যের সাথে সুপরিচিত হয়ে উঠেন এবং আয়াত তিলাওয়াতের সাথে সাথেই তা কুরআন বলে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন, তখন নবী করীম (স) হাদীস লিপিবদ্ধ করার সাধারণ অনুমতি দান করেন।[১৫৬] এরপর খলীফা 'ওমর ইব্ন 'আব্দিল-'আযীয (র) (মৃত ১০১-৭২০ হিজরী) একশত সালের শুরুতে সরকারী পর্যায়ে হাদীস লেখার নির্দেশ জারী করেন। তিনি মদীনার গভর্ণর ও বিচারক আবূ বকর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'উমর হাযমকে এক চিঠিতে লেখেন,[১৫৭]

أُنْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكْتُبْهُ، فَإِنِّيْ خِفْتُ دُرُوْسَ الْعِلْمَ وَذَهَابَ الْعُلَمَاءِ.

-'তুমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীসের প্রতি দৃষ্টিপাত কর এবং তা লিপিবদ্ধ কর, কেননা আমি জ্ঞান নিশ্চিহ্ন হওয়া এবং 'আলিমগণের মারা যাওয়ার আশংকা করছি।'

তিনি আবূ বকরকে আরও উপদেশ দিয়ে বলেন, আমারাহ বিনত 'আব্দির রহমান আনসারিয়া (মৃত ৯৮ হিজরী) এবং কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবী বকরের (মৃত ১২০ হিজরী) নিকট হাদীসের যে সম্ভার রয়েছে তা লিপিবদ্ধ করে নাও। অনুরূপভাবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী শহরগুলোর গভর্ণরগণকে হাদীস সংগ্রহের জন্য চিঠি লেখেন। তিনি আর যাদের নিকট এ বিষয়ে চিঠি লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, হিজায ও সিরিয়ার 'আলিম এবং উল্লেখযোগ্য ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন 'উবায়দিল্লাহ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ ইব্ন শিহাব আয্-যুহরী আল-মাদানী (র) (মৃত ১২৪ হিজরী) কে।[১৫৮]

সরকারী এ ফরমান জারীর পর হাদীস সংগ্রহে যিনি সর্বাধিক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তিনি হচ্ছেন, হিজায এবং সিরিয়ার 'আলিম মুহাম্মদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন শিহাব যুহরী আল-মাদানী (র) (মৃত ১২৪/৭৪২)।[১৫৯] এরপর মক্কায় ইব্ন জুরায়েজ (মৃত ১৫০/৭৬৭), মদীনায় ইব্ন ইসহাক (মৃত ১৫১/৭৬৮) অথবা ইমাম মালিক (মৃত ১৭৯/৭৯৫), বসরায় রব' ইব্ন সবীহ (মৃত ১৬০/৭৭৭) অথবা সা'ঈদ ইব্ন আবী 'আরূবাহ (মৃত ১৫৬/৭৭২) অথবা হাম্মাদ ইব্ন সালিমাহ (মৃত ১৫৬/৭৭৩), ওয়াসিত-এ হুশায়ম (মৃত ১৮৮/৮০৪), ইয়ামান-এ মা'মার (মৃত ১৫৩/৭৭০), রায়-এ জারীর ইব্ন 'আব্দিল-হামীদ (মৃত ১৮৮/৮০৪) এবং খুরাসান-এ ইবনুল-মুবারক (মৃত ১৮১/৭৯৭) হাদীস সংগ্রহ করেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর হাদীস বিশেষজ্ঞ। তবে তাঁদের সংগৃহীত গ্রন্থে সাহাবীগণের বাণী এবং তাবি'ঈগণের ফাতাওয়াও সংমিশ্রিত ছিল।[১৬০]

---

১৫৬. 'আব্দুল 'আযীয আল-খাওলী, মিফতাহুস্-সুন্নাহ, পৃ. ১৭।
১৫৭ খতীব আল-বাগদাদী, তাকইদুল-'ইলম, পৃ. ১০৬।
১৫৮. হাদীস শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত, পৃ. ৩৩।
১৫৯. ড. সুবহী সালেহ, 'উলূমুল-হাদীস ওয়া মুসতালাহুহ, পৃ. ৪৬।
১৬০. 'আব্দুল 'আযীয আল-খাওলী, মিফতাহুস্-সুন্নাহ, পৃ. ২১।

এ শতাব্দির বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হচ্ছে, ইমাম মালিক ইবন আনাস (র) (মৃত ১৭৯ হিজরী)-এর মুওয়াত্তা, ইমাম শাফি'ঈ (র) (মৃত ২০৪/৮১৯)-এর মুসনাদ এবং মুখতালাফুল-হাদীস, ইমাম 'আব্দুর-রায্যাক (র) (মৃত ২১১/৮২৭)-এর জামি', শু'বাহ ইবনুল-হাজ্জাজ (র) (মৃত ১৬০/৭৭৭)-এর মুসান্নাফ, সুফইয়ান ইবন্ 'উয়াইনাহ (র) (মৃত ১৯৮/৮১৪)-এর মুসান্নাফ এবং লায়স ইবন্ সা'দ (র) (মৃত ১৭৫/৭১৯)-এর মুসান্নাফ।[১৬১]

হিজরী তৃতীয় শতাব্দী ছিল হাদীস সংকলনের স্বর্ণযুগ।[১৬২] এ শতকের মুহাদ্দিস ও হাদীস বর্ণনাকারীগণ হাদীসের সন্ধানে জলে-স্থলে পরিভ্রমণ করেন। মুসলিম জাহানের প্রতিটি কেন্দ্র খুঁজে আতি-পাতি করে ছাড়েন। এক একটি শহর এক একটি গ্রাম পর্যন্ত পৌছে বিক্ষিপ্ত হাদীস সমূহকে একত্রিত করেন। পূর্ণ সনদ সম্পন্ন হাদীস সমূহ স্বতন্ত্রভাবে সজ্জিত ও সুবিন্যস্ত করেন। সনদ ও বর্ণনা সূত্রের ধারাবাহিকতা এবং তার বিশুদ্ধতার উপর পূর্ণমাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করেন। এ প্রয়োজনে 'আসমাউর-রিজাল' এক স্বতন্ত্র জ্ঞান বিভাগ হিসেবে সংকলিত ও বিরচিত হয়। হাদীস যাছাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সত্য-মিথ্যা নির্ধারণের সূক্ষ্ম তত্ত্ব একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে গড়ে উঠে। প্রখ্যাত 'সিহাহ্-সিত্তাহ' এ শতকেই সংকলিত হয়।[১৬৩] এ সময়ে জনগণের মধ্যে হাদীস শিক্ষা ও চর্চার অদম্য উৎসাহ এবং বিপুল আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। এক একজন মুহাদ্দিসের সামনে দশ হাজার হাদীস শিক্ষার্থী উপস্থিত থাকতেন। হাফিয শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র) (মৃত ৭৪৮/১৩৪৭) অষ্টম পর্যায়ের একশত ত্রিশজন মুহাদ্দিসের নাম উল্লেখ করার পর বলেন,

এঁদের সমপর্যায়ের বড় এক জমা'আত হাফিযে হাদীস-এর কথা উল্লেখই করলাম না। এ সময় এক একটি দরসে হাদীসের বৈঠকে দশ হাজার কিংবা ততোধিক দোয়াত একত্রিত হত। হাদীস শিক্ষার্থীগণ নবী করীম (স)-এর হাদীস লিপিবদ্ধ করতেন এবং এরূপ মর্যাদা সহকারেই তাঁরা এর প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য দিতেন। তাঁদের মধ্যে দুইশত লোক ছিলেন হাদীসের ইমাম। তাঁরা যেমন হাদীসের ভিত্তিতে ফাতওয়া দেওয়ার যোগ্য ছিলেন, তেমনি তাঁরা প্রকাশ্যভাবে ফাতাওয়া দেওয়ার কাজ শুরুও করেছিলেন।[১৬৪]

এ যুগে হাদীসে পারদর্শী এবং তার প্রচার ও শিক্ষাদানকারী লোক মুসলিম জাহানে কত ছিলেন এর সঠিক হিসাব নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। ইমাম আবূ দাউদ আস্-সিজিস্তানী (র) বলেন, তৃতীয় শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হাফিয মুসলিম ইবন্ ইবরাহীম ফরাহীদী (মৃত ২২২/৮৩৭) প্রায় এক হাজার মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ ও লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু এ জন্য তাঁর নিজ শহরের বাইরে বিদেশ সফর করার কোন প্রয়োজন দেখা দেয়নি।[১৬৫]

হিজরী তৃতীয় শতকে মুসলিম জাহানের প্রায় সর্বত্রই হাদীসের ব্যাপক চর্চা ও শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠে। তম্মধ্যে কয়েকটি অঞ্চল ছিল হাদীস সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা বড় কেন্দ্র। খুরাসান এবং মাওয়ারা আন্-নাহার ছিল এর মধ্যে অন্যতম। এ রত্নপ্রসবিনী এলাকা

১৬১. 'আব্দুল 'আযীয আল-খাওলী, মিফতাহুস-সুন্নাহ, পৃ. ২১।
১৬২. পূর্বোক্ত।
১৬৩. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃ. ৪৬০।
১৬৪. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, তাযকিরাতুল-হুফফায, পৃ. ৫২৯-৫৩০।
১৬৫. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃ. ৪৬৪।

হাদীস এবং ফিকহ্শাস্ত্রে এমন মহৎ ব্যক্তিগণের জন্ম দেয় যাঁদের তুলনা ইসলামী জগতে বিরল। আল-মাকদিসী (মৃত ৩৬৯/১০০৬) এ অঞ্চলের প্রশংসায় মুখর হয়ে বলেন,

ইহা একটি মহামর্যাদপূর্ণ অঞ্চল। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী মহত্ত্বের অধিকারী এবং জ্ঞানী। ইহা পূণ্যের খনি, জ্ঞানের আধার, ইসলামের সুদৃঢ় স্তম্ভ ও মহাদূর্গ। এখানকার শাসকগণ হচ্ছেন সর্বোত্তম শাসক এবং সেনাবাহিনী হচ্ছে উত্তম সেনাবাহিনী। এখানকার ফিকহ্শাস্ত্রবিদগণ ছিলেন শাসকগণের সমমর্যাদা সম্পন্ন।[১৬৬]

এই সুজলা-সুফলা উর্বর এলাকায় ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থের সংকলকগণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা হচ্ছেন,

১. মুহাম্মদ ইবন্ ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী আবূ 'আব্দিল্লাহ (১৯৪/৮১০-২৫৬/৮৭০)।
২. মুসলিম ইবনুল-হাজ্জাজ আল-কুশাইরী আন্-নায়শাপূরী আবুল-হুসাইন (র) (২০২/৮১৭-২৬১/৮৭৫)।
৩. সুলায়মান ইবন্ আশ্-'আশ আস্-সিজিস্তানী (র) আবূ দাউদ (২০২/৮১৭-২৭৫/৮৮৯)।
৪. মুহাম্মদ ইবন্ 'ঈসা ইবন্ ইসহাক আত্-তিরমিযী আবূ 'ঈসা (র) (২০৬/৮২১-২৭৯/৮৯২)।
৫. আহমদ ইবন্ 'আলী ইবন্ শু'আইব আন্-নাসাঈ (র) (২১৫/৮৩০-৩০৩/৯১৫)।
৬. মুহাম্মদ ইবন্ ইয়াযীদ ইবন্ মাজাহ্ আবূ 'আব্দিল্লাহ (র) (২০৯/৮২৪-২৭৩/৮৮৬)।

হাদীস গ্রন্থের শ্রেণী বিভাগ

হাদীস গ্রন্থ সমূহকে বিন্যাস ভংগির প্রেক্ষিতে প্রধাণতঃ নিম্নে বর্ণিত ছয়টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

১. জামি'

এটি হাদীসের এমন গ্রন্থ, যাতে আটটি প্রধান শিরোনামের হাদীস স্থান লাভ করেছে। শিরোনামগুলো এই, (ক) সিয়ার (খ) আদাব (গ) তাফসীর (ঘ) 'আকাইদ (ঙ) রিকাক (চ) আশরাত (ছ) আহকাম এবং (জ) মানাকিব। নিম্নোলেখিত শ্লোকে এ শিরোনামগুলোকে সুন্দরভাবে গ্রথিত করা হয়েছে,

سِيَرْ وَآدَاب تَفْسِيْر وَعَقَائِدْ ✿ رِقَاقْ وَاشْرَاطْ أَحْكَام وَمَنَاقِبْ

সিহাহ সিত্তাহ-এর মধ্যে সহীহুল-বুখারী এবং সুনানুত্-তিরমিযী জামি' গ্রন্থ হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছে। সহীহ আল-মুসলিম-এ আটটি শিরোনামের হাদীস স্থান লাভ করা সত্ত্বেও তাতে তাফসীর-এর হাদীস কম হওয়ার কারণে এ গ্রন্থখানাকে জামি' বলা হয় না। জামি' গ্রন্থ সংকলনকারী সর্বপ্রথম মুহাদ্দিস হচ্ছেন, ইমাম সাওরী (মৃত ১৬১/৭৭৭) (র)।[১৬৭]

১৬৬. হাফিয আল-মাকদিসী, আহ্সানুত্-তাকাসীম ফী মা'রিফাতিল-আকালীম, পৃ. ২৯৪।
১৬৭. দ্র. সুবহী সালেহ, 'উলূমুল-হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু, পৃ. ১২২; ইউসুফ বিন্নৌরী, মা'আরিফুস-সুনান, পৃ. ১৮।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Islami-kitab.blogspot.com

ড. নূরুদ্দীন আতার বলেন,[১৬৮]

الْجَامِعُ فِي اِصْطِلَاحِ الْمُحَدِّثِيْنَ: هُوَ كِتَابُ الْحَدِيْثِ الْمُرَتَّبِ عَلَى الْأَبْوَابِ الَّذِيْ يُوْجَدُ فِيْهِ أَحَادِيْث فِيْ جَمِيْعِ مَوْضُوْعَاتِ الدِّيْنِ وَأَبْوَابِهِ، وَعَدَدُهَا ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ رَئِيْسِيَّةٍ.

-'মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় জামি' এমন হাদীসের কিতাব যাতে এমন বাবসমূহ সন্নিবেশিত হয় যে সকল বাবে দীনের সকল বিষয়ের মূল অধ্যায়ের সংখ্যা আটটি।'

২. সুনান

এটি হাদীসের এমন গ্রন্থ, যা ফিক্‌হ্ গ্রন্থের ক্রমানুসারে বিন্যাস করা হয়। যেমন সুনানু আবী দাউদ, সুনানুন-নাসাঈ, সুনানু ইবন মাজাহ প্রভৃতি।

ড. নূরুদ্দীন আতার বলেন,[১৬৯]

كُتُبُ السُّنَنِ هِيَ الْكُتُبُ الَّتِي تَجْمَعُ أَحَادِيْثَ الأَحْكَامِ الْمَرْفُوْعَةِ مُرَتَّبَةً عَلَى أَبْوَابِ الْفِقْهِ.

-'সুনান হাদীসের এমন গ্রন্থসমূহকে বলা হয় যাতে আহকাম সম্বলিত মারফূ' হাদীসগুলোকে ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্রমবিন্যাস অনুসারে সন্নিবেশ করা হয়।'

মুহাদ্দিসগণ বলেন,

عَلْمًا عِنْدَ الْمُحَدِّثِيْنَ أَنَّ كُتُبَ الْحَدِيْثِ عَلَى أَنْوَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنْهَا السُّنَنُ، وَالسُّنَنُ مَا كَانَتْ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْأَبْوَابِ الْفِقْهِيَّةِ، وَفِيْ اِصْطِلَاحِ الْمُحَدِّثِيْنَ اَلْكُتُبُ الْمُرَتَّبَةُ عَلَى الْأَبْوَابِ الْفِقْهِيَّةِ مِنَ الإِيْمَانِ وَالطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ إِلَى آخِرِهَا.

-'মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে হাদীস গ্রন্থসমূহ বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে সুনান। সুনান এমন গ্রন্থ যাতে ফিক্‌হ শাস্ত্রের অধ্যায় বিন্যাস অনুসারে হাদীসকে সজ্জিত করা হয়। হাদীসবিদগণের পরিভাষায়, ফিকহী বাবের তারতীব অনুসারে সজ্জিত কিতাবকে সুনান বলা হয়। যেমন, ঈমান, তাহারাত, সালাত, যাকাত এবং এ অনুসারেই শেষ পর্যন্ত বাবগুলোকে সাজান হয়।'

ড. মুহাম্মদ সাব্বাগ বলেন,[১৭০]

وَهِيَ كُتُبٌ تَكْتَفِيْ بِذِكْرِ الْأَحَادِيْثِ وَتَقْتَصِرُ عَلَيْهَا وَلَا تَذْكُرُ شَيْئًا مِنَ الْآثَارِ، وَتَلْتَزِمُ غَالِبًا التَّرْتِيْبَ عَلَى أَبْوَابِ الْأَحْكَامِ.

-'যে হাদীস গ্রন্থে কেবলমাত্র আসার ব্যতীত হাদীস সমূহ উল্লেখের সীমাবদ্ধতা করা হয়েছে এবং আহকামের ধারাবাহিকতার আলোকে সাজানো হয়েছে তাকে সুনান বলে।'

১৬৮. ড. নূরুদ্দীন আতার, মানহাজুন-নাকদ ফী 'উলূমিল-হাদীস, পৃ. ১৯৮।
১৬৯. ড. নূরুদ্দীন আতার, মানহাজুন-নাকদ ফী উলূমিল-হাদীস, পৃ. ১৯৯।
১৭০. ড. মুহাম্মদ সাব্বাগ, আল-হাদীসুন-নববী, পৃ. ৩৪৮।

মুহাম্মদ ইবন জা'ফর আল-কাত্তানী বলেন,[১৭১]

وَهِيَ فِيْ اِصْطِلَاحِهِمْ اَلْكُتُبُ الْمُرَتَّبَةُ عَلَى الْأَبْوَابِ الْفِقْهِيَّةِ مِنَ الإِيْمَانِ وَالطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ إِلَى آخِرِهَا وَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ مِنَ الْمَوْقُوْفِ لِأَنَّ الْمَوْقُوْفَ لَا يُسَمَّى فِيْ اِصْطِلَاحِهِمْ سُنَّةً وَيُسَمَّى حَدِيْثًا.

-'পরিভাষায় সুনান বলা হয় ফিক্‌হ-এর গ্রন্থ সমূহ যেমন ঈমান, তাহারাত, সালাত, যাকাত ইত্যাদি অধ্যায় সমূহ দ্বারা সুবিন্যস্ত। অনুরূপভাবে যে হাদীস গ্রন্থ সমূহের অধ্যায়সমূহ একইভাবে সুবিন্যস্ত তাকে সুনান বলা হয়।'

যতদূর জানা যায় সা'ঈদ ইবন মানসূর (মৃত ২২৭/৮৪১) সর্বপ্রথম সুনান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[১৭২] সিহাহ সিত্তায় সুনানু আবী দাউদ, সুনানুন-নাসাঈ, সুনানুত-তিরমিযী ও সুনানু ইবন মাজাহ-কে এক সাথে সুনানু আরবাআ' বলা হয়। এছাড়াও সুনানু দারেমী, সুনানু দারা-কুতনী, সুনানু বায়হাকী, সুনানু সা'ঈদ ইবন মাসনূর এ জাতীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখ্যযোগ্য।

৩. মুসনাদ

মুসনাদ (مُسْنَدٌ) শব্দটি একবচন, বহুবচনে আল-মাসানীদ (اَلْمَسَانِيْدُ)। মুসনাদ এমন গ্রন্থকে বলে যাতে সাহাবীগণের নামের ক্রমানুসারে হাদীস সন্নিবেশিত করা হয়। এতে একজন সাহাবীর সমস্ত হাদীস একসাথে উল্লেখ করার পর অনুরূপভাবে অপর সাহাবীর হাদীস সমূহ উল্লেখ করা হয়।

নওয়াদ সিদ্দীক হাসান খান (মৃত ১৩০৭ হিজরী) ও ড. নূরুদ্দীন আতার বলেন,[১৭৩]

اَلْمُسْنَدُ هُوَ الْكِتَابُ الَّذِيْ تُذْكَرُ فِيْهِ الْأَحَادِيْثُ عَلَى تَرْتِيْبِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، بِحَيْثُ يُوَافِقُ حُرُوْفَ الْهِجَاءِ، أَوْ يُوَافِقُ السَّوَابِقَ الْإِسْلَامِيَّةَ أَوْ شَرَافَةَ النَّسَبِ.

-'মুসনাদ এমন হাদীস গ্রন্থকে বলা হয়, যাতে সাহাবীগণের ক্রমানুসারে তাঁদের হাদীস সন্নিবেশ করা হয়। এ ক্রমধারা তাঁদের নামের 'আরবী বর্ণমালা অনুসারে হতে পারে অথবা ইসলাম গ্রহণের ক্রমানুসারে হতে পারে অথবা বংশীয় মর্যাদানুসারে হতে পারে।'

'আব্দুল 'আযীয আল-খাওলী বলেন,[১৭৪]

اَلْمَسَانِيْدُ وَهُوَ أَنْ يَجْمَعَ فِيْ تَرْجَمَةِ كُلِّ صَحَابِيٍّ مَا عِنْدَهُ مِنْ حَدِيْثِهِ سَوَاءٌ كَانَ صَحِيْحًا أَوْ غَيْرَ صَحِيْحٍ وَيَجْعَلُهُ عَلَى حِدَةٍ وَإِنِ اخْتَلَفَ أَنْوَاعُهُ.

১৭১. মুহাম্মদ ইবন জাফর আল-কাত্তানী, আর-রিসালাতুল-মুসতাতরিফাহ, পৃ. ২৫।
১৭২. ড. সুবহী সালেহ, 'উলূমুল-হাদীস ওয়া মুসতালাহুহ, পৃ. ১২২; ইউসুফ বিন্নৌরী, মা'আরিফুস-সুনান, পৃ. ১৮।
১৭৩. নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান, আল-হিত্তাহ, পৃ. ৬৭; ড. নূরুদ্দীন আতার, মানহাজুন-নাকদ, পৃ. ২০১।
১৭৪. 'আব্দুল 'আযীয আল-খাওলী, মিফতাহুস-সুন্নাহ, পৃ. ৩০।

-'মুসনাদ এমন গ্রন্থকে বলা হয় যাতে এক এক সাহাবীর সকল হাদীসকে একইসাথে সন্নিবেশ করা হয়, সে সব হাদীস সহীহ হতে পারে নাও হতে পারে অথবা বিভিন্ন প্রকারেরও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।'

মুহাম্মদ আবূ যাহু বলেন,[১৭৫]

اَنْ يُجْمَعَ الْمُحَدِّثُ فِيْ تَرْجَمَةِ كُلُّ صَحَابِيٍ مَا يَرْوِيْهِ عَنْهُ سَوَاءٌ كَانَ صَحِيْحًا اَمْ غَيْرَ صَحِيْحٍ وَيَجْعَلُهُ عَلَى حِدَةٍ وَاِنْ اُخْتُلِفَتْ اَنْوَاعُهُ.

-'মুহাদ্দিস এক একজন সাহাবীর প্রসংঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে সকল হাদীসকে এক সাথে উল্লেখ করেন, তা সহীহ কিংবা সহীহ নয়, তার কোন পাথ্যর্ক করেন না এবং হাদীসসমূহের বিষয়বস্তুও হয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এ ধরনের গ্রন্থকেই মুসনাদ বলে।'

ইমাম কাযিম (র) (মৃত ৭৯৯/১৩৯৬/১৩৯৭) সর্বপ্রথম মুসনাদ গ্রন্থ সংকলন করেন। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) (মৃত ২৪০/৮৫৪)-এর মুসনাদ সর্বাধিক খ্যাত।[১৭৬]

৪. মু'জাম

যে গ্রন্থে মুহাদ্দিস তাঁর শিক্ষকগণের হাদীস পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করেন তাকে মুজাম বলা হয়। এ ধরণের হাদীস গ্রন্থের পথিকৃৎ হচ্ছেন ইমাম তবারানী (মৃত ৩৫১/৯৩২ মতান্তরে ৩৬০/৯৭০)। তিনি আল-কাবীর, আল-মুতাওয়াস্সাত এবং আস্-সাসীর নামে তিনটি মু'জাম গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[১৭৭] তবে সর্বপ্রথম মু'জাম গ্রন্থ সংকলন করেন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইব্ন কানী (র) (মৃত ৩৫১/৯৬২)।[১৭৮]

ড. নূরুদ্দীন আতার বলেন,[১৭৯]

اَلْمُعْجَمُ فِيْ اِصْطِلاَحِ الْمُحَدِّثِيْن: كِتَابٌ تُذْكَرُ فِيْهِ الأَحَادِيْثُ عَلى تَرْتِيْبِ الشُّيُوْخِ، وَالْغَالِبُ عَلَيْهَا اِتِّبَاعُ التَّرْتِيْبِ عَلى حُرُوْفِ الْهِجَاءِ، فَيَبْدأُ الْمُؤَلِّفُ الْمُعْجَمَ بِالأَحَادِيْثِ الَّتِي يَرْوِيهَا عَنْ شَيْخِهِ أَبَانٍ، ثُمَّ إِبْرَاهِيْمَ، وَهَكَذَا.

-'মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় মু'জাম এমন হাদীস গ্রন্থকে বলা হয় যাতে শায়খের ক্রমধারানুসারে হাদীস উল্লেখ করা হয়। এতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শায়খগণের নামের বর্ণমালার ক্রমানুসারে সজ্জিত করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ সংকলক তার মু'জামে প্রথমে তাঁর আবান নামক শায়খের হাদীস উল্লেখ করবেন। অতঃপর ইবরাহীম নামক শায়খের হাদীস উল্লেখ করবেন এবং এরূপ ক্রমধারা অনুসরণ করতে থাকবেন।'

১৭৫. মুহাম্মদ আবূ যাহু, আল-হাদীস ওয়াল-মুহাদ্দিসূন, পৃ. ।
১৭৬. ড. সুবহী সালেহ, 'উলূমুল-হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু, পৃ. ১২৪; ইউসুফ বিদ্রীরী, মা'আরিফুস-সুনান, পৃ. ১৮।
১৭৭. ড. সুবহী সালেহ, 'উলূমুল-হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু, পৃ. ১২৪।
১৭৮. Hafig Ibn Hajar al-asqalani & his contribution of Hadith literature, P-150.
১৭৯. ড. নূরুদ্দীন আতার, মানহাজুন-নাকদ ফী উলূমিল-হাদীস, পৃ. ২০৩।

৫. সহীহ

যাতে সংকলক শুধুমাত্র সহীহ হাদীস সন্নিবেশ করেন। ইমাম বুখারী (র) (মৃত ২৫৬/৮৬৯) সর্বপ্রথম এরূপ গ্রন্থ সংকলন করেন। সহীহ হাদীস গ্রন্থের সংখ্যা ছয়টি। সেগুলো হচ্ছে, বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ এবং ইব্ন মাজাহ। তবে মুহাদ্দিসগণ ইব্ন মাজাহ্-এর ক্ষেত্রে একাধিক মত পোষণ করেন। যেমন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস রাযীন (র) এবং ইবনুল-আসীর (র)-এর মতে সিহাহ সিত্তার ষষ্ঠ গ্রন্থ, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক (র)। আর ইব্ন হাজার 'আসকালানী (র)-এর মতে ইব্ন মাজাহ্-এর পরিবর্তে ষষ্ঠ গ্রন্থখানা হচ্ছে মুসনাদুদ্-দারিমী (র)। কখনও কখনও হাদীস বর্ণনার পর মুহাদ্দিসগণ (رواه الخمسة) এই বাক্যটি লিপিবদ্ধ করে থাকেন। এর দ্বারা ইব্ন মাজাহ ছাড়া সিহাহ সিত্তাহ্-এর অপর পাঁচ খানা গ্রন্থকেই বুঝান হয়ে থাকে। "الصحيحين" শব্দ দ্বারা শুধু বুখারী এবং মুসলিম-শরীফকে বুঝান হয়।[১৮০]

৬. আল-জুয

যাতে কোন একজন বিশেষ সাহাবী অথবা পরবর্তী কোন একজন মুহাদ্দিসের হাদীস হ্রান লাভ করে। অথবা যাতে কোন একটি বিশেষ শিরোনামের হাদীস সন্নিবেশিত হয়।

ড. মুহাম্মদ সাব্বাগ বলেন,[১৮১]

اَلْجُزْءُ كِتَابٌ يضم أَحَادِيْثَ مَرْوِيَّة عَنْ صَحَابِيٍّ مُعَيَّنٍ، أَوْ عَنْ تَابِعِيٍّ مُعَيَّنٍ، أَوْ أَحَادِيْثَ مُتَعَلِّقَة بِمَوْضُوْعٍ وَاحِدٍ.

-'জুয সে সকল হাদীস গ্রন্থকে বলা হয়, যার মধ্যে নির্দিষ্ট সাহাবী অথবা নির্দিষ্ট তাবি'ঈ কর্তৃক কোন একটি বিষয় সম্পর্কিত হাদীস সন্নিবেশিত রয়েছে।'

নওয়াদ সিদ্দীক হাসান খান (মৃত ১৩০৭ হিজরী) বলেন,[১৮২]

اَلْجُزْءُ: فِيْ اِصْطِلاَحِ الْمُحَدِّثِيْن: هُوَ تَأْلِيْفُ يُجْمَعُ الأَحَادِيْثُ الْمَرْوِيَّةُ عَنْ رَجُلٍ وَاحِدٍ سَوَاءٌ كَانَ ذلكَ الرَّجُلُ مِنْ طَبْقَةِ الصَّحَابَةِ أَوْ مَنْ بَعْدِهِمْ: كَجُزْءِ حَدِيْثِ أَبِيْ بَكْرٍ، وَجُزْءِ حَدِيْثِ مَالِكٍ.

-'মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় আল-জুয এমন হাদীস গ্রন্থকে বলা হয় যাতে কোন একজন রাবীর হাদীস একত্রিত করা হয়। এ রাবী সাহাবীগণের স্তরে অথবা তারা পরবর্তী স্তরের হতে পারেন। যেমন, আবূ বকরের হাদীসের জুয এবং মালিকের হাদীসের জুয।'

প্রথমটিকে আল-মুফরাদও বলা হয়। আর দ্বিতীয়টিকে আর-রিসালাহ্ও বলা হয়। যেমন হযরত যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) (মৃত ৪৮/৬৬৮) কর্তৃক সংকলিত 'রিসালাতুল-ফারাইয'। তিনিই হচ্ছেন এরূপ রিসালাহ্ গ্রন্থের সর্বপ্রথম সংকলন।[১৮৩]

১৮০. ড. সুবহী সালেহ, 'উলূমুল-হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু, পৃ. ১২৭-১২৯।
১৮১. ড. মুহাম্মদ সাব্বাগ, আল-হাদীসুন-নববী, পৃ. ৩৪৮।
১৮২. নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান, আল-হিত্তাহ, পৃ. ৬৭।

আস্-সিহাহ আস্-সিত্তাহ

আস-সিহাহ (الصِّحَاح) শব্দটি সিহাহ (ص+ح+ح) মূলধাতু থেকে উদ্ভূত। এটি বহুবচন, একবচন সহীহ (صَحِيْح)। এর অর্থ বিশুদ্ধ। সিত্তাহ (سِتَّة) শব্দের অর্থ ছয়। অতএব, আস-সিহাহ আস-সিত্তাহ শব্দের অর্থ ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ। এ ছয়টি গ্রন্থ হল, সহীহুল-বুখারী, সহীহ মুসলিম, আল-জামি'উত্-তিরমিযী, সুনানু আবূ দাউদ, সুনানু নাসাঈ ও সুনানু ইবন মাজাহ।

মুহাম্মদ 'আব্দুল 'আযীয আল-খাওলী বলেন,[১৮৪]

وهٰذِه الْكُتُبُ السِّتَّة الَّتِيْ كَادَتْ لَاتُغَادِرُ مِنْ صَحِيْحِ الْحَدِيْث الا النَّزر اليسير والَّتِيْ عَلَيْهَا يَعْتَمِدُ الْمُسْتَنْطُوْنَ وَبِهَا يَعْتَضِدُ الْمُنَاظِرُوْن وَعَنْ محيها تَنْجَاب الشبه وبضوئها يهتدي الضَّال وَيبرد يقينها تثلج الصدور.

-'এ শতাব্দীতেই এমন ছয়টি হাদীস গ্রন্থরূপ সূর্যের উদয় ঘটে, যেগুলো নগণ্য সংখ্যক ছাড়া কোন সহীহ হাদীসকে তাদের অন্তর্ভুক্ত না করে ছাড়েনি। এ গ্রন্থগুলোর ওপরই ইস্তিম্বাতকারীগণ নির্ভর করে থাকেন, মুনাযিরাকারীগণ এগুলো থেকেই সাহায্য গ্রহণ করেন, এগুলোর অস্তিত্বের কারণেই সন্দেহ দূরীভূত হয়, এগুলোর আলোকেই পথভ্রষ্ট ব্যক্তি পথের দিশা লাভ করে এবং এগুলোর প্রতি গভীর বিশ্বাসের শীতলতায় বক্ষসমূহ শীতল ও স্নিগ্ধ হয়।'

Sunnipedia.blogspot.com
Islami-kitab.blogspot.com

১৮৩. Hafig Ibn Hajar al-asqalani & his Contribution of Hadith literature, P-150.
১৮৪. 'আব্দুল 'আযীয আল-খাওলী, মিফতাহুস-সুন্নাহ, পৃ. ২৯।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী (র) ও তাঁর আল-জামি'

হিজরী তৃতীয় শতকে যে সকল হাদীসবিদগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে হাদীস শাস্ত্র সর্বাপেক্ষা উন্নতি, অগ্রগতি, প্রসার লাভ করেছে তাদের মধ্যে ইমাম বুখারী (র) ছিলেন অন্যতম। তিনি ছিলেন একাধারে হাদীস শাস্ত্রের হাফিয, হাদীসের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ, 'আবিদ, যাহিদ, ফকীহ, ইতিহাস ও সনদ সম্পর্কে অভিজ্ঞ। তাঁর সংকলিত আল-জামি'উস্-সহীহ গ্রন্থটি হাদীস শাস্ত্রে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এ গ্রন্থের প্রতিটি হাদীস বিশুদ্ধ। ইমাম বুখারী (র) একটি বিশেষ পদ্ধতিতে এ গ্রন্থে হাদীস সন্নিবে করেন। ইমাম বুখারী (র) নিজেই বলেন, 'আমি এই সহীহ গ্রন্থে এক একটি হাদীস লিপিবদ্ধ করার পূর্বে ওযূ ও গোসল করে দু'রাকা'আত নফল নামায আদায় করতাম। এ ছাড়া আমি একটি হাদীসও এতে লিপিবদ্ধ করিনি।' আল-জামি' গ্রন্থটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একটি হাদীস গ্রন্থ। এ গ্রন্থের গুরুত্ব উপলব্ধি করে যুগে যুগে হাদীস বিশারদগণ এর অসংখ্য শরহ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

নাম ও বংশ পরিচয়

তাঁর নাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মুগীরাহ ইব্ন বারদিযবাহ[১] আল-বুখারী[২] আল-জু'ফী[৩]। উপনাম আবূ 'আব্দিল্লাহ। তাঁর পিতা ইসমা'ঈল ছিলেন

১. আল-বারদিযবাহ (اَلبِرْدِزْبَـة) শব্দের উচ্চারণ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ইব্ন হাজার 'আসকালানীর মতে, "بَرْدَزْبَـة" (বারদাযবাহ); কারও কারও মতে, بَزْرَوَيْـه (বাযরাওয়াই); আবূ নসর ইব্ন মাকূলাহ বলেন, "بَزْدِزْبَه" (বাযদিযবাহ); কারও কারও মতে, "يَزْذِبَه" (ইয়াযযিবাহ)।
দ্র.তাহযীবুত-তাহযীব, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪১; শাযারাতুয-যাহাব, ২য় খণ্ড, পৃ.১৩৪; ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৪;
"اَلبَرْدِزْبَة" শব্দের অর্থ কৃষক। ইমাম নববী (র) বলেন, البردزبه بالخارية معناه بالعربية الزراع -
'বারদিযবাহ বুখারার একটি পরিভাষা, 'আরবী ভাষায় এর অর্থ কৃষক।'
দ্র. ইমাম নববী, তাহযীবুল-আসমা ওয়াল-লুগাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৭।

২. আল-বুখারী (اَلبُخَارِى) শব্দের "ب" অক্ষর পেশ বিশিষ্ট "خَ" অক্ষর যবর বিশিষ্ট এবং শেষ অক্ষর "را" যার পূর্বে "الف"। আর এ শহরেই ইমাম বুখারী (র) জন্মগ্রহণ করেন বলে তাঁকে আল-বুখারী বলা হয়।
দ্র. আল-লুবাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০১; ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৪; সাম'আনী বলেন,
البخارى : بضم الباء الموحدة وفتح الخاء المعجمة والراء بعد الألف، هذه النسبة إلى البلد المعروف بما وراء النهر يقال لها بخارا.
দ্র. আল-আনসাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৩।

৩. আল-জু'ফী (اَلجُعْفِى) শব্দের "جُ" অক্ষর পেশ বিশিষ্ট "ع" অক্ষর সুকূন বিশিষ্ট এবং শেষ অক্ষর "ف"। এর দ্বারা একটি গোত্রের দিকে নিসবত করা হয়েছে। যেখানে জু'ফী ইবন সা'দ আল-আশীরাহ জন্মগ্রহণ করেন। আর ইমাম বুখারী (র)-কে বলা হয় আল-জু'ফী, কথিত আছে যে ইমাম বুখারীর দাদা মুগিরা মূর্তি পূজক ছিলেন। তিনি বুখারার তৎকালীন গভর্ণর আল-ইয়ামান আল-জু'ফী এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। আর এ কারণে তাঁকে আল-জু'ফী বলা হয়। কারণ তখনকার দিনে যদি কোন ব্যক্তি ইয়ামান আল-জু'ফীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করত তখন তিনি তাঁকে আশ্রয় দিয়ে নিজ বংশের সাথে সম্পৃক্ত করে নিতেন।
দ্র. হুদা আস-সারী, পৃ. ৬৬২; শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৯২; ইবনুল জাওযী, আল-মুনতাযাম, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৯৫।

একজন খ্যাতিসম্পন্ন ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস। তিনি ইমাম মালিক (র)-এর ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম। তিনি অত্যন্ত পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। আহমদ ইবন আবূ হাফস বলেন, আমি ইসমা'ঈলের ইন্তিকালের সময় তাঁর নিকট উপস্থিত হলে, তিনি বলেন,[৪] لَا أَعْلَمُ فِي جَمِيْعِ مَالِيْ دِرْهَمًا مِنْ شُبْهَةٍ -'আমার সমুদয় সম্পদে আমার জানামতে একটি দিরহামও সন্দেহ জনক নেই।'

তাঁর দাদা সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। প্রপিতা বারদিযবাহ ছিলেন অগ্নিউপাসক। পারস্য বিজয়ের সময় তিনি মুসলমানগণের হাতে বন্দী হন। তাঁর পুত্র মুগীরাহ্ বুখারার তৎকালীন গভর্ণর আল-ইয়ামান আল-জু'ফী-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৫] এ সম্পর্কে The Encyclopaedia Of Islam গ্রন্থে বলা হয়েছে, He was the nisba Dju'fi because his great grand father al-Mughira was a mawla of Yaman al-Dju'fi, governor of Bukhara, at whose hand accepted Islam.[৬]

জন্ম ও জন্মস্থান

তিনি 'আব্বাসীয় খলীফা আল-আমীন-এর শাসনামলে ১৯৪ হিজরী[৭] সাল মোতাবেক ১৩ই শাওয়াল জুম'আর নামাযের[৮] পর শিক্ষা-সংস্কৃতির লীলাভূমি বুখারায়[৯] জন্মগ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে ইবন 'আসাকীর বলেন, (মৃত ৫৭১ হিজরী) বলেন,[১০]

وُلِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ لِثَلَاثَ عَشَرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ شَهْرِ شَوَّالٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِيْنَ وَمِائَةٍ

-'তিনি ১৯৪ হিজরী সালের শাওয়াল মাসের ১৩ তারিখ জুমু'আর দিনে জুমু'আর নামাযের পর জন্মগ্রহণ করেন।'

বুখারা একটি প্রসিদ্ধ শহর। এটি একটি নদীর তীরে অবস্থিত। এ স্থানে অনেক প্রসিদ্ধ 'আলিম জন্মগ্রহণ করেছেন। এ শহরের পিছনে একটি ইতিহাসও রয়েছে। এ সম্পর্কে ইয়াকূত আল-হামাভী (মৃত ৬২৬ হিজরী) বলেন,[১১]

وَهِيَ مِنْ أَعْظَمِ مُدُنِ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ وَأَجَلِّهَا، يُعْبَرُ إِلَيْهَا مِنْ آمُلِ الشَّطِّ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْحُوْنَ يَوْمَانِ هٰذَا الْوَجْهِ، وَبَيْنَهُمَا وَبَيْنَ سَمَرْقَنْدَ سَبْعَةُ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةٌ وَثَلَاثُوْنَ فَرْسَخًا.

৪. তাবাকাতুশ্-শাফি'ঈয়্যাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৩।

৫. তারীখু মাদীনাতু দিমাশক, ৫২শ খণ্ড, পৃ. ৫৩।

৬. J. Robson, The Encyclopaedia Of Islam, Vol. 1, P-1296.

৭. তাহযীবুল-কামাল, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৮৮; শাযারাতুয্-যাহাব, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৪; মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আস-সান'আনী, সুবুলুস্-সালাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫; শায়খ মানসূর 'আলী নাসিফ, আত-তাজুল-জামি' লিল-উসূল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫।

৮. তারীখু-বাগদাদ, ২য় খণ্ড, পৃ.৬; আল-মুনতাযাম, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৯৫; তাহযীবুল-কামাল, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৮৮; হুদা আস্-সারী, পৃ. ৬৬২; জামি'উল-মাসানীদ, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ৭৯।

৯. বুখারা সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি বিখ্যাত শহর। বর্তমানে এটি সদ্য স্বাধীন হওয়া উজবেকিস্তানের অন্তর্গত।
দ্র.মিন আ'লামিল-হাযারাতিল-ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৪৬।

১০. তারীখু মাদীনাতু দিমাশক, ৫২শ খণ্ড, পৃ. ৫৫।

১১. মু'জামুল-বুলদান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২০।

-'এটি মা-ওয়ারা-আন্-নাহার-এর শহরগুলোর মধ্যে একটি বৃহৎ শহর। এর এবং জায়হুনের মাঝে দু'দিনের দূরত্ব রয়েছে। আর এর এবং সামারকন্দ-এর মাঝে ৮ দিনের সফরের অথবা ৩৭ ফরসাখের দূরত্ব রয়েছে।'

শৈশবকাল ও দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া

শৈশবেই তিনি পিতৃহারা হন। এরপরে তিনি স্বীয় পূণ্যবতী মায়ের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হন।[১২] বুখারায় ইয়াতীম অবস্থায় তাঁর শৈশবকাল অতিবাহিত হয়।[১৩] শৈশবকালেই বসন্ত রোগে ইমাম বুখারী (র) চোখের জ্যোতি হারিয়ে ফেলেন। তাঁর মাতা ছিলেন অতিশয় আল্লাহ ভীরু। তাঁর দু'আ আল্লাহর নিকট গৃহীত হ'ত। মায়ের দু'আয় তিনি পুনরায় চোখের জ্যোতি লাভ করেন। এ সম্পর্কে 'আল্লামা কারমানী (র) বলেন,[১৪]

وَأُمُّهُ كَانَتْ مُجَابَةَ الدَّعْوَةِ وَكَانَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ وَهُوَ صَغِيْرٌ، فَرَأَتْ أُمُّهُ فِي الْمَنَامِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ، وَقَالَ يَا هٰذِهِ قَدْ رَدَّ اللهُ عَلٰى اِبْنِكِ بَصَرَهُ لِكَثْرَةِ دُعَائِكِ أَوْ بُكَائِكِ فَأَصْبَحَ بَصِيْرًا.

-'শৈশবে ইমাম বুখারী (র) দৃষ্টিহীন হয়ে যান। তাঁর মাতা গভীর রাতে তাহাজ্জুদ নামাযে ছেলের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করতেন। একরাতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁকে বলছেন, ওহে! তোমার অধিক দু'আ অথবা ক্রন্দনের কারণে আল্লাহ তা'আলা তোমার ছেলের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন হয়ে যান।'

বাল্যকাল ও শিক্ষা জীবন

ইমাম বুখারী (র) শিক্ষা শুরু করেন নিজ মায়ের নিকটে। তারপর তিনি বুখারার একটি শিক্ষালয়ে ভর্তি হন এ সময় তাঁর বয়স ছিল পাঁচ বছর। তিনি বাল্যকাল থেকেই প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। মাত্র ছয় বছর বয়সে তিনি কুরআনুল-কারীম মুখস্থ করেন। বাল্যকালে তিনি স্থানীয় বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণের নিকট শিক্ষা করেন।[১৫] মকতবে প্রাথমিক শিক্ষার্জনের সময়েই তাঁর মনে হাদীস শিক্ষা লাভের প্রতি গভীর আগ্রহের সৃষ্টি হয়। এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী (র) নিজেই বলেন,[১৬]

১২. হুদা আস-সারী, পৃ. ৬৬২; জামি'উল-মাসানীদ, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ৭৯; ইবন কাসীর বলেন,
وَمَاتَ أَبُوْهُ وَهُوَ صَغِيْر فَنَشَأَ فِيْ حجر أمه
দ্র. আল-বিদায়াহ ওয়ান্-নিহায়াহ, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২২; জামি'উল-মাসানিদ, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ৭৯।

১৩. তাযকিরাতুল-হুফফায, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৫।

১৪. শারহুল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১; সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৯৩; হুদা আস্-সারী, পৃ. ৬৬২-৬৬৩।

১৫. শারহুল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১।

১৬. আল-মুনতাযাম, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৯৬; ইবনুল-'ইমাদ, শাযরাতুয্-যাহাব, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৫; ফুআদ সিযগীন, তারীখুত্-তারাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২০; 'আল্লামা কারমানী (র) বলেন,
وَأُلْهِمَ حِفْظَ الْحَدِيْثِ فِيْ صِغَرِه وَهُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِيْنَ أَوْ أَقَلَّ
দ্র. শারহুল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১; হুদা আস্-সারী, পৃ. ৬৬২-৬৬৩; হাফিয শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী বলেন,
و أول سماعه للحديث سنة خمس و مائتين
দ্র. তাযকিরাতুল-হুফফায, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৫।

أَلْهِمْتُ حِفْظَ الْحَدِيْثِ وَأَنَا فِيْ الْكِتَابِ، قُلْتُ: وَكَمْ أَتَى عَلَيْكَ إِذْ ذَاكَ؟ فَقَالَ عَشْرَ سِنِيْنَ أَوْ أَقَل

-'মকতবে প্রাথমিক লেখাপড়ার সময়ই হাদীস মুখস্থ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমার মনে ইলহাম হয়। এ সময় তাঁর বয়স কত ছিল জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, দশ বছর কিংবা তারও কম।'

ড. মুহাম্মদ জুবাইর সিদ্দিকী বলেন,

al-Bukhari began his educational career under the guidance of his mother in his native town, Bukhara. Having finished his elementary studies at the young age of eleven, he took to study of Hadith.[১৭]

ষোল বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পূর্ব থেকেই তিনি বিভিন্ন শায়খের নিকট গমন করে তাঁদের নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ ও ফিকহের জ্ঞান অর্জন করতে থাকেন। এ সময়ে তিনি ইমাম 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মুবারক এবং ইমাম ওয়াকী'র গ্রন্থদ্বয় মুখস্ত করেন।[১৮] তিনি বাল্যকালেই সত্তর হাজার হাদীস মুখস্থ করে ছিলেন।[১৯]

'আল্লামা কারমানী (র) বলেন,[২০]

وَرَحَلَ رَحَلاَتٍ وَاسِعَةٍ فِيْ طَلَبِ الْحَدِيْثِ إِلَى أَمْصَارِ الإِسْلاَمِ، وَكَتَبَ عَنْ شُيُوْخٍ مُتَوَافِرَاتٍ، وَأَئِمَّةٍ مُتَكَاثِرَاتٍ، قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: كَتَبْتُ عَنْ أَلْفٍ وَثَمَانِيْنَ رَجُلاً لَيْسَ فِيْهِمْ إِلاَّ صَاحِبُ حَدِيْثٍ.

-'তিনি ইসলামী শহরগুলোতে হাদীস অন্বেষণে অধিকহারে সফর করেন। অনেক শায়খের নিকট থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বলেন, শুধু এক হাজার আশি জন হাদীসবিদ থেকে তিনি হাদীস লিপিবদ্ধ করেন।'

এরপর তিনি হাদীসের জ্ঞান অন্বেষণে বহির্দেশে যাত্রা শুরু করেন। তিনি সিরিয়া ও মিসর ভ্রমণ করেন এবং জাযীরায় দু'বার ও মিসরে ৪বার যাতায়াত করেন। তিনি হিজাযে ৬বছর অবস্থান করেন। তিনি হাদীস বিশারদগণের সাথে কূফা এবং বাগদাদে অগণিত বার গমনাগমন করেন।[২১]

তাঁর বয়স আঠার বছরে উপনীত হওয়ার পূর্বেই লোকেরা তাঁর নিকট থেকে জ্ঞানার্জন শুরু করেন। সহীহ ও দূর্বল হাদীস সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও হাদীসের সনদ ও

১৭. Dr. Zubayr siddqi, Hadith Literature, P-89.

১৮. তাবাকাতুশ-শাফি'ইয়াহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৬; আল-মুনতাযাম, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৯৬; তারীখু-বাগদাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭; ইব্ন কাসীর বলেন,

وقد بدأ البخارى دراسة الحديث فى وقت مبكر وقد قال عن نفسه: فلما طعنت فى ست عشرة سنة حفظت كتب ابن المبارك، ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء.

দ্র. জামি'উল-মাসানীদ, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ৭৯।

১৯. নওয়াব সিদ্দীক হাসান আল-ক্বনূজী, আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস্-সিহাহ সিত্তাহ, পৃ. ২৩৯।

২০. শারহুল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১।

২১. জামি'উল-মাসানীদ, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ৭৯।

মতন কণ্ঠস্থের বিষয়ে তিনি কখনও বিতর্কে লিপ্ত হতেন না। বর্ণিত আছে।বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইব্ন আবী হাতিম (র)। যে, ইমাম বুখারী (র) বলেছেন,[২২]

لاَ أَعْلَمُ شَيْئًا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ إِلاَّ وَهُوَ فِيْ الْكُتُبِ وَالسُّنَّةِ، فَقِيْلَ لَه يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ

-'প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের 'ইলমের অস্তিত্ব কিতাব ও সুন্নাহ্র মধ্যে রয়েছে। তখন কেউ জিজ্ঞেস করলেন, এ জ্ঞান অর্জন করা কি সম্ভব? তিনি তখন এর জবাবে বলেন, হ্যাঁ।'

হাদীস সংগ্রহের জন্য দেশ ভ্রমণ

ইমাম বুখারী (র) হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম ২১০ হিজরী সালে দেশ ভ্রমণ আরম্ভ করেন। তিনি অনেক দেশ ও শহর পরিভ্রমণ করেছেন। এক-একটি শহরে উপনীত হয়ে সেখানকার মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করতঃ অন্য শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতেন। এভাবে বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের এমন কোন প্রদেশ ও উল্লেখযোগ্য এমন কোন শহর ছিল না যেখানে তিনি উপস্থিত হয়ে হাদীস সংগ্রহ করেননি। 'আল্লামা খতীব আল-বাগদাদী (র) (মৃত ৪৬৩ হিজরী) বলেন, رَحَلَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَى سَائِرِ مُحَدِّثِيْ الأَمْصَارِ -'ইলমে হাদীসের সন্ধানে সকল শহরের প্রত্যেক মুহাদ্দিস-এর নিকট তিনি গমন করেছেন।'[২৩]

ইমাম বুখারী সিরিয়া, মিসর, জাযীরাহ, বাগদাদ, কূফা, বসরা, বলখ, 'আসকালান, হিমছ প্রভৃতি শহর পরিভ্রমণ করে সেখানকার মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।

এ সম্পর্কে ইবনুল-জাওযী (মৃত ৫৯৭ হিজরী), শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) ও ইব্ন কাসীর (মৃত ৭৭৪ হিজরী) বলেন,[২৪]

رَحَلَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَى سَائِرِ مُحَدِّثِيْ الأَمْصَارِ وَ كَتَبَ بِخُرَاسَانَ وَالْجِبَالِ وَ مُدُنِ الْعِرَاقِ كُلِّهَا وَبِالْحِجَازِ وَالشَّامِ وَمِصْرَ.

-''ইলমে হাদীসের সন্ধানে সমগ্র শহরের সকল মুহাদ্দিসের নিকট-ই তিনি উপস্থিত হয়েছেন এবং হাদীস লিখার জন্য খুরাসান, জিবাল, 'ইরাকের সকল শহর, হিজায, শাম ও মিসরে গমন করেন।'

তিনি সিরিয়া ও মিসর ভ্রমণ করেন এবং জাযীরায় দু'বার ও বসরায় চারবার যাতায়াত করেন। হিজাযে তিনি ক্রমাগত ছয় বছর অবস্থান করেন। কূফা ও বাগদাদে তিনি অসংখ্যবার গমন করে সেখানকার মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শুনেছেন। এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী নিজেই বলেন,[২৫]

دَخَلْتُ إِلَى الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْجَزِيْرَةَ مَرَّتَيْنِ وَإِلَى الْبَصْرَةِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَأَقَمْتُ بِالْحِجَازِ سِتَّةَ أَعْوَامٍ وَلاَ أُحْصِى كَمْ دَخَلْتُ إِلَى الْكُوْفَةِ وَبَغْدَادَ مَعَ الْمُحَدِّثِيْنَ.

২২. মিফতাহুস্-সুন্নাহ, পৃ. ৩৮।

২৩. তারীখু-বাগদাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২২।

২৪.আল-মুনতাযাম, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৯৫; তাযকিরাতুল-হুফফায, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৫; ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৯; মু'জামুল-বুলদান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২২।

২৫. জামি'উল-মাসানীদ, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ৭৯।

-'আমি সিরিয়া, মিসর ও জাযীরায় দু'বার করে উপস্থিত হয়েছি। বসরায় গিয়েছি চারবার। হিজাযে ক্রমাগত ছয় বছর পর্যন্ত অবস্থান করেছি। আর কূফা ও বাগদাদে যে আমি কতবার মুহাদ্দিসগণের সাথে গমন করেছি, তা গণনা করতে পারব না।' এ সম্পর্কে The Encyclopaedia Of Islam গ্রন্থে বলা হয়েছে,

He travelled widely in search of traditions, visiting the main centers from Khurasan to Egypt and claimed to have heard traditions from over 1000 Shaykhs.[২৬]

ইমাম বুখারী (র)-এর 'আরবের বাইরে হাদীস সংগ্রহ উপলক্ষে সফরের কারণ হচ্ছে, মক্কা ও মদীনা ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্র এবং মুসলমানগণের নিকট অতি পবিত্র তথা পূণ্যময় স্থান হলেও মহানবী (স)-এর সকল হাদীস এখানে পাওয়া যেত না। কেননা হাদীস ব্যক্তিবর্গ তথা হাদীসের রাবীগণের অনেকেই তখন বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিলেন। ফলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সকল হাদীস সংগ্রহরে জন্য ইসলামী সাম্রাজ্যের সর্বত্র সফর করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পন্থা ছিল না। এ জন্যেই ইমাম বুখারী (র) ইসলামী সাম্রাজ্যের সর্বত্র পরিভ্রমণ করে হাদীস সংগ্রহ করেন।[২৭]

ইমাম বুখারী (র)-এর শিক্ষকমণ্ডলী

ইমাম বুখারী (র) বিভিন্ন শহরে পরিভ্রমণ করে যে সমস্ত মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন তাঁদের সংখ্যা এক হাজারের অধিক। কারও কারও মতে ইমাম বুখারী (র)-এর শিক্ষকের সংখ্যা ছিল একহাজার আশি জন।[২৮] জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ আল-কাত্তান বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈলকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,[২৯]

كَتَبْتُ عَنْ أَلْفِ شَيْخٍ، أَوْ أَكْثَرَ، عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَشَرَ آلَافٍ وَأَكْثَرَ، مَا عِنْدِيْ حَدِيْثٌ إِلَّا أَذْكُرُ إِسْنَادَهُ.

-'আমি এক হাজার অথবা এরও বেশি শিক্ষকের নিকট থেকে হাদীস লিখেছি। তাদের প্রত্যেকের নিকট থেকে আমি দশ হাজার ও ততোধিক হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি। আমার কাছে কোন হাদীস নেই যার সনদ আমি উল্লেখ করতে পারিনা।'

তিনি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে যে সকল শিক্ষক-এর নিকট শিক্ষা অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হচ্ছেন-

বুখারায় মুহাম্মদ ইব্ন সালামাহ আল-বিকান্দী, মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ আল-বিকান্দী, 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ আল-মুসনাদী, হারুন ইব্ন আশ'আস।[৩০]

২৬. J. Robson, The Encyclopaedia Of Islam, Vol. I, P-196.
২৭. তারীখু-বাগদাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭; মু'জামুল-মুআল্লিফীন, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫৩।
২৮. হুদা আস-সারী, পৃ. ৬৬৪; কিরমানী, শারহুল-বুখারী, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ১১।
২৯. তারীখু মাদীনাতি দিমাশ্ক, ৫২শ খণ্ড, পৃ. ৫৮; তাবাকাতুশ্-শাফি'ইয়্যাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২২।
৩০. তাহযীবুল-আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭১; সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৯৪; তাবাকাতুশ্-শাফি'ইয়্যাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৩।

বালখে মাক্কী ইব্ন ইবরাহীম, ইয়াহইয়া ইব্ন বিশর, মুহাম্মদ ইব্ন আবান, হুসাইন ইব্ন নায্যা', ইয়াহইয়া ইব্ন মূসা, কুতায়বা ও অন্যান্যদের নিকট শিক্ষা লাভ করেন।

মারভে 'আবদান ইব্ন 'উসমান, 'আলী ইব্ন আল-হাসান ইব্ন শাকীক, সাদাকাহ ইব্ন ফযল এবং একটি জামা'আত।

নায়সাপূরে ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহইয়া, বিশর ইবনুল-হাকাম, ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই, মুহাম্মদ ইব্ন রাফী', মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া আয্-যাহাবী। রায়ে ইবরাহীম ইব্ন মূসা।

বাগদাদে ২১০ হিজরীর শেষ দিকে যখন আসেন, তখন মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা ইবনিত্-তাব্বা, মুহাম্মদ ইব্ন সায়েক, 'আফ্ফান, সুরাইজ ইবনুন্-নু'মান ও আহমদ ইব্ন হাম্বল প্রমুখ মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন।

বসরায় আবূ 'আসিম আন্-নাবীল, আল-আনসারী, 'আব্দুর রহমান ইব্ন হাম্মাদ আশ্-শ'আছী, মুহাম্মদ ইব্ন 'আর'আরাহ, হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল, বদল ইব্ন আল-মহাব্বির, 'আব্দুল্লাহ ইবন রাজা প্রমুখ।

কূফায় 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন মূসা, আবূ নু'আইম, আহমদ ইব্ন ইয়া'কূব, ইসমা'ঈল ইব্ন আবান, খালিদ ইব্ন মুখাল্লাদ, তালক ইব্ন গানাম, খালিদ ইব্ন ইয়াযীদ আল-মুকরীস নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন।

মক্কায় আবূ 'আব্দুর রহমান আল-মুকরী, খাল্লাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া হাস্সান ইব্ন হাস্সান আল-বসরী, আবুল ওয়ালীদ আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ আয্-আযরকী, আল-হুমাইদী প্রমুখ।

মদীনায় 'আব্দুল 'আযীয আল-উয়াইসী, আইউব ইব্ন সুলায়মান ইব্ন বিলাল, ইসমা'ঈল ইব্ন আবী উয়াইস, ইবরাহীম ইব্ন আল-মনজর।

মিসরে 'উসমান ইব্ন সালিহ, সা'ঈদ ইব্ন আবী মারয়াম, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন সালিহ, আহমদ ইব্ন সালিহ, আহমদ ইব্ন শাবীব, আসবাগ ইব্ন ফারয, সা'ঈদ ইব্ন 'ঈসা, সা'ঈদ ইব্ন কাসীর, আহমদ ইব্ন 'আশকার, 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ প্রমুখ।

সিরিয়ায় আবূল ইয়ামান, আদাম ইব্ন আবূ 'আয়াস, 'আলী ইব্ন 'আয়াশ, বিশর ইব্ন শু'আইব, আবূল মুগীরাহ, 'আব্দুল কুদ্দুস, আহমদ ইব্ন খালিদ আল-ওয়াহহাবী, মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ আল-ফিরইয়াবী, আবূ মাসহুর প্রমুখ।[৩১]

ওয়াসীতে হাসান ইব্ন হাসান, হাসান ইব্ন 'আব্দুল্লাহ, সা'ঈদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ ইব্ন সুলায়মান।

জাযীরায় আহমদ ইব্ন 'আব্দুল-মালেক আল-হাররানী, আহমদ ইব্ন ইয়াযীদ, 'আমর ইব্ন খাল্লাফ, ইসমা'ঈল ইব্ন 'আব্দুল্লাহ আর্-রাকী'।[৩২]

এছাড়া দিমাস্কের হিশাম ইব্ন 'আম্মার, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, সুলায়মান ইব্ন 'আব্দির রহমান, দুহাইম ইব্ন ইবরাহীম, মুহাম্মদ ইব্ন ওহাব, ইবরাহীম ইব্ন 'আব্দিল্লাহ ইবনিল-আলা ইব্ন যাবর আদ্-দিমাস্কিয়ীন, 'আসিম ইব্ন 'আলী, 'আফ্ফান ইব্ন মুসলিম, মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ আল-আনসারী, খালিদ ইব্ন মাখলাদ

৩১. সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৯৪-৯৫; তাহযীবুল-আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭১-৭২; তাবাকাতুশ্-শাফি'ইয়্যাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৩-২১৪।
৩২. তাহযীবুল-আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭২।

আল-কাত্তাওয়ানী, সাবিত ইব্ন মুহাম্মদ আল-কাত্তানী, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন সালিহ, সা'ঈদ ইবনুল-হাকা ইব্ন আবী মারইয়াম ও অন্যান্যদের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।

'আসকালানে 'আলী ইব্ন হাফ্স এবং একটি জামা'আত থেকে শ্রবণ করেন।[৩৩]

কায়সারিয়্যাহ, হিমসসহ আরও বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে হাদীস শিক্ষা অর্জন করেন।[৩৪]

ইমাম বুখারী (র)-এর শিক্ষকগণকে নিম্নোক্ত পাঁচটি স্তরে ভাগ করা যায়

১. তাবি' তাবি'ঈন
২. ঐ তাবি' তাবি'ঈন যাঁরা কোন নির্ভরযোগ্য তাবি'ঈর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেননি।
৩. এমন সকল শিক্ষক যাঁরা তাবি' তাবি'ঈনদের মধ্যে বড় বড় হাদীস বেত্তাদের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণের সুযোগ পেয়েছেন।
৪. সমসাময়িক বন্ধু-বান্ধব। ইমাম বুখারী (র) যে সমস্ত সমসাময়িক বন্ধু-বান্ধবের নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন।
৫. সমসাময়িক শিষ্যবৃন্দ। তিনি কোন কোন সময় তাঁর শিষ্যদের নিকট থেকেও হাদীস গ্রহণ করেছেন।[৩৫]

শিষ্যবৃন্দ

ইমাম বুখারী (র) খুব কম সময়েই 'ইলমে হাদীসে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অতি অল্প কালেই তাঁর সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে অসংখ্য হাদীস অন্বেষণকারী ব্যক্তি তাঁর নিকট আগমন করেন এবং হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেন। তৎকালীন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিষ্যদের মধ্যে রয়েছেন,

সিহাহ সিত্তার সংকলকগণের মধ্যে ইমাম মুসলিম ইবনুল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা আত্-তিরমিযী, আহমদ ইব্ন শু'আয়ব আন্-নাসাঈ। এছাড়া মুহাম্মদ ইব্ন আবী যুর'আহ, মুহাম্মদ ইব্ন আবী হাতিম, মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুজায়মা, মুহাম্মদ ইব্ন সুলায়মান ইব্ন ফারেস, মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ আল-ফিরবারী, মাহমূদ ইবন 'আনবার ইব্ন ইগনাম ইব্ন হাবীব আন্-নাসাফী, ইবরাহীম ইব্ন ইসহাক আল-হারাবী, ইবরাহীম ইব্ন মা'কাল আন্-নাসাফী, ইবরাহীম ইব্ন মূসা আল-জাওযী, আহমদ ইব্ন সাহল ইব্ন মালেক, আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইবনিল-জালীল, ইসহাক ইব্ন আহমদ ইব্ন খালাফ আল-বুখারী, ইসহাক ইব্ন আহমদ ইব্ন যায়রাক আল-ফারেসী, জা'ফর ইব্ন দাউদ, জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মূসা আন্-নায়সাপূরী, জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ আল-কাত্তান, হাশেদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, হাশেদ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ, হাসান ইবনুল-হুসাইন আল-কাযাযী আল-বুখারী, হুসাইন ইব্ন ইসমা'ঈল আল-মাহামিলী, হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ ইবন হাতিম 'উবায়দ আল-'ইজলী, সুলাইম ইব্ন মুজাহিদ ইব্ন ই'আইশ আল-কিরমানী, সালিহ ইব্ন মুহাম্মদ আল-আসাদী, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন আহমদ ইব্ন 'আব্দুস্-সালাম আল-খাফাফ আন্-নায়সাপূরী, 'আব্দিল্লাহ ইব্ন আবূ

৩৩. জরীমু মাদীনাতি সিমাশক, ৫২শ খণ্ড, পৃ. ৫০।
৩৪. তাবাকাতুশ্-শাফি'ঈয়্যাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৪।
৩৫. হুদা আস-সারী, পৃ. ৬৬৪; সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৩৯৫-৯৬।

দাউদ, ইসহাইয়া ইব্ন মুহাম্মদ আল-বাগদাদী, ইউসুফ ইব্ন রায়হান, ইউসুফ ইব্ন মূসা প্রমুখ।[৩৬]

হাদীস সংগ্রহে তাঁর সতর্কতা

ইমাম বুখারী (র) শাইখ নির্বাচন বা হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তাঁর নির্ধারিত নীতিমালা এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাদীর অনুসন্ধান ও পরীক্ষানীরিক্ষার মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হলেই কেবলমাত্র তাঁর বর্ণিত হাদীসকে তিনি গ্রহণ করতেন।[৩৭]

একদা তিনি জনৈক মুহাদ্দিসের নিকট একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীসের সন্ধান পান। অনেক দূরের ও কষ্টের রাস্তা অতিক্রম করে সেই মুহাদ্দীসের নিকট পৌছেন। পৌছে দেখেন মুহাদ্দিস ব্যক্তিটির হাত হতে তার ঘোড়াটি ছুটে যাওয়ায় সে তার চাদরকে এমন কৌশলে ধরে ঐ ঘোড়াকে ডাকতে থাকেন যাতে ঘোড়াটি ঐ চাদরে খাবার আছে বুঝতে পারে। সত্যই ঘোড়া চাদরে খাবার আছে ভেবে লোকটির নিকট এলে সে ঘোড়াকে ধরে ফেলে। এদৃশ্য দেখে ইমাম বুখারী (র) তার নিকট হতে হাদীস গ্রহণ না করেই প্রত্যাবর্তন করেন এবং বলেন আমি এমন লোকের হাদীস গ্রহণ করিনা যে, চতুস্পদ জন্তুকে পর্যন্ত ধোকা দিতে পারে।[৩৮]

অবশেষে তিনি 'আব্বাসীয় আমলের রাজধানী জ্ঞান-বিজ্ঞানের লীলাভূমি বাগদাদ নগরীতে গমন করেন। এ পর্যায়ে তিনি বাগদাদের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করেন।[৩৯] এককথায় গোটা ইসলামী বিশ্বের এমন কোন শহর ছিল না যেখানে তিনি হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গমন করেননি।

কর্মময় জীবন

ইমাম বুখারী (র) ১৭ বছর বয়সে শিক্ষা-দীক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৮ বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পূর্বেই লোকেরা তাঁর নিকট থেকে জ্ঞানার্জনের জন্য আগমন করতে আরম্ভ করে। তিনি 'ইলমে হাদীসে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর এ জ্ঞানের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক ছাত্র তাঁর দরবারে উপস্থিত হতে লাগল। তিনি যখন শিক্ষা দান আরম্ভ করেন তখন তাঁর মুখে দাড়িই উঠেনি।[৪০]

হাশিদ ইব্ন ইসমা'ঈল বলেন,[৪১]

كَانَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْبَصْرَةِ يَعُدُّوْنَ خَلْفَ الْبُخَارِىِّ فِيْ طَلَبِ الْحَدِيْثِ وَ هُوَ شَابٌّ حَتَّى يَغْلِبُوْهُ عَلىٰ نَفْسِهِ وَيَجْلِسُوْهُ فِيْ بَعْضِ الطَّرِيْقِ فَيَجْتَمِعُ عَلَيْهِ أَلْوُفٌ أَكْثَرُهُمْ مِمَّنْ يَكْتُبُ عَنْهُ قَالَ وَكَانَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ عِنْدَ ذٰلِكَ شَابًّا لَمْ يَخْرُجْ وَجْهُهُ.

৩৬. তাহযীবুল-কামাল, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৮৬-৮৭।
৩৭. ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৯।
৩৮. যাফরুল-মুহাসসিলীন, পৃ. ১০৪।
৩৯. ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮৯।
৪০. তাহযীবুল-আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭০।
৪১. সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৩৭।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Islami-kitab.blogspot.com

-'বসরায় জ্ঞানীগণ হাদীস অন্বেষণে বুখারী (র)-এর পিছনে দৌড়িয়ে বেড়াত। তিনি ছিলেন একজন যুবক। তারা তাঁকে বাধ্য করত এবং রাস্তায় বসিয়ে তাঁর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করত। হাজার হাজার লোক তাঁর নিকট সমবেত হত। তাদের অধিকাংশই তাঁর নিকট থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করত। এমতাবস্থায় আবূ 'আব্দিল্লাহ (র) ছিলেন যুব বয়সের এবং তখনও তাঁর দাড়ি উঠেনি।'

ইমাম বুখারী (র) হাদীস অধ্যাপনার কাজে নিয়োজিত হয়ে অতি অল্প দিনের মধ্যেই সুখ্যাতি অর্জন করেন। ফলে তাঁর শিক্ষায়তনে এত পরিমাণ লোকের সমাগম হত যে, সেখানে তিল পরিমাণ জায়গা ফাঁকা থাকত না। রিজাল শাস্ত্রবিদ, ইতিহাস ও হাদীসের ইমামগণ তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর তাকরার সমূহ লিপিবদ্ধ করতেন। এমনকি তাঁর শিক্ষকগণ পর্যন্ত তাঁর নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা অর্জন করতে দ্বিধাবোধ করতেন না। তাঁরা তাঁদের শিক্ষার্থীকেও তাঁর নিকট থেকে হাদীস শিক্ষার জন্য অনুপ্রাণিত করতেন।[৪২] তিনি এই জনাকীর্ণ সমাবেশে হাদীসের দরস দানের পাশাপাশি ফৎওয়াও প্রদান করতেন। এক্ষেত্রে তিনি ব্যক্তিগত মতামতের উপরে কুরআন-হাদীসকেই সর্বদা প্রাধান্য দিতেন।[৪৩]

স্মৃতিশক্তি

ইমাম বুখারী (র) বাল্যকাল থেকেই প্রখর স্মৃতিশক্তি ও মেধার অধিকারী ছিলেন। ছয় বছর বয়সেই তিনি আল-কুরআনুল-কারীম মুখস্থ করেন। কৈশোর বয়সেই তিনি সত্তর হাজার হাদীস মুখস্থ করেছিলেন। তিনি যে গ্রন্থ একবার পড়তেন সে গ্রন্থই তাঁর মুখস্থ হয়ে যেত। তাঁর অসাধারণ ও বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তির খ্যাতি গোটা মুসলিম বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি নিজেই বলেছেন যে,[৪৪] أحْفَظُ مِائَةَ أَلْفِ حَدِيْثٍ صَحِيْحٍ، وَأَحْفَظُ مِائَتَيْ أَلْفِ حَدِيْثٍ غَيْرِ صَحِيْحٍ -'আমার একলক্ষ সহীহ হাদীস এবং দু'লক্ষ গায়রে সহীহ হাদীস মুখস্থ আছে।' এ সম্পর্কে The Encyclopaedia Of Islam গ্রন্থে বলা হয়েছে, He had a remarkable memory, and companions of his are said to have corrected traditions that they had written down from what he recited by heart.[৪৫]

বিভিন্ন শহরের মুহাদ্দিসগণ বিভিন্নভাবে তাঁর এ স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছেন এবং সকলেই স্বীকার করেছেন যে, হাদীস শাস্ত্রে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই। তিনি তাঁর স্মরণশক্তির কথা উল্লেখ করে বলেন,[৪৬]

إِنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ فِي الْكِتَابِ فَيَحْفَظُهُ مِنْ نَظْرَةٍ وَاحِدَةٍ

-'তিনি কিতাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেন এবং একবার দেখেই তা মুখস্থ করে ফেলতেন।'

৪২. সীরাহ আল-বুখারী, পৃ. ৯৭।

৪৩. আল-হিত্তাহ, পৃ. ২৩৯।

৪৪, তারীখু মাদীনাতি দিমাশক, ৫২তম খণ্ড, পৃ. ৬৪; তাবাকাতুল-হানাবিলাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৬; তাবাকাতুশ্-শাফি'ঈয়্যাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৮।

৪৫. J. Robson, The Encyclopaedia Of Islam. Vol. 1, P-1296.

৪৬. আল-হাদীস ওয়াল-মুহাদ্দিসূন, পৃ. ৩৫৪।

এগার বছর বয়সে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (র)-এর বিস্ময়কর প্রতিভার প্রকাশ ঘটে। এ সময় বুখারা নগরীতে তৎকালীন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস 'আল্লামা দাখিলী হাদীস শিক্ষাদানে রত ছিলেন। তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতিতে মুগ্ধ হয়ে ইমাম বুখারী তাঁর নিকট হাদীস শিক্ষার উদ্দেশ্যে গমন করেন। একদা ইমাম দাখিলী ছাত্রদের উদ্দেশ্যে একটি হাদীসের সূত্র (সনদ) বর্ণনা করেন এভাবে, سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ তখন ইমাম বুখারী বলে উঠলেন, إِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ لَمْ يَرْوِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ 'আবূয্-যুবাইর ইবরাহীমের নিকট থেকে কোন হাদীস আদৌ বর্ণনা করেননি'। ইমাম দাখিলী এই এগার বছর বয়স্ক বালকের কথা শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হলেন এবং তাকে ধমকালেন। ইমাম বুখারী (র) তখন বিনীত ভাবে বললেন, মূল পাণ্ডুলিপি আপনার কাছে রক্ষিত থাকলে আপনি একবার দেখে নিন। ইমাম দাখিলী বালকের এই সনির্বন্ধ অনুরোধে মূল কপি দেখে নিজের ভুল বুঝতে পারলেন এবং তাকে ডেকে সনদটি শুদ্ধ করে বলতে বললেন। ইমাম বুখারী (র) বললেন, সঠিক সূত্রটি হচ্ছে, هُوَ الزُّبَيْرُ بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ এরূপ। ইমাম দাখিলী বালক বুখারী (র)-এর কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন এবং স্বীয় পাণ্ডুলিপি সংশোধন করে নিলেন।[৪৭] এ বর্ণনাটি খতীব আল-বাগদাদী (মৃত ৪৬৩ হিজরী), ইব্‌ন 'আসাকীর (মৃত ৫৭১ হিজরী) ও ইবনুল-জাওযী (মৃত ৫৯৭ হিজরী) তাঁদের গ্রন্থে এভাবে লিপিবদ্ধ করেন,[৪৮]

عَنْ مُحَمَّدِ بن أَبِيْ حَاتِمْ أَلْوَرَاقِ النَّحْوِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِيْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ الْبُخَارِيِّ: كَيْفَ كَانَ بَدْأُ أَمْرِكَ فِيْ طَلَبِ الْحَدِيْثِ؟ قَالَ: أُلْهِمْتُ حِفْظَ الْحَدِيْثِ وَأَنَا فِيْ الْكِتَابِ. قَالَ: وَكَمْ أَتَى عَلَيْكَ إِذْ ذَاكَ؟ قَالَ: عَشْرَ سِنِيْنَ أَوْ أَقَل، ثُمَّ خَرَجْت مِن الْكُتَّاب بَعْدَ الْعَشْر فَجَعَلْتُ أختلف إِلى الدَّاخِلِيِّ وَغَيْرِه. وَقَالَ يَوْمًا فِيْمَا كَانَ يَقْرأ لِلنَّاس: سُفْيَان عَنْ أبِيْ الزُّبَيْر عَنْ إبْرَاهِيْمَ. فَقُلْتُ لَه: يَاأَبَا فُلَان، إِنْ أَبَا الزُّبَيْرِ لَمْ يَرَو وعَنْ إِبْرَاهِيْمَ، فَانْتَهرنى فَقُلْتُ لَهُ: اِرْجِعْ إِلى الأَصْل إِنْ كَانَ عِنْدَكَ فَدَخَلَ وَنَظَرَ فِيْهِ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ لِي: كَيْفَ هُوَ يَاغُلَامُ؟ قُلْتُ هُوَ الزُّبَيْرِ بْن عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيْم. فَاَخَذَ الْقَلَم مِنِّيْ وَأَحْكَمُ كِتَابه فَقَالَ: صَدَقْت، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابه: إِبْن كم كنتَ إذ رددت عليه؟ فَقَالَ إِبْنُ إِحْدَيْ عَشَرَةَ.

-'মুহাম্মদ ইব্‌ন আবী হাতিম আল-ওয়াররাক নাহবী একদা ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করেন, হাদীস অন্বেষণের কাজ আপনার জীবনে কিভাবে আরম্ভ হয়? তিনি বললেন, আমি যখন মকতবে অধ্যয়ণরত তখনই আমার অন্তরে হাদীস অন্বেষণের ইলহাম হয়। তিনি বললেন, ঐ সময়ে আপনার বয়স কত ছিল? তিনি বললেন, দশ বছর বা তার চেয়ে কম। দশ বছর বয়সের পর আমি মকতব থেকে বের হয়ে দাখিলী এবং

৪৭. তাহযীবুল-কামাল, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৮৭; তাবাকাতুশ্-শাফি'ঈয়্যাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৬।

৪৮. তারীখু-বাগদাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬-৭; তারীখু মাদীনাতি দিমাশক, ৫২শ খণ্ড, পৃ. ৫৭; আল-মুনতাযাম, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৯৬।

অন্যান্যদের নিকট গমনাগমন শুরু করি। একদিন ইমাম দাখিলী লোকদের নিকট হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, সুফয়ান আবুয্-যুবায়র থেকে এবং তিনি ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন। তখন আমি তাকে বললাম, হে আবূ ফুলান, আবুয্-যুবায়র ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেন নি। তখন তিনি আমাকে ধমক দিলেন। আমি তখন তাকে বললাম, আপনি মূল পাণ্ডলিপি দেখুন যদি তা আপনার নিকট থেকে থাকে। তখন তিনি ঘরে প্রবেশ করেন এবং তা দেখে বের হয়ে আসেন এবং আমাকে বলেন, হে বালক! সনদটি কিরূপ হবে? আমি বললাম, যুবায়র ইব্ন আদী ইবরাহীম থেকে বর্ণনা করেছেন। তখন তিনি আমার থেকে কলম নিলেন এবং তার পাণ্ডলিপি শুধরিয়ে নিলেন এবং বললেন, তুমি সঠিক। তখন তাকে তার কোন সাথী যখন জিজ্ঞেস করলেন, যখন আপনি তার বর্ণনাটির সাথে দ্বিমত পোষণ করলেন, তখন আপনি কত বছর বয়সের ছিলেন? তিনি বলেলন, এগার বছর বয়সের।'

ইমাম বুখারী (র)-এর স্মরণশক্তি সম্পর্কে আরও একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি নিম্নরূপঃ

ইমাম বুখারী (র) একবার সমরকন্দে উপস্থিত হলেন। তখন সেখানে প্রায় চারশত মুহাদ্দিস সমবেত হন। তাঁরা ইমাম বুখারী (র)-কে পরীক্ষা করার ইচ্ছা করলেন। এতুদ্দেশ্যে কতকগুলি হাদীসের মতন (মূল বাক্য) সনদ হতে বিচ্ছিন্ন করে অপর হাদীসের সনদের সাথে জুড়ে দিলেন এবং সনদগুলি পরিবর্তন করে দিলেন। অতঃপর ইমাম বুখারী (র)-এর নিকট তা উপস্থাপন করতঃ তার সত্যতা ও যথার্থতা যাচাই করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করলেন। ইমাম বুখারী (র) সমস্ত হাদীস শুনে তা হুবহু পাঠ করে মূল সনদ উল্লেখ করলেন। সমবেত মুহাদ্দিসগণ ইমাম বুখারী (র)-এর জবাব শুনে বিস্মিত হলেন।[৪৯]

'ইবাদত ও তাকওয়া

ইমাম বুখারী (র) ছিলেন স্বল্পভোজী, শিষ্যভোজী, শিষ্যগণের প্রতি অধিক ইহ্সানকারী এবং অত্যন্ত পরহেযগার ব্যক্তি। তিনি দিবা-নিশিতে অধিকহারে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতেন। তিনি প্রতি রাত্রে ১৩ রাকা'আত নামায আদায় করতেন। তিনি রামাযান মাসের প্রত্যেক রাত্রিতে একবার কুরআন খতম করতেন। তিনি অনেক সম্পদের অধিকারী ছিলেন। তিনি তা রাত্রে-দিনে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে দান করতেন।[৫০] তিনি অত্যন্ত একাগ্রচিত্তে নামায আদায় করতেন। একদা নামায আদায়রত অবস্থায় তাঁর জামার নীচে একটি ভীমরুল ঢুকে কামড়াতে আরম্ভ করল। তবুও তিনি নামায ছেড়ে দিলেন না। নামায শেষে দেখা গেল, ভীমরুলটি ১৭টি স্থানে হুল ফুটিয়েছে।[৫১] ইব্ন কাসীর (র) (মৃত ৭৭৪ হিজরী) বলেন,[৫২]

৪৯. মিন আ'লামিল-হাযারাতিল-ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৪৭-৪৮; আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন, পৃ. ৩৫৪; আল-হিত্তাহ, পৃ. ২৪০; এরূপ একটি ঘটনা বাগদাদেও সংঘটিত হয়েছিল। দ্র. আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২৮।

৫০. আল-বিদায়াহ ওয়ান্-নিহায়াহ, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩০; সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৩৯।

৫১. সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৪১; তাহযীবুল-কামাল, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৯৪; তাহযীবুত্-তাহযীব, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪১।

৫২. জামি'উল-মাসানীদ ওয়া'স্-সুনান, পৃ. ৮১।

كَانَ كَثِيْرَ الإِحْسَان، قَلِيْلَ الأكْل جِداً، مُفْرِطَ الْكَرَم، كَثِيْرَ الصَّلاَةِ وَالْعِبَادَةِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ كُلَّ ثَلاثٍ. وَقَامَ مَرَّةً يُصَلِّيْ، فَلَعَسَهُ زُنْبُوْرٌ وَرَمَهُ فِيْ سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْضَعًا وَلَمْ يَقْطَعْ صَلاَتَهُ.

-'ইমাম বুখারী (র) ছিলেন, অধিক ইহ্সানকারী, অতি অল্পভোজী, অধিক বদান্য, অধিক নামায আদায়কারী ও 'ইবাদত গুজার। তিনি প্রতি তৃতীয় দিবসে আল-কুরআন খতম করতেন। একবার তিনি নামাযরত ছিলেন, এমতাবস্থায় একটি বোলতা তাকে দংশন করে এবং ১৭টি স্থানে তাকে দংশন করে, কিন্তু এরপরও তিনি নামায ভেঙ্গে ফেলেননি।'

তিনি ষোল বছর বয়সে মা ও ভাইয়ের সাথে হজ্জ সমাপন করেন।[৫৩] তিনি কোন দিন কারও গীবত করেননি।[৫৪] এ সম্পর্কে আবূ 'আমর আহমদ ইব্ন নাসর আল-খাফ্ফাস বলেন,[৫৫] مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْل الْبُخَارِيُّ اَلتَّقِيُّ اَلْعَالِمُ الَّذِيْ لَمْ أَرَ مِثْلَهُ - 'মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী অতীব আল্লাহভীরু এবং পুতঃপবিত্র চরিত্রের অধিকারী। তাঁর সমতুল্য আমি আর কাউকে দেখিনি।'

ড. মুহাম্মদ জুবাইর সিদ্দিকী বলেন, Throughout his life, al-Bukhari's character was consistent, honest and amiable, which might as an example to the devotees of learning.[৫৬]

মাযহাব

ইমাম বুখারী (র) কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এ সম্পর্কে রিজাল শাস্ত্রবিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। তাজ উদ্দীন আস্-সুবকীর মতে ইমাম বুখারী (র) শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।[৫৭] নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান আল-কুনূজীও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৫৮] ইব্ন হাজার 'আসকালানী (র)-এর মতে, اَنَّهُ كَانَ مُتَخَيِّرًا إلى الْمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فِيْ تَخْرِيْجِ الْمَسَائِل الْفِقْهِيَّة -'ইমাম বুখারী (র)-এর অধিকাংশ ফিকহী আলোচনা ইমাম শাফি'ঈর মাযহাব সমর্থন করে।' ইবনুল-কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ বলেন,[৫৯] إِنَّهُ كَانَ حَنْبَلِيًّا -'ইমাম বুখারী (র) হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।' মুহাম্মদ ইব্ন আবী ইয়া'লাও ইমাম বুখারীকে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী বলে

৫৩. তাবাকাতুশ্-শাফি'ঈয়্যাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৬; তাযকিরাতুল-হুফ্ফায, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৫; ইব্ন কাসীর বলেন, ثم حج مع أمه وأخيه أحمد وكان أسنّ منه

দ্র. জামি'উল-মাসানীদ, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ৭৯। এ সম্পর্কে ড. [illegible] বলেন, At the age of sixteen he made the pilgrimage to Mecca with his mother and brother. Cf. The Encyclopaedia Of Islam, Vol. I, P-1296.

৫৪. সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৪১।

৫৫. তাহযীবুল-আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৯।

৫৬. Dr. Zubayr siddqi, Hadith Literature, P-90.

৫৭. তাবাকাতুশ্-শাফি'ঈয়্যাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬-২০।

৫৮. আল-হিত্তাহ, পৃ. ২৪২।

৫৯. ই'লামুল-মুআক্কি'ঈন, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৬।

আখ্যায়িত করেছেন। শাইখ তাহির আল-জাযায়িরী বলেন, إِنَّهُ كَانَ مُجْتَهِداً فَلاَ يقول مَذْهَبًا -'তিনি ছিলেন একজন মুজতাহিদ। তিনি কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না।'

'আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমিরী (র) বলেন,[৬০]

وَرَدَّ عَنْ قَالَ إِنَّهُ كَانَ شَافِعِيًّا أَوْ حَنْبَلِيًّا بِقَوْلِه: هَذَا لاَ يَصِحُّ لأَنَّهُ كَانَ مُتَحَيِّزًا فِيْ بَعْضِ الْمَسَائِلِ إِلَى الْمَذْهَبِ الْحَنَفِيِّ فَلاَشَكَّ إِنَّه كَانَ مُجْتَهِداً وَلَمْ يَسْتَقِلَّ لِمَذْهَبٍ

-'প্রকৃতপক্ষে ইমাম বুখারী (র) ছিলেন একজন দক্ষ ফিকহ শাস্ত্রবিদ। কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন একজন মুজতাহিদ।'

মহৎ চরিত্রের অধিকারী

ইমাম বুখারী (র) ছিলেন অত্যন্ত উদার, মানবদরদী ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী। তাঁর পিতার অগাধ সম্পদ ছিল। শৈশবে পিতা ইন্তিকাল করার কারণে তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিরাট ধন-সম্পদ গরীব-দুঃখী ও হাদীস শিক্ষার্থীদের মাঝে বিলিয়ে দেন। তিনি খুবই নম্র স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। তিনি কখনও কারও প্রতি রাগান্বিত হতেন না। এ সম্পর্কে ড. মুহাম্মদ যুবাইর সিদ্দীকী বলেন, He spent a good deal of his own money in helping the students and the poor. He never showed temper to any one even when there was sufficient cause for it.[৬১]

মনীষীগণের দৃষ্টিতে ইমাম বুখারী (র)

ইমাম বুখারী (র) সম্পর্কে মনীষীগণের অভিমত সমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

১. ইমাম 'আব্দিল্লাহ আদ-দারিমী (র) বলেন,[৬২]

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ الْبُخَارِيُّ أَفْقَهنا، وأغوصُنا وَأكثرُنا طَلَبًا.

-'মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী আমাদের চেয়ে অধিক ফিকহী জ্ঞানের অধিকারী, আমাদের থেকে অনেক বেশী জ্ঞানী, হাদীস সংগ্রহে আমাদের চেয়ে অধিক মনোযোগী।'

২. মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন নুমাইর বলেন,[৬৩] مَا رَأَيْنَا مِثْلَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ

-'মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈলের মত আমি কাউকে দেখিনি।'

৩. আবূ 'ঈসা আত্-তিরমিযী (র) (মৃত ২৭৯ হিজরী) বলেন,[৬৪]

لَمْ أَرَ بِالْعِرَاقِ وَلاَ بِخُرَاسَانَ فِيْ مَعْنَى الْعِلَلِ وَالتَّارِيْخِ وَمَعْرِفَةِ الأَسَانِيْدِ أَعْلَمَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ.

-'আমি 'ইরাকে ও খুরাসানে 'ইলাল (হাদীসের ত্রুটি), ইতিহাস ও সনদ সম্পর্কে মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈলের চেয়ে অধিক জ্ঞাত কাউকে দেখিনি।'

৬০. ফায়যুল-বারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ।
৬১. Dr. Zubayr siddqi, Hadith Literature, P-90.
৬২. আল-বিদায়াহ ওয়ান্-নিহায়াহ, ১১খণ্ড, পৃ. ২২।
৬৩. আল-মুনতাযাম, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১১৬; তাহযীবুত্-তাহযীব, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪১।
৬৪. তাহযীবুল-আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭০; সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৩২।

৪. আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) (মৃত ২৪১ হিজরী) বলেন,[৬৫]

مَا أَخْرَجَتْ خُرَاسَانُ مِثْلَ مُحَمَّدِ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ

-'খুরাসান মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল-এর মত কাউকে জন্ম দেয়নি।'

৫. হাফিয শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র) (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন,[৬৬]

وَكَانَ رَأْسًا فِيْ الذَّكَاءِ، رَأْسًا فِيْ الْعِلْمِ، وَرَأْسًا فِيْ الْوَرَعِ وَالْعِبَادَةِ.

-'মেধা ও জ্ঞানে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাকওয়া ও 'ইবাদতে তিনি ছিলেন সবার শীর্ষে।'

৬. কুতাইবা ইব্‌ন সা'ঈদ বলেন,[৬৭]

جَالَسْتُ الْفُقَهَاءِ وَالزُّهَادَ وَالْعُبَّادَ، مَا رَأَيْتُ مُنْذ عقلتُ مِثْلَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ، وَهُوَ فِيْ زَمَانِه كَعُمَرَ فِيْ الصَّحَابَةِ.

-'আমি 'আবিদ, যাহিদ ও ফকীহগণের সাথে অনেক উঠাবসা করেছি, কিন্তু মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল এর মত আর কাউকে দেখিনি।'

৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন খুযায়মা বলেন,[৬৮]

مَا رَأَيْتُ تَحْتَ أَدِيْمِ السَّمَاءِ أَعْلَمَ بِحَدِيْثِ رَسُوْلِ ﷺ وَلاَ أَحْفَظَ لَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ الْبُخَارِيِّ.

-'আকাশের নীচে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীসের বড় জ্ঞানী এবং এর বড় হাফিয মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী অপেক্ষা আমি আর কাউকে দেখিনি।'

৮. ইমাম মুসলিম (মৃত ২৬১ হিজরী) বলেন,[৬৯]

دَعْنِيْ أُقَبِّلُ رِجْلَيْكَ يَا أُسْتَاذَ الأُسْتَاذِيْنَ وَسَيِّدَ الْمُحَدِّثِيْنَ وَيَا طَبِيْبَ الْحَدِيْثِ فِيْ عِلَلِه.

-'আমাকে আপনার পদদ্বয় চুম্বন করার অনুমতি প্রদান করুন হে সকল শিক্ষকের শিক্ষক, মুহাদ্দিসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং হাদীসের রোগের চিকিৎসক।'

৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার বলেন,[৭০]

حُفَّاظُ الدُّنْيَا أَرْبَعَةٌ: أَبُوْ زُرْعَةَ بِالرَّيِّ، وَالدَّارِمِي بِسَمَرْقَنْد، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بِبُخَارَى، وَمُسْلِمٌ بِنَيْسَابُوْر.

-'পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হাফিয চারজন; রায়-এ আবূ যুর'আ, সমরকন্দে দারিমী, বুখারায় মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল এবং নাইশাপূরে মুসলিম ইব্‌ন হাজ্জাজ।'

৬৫. তাহযীবুত্-তাহযীব, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৪১-৪২; আল-বিদায়াহ ওয়ান্-নিহায়াহ, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২২; জামি'উল-মাসানীদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩; তাবাকাতুশ্-শাফি'ইয়্যাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৩।
৬৬. তাযকিরাতুল-হুফ্‌ফায, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৫।
৬৭. সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৩১।
৬৮. আল-বিদায়াহ ওয়ান্-নিহায়াহ, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২২; তাহযীবুল-আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭০।
৬৯. সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৩২; আল-বিদায়াহ ওয়ান্-নিহায়াহ, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২২; তাহযীবুল-আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭০।
৭০. সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪২৩; তাযকিরাতুল-হুফ্‌ফায, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৮৯; তারীখু বাগদাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬; তাহযীবুল-আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮।

১০.ই'য়াকূব ইব্ন ইবরাহীম আদ্-দাওরাকী বলেন,[৭১]

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ فَقِيْهُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ

-'মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল ছিলেন এই উম্মতের একজন শ্রেষ্ঠ ফকীহ।'

রচনাবলী

ইমাম বুখারী (র) তাঁর সমকলীন ব্যক্তিগণের ঈর্ষায় পতিত হয়েছিলেন। তারা তাঁর বিপক্ষে বহু ফেতনা-ফাসাদের উদ্ভব ঘটায়। আল-জামি' ছাড়া ইমাম বুখারী (র)-এর প্রণীত আরও বহু গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ নিম্নরূপঃ

১. কাযায়াস্-সাহাবাতি ওয়াত্-তাবি'ঈন (قَضَايَا الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ) ঃ

ইমাম বুখারী (র) ১৮ বছর বয়সে এ গ্রন্থটি রচনা করেন। এ গ্রন্থটি সমাপ্ত করে তিনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ 'আলিমগণকে চমক লাগিয়ে দেন। এ গ্রন্থটিই তিনি প্রথম রচনা করেন।

২. আত্-তারীখুল-কাবীর (التَّارِيْخُ الْكَبِيْر) ঃ

এটি ইমাম বুখারী (র)-এর একটি উল্লেখ্যযোগ্য গ্রন্থ। তিনি এ গ্রন্থটি মদীনায় মসজিদে নববীতে মহানবী (স)-এর রওযা মুবারকের পাশে বসে চাঁদের আলোতে লিপিবদ্ধ করেন। এ গ্রন্থে তিনি সাহাবা-ই-কিরাম (রা) হতে তাঁর যুগ পর্যন্ত হাদীস-এর চল্লিশ হাজার রাবীর জীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম বুখারী (র) তাঁর এ গ্রন্থ-প্রণয়ন সম্পর্কে নিজেই বলেন,[৭২]

لَمَّا طَعَنْتُ فِيْ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً جَعَلْتُ أُصَنِّفُ قَضَايَا الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ ثُمَّ صَنَّفْتُ التَّارِيْخَ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّيَالِي الْمُقْمِرَةِ.

-'যখন আমি আঠারো বছর বয়সে উপনীত হই, তখন সাহাবী ও তাবি'ঈনগণের বিচার-ফয়সালা সম্পর্কে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করি। অতঃপর আমি মদীনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর রওযার নিকটে বসে 'আত্-তারীখুল-কাবীর' গ্রন্থ রচনা করি। আর আমি চন্দ্রদীপ্ত রাত্রিতে এই লিখনীর কাজ করতাম।' এ সম্পর্কে The Encyclopaedia Of Islam গ্রন্থে বলা হয়েছে,

Al-Bukhari wrote his T'arikh, which gives biographics of the men whose names appear in isnads.[৭৩]

'ইলম ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে গ্রন্থটি খুবই মূল্যবান ও নির্ভরযোগ্য। ইমাম বুখারীর ওস্তাদ ইমাম ইসহাক ইব্ন রাহওয়াহ এ গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করে এ গ্রন্থটিকে 'যাদু' নামে আখ্যায়িত করেন। বুখারার শাসক খালেদ ইব্ন আহমদ যুহলীও এ গ্রন্থের পাঠ ইমাম বুখারীর মুখে শুনার জন্য জোর আবেদন জানিয়েছিলেন। এ গ্রন্থটি হায়দারাবাদ থেকে ১৯৪১-১৯৪৫ সালে ৪ খণ্ডে এবং ১৯৬৩ সালে ৩ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।[৭৪]

৭১. তাহযীবুত্-তাহযীব, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৪।
৭২. তাবকিরাতুল-হুফ্ফায, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৫।
৭৩. J. Robson, The Encyclopaedia Of Islam, Vol. I, P-1296.
৭৪. তারীখুত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৬-২৫৭; আস্-সুন্নাতু কাবলাত্-তাদবীন, পৃ. ৩৬৫; আর-রিসালাতুল-মুসতাতরিফা, পৃ. ১০৬-১০৭।

৩. আত্-তারীখুল আওসাত (التَّارِيْخُ الْأَوْسَطُ) ঃ

এটি মধ্যম আকারের একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ।[৭৫]

৪. আত্-তারীখুস্-সাগীর (التَّارِيْخُ الصَّغِيْرُ) ঃ

এটি রিজালুল-হাদীস সম্পর্কি একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। এতে সনানুক্রমিকভাবে রাবীগণের জীবনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এটি 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দির রহমান আল-আশকার বর্ণিত সুনানের আলোকে বিন্যস্ত একটি ছোট গ্রন্থ। এটি হিন্দুস্তানের হায়দারাবাদ থেকে ১৩২৪ এবং আহমেদাবাদ থেকে ১৩২৫ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।[৭৬]

৫. আল-আদাবুল-মুফরাদাত (الْأَدَبُ الْمُفْرَدَات) ঃ

এটি হাদীস সংক্রান্ত গ্রন্থ। এ গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনাদর্শ ও নিষ্কলুষ আচার ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এতে ৬৪৪টি অধ্যায় রয়েছে। হাদীস সংখ্যা ১৩২২টি। এ গ্রন্থটির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বিভিন্ন ভাষাতে এর অনুবাদ গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। এটি হিন্দুস্তান থেকে ১৩০৪, ইস্তাম্বুল থেকে ১৩০৬, কায়রো মুহাম্মদ ফুয়াদ 'আব্দুল বাকীর সম্পাদনা সহ ১৩৪৬ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।[৭৭]

৬. খালকু আফ'আলিল-'ইবাদ (خَلْقُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ) ঃ

ইমাম বুখারী ও ইমাম যুহলীর মাঝে খালকুল-কুরআন বিষয়ে যে মত পার্থক্য সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে খালকে কুরআনের সৃষ্ট সামাধান প্রদান করা হয়েছে। সাহাবী ও তাবি'ঈনগণের অনুসৃত রীতি হিসেবে 'বাতিলী ফিরকা' সমূহের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছে। এ গ্রন্থটি শামসুল হক আযীমাবাদীর সম্পাদনা সহ ১৩০৬ হিজরীতে দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়।[৭৮]

৭. আল-কিরআতু-খালফাল-ইমামে (اَلْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ) ঃ

এতে ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পঠণের স্বপক্ষে দলীলসহ আলোচনা করা হয়েছে। এটি দিল্লী থেকে ১২৯৯ এবং কায়রো থেকে ১৩২০ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।[৭৯]

৮. রফ'উল ইয়াদাইন (رَفْعُ الْيَدَيْن) ঃ

এটি নামাযে হাত উত্তোলন সম্পর্কিত গ্রন্থ। এতে হাত উত্তোলনের বিপক্ষ রেওয়ায়াতগুলো অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে আলোচিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি কলিকাতা থেকে ১২৫৬ এবং দিল্লী থেকে ১২৯৯ হিজরীতে উর্দূ অনুবাদসহ প্রকাশিত হয়।[৮০]

৭৫. তারীখুত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৭।
৭৬. তারীখুত্-তুরাসীল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৭।
৭৭. তারীখুত্-তুরাসীল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৮; মু'জামুল-মাতবু'আহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৪।
৭৮. তারীখুত্-তুরাসীল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৯; মু'জামুল-মাতবু'আহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৬।
৭৯. তারীখুত্-তুরাসীল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৮-২৫৯; মু'জামুল-মাতবু'আহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৬।
৮০. তারীখুত্-তুরাসীল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৮।

৯. কিতাবুদ্-দু'আফাইস্-সাগীর (كِتَابُ الضُّعَفَاءِ الصَّغِيْر) ঃ

এ গ্রন্থটিতে হাদীসের দূর্বল রাবীগণের নাম ও বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এটি হায়দারাদের ডিকান থেকে ১৩২৩ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।[৮১]

১০. কিতাবুল-কুনা (كِتَابُ الْكُنٰى) ঃ

এটি রাবীগনের নামের কুনিয়াত সম্পর্কিত গ্রন্থ। এ গ্রন্থটিতে হাদীসের এক হাজার রাবীর কুনিয়াত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এটি ৩৬০ হিজরীতে হায়দারাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়।[৮২]

১১. আল-'আকিদা আও আত্-তাওহীদ (اَلْعَقِيْدَةُ أَوِ التَّوْحِيْد) ঃ

এটি আকিদা ও তাওহীদ বিষয়ক গ্রন্থ।

১২. আত্-তাওয়ারীখু ওয়াল-আনসাব (اَلتَّوَارِيْخُ وَالْأَنْسَاب) ঃ

১৩. কিতাবুর্-রিকাক (كِتَابُ الرِّقَاق) ঃ

ইমাম বুখারী (র) স্বয়ং তাঁর গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ স্থানে এই হাদীস গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করেছন।

১৪. কিতাবুল-'ইলাল (كِتَابُ الْعِلَل) ঃ

এ গ্রন্থটিতে হাদীসের দোষ ত্রুটি নির্ধারণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১৫. বিররুল ওয়ালিদাইন (بِرُّالْوَالِدَيْن) ঃ

এ গ্রন্থটিতে পিতা-মাতার প্রতি সন্তান-সন্ততির দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১৬. কিতাবুল-আশরিবাহ (كِتَابُ الْأَشْرِبَة) ঃ

ইমাম দারা কুতনী তাঁর আল-মু'তলাফ ওয়াল মুখতালাফ গ্রন্থে এ কিতাবটির উল্লেখ করেছেন।

১৭. আল-মুসনাদুল কাবীর (اَلْمُسْنَدُ الْكَبِيْرُ)

১৮. আত্-তাফসীরুল-কাবীর (اَلتَّفْسِيْرُ الْكَبِيْرُ)

১৯. কিতাবুল-হিবাহ (كِتَابُ الْهِبَة)

৮১. মু'জামুল-মাতবূ'আহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৭।
৮২. তারীখুত্-তুরাসীল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৮।

২০. আসামিস্-সাহাবাহ (اَسَامِيَ الصَّحَابَة)

২১. কিতাবুল-ওয়াহদান (كِتَابُ الْوَحْدَان)

২২. কিতাবুল-মাবসূত (كِتَابُ الْمَبْسُوْطِ)

ইন্তিকাল

তিনি ২৫৬ হিজরীর 'ঈদুল-ফিতর রাতে 'ইশার নামাযের পর সমরকন্দ থেকে ২ ফারসাখ দূরে "খরতংক" নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। ঐ দিন যুহরের নামাযের পর তাঁকে দাফন করা হয়। আর এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ১৩ কম দিন ৬২ বছর।[৮৩] ইব্ন খাল্লিকান বলেন,[৮৪]

تُوُفِّى لَيْلَةَ السَّبْت بَعْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ، وَكَانَتْ لَيْلَةُ عِيْدِ الْفِطْرِ، وَدُفِنَ يَوْمَ الْفِطْرِ بَعْدَ صَلاَةِ الظُّهْرِ، سَنَةَ سِتٍ وَخَمْسِيْنَ وَمِائَتَيْنِ بِخَرْتَنْكَ.

-'ইমাম বুখারী (র) শনিবার রাতে 'ইশার নামাযের পর ইন্তিকাল করেন। এটি ছিল 'ঈদুল ফিতরের রাত। তাকে 'ঈদুল ফিতর দিবসে যুহর নামাযের পর ২৫৬ হিজরী সালে খরতংক-এ সমাধিস্ত করা হয়।'

ইন্তিকালের পর অলৌকিক ঘটনা

ইমাম বুখারী (র)-এর জানাযার নামাযের পর কবরে রাখার সাথে সাথে কবর হতে মিশ্ক আম্বরের সুগন্ধি বের হতে আরম্ভ করে। এ বাস্তব আলৌকিকতা দেখার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে দীর্ঘদিন পর্যন্ত লোকজন আসা-যাওয়া করতে থাকে। এমনকি তারা তার কবরের মাটি হাতে নিয়ে সুগন্ধি গ্রহণ করতে থাকে। এই ঘটনাতে লোকজন অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ করেছিল। সহীহুল-বুখারীর মুকাদ্দামাতে বর্ণনাটি এরূপ,

لَمَّا صُلِّى عَلَيْهِ وَوُضِعَ فِيْ حُفْرَته فَاحَ مِنْ تُرَابِ قَبْرِه رَائِحَةٌ طَيِّبَة كَالْمِسْك وَجَعَلَ النَّاسُ يَخْتَلِفُوْنَ إِلَى قَبْرِه مدةً يَأْخُذُوْنَ مِنْ تُرَابِ قَبْرِه وَيَتَعَجَّبُوْنَ مِنْ ذٰلِكَ.

-'যখন তাঁর জানাযাহ পড়া হয় এবং তাঁকে কবরে রাখা হয় তখন তাঁর কবরের মাটি থেকে মিশকের ন্যায় সুগন্ধি ছড়াতে থাকে। আর জনগণ দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর কবরে এসে কবরের মাটি নিয়ে যেতে থাকে এবং এতে আশ্চর্যবোধ করতে থাকে।'

৮৩. তাহযীবুল-আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮; সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৬৮; তাহযীবুত্-তাহযীব, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪২; আল-বিদায়াহ ওয়ান্-নিহায়াহ, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩১; মিরআতুল-জিনান, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৫।
৮৪. ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৪।

আল-জামি'উস্-সহীহ-এর পর্যালোচনা

আল-জামি'উস্-সহীহ্ সংকলন

ইমাম বুখারী (র) তাঁর আল-জামি'উস-সহীহ্ গ্রন্থটি কোন সময়ে সংকলন কর্ম শুরু করেন তার সঠিক তারিখ জানা যায়নি। অবশ্য গ্রন্থটি সংকলন করার পর মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে তৎকালীন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র), ইমাম 'আলী ইব্ন মাদায়িনী (র) ও ইমাম ইয়াহইয়া ইব্ন মা'ঈন (র)-এর নিকট পেশ করেন। তাঁরা সকলে গ্রন্থখানী দেখে- فَاسْتَحْسَنُوْهُ وَشَهِدُوْ اَنَّهُ بِالصِّحَّةِ -'একে খুবই পছন্দ করেন এবং এটাকে বিশুদ্ধ বলে স্পষ্টভাষায় সাক্ষ্য দান করেন।'[৮৫]

আর ইয়াহইয়া ইব্ন মু'ঈন (র) ২৩৩ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, ইমাম বুখারী (র) ২৩৩ হিজরীর পূর্বেই এ গ্রন্থটির সংকলন কাজ সমাপ্ত করেন। এ গ্রন্থটি সংকলন করতে তাঁর ষোল বছর সময় লেগেছিল। অতএব এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম বুখারী (র) ২৩ বছর বয়সে তাঁর আল-জামি' গ্রন্থটির সংকলন কাজ শুরু করেছিলেন।[৮৬]

ইমাম বুখারী (র)-এর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা হচ্ছে আল-জামি'উস-সহীহ। এটি সহীহ হাদীস সম্বলিত সর্বপ্রথম গ্রন্থ। এ সম্পর্কে আল 'ইরাকী বলেন,[৮৭]

اَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِيْ الصَّحِيْحِ ، مُحَمَّدٌ، وَخُصَّ فِيْ التَّرْجِيْحِ

-'একমাত্র সহীহ হাদীস সম্বলিত গ্রন্থ সর্বপ্রথম সংকলন করেন ইমাম মুহাম্মদ (র) বুখারী এবং এটি বিশেষভাবে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত।'

খায়রুদ্দীন আয্-যিরাকলী বলেন,[৮৮]

جَمَعَ نَحْوَ ستٍّ مِائَة ألف حَدِيْث اختار منها فِي صحيحه ما وثق برواته. وهو أوَّلُ من وضع فِيْ الإِسْلامِ كِتَابًا عَلى هذا النَّحْوِ.

-'তিনি প্রায় ছয় লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন এবং তা থেকে তার সহীহ্ গ্রন্থে সে সকল হাদীস গ্রহণ করেন যেগুলোর রাবী সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত হন। তিনিই ইসলামে প্রথম এধরণের একটি গ্রন্থ সংকলন করেছেন।'

গ্রন্থের নামকরণ

'ওলামায়ে কেরামের নিকট গ্রন্থটি **'সহীহুল-বুখারী'** বা **'আল-জামি''** নামে পরিচিতি লাভ করেছে। কিন্তু ইমাম নববী (মৃত ৬৭৬ হিজরী) বলেন,[৮৯] ইমাম বুখারী (র)-এর নামকরণ করেছেন,

اَلْجَامِعُ اَلْمُسْنَدُ اَلصَّحِيْحُ اَلْمُخْتَصَرُ مِنْ أُمُوْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَنِهِ وَأَيَّامِهِ.

৮৫. আল-হাদীস ওয়াল-মুহাদ্দিসূন, পৃ. ৩৭৮।
৮৬. ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৪।
৮৭. হাফিয সাখাভী, ফাতহুল-মুগীস, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭-২৮।
৮৮. আল-আ'লাম, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৪।
৮৯. তাহযীবুল-আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৩।

-'রাসূলুল্লাহ (স)-এর যাবতীয় ব্যাপার, কাজকর্ম, সুন্নাত ও সমকালীন অবস্থা সম্পর্কে নির্ভুল সনদযুক্ত হাদীস সমূহের সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ সংকলন।'

- ড. আকরাম যিয়া আল-'উমরী সহীহুল বুখারীর নাম এভাবে উল্লেখ করেন,[৯০]

اَلْجَامِعُ الصَّحِيْحُ اَلْمُسْنَدُ اَلْمُخْتَصَرُ مِنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَنِهِ وَأَيَّامِهِ.

- হাফিয ইবন হাজার (মৃত ৮৫২ হিজরী) বলেন, তিনি এর নামকরণ করেছেন,[৯১]

اَلْجَامِعُ الصَّحِيْحُ اَلْمُسْنَدُ مِنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَنِهِ وَأَيَّامِهِ.

আল-জামি'উস্-সহীহ প্রণয়নের কারণ

ইমাম বুখারী কর্তৃক আল-জামি'উস সহীহ সংকলনের দু'টি কারণ পাওয়া যায়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলঃ

১. ইমাম বুখারী (র) এ গ্রন্থ প্রণয়নের প্রেরণা তাঁর বিশিষ্ট শিক্ষক ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই (র)-এর মজলিস থেকে লাভ করেন। একদা ইমাম বুখারী স্বীয় শিক্ষক ইসহাক ইবন রাহওয়াই-এর দরসে উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি সমবেত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমাদের মধ্য হতে কেউ যদি রাসূলুল্লাহ (স) হতে বর্ণিত হাদীস ও সুন্নাহ সমূহের সমন্বয়ে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করত, যা সংক্ষিপ্ত অথচ বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে চরম পর্যায়ে উন্নীত, তাহলে অতি উত্তম হত। ইমাম বুখারী (র) বলেন, এই কথা শ্রবণের পর তাঁর মনে এরূপ একখানা গ্রন্থ প্রণয়নের বাসনা জাগ্রত হয়।

২. সহীহুল বুখারী প্রণয়নে উদ্যোগী হওয়ার মূলে ইমাম বুখারী হতে আরও একটি কারণের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (স) কে স্বপ্নে দেখলাম। আমি যেন তাঁর সম্মুখে একটি পাখা হাতে দণ্ডায়মান অবস্থায় তাঁর শরীরে বাতাস করছি এবং মাছির আক্রমণ প্রতিহত করছি। অতঃপর স্বপ্নের ব্যাখ্যাদাতাগণ বললেন, তুমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি আরোপিত সমস্ত মিথ্যাকে প্রতিরোধ করবে। বস্তুতঃ এই স্বপ্ন ও এর ব্যাখ্যাই আমাকে সহীহ হাদীস সম্বলিত এই বিরাট গ্রন্থ প্রণয়নে উদ্বুদ্ধ করেছে।

অবশ্য এ দু' বর্ণনায় দুই প্রকারের কারণের উল্লেখ থাকলেও এ কারণ দু'টির মধ্যে কোন মৌলিক বিরোধ নেই। সম্ভবত তিনি উস্তাদের মজলিস থেকে হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের প্রেরণা নিয়ে ফিরে আসার পর তারই অনুকূলে এ স্বপ্নটি দেখেছিলেন।[৯২]

সহীহুল-বুখারী প্রণয়নে ইমাম বুখারী (র)-এর শর্তাবলী

ইমাম বুখারী (র) যে সব শর্তাবলীর ভিত্তিতে আল-জামি'উস্-সহীহ সংকলন করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে,

১. হাদীসের সনদ মুত্তাসিল (ধারাবাহিক) হতে হবে।

৯০. আকরাম যিয়া, বুহূস ফী তারীখুস সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ, পৃ. ২৪৪; আল-হিত্তাহ, পৃ. ১৬৮।
৯১. ড. মুহাম্মদ ইব্ন মাতর আয-যাহরানী, তাদীবনুস-সুন্নাহ, পৃ. ১১২।
৯২. হুদা আস-সারী, পৃ. ৭; তাদবীনুস-সুন্নাহ, পৃ. ১১৩।

২. বর্ণনাকারীকে মুসলিম, সত্যবাদী হতে হবে এবং তাকে মুদাল্লিস ও মুখতালিত হওয়া চলবে না।
৩. তাকে ন্যায়পরায়ন ('আদেল), সংরক্ষণকারী, স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন, জ্ঞানী, অল্প ভুলকারী, সঠিক আকীদার অধিকারী হতে হবে।[৯৩]
৪. বর্ণনাকারী ও তাঁর শায়খকে 'আদেল হতে হবে।
৫. বর্ণনাকারী ও তাঁর শায়খকে একই যুগের হতে হবে এবং তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ হতে হবে।[৯৪]

আল-জামি'উস্-সহীহ সম্পর্কে মনীষীগণের মন্তব্য

১. ইমাম বুখারী (র) নিজেই তাঁর গ্রন্থ সর্ম্পকে মন্তব্য করে বলেন,[৯৫]

مَا اَدْخَلْتُ فِيْ "اَلْجَامِعْ" إلاَّ مَا صَحَّ، وَتَرَكْتُ مِنَ الصِّحَاحِ لأَجْلِ الطُّوْلِ

-'আমি 'আল-জামি' গ্রন্থে কেবলমাত্র সহীহ হাদীস সংযোজিত করেছি। আর আমি গ্রন্থের বৃহদায়তন হয়ে যাওয়ার আশংকায় অনেক সহীহ হাদীস ছেড়ে দিয়েছি।'

২. ইমাম নববী (র) (মৃত ৬৭৬ হিজরী) বলেন,[৯৬]

إتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلى اَنَّ اَصَحَّ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ صَحِيْحَا الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٍ وَاتَّفَقَ الْجُمْهُوْرُ عَلى اَنَّ صَحِيْحَ الْبُخَارِيِّ اَصَحُّهُمَا صَحِيْحًا وَ اَكْثَرُهُمَا فَوَائِدَ

-'হাদীসের সকল 'আলিম এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত যে, গ্রন্থাবদ্ধ হাদীসের কিতাবসমূহের মধ্যে সর্বাধিক সহীহ হচ্ছে আল-বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয়। আর অধিকাংশের মতে এ দু'টির মধ্যে অধিক বিশুদ্ধ সহীহ এবং জনগণকে অধিক উপকার দানকারী হচ্ছে সহীহুল-বুখারী।'

৩. জমহুর 'আলিমগণের মতে,[৯৭]

اَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ تَحْتَ السَّمَاءِ صَحِيْحُ الْبُخَارِيِّ

-'আল্লাহ্‌র কিতাবের পর আকাশের নিচে সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে সহীহুল-বুখারী।'

৪. ইমাম নাসাঈ (মৃত ৩০৩ হিজরী) বলেন,[৯৮]

اَجْوَدُ هذِهِ الْكُتُبِ كِتَابُ الْبُخَارِيِّ وَاَجْمَعَتِ الأُمَّةُ عَلى صِحَّةِ هَذَيْنِ الْكِتَابَيْنِ وَوُجُوْبِ الْعَمَلِ بِأَحَادِيْثِهِمَا.

-'এ গ্রন্থগুলোর মধ্যে সর্বাধিক উত্তম গ্রন্থ হচ্ছে ইমাম বুখারীর (র) গ্রন্থ। আর সমগ্র উম্মত এ দু'টি গ্রন্থের বিশুদ্ধতার আর এ দু'টির হাদীস-এর ওপর 'আমল করা ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।'

৯৩. হুদা আস-সারী, পৃ. ৯।
৯৪. তারীখুস-সুন্নাহ আল-মুশাররফাহ, পৃ. ২৪৫।
৯৫. তাবাকাতুশ্-শাফি'ঈয়্যাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২১; তারীখু মাদীনাতি দিমাশক, ৫২শ খণ্ড, পৃ. ৭৩।
৯৬. তাহযীবুল-আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৩।
৯৭. ফাতহুল-বারী, মুকাদ্দামাহ, পৃ ৫।
৯৮. তাহযীবুল-আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৪।

৫. আল-ইয়াফি'ঈ (মৃত ৭৬৮ হিজরী) বলেন,[৯৯]

اَلْبُخَارِيُّ اَلْحَافِظُ الإمَامُ قُدْوَةُ الأنَام وَغَالِي الْمَقَامِ جَامِعُ أَصَحِّ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ فِيْ السُّنَنِ وَالأَحْكَامِ إمَامُ الْمُحَدِّثِيْنَ شَيْخُ الإسْلاَمِ.

-'ইমাম বুখারী (র) হাদীসের হাফিয, ইমাম, জগৎবাসীর নেতা, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। সুনান এবং আহকামের ওপর সংকলিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বাধিক সহীহ গ্রন্থের সংকলক, মুহাদ্দিসগণের ইমাম এবং ইসলামের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি।'

৬. তাজউদ্দীন আস্-সুবকী (মৃত ৭৭১ হিজরী) বলেন,[১০০]

اَمَّا كِتَابُهُ "اَلْجَامِعُ الصَّحِيْحُ" فَاَجَلُّ كُتُبِ الإسْلاَمِ، وَأَفْضَلُهَا بَعْدَ كِتَابِ اللهِ

-'তাঁর কিতাব 'আল-জামি'উস্-সহীহ' ইসলামী গ্রন্থমালার মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন এবং আল্লাহ্‌র কিতাবের পর অধিক ফযীলতপূর্ণ কিতাব।

৭. ড. সুবহী সালেহ বলেন,[১০১]

هُوَ مُصَنِّفُ الْكِتَابِ الْعَظِيْمِ "اَلْجَامِعُ الصَّحِيْحِ" اَلَّذِيْ هُوَ أَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ الْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ

-'ইমাম বুখারী (র) মহান কিতাব 'আল-জামি'উস্-সহীহ'-এর সংকলক। আর এটি কুরআন মাজীদের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ।'

আল-জামি'উস্-সহীহ প্রণয়নে সতর্কতা

ইমাম বুখারী (র) তাঁর এ গ্রন্থটি সংকলনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তিনি বায়তুল-হারামে বসে এ গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ শুরু করেন। পরে এর বিভিন্ন অধ্যায় ও তরজমাতুল বাব সংযোজনের কাজ সম্পন্ন করেন মদীনায় মসজিদে নববীর অভ্যন্তরে মিম্বর ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর রওজা মুবারকের মধ্যবর্তী স্থানে বসে। প্রতিটি হাদীস লিপিবদ্ধ করার পূর্বে তিনি এক অভূতপূর্ব পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। ইমাম বুখারী (র) নিজেই বলেন,[১০২]

مَا وَضَعْتُ فِيْ كِتَابِ الصَّحِيْحِ حَدِيْثًا إلاَّ إغْتَسَلْتُ قَبْلَ ذلِكَ وَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ

-'আমি প্রতিটি হাদীস সহীহ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করার পূর্বে ওযূ ও গোসল করে দু'রাকা'আত নফল নামায আদায় করতাম।'

প্রত্যেকটি হাদীস লিখার পূর্বে গোসল করা ও দু'রাকা'আত নফল নামায পড়ার পদ্ধতি মক্কা ও মদীনা উভয় স্থানেই তিনি রক্ষা করেছিলেন। এক একটি হাদীস লিখার পূর্বে তিনি সে সম্পর্কে সর্বোতভাবে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। হাদীসটি প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কিনা এ সম্পর্কে সুনিশ্চিত না হয়ে তিনি একটি হাদীসও লিখেন নি। তিনি নিজেই এ সম্পর্কে বলেন,

مَا اَدْخَلْتُ فِيْهِ حَدِيْثًا حَتّى اسْتَخَرْتُ اللهَ تَعَالى وَصَلَّيْتُ وَتَيَقَّنْتُ صِحَّتَهُ

-'আমি প্রত্যেকটি হাদীস সম্পর্কে আল্লাহর নিকট থেকে ইস্তিখারার মাধ্যমে না জেনে এবং নফল নামায না পড়ে ও হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত ও অকাট্যভাবে বিশ্বাসী না হয়ে তা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিনি।'

৯৯. মিরআতুল-জিনান, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৪।
১০০. তাবাকাতুশ্-শাফি'ঈয়্যাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৫।
১০১. 'উলূমুল-হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু, পৃ. ৩৯৬।
১০২. তাবাকাতুল-হানাবিলাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৬; আল-মুনতাযাম, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৯৬; মিরআতুল-জিনান, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৫; তাবাকাতুশ্-শাফি'ঈয়্যাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২০।

আল-জামি'উস্-সহীহ্-এর হাদীস সংখ্যা

ইমাম বুখারী (র) ছয় লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই এবং নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ণ ষোল বছর সময়ে তাঁর আল-জামি'উস্-সহীহ গ্রন্থটি সংকলন করেন।[১০৩] এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী (র)-এর উক্তিটি প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন,[১০৪]

اَخْرَجْتُ هَذَا الْكِتَابَ مِنْ نَحْوِ سِتْمِائَةِ اَلْفِ حَدِيْثٍ، وَصَنَّفْتُهُ فِيْ سِتَّ عَشَرَ سَنَةً، وَجَعَلْتُهُ حُجَّةً فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ اللهِ.

-'আমি প্রায় ছল লক্ষ হাদীস হতে এই কিতাব প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করেছি। আর এ গ্রন্থটি প্রণয়ন করতে ষোল বছর সময় লেগেছে। আমি এ গ্রন্থটিকে আমার ও আল্লাহর মধ্যবর্তী ব্যাপারের জন্য অকাট্য দলীলরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি।'

J. Robson বলেন, His most famous work is the Sahih which took him sixteen years to compile. It is said that he selected his traditions from a mass of 600,000 and that he did not insert a tradition in the book.[১০৫]

ইবনুস্-সালাহ (মৃত ৬৪৩ হিজরী) ও বদরুদ্দীন 'আয়নী (মৃত ৮৫৫ হিজরী)-এর মতে পুনরুল্লেখ সহ জামি'উস্-সহীহ গ্রন্থের হাদীছ সংখ্যা হবে ৭২৭৫। পুনরুল্লেখ ছাড়া হাদীছ সংখ্যা হবে ৪০০০।[১০৬] এ সম্পর্কে 'আল্লামা নববী (মৃ ৬৭৬ হিজরী)-এর মতটি প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন,[১০৭]

جُمْلَةُ مَا فِيْ صَحِيْحِ الْبُخَارِيُّ مِنَ الأَحَادِيْثِ الْمُسْنَدَةِ سَبْعَةِ آلاَفٍ وَمَائَتَانِ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُوْنَ حَدِيْثًا بِالأَحَادِيْثِ الْمُكَرَّرَةِ وَبِحَذْفِ الْمُكَرَّرَةِ نَحْوُ اَرْبَعَةِ آلاَفٍ.

-'সহীহ বুখারীতে সন্নিবেশিত সনদযুক্ত মোট হাদীস হচ্ছে সাত হাজার দু'শত পঁচাত্তর (৭২৭৫)-টি। এতে পুনরুল্লেখিত হাদীস সমূহ গণ্য। আর তা বাদ দিয়ে হিসেব করলে সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় চার হাজার।'

হাফিয ইবন হাজার আল-'আসকালানী বলেন, মু'আল্লাক, মুতাবি' ও মাওকূফ হাদীস ছাড়া পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হাদীস সহ বুখারীর হাদীসের সংখ্যা ৭৩৯৭টি। পুনঃ পুনঃ ছাড়া মুত্তাসিল হাদীসের সংখ্যা ২৬০২। এমন মু'আল্লাক মার'ফু হাদীস যা বুখারীর কোন স্থানেই মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হয়নি তার সংখ্যা ১৫৯টি। অতএব, মুকাররার নয় এমন হাদীসের সংখ্যা ২৭৬১টি। আর এগুলোর মধ্যে মু'আল্লাক হাদীসের সংখ্যা ১৩৪১টি।[১০৮] এতে মুতাবি' এবং রিওয়ায়াতের ভিন্ন সম্পর্কে অবহিত করণ প্রসঙ্গে যে সব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার সংখ্যা ৩৪৪টি। ইব্ন হাজার (র) বুখারীর এমন হাদীসের সংখ্যা উল্লেখ করেননি যেগুলো সাহাবী থেকে মাওকূফ রূপে এবং তাবি'ঈ ও

১০৩. তাদরীবুস্-সুন্নাহ, পৃ. ২৪৪।
১০৪. তাবাকাতুশ্-শাফি'ইয়াহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২১; আল-ইয়াফি'ঈ বলেন,
صَنَّفْتُ كِتَابِيْ الصَّحِيْحَ لِسِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً، خَرَّجْتُهُ مِنْ سِتَّ مِائَةِ اَلْفِ حَدِيْثٍ.
ম. মিরআতুল-জিনান, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৫।
১০৫. J. Robson, The Encyclopaedia Of Islam, Vol. I, P-1296.
১০৬. 'উমদাতুল-কারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬; তাদরীবুস্-সুন্নাহ, পৃ. ১২০।
১০৭. তাহযীবুল-আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৫।
১০৮. আল-হাদীস ওয়াল-মুহাদ্দিসুন, পৃ. ৩৭৯।

তাঁদের পরবর্তীগণ থেকে মাকতু' হাদীস রূপে বর্ণিত হয়েছে। অতএব, মাওকূফ এবং মাকতু' ছাড়া বুখারীতে মুকাররারসহ উল্লিখিত হাদীসের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৯০৮২ টি।[১০৯] এ সংখ্যা গণনায় পার্থক্যের একটি প্রধান কারণ হচ্ছে, ইমাম বুখারী (র)-এর নিকট থেকে বিভিন্ন সময়ে তাঁর বিভিন্ন ছাত্র এ গ্রন্থটি শ্রবণ করেন। তাঁদের নিকট সংরক্ষিত হাদীসের সংখ্যা কম বেশি হওয়ায় এ পার্থক্য দেখা দেয়।

'আব্দুল আযীয আল-খাওলীর মতে, ইমাম বুখারী (র) তাঁর সহীহ গ্রন্থে মু'আল্লাক, মওকূফ এবং মাকতু' হাদীস উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু সেগুলো তাঁর কিতাবের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়। তিনি সেগুলো শুধু সাহায্যার্থে এবং ইসতিশহাদের জন্যই বর্ণনা করেছেন। আর এ কারণেই এগুলোর বর্ণনা মূল হাদীস থেকে ভিন্নভাবে করেছেন, যাতে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য প্রতীয়মান হয়।

এ গ্রন্থটিতে ২২টি সুলাছিয়াত হাদীস রয়েছে। ১৬০টি অধ্যায় ও ৩৪৫০টি অনুচ্ছেদ রয়েছে।

আল-জামি' আস্-সহীহ্-এর বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেক ব্যক্তির সংকলিত গ্রন্থ তাঁর আপন বৈশিষ্ট্য মণ্ডলী দ্বারা সমাদৃত। অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী (র)-এর আল-জামি'উস্-সহীহ গ্রন্থটির প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে তাঁর অনুসৃত কতগুলো বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। আর এ সকল বৈশিষ্ট্যাবলীই এ গ্রন্থটিকে দান করেছে স্বতন্ত্র মর্যাদা। এ সম্পর্কে ড. মুহাম্মদ যুবাইর সিদ্দিকী বলেন,

Muslim world gained its respectful regard and was recognized as an authority next only to the Quran.[১১০]

নিম্নের এ গ্রন্থের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল,

১. ইমাম বুখারী (র) বাবের অন্তর্ভুক্ত হাদীস গুলোর মমার্থ ও শিক্ষার উপর ভিত্তি করে تَرْجُمَةُ الْبَابِ নির্ধারণ করেছেন। এ সম্পর্কে J. Robson বলেন, The titles of the babs are meant to indicate the subject-mattor and teaching of the tradition they contain.[১১১]

২. এ গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, অনেক অধ্যায়ের শিরোনামের বক্তব্য অনুযায়ী পবিত্র কুরআনের আয়াত সংযোজন। এতে করে পাঠকগণ একই স্থানে হাদীসের বক্তব্যের সাথে কুরআনের বাণী মিলিয়ে দেখার সুযোগ লাভ করে। উপরন্তু ইমাম বুখারী (র) কুরআনের আয়াত সন্নিবেশিত করে এ কথার দিকে ইঙ্গিত করার প্রয়াস পেয়েছেন যে আসলে প্রতিটি বিষয় কুরআনে রয়েছে কিন্তু সাধারণ মানুষ তা হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম। এ সম্পর্কে ড. মুহাম্মদ জুবাইর সিদ্দিকী বলেন,

About the headings of the various chapters in the Sahih it has been aptly remarked that in them consists the Fiqh of al-Bukhari. These headings consists of verses from the Qur'an or the passages from traditions.[১১২]

১০৯. 'উমদাতুল-কারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬; মিফতাহুস্-সুন্নাহ, পৃ. ৪০; আল-হাদীস ওয়াল-মুহাদ্দিসুন, পৃ. ৩৭৯।
১১০. Dr. Muhammad Zubayr siddqi, Hadith Literature, P-95.
১১১. J. Robson, The Encyclopaedia Of Islam, Vol. I, P-1297.
১১২. Dr. Muhammad Zubayr siddqi, Hadith Literature, P-95.

৩. ইমাম বুখারী (র) বিভিন্ন অনুচ্ছেদে হাদীস থেকে ফিকহী মাসআলার সামাধান, জীবন চরিত ও কুরআনের ব্যাখ্যার সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।[১১৩] এ সম্পর্কে J. Robson বলেন, The work in the main is arranged according to the various matters of fikh; but it also contains other material as on the beginning of on creation, on paradise and hell, on Muhammad, on Qur'an, commentary etc.[১১৪]

৪. সহীহ বুখারীতে সোলাসিয়াত হাদীসের সংখ্যা ২২টি যা হাদীসের অন্যকোন হাদীস গ্রন্থে নেই। এটি এ গ্রন্থের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য যা এ গ্রন্থের মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে।

৫. ইমাম বুখারী (র) হাদীস গ্রন্থাবদ্ধ করার ব্যাপারে কঠোর শর্তাবলী আরোপ করেন। কোন কোন স্থানে قَالَ لِيْ فُلَانٌ ব্যাবহার করেছেন। এ ধরণের শর্তাবলী ঐ ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন, যে সকল স্থানে বর্ণনাকারীর বর্ণনা তার শর্তমালা অনুযায়ী হয়নি। আবার কোথাও কোথাও তিনি قَالَ فُلَانٌ এর স্থলে حَدَّثَنَا فُلَانٌ ব্যবহার করেছেন।[১১৫]

৬. ইমাম বুখারী (র) মাসআলার إِسْتِنْبَاطْ বা উদ্ভাবনকল্পে একই জাতীয় হাদীসকে বিভিন্ন অধ্যায়ে একাধিকবার উল্লেখ করেছেন।[১১৬] যেমন সহীহুল-বুখারীর ১৩টি স্থানে إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّات[১১৭] উল্লেখ করেছেন।

৭. সহীহ বুখারী গ্রন্থের সূচনা ও সমাপ্তির মধ্যে একটি সুসম্পর্ক বিদ্যমান। যেমন এ গ্রন্থটির সূচনা করা হয়েছে إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّات তথা নিয়্যত এর হাদীসের মাধ্যমে। কেননা নিয়তের ওপর সকল কাজে নির্ভরশীল। আর সমাপ্তি করা হয়েছে كِتَابُ التَّوْحِيدْ তথা তাওহীদ বিষয়ক হাদীসের মাধ্যমে। কারণ তাওহীদ হচ্ছে আখিরাতের মুক্তির একমাত্র মাপকাঠি।

৮. ইমাম বুখারী (র) সহীহুল-বুখারী প্রণয়নকালে কখনও কোন কারণে হাদীস লিপিবদ্ধকার্য স্থগিত রাখলে পুনরায় তা শুরু করার সময় তাসমিয়্যাহ তথা بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم দিয়ে শুরু করতেন। ফলে এ হাদীস গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে তাসমিয়্যাহ পরিলক্ষিত হয়।

৯. এ গ্রন্থের হাদীসের পাঠে পাঠকগণের সুবিধার জন্য হাদীসের মধ্যে ব্যবহৃত দূর্বোধ্য শব্দের ব্যাখ্যার জন্য কুরআনের শব্দ ও তাফসীরকারকগণের অভিমত উল্লেখ করেছেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আয়াত পেশ না করে শুধু কিছু শব্দ তুলে ধরেছেন। যাতে হাদীসের মমার্থ সহজে অনুধাবন করা যায়। এ গ্রন্থের كِتَابُ التَّفْسِيْر এবং كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْق -এ এরূপ মতামত বিদ্যমান আছে।

১১৩. আল-হাদীসুন্-নববী, পৃ. ৩৬০।
১১৪. J. Robson, The Encyclopaedia Of Islam, Vol. I, P-1297.
১১৫. কাওয়ায়িদুত্-তাহদীস, পৃ. ১৯৬; আল-হাদীসুন্-নববী, পৃ. ৩৬৫।
১১৬. আল-হাদীসুন্-নববী, পৃ. ৩৬৫।
১১৭. সহীহুল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২।

১০. সকল মুহাদ্দিস সহীহুল-বুখারীকে সর্বাপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। জমহুর 'আলিমগণ বলেন,[১১৮]

أَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ تَحْتَ السَّمَاءِ صَحِيْحُ الْبُخَارِيّ

-'আল্লাহ্‌র কিতাবের পর আকাশের নিচে সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে সহীহুল-বুখারী।'

১১. ইমাম বুখারী (র) তাঁর গ্রন্থটিকে শরী'আতের নির্দেশ মালার বর্ণনা থেকে শুন্য রাখা সমীচীন মনে করেননি। তাই তিনি আপন বুদ্ধিমত্তা ও উপলব্ধির মাধ্যমে হাদীসের মতন থেকে বহু অর্থ ও তথ্য উদঘাটন করে কিতাবের বিভিন্ন অনুচ্ছেদের সামাঞ্জস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে বিভক্ত করে দেন। আর এ ক্ষেত্রে তিনি কুরআন মাজীদের আহকাম বিশিষ্ট আয়াত সমূহ চয়ন করে সেগুলো থেকে অভিনব ইঙ্গিতসমূহ উদ্‌ঘাটন করেন। আর সেগুলোর তাফসীরের প্রতি ইশারা করতে গিয়ে তিনি সুপ্রশস্ত রাস্তায় চলেন।[১১৯]

১২ এ গ্রন্থে মুতাবি' এবং রিওয়ায়াতের ভিন্নতা সম্পর্কে অবহিত করণ প্রসঙ্গে যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার সংখ্যা ৩৪৪টি।

১৩. সাহাবী থেকে মাওকূফ এবং তাবি'ঈ থেকে মাকতু' হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

১৪. ইমাম বুখারী (র) তাঁর সহীহ গ্রন্থে মু'আল্লাক, মাওকূফ এবং মাকতু' হাদীস উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেগুলো তাঁর কিতাবের বিসয় বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়। তিনি সেগুলো শুধু সাহায্যার্থে এবং ইসভিশহাদের জন্যই বর্ণনা করেছেন। আর এ কারণেই এগুলোর বর্ণনা মূল হাদীস থেকে ভিন্নভাবে করেছেন, যাতে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য প্রতীয়মান হয়।

আল-জামি'উস্-সহীহ-এর শরহ্ বা ভাষ্য গ্রন্থ

আল্লাহ তা'আলার কিতাবের পর ইমাম বুখারী (র)-এর আল-জামি'উস্-সহীহ-এর স্থান। এ গ্রন্থের গুরুত্ব অপরিসীম। এর অধিক গ্রহণযোগ্যতার কারণে যুগে যুগে 'আলিমগণ-এর শরহ বা ভাষ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ফলে এর ব্যাখ্যাকারীগণের সংখ্যা কতই না অধিক। অনেকেই এ গ্রন্থের রিজাল এবং এর উদ্দেশ্যাবলীর উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। আবার অনেকে এ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ প্রণয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। হাজী খলীফা তাঁর "কাশফুয্-যুনূন" গ্রন্থে সহীহ-বুখারীর ৮২-এর উর্ধ্বে শরহ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন।[১২০] ফুয়াদ সিযগীন তাঁর "তারীখুত্-তুরাসিল-'আরাবী" গ্রন্থের বুখারীর ৫৬টি শরহ গ্রন্থের এবং সংক্ষিপ্ত ৭টি শরহ গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।[১২১] কেউ কেউ অতি দীর্ঘ ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনাকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন। আবার কেউ কেউ সংক্ষিপ্ত বুখারীর শরহ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ্যযোগ্য ব্যাখ্যা গ্রন্থের নাম বর্ণনা করা হল।

১. ই'লামুস্-সুনান (إِعْلَامُ السُّنَنْ) : এ শরহ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইবরাহীম ইব্‌ন সাবতী আল-খাত্তাবী আবূ সুলাইমান (র) (মৃত ৩০৮

১১৮. ফাতহুল-বারী, মুকাদ্দামাহ, পৃ ৫।
১১৯. ইবন হাজার 'আসকালানী, মুকাদ্দামাতু-ফাতহুল-বারী, পৃ. ৬।
১২০. কাশফুয্-যুনূন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৫।
১২১. তারীখুত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৯-২৪৫।

হিজরী/৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দ)। এটি সর্বপ্রথম বুখারীর শরহ গ্রন্থ। এটি উত্তম একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ। এ গ্রন্থটিতে অনেক তথ্য ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[১২২]

২. **শারহুল-বুখারী** (شَرْحُ الْبُخَارِيُّ) ঃ ইমাম আবুল হাসান 'আলী ইব্ন খালফ আল-গারবী আল-মালেকী (র) (মৃত ৪৪৯ হিজরী) সহীহ বুখারীর একটি শরহ গ্রন্থ রচনা করেন। এ শরহ গ্রন্থটিতে ফিকহে মালেকী বিষয়ক মাসআলা সমূহ আলোচিত হয়েছে।[১২৩]

৩. **আত্-তানকীহ লিআলফাযিল-জামি'ইস্-সহীহ** (اَلتَّنْقِيْحُ لِأَلْفَاظِ الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ) ঃ ইমাম বদরুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন বাহাদুর আয্-যারকাশী (মৃত ৭৯৪/১৩৯২) সহীহুল বুখারীর এ উৎকৃষ্ট শরহ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[১২৪]

৪. **শাওয়াহিদুত্-তাওযীহ ওয়াত্-তাসহীহ লিমুশকিলাতিল-জামি'ইস্-সহীহ** (شَوَاهِدُ التَّوْضِيْحِ وَالتَّصْحِيْحِ لِمُشْكِلاَتِ الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ) ঃ এ শরহ গ্রন্থটি মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দিল মালিক (মৃত ৬৭২/১৩৭২) রচনা করেন।[১২৫]

৫. **শারহুল-জামি'** (شَرْحُ الْجَامِعِ) ঃ এটি কুতুবুদ্দীন 'আব্দুল করীম ইব্ন 'আব্দুন্-নূর ইব্ন মাইসির হালবী (র) (মৃত ৭৪৫ হিজরী) রচনা করেন। কিন্তু তিনি এ গ্রন্থটি সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি। তিনি এ গ্রন্থটি অর্ধেক পর্যন্ত রচনা করেন। এটি ১০ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।[১২৬]

৬. **আল-কাওয়াকিবুদ্-দুরার** (اَلْكَوَاكِبُ الدُّرَرُ) ঃ এ শরহ গ্রন্থটি মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ ইব্ন 'আলী আল-কিরমানী (মৃত ৭৮৬/১৩৮৪) প্রণয়ন করেন। তিনি মক্কাতুল-মুকাররমায় এর সম্পাদনা কার্য সম্পাদন করেন। এতে মূল ব্যাখ্যা গ্রন্থের শুরুতে 'ইলমে হাদীসের ফযীলত এবং ইমাম বুখারী (র)-এর জীবন রচিত উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বাক্যের শাব্দিক বিশ্লেষণ, নাহবী ই'রাব, রাবীগণের নাম এবং উপাধিসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরস্পর বিরোধী হাদীসের সমাধান ও সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। পরবর্তীতে ব্যাখ্যাকারগণ এ গ্রন্থ থেকে উপকৃত হয়েছেন পুরোপুরিভাবেই।[১২৭]

৭. **আল-কাউসারুল-জারী 'আলা রিয়াদিল-বারী** (اَلْكَوْثَرُ الْجَارِيُّ عَلَى رِيَاضِ الْبَارِيِّ) ঃ এ শরহ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন আহমদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-কাওরানী আল-হানাফী (র) (মৃত ৭৯৩ হিজরী)। গ্রন্থটির শুরুতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সীরাত বিষয়ক আলোচনা করা হয়েছে। এতে শব্দের বিশ্লেষণ এবং বর্ণনাকারীগণের নাম উল্লেখের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।[১২৮]

৮. **মানহুল-বারী বিস্সাবিলি ফাসিহিল-বুখারী** (مَنْحُ الْبَارِيْ بِالسَّبِيْلِ الْفَسِيْحِ الْبُجَارِيْ) ঃ এ শরহ গ্রন্থটি ইমাম মাজদুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন ইয়া'কূব আল-ফীরুয আবাদী আশ্-শীরাযী (র) (মৃত ৮১৭ হিজরী) প্রণয়ন করেন।

এটি সহীহুল-বুখারীর একটি সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা গ্রন্থ। তিনি সহীহুল-বুখারীর 'ইবাদত অংশের এক চতুর্থাংশের ব্যাখ্যা সম্পন্ন করেন ২০ খণ্ডে। তিনি এ শরহ গ্রন্থে এমন কতগুলো আলোচনা করেন, যা ইতোপূর্বে কোন ব্যাখ্যা গ্রন্থে আলোচিত হয়নি।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে হাদীস উপলব্ধির অতি প্রয়োজনীয় দিকগুলোর ব্যাখ্যায় আপন ব্যাখ্যাগ্রন্থকে সীমাবদ্ধ রাখেন। এ সকল ব্যাখ্যাকারগণ মত ও পথের ভিন্নতার কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করেছেন। এ সকল ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়ন কারীগণের মধ্যে রয়েছেন পূর্বসূরী মহান মহান পণ্ডিত এবং পরবর্তী সুতীক্ষ্ণ জ্ঞানের অধিকারী হাদীস শাস্ত্রবিদগণ।[১২৯] তাঁদের মধ্যে রয়েছেনঃ

৯. **ফাতহুল-বারী** فَتْحُ الْبَارِي ঃ শায়খুল-ইসলাম আহমদ ইব্ন 'আলী ইব্ন হাজার 'আসকালানী (মৃত ৮৫২/১৪৪৮) একটি অতি চমৎকার জ্ঞানসমৃদ্ধ শরহ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[১৩০]

ইব্ন হাজার এ অনুগ্রহকারীগণের মধ্যে আমীর হিসেবে পরিগণিত। কারণ, অন্য কোন শরহ গ্রন্থ তাঁর শরহ গ্রন্থের কাছাকাছিও হতে পারেনি এবং তার অন্তঃস্থিত গুণাবলী ও সৌন্দর্যকে আপন গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করতে পারেনি। তাঁর পূর্ণ শরহটি রচিত না হয়ে যদি শুধু মুকাদ্দামাহটি রচিত হত তবে এর সুগঠনমূলক আলোচনা এবং এর মহান মর্যাদা প্রকাশের জন্য যথেষ্ট হত। ইয়ামনের মুজতাহিদ শাওকানী (র)-কে যখন ইমাম বুখারী (র)-এর আল-জামি' আস্-সহীহ এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য আহবান জানানো হয় তখন তিনি বলেন, لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ -'ফত্হ মক্কার পর আর হিজরত নেই।' অর্থাৎ ফাত'হুল-বারী প্রণয়ণের পর বুখারী শরীফের আর ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজন নেই। 'আল্লামা ইব্ন হাজার 'আসকালানী (র) ৮১৩ হিজরী সালে তাঁর মুকাদ্দামাটি সম্পন্ন করার পর ৮১৭ হিজরী সালের শুরুতে فَتْحُ الْبَارِي গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ শুরু করেন এবং ৮৪২ হিজরী সালের রজব মাসের প্রথমে তা সমাপ্ত করেন। এ কাজ সম্পন্ন হওয়ার মুহূর্তে তিনি একটি বিরাট যিয়াফতের আয়োজন করেন যাতে নগণ্য সংখ্যক ব্যক্তি ছাড়া কোন মুসলিম ব্যক্তি অনুপস্থিত ছিলেন না। এ খাদ্যায়োজনে তিনি প্রায় ৫শত দীনার ব্যয় করেন। গ্রন্থকারের জীবদ্দশাতেই গ্রন্থটি যথোপযুক্ত মর্যাদা লাভ করে। এমনকি বিভিন্ন অঞ্চলের রাজন্যবর্গ গ্রন্থটি কপি করার জন্য তলব করতে থাকেন এবং প্রায় ৩ লক্ষ দীনার মুদ্রায় তা ক্রয় করা হয়। গ্রন্থটি দিগ-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে, এমনকি এর খ্যাতি অন্যসব শরহ গ্রন্থের খ্যাতিকে ঢেকে নেয়। এ গ্রন্থটি ১৩ খণ্ডে

১২২. কাশফুয্-যুনূন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৫; তারীখুত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৯; মিফতাহুস্-সুন্নাহ, পৃ. ৪২।
১২৩. কাশফুয্-যুনূন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৫-৫৪৬।
১২৪. কাশফুয্-যুনূন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৫; তারীখুত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩১।
১২৫. তারীখুত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩০।
১২৬. কাশফুয্-যুনূন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৬।
১২৭. তারীখুত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩০; কাশফুয্-যুনূন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৬।

১২৮. কাশফুয্-যুনূন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৯।
১২৯. মিফতাহুস্-সুন্নাহ, পৃ. ৪২।
১৩০. কাশফুয্-যুনূন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৭-৫৪৯; তারীখুত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৪-২৩৫।

বিভক্ত। এর মুকাদ্দমাহটি একটি মোটা ও পুরু খণ্ডে মুদ্রিত। এটি মিসর ও হিন্দুস্তান থেকে দুবার মুদ্রিত হয়েছে।[১৩১] এটি বৈরুতের দারু ইয়াহ্ইয়াউত-তুরাসিল-আরাবী থেকে ১৪০২ হিজরী সালে একটি ভূমিকাসহ ১২ খণ্ডে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এছাড়া বৈরুতের দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ থেকে ১৪১০ হিজরী/১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি ভূমিকা, দু'টি সূচীপত্রসহ ১২ খণ্ডে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

১০. 'উমদাতুল-কারী عُمْدَةُ الْقَارِيْ ঃ বদরুদ্দীন মাহমূদ ইব্ন আহমদ আল-'আয়নী আল-হানাফী (মৃত ৮৫৫ হিজরী) (র) এ শরহ্ গ্রন্থের রচয়িতা।[১৩২]

এটি বুখারীর শরহ গ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহের মধ্যে এর চেয়ে উত্তম ও ভালো গ্রন্থ আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি। 'আয়নী (র) ৮২১ হিজরীতে এর লিখা আরম্ভ করেন আর ৮৪৭ হিজরীতে তা সমাপ্ত করেন। এ গ্রন্থটি লিখতে ২৬ বছর সময় লেগেছে। 'আয়নী (র)-কে ثري বলেন যে, এটা ফাতহুল-বারী থেকে এক-তৃতীয়াংশ বড়, এ সম্পর্কে বিতর্কের বাকডোর প্রয়োজন নেই। যদি ফতহুল-বারীর ভূমিকা না থাকত তাহলে 'উমদাতুল-কারী এর অবস্থান তার উপরে হতো। মূলত বুখারী শরীফের সকল ব্যাখ্যা গ্রন্থের মধ্যে এ দুটি ব্যাখ্যা গ্রন্থই শ্রেষ্ঠত্বের স্থান পেয়েছে। এটি একটি সুবিস্তৃত ও সুদীর্ঘ ব্যাখ্যা গ্রন্থ। যে যুগে 'আয়নী (র) এ শরহ্ গ্রন্থটি লিখেছেন সে যুগে ইব্ন হাজার 'আসকালানী (র) অগ্রে আরম্ভ করেছেন। বুরহান ইব্ন খিযির (র) ইব্ন হাজার (র)-এর অনুমতিক্রমে তার পাণ্ডুলিপি নিয়েছেন। আর 'আয়নী (র) সে পাণ্ডুলিপিটি তাঁর কাছ থেকে নিলেন। 'আয়নী (র) ইব্ন হাজার (র)-এর সে পাণ্ডুলিপিটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ও গভীর দৃষ্টিতে একবার পড়ে নিলেন এবং সাথে সাথে এর উপর অভিযোগ করলেন। এ গ্রন্থটি যখন পূর্ণতা লাভ করে লোকসমাজে প্রকাশিত ও প্রচারিত হল তখন ইব্ন হাজার (র) ও তাঁর ছাত্ররা এতে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ইব্ন হাজার (র) 'আয়নী (র)-এর অভিযোগ ও সমালোচনার প্রতিউত্তরে 'ইন্তিকাযুল-ই'তিরায' নামে একটি গ্রন্থ লিখা শুরু করেন। কিন্তু তিনি তা সমাপ্ত করার পূর্বেই ইন্তিকাল করেন।

বদরুদ্দীন আল-'আইনী (র) তাঁর ব্যাখ্যা গ্রন্থের প্রথমে কুরআন-এর সাথে হাদীস-এর সামঞ্জস্য বিধান করেছেন এরপর তরজমাতুল-বাব এর পূর্বোক্ত হাদীসের সাথে এর সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে। এর বর্ণনাকারী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যে সাহাবী থেকে হাদীসটি বর্ণিত সে সাহাবী (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনেতিহাস তুলে ধরা হয়েছে এবং হাদীসের প্রকারভেদের মধ্য থেকে এটি কোন ধরনের হাদীস তা বর্ণনা করা হয়েছে। সহীহুল-বুখারী যে অধ্যায়ের অধীনে যে হাদীসটি বারংবার এসেছে তার উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে। ইমাম বুখারী (র) ব্যতীত যে সকল মুহাদ্দিস তাঁদের রচনায় ঐ হাদীসের তাখরীজ করেছেন তা তুলে ধরেছেন। এরপর তিনি ব্যাকরণ প্রকরণ শাস্ত্র হিসেবে শব্দ, অর্থ, স্পষ্ট ও অস্পষ্টতার ভিত্তিতে এর ব্যাখ্যা করেছেন, হাদীসের চাহিদা অনুযায়ী এর থেকে যেসব মাসআলা ইসতিম্বাত হয় তা উল্লেখ করা হয়েছে। ঐসব মাসআলার অধীনে যেসব ফিক্হী মাসআলার ভিন্নতা রয়েছে তাও তুলে ধরা হয়েছে। হানাফী মাযহাবকে তিনি দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে সাবেত

১৩১. কাশফুয্-যুনূন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৭-৫৪৯; হাদীস শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত, পৃ. ৭১-৭২।
১৩২. কাশফুয্-যুনূন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৭; তারীখুত-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৬-২৩৭।

করেছেন। কোন কোন হাদীসের ক্ষেত্রে অন্য ব্যাখ্যাকারের মতভিন্নতা থাকলে তা উল্লেখ করে তার যথোপযুক্ত উত্তর দিয়েছেন। 'আয়নী (র) হাদীসের ব্যাখ্যা বিভিন্ন অধ্যায়ে বন্টন করেছেন এবং প্রতিটি অধ্যায়কে বিভিন্ন শিরোনামে সাজিয়েছেন। যার কারণে এ গ্রন্থ থেকে ইসতেফাদা হাসিল করা খুবই সহজ। যেসব হাদীস একাধিকবার এসেছে এ ক্ষেত্রে 'আল্লামা 'আয়নী (র)-এর নিয়ম হলো প্রথমবার যে অধ্যায়ে হাদীসটি এসেছে সেখানে এর বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন এবং পরবর্তীতে তা সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন। এ কারণেই 'আয়নী (র) সহীহুল-বুখারীর প্রথম খণ্ডের বারো জুয-এর ব্যাখ্যা লিখেছেন। আর দ্বিতীয় খণ্ডের ব্যাখা লিখেছেন ৯ জুযএ। এটি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে একাধিকবার মুদ্রিত হয়েছে। বৈরুতের দারু'ল-ফিকর থেকে এটি ২৫ খণ্ডে মুদ্রিত হয়।[১৩৩] পাকিস্তানের আল-মাকতাবাতুর-রশীদিয়্যাহ থেকে ১৪০৬ হিজরীতে ২৬ খণ্ডে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

১১. আত্-তাওশীহ্ 'আলাল জামি'ইস্-সহীহ (اَلتَّوْشِيْحُ عَلَى الْجَامِعُ الصَّحِيْحِ) ঃ এটি 'আব্দুর রহমান জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) (মৃত ৯১১/১৫০৫) রচনা করেন। এটি বৈরুতের দারুল-কুতুবিল-ইলমিয়্যাহ থেকে ১৪২০/২০০০ সালে ৫ খণ্ডে মুদ্রিত হয়।[১৩৪]

১২. ইরশাদুস্-সারী (إِرْشَادُ السَّارِيْ) ঃ আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবী বকর আল-কুস্তালানী (মৃত ৯২৩/১৫১৭) এ শরহ গ্রন্থটি রচনা করেন। এ শরহ গ্রন্থের সূচনায় একটি সুন্দর ভূমিকা সংযোজিত রয়েছে। এ গ্রন্থটিও বৈরুতের দারুল-কুতুবিল-ইলমিয়্যাহ থেকে ১৪১৬/১৯৯৬ সালে ১০ খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে।[১৩৫]

১৩. আল-জামি'উস্-সহীহুল বুখারী বিশারহিল-কিরমানী (اَلْجَامِعُ الصَّحِيْحُ الْبُخَارِيَ بِشَرْحِ الْكِرْمَانِي) ঃ এটি 'আল্লামা কিরমানী (র) রচনা করেন। এটি বৈরুতের দারুল-ফিকর থেকে ১৪১১/১৯৯১ সালে ১২ খণ্ডে মুদ্রিত হয়।

১৪. আত্-তাওযীহ্ লিশারহিল-জামি'ইস্-সহীহ (اَلتَّوضِيْح لِشَرْحِ الْجَامِعُ الصَّحِيْحِ) ঃ এ শরহ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন 'উসামন ইব্ন 'আলী ইব্ন আল-মুলাক্কিন আশ্-শাফি'ঈ (র) (মৃত ৮০৫/১৪০৩)। গ্রন্থটি বৈরুতের দারুল-ফিকর থেকে ২০ খণ্ডে প্রকাশিত হয়।[১৩৬]

১৫. আল-লামি'উস্-সাবীহ (اَللَّامِعُ الصَّبِيْحِ) ঃ এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন 'আল্লামা শামসুদ্দীন আবূ 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন 'আদ্-দায়িম ইব্ন মূসা বরমাবী আশ্-শাফি'ঈ (র) (মৃত ৮৩১ হিজরী)। এটি একটি উত্তম শরহ গ্রন্থ। এটি চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।[১৩৭]

১৩৩. যাফরুল-মুহাসসিলীন, পৃ. ১৩৫-১৩৬।
১৩৪. কাশফুয্-যুনূন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৯।
১৩৫. তারীখুত-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৮।
১৩৬. কাশফুয্-যুনূন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৬; তারীখুত-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩২-২৩৩।
১৩৭. কাশফুয্-যুনূন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৭।

১৬. তুহফাতুল-বারী বিশরহি সহীহিল-বুখারী (تُحْفَةُ الْبَارِيْ بِشَرْحِ صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ) : এ শরহ গ্রন্থটি যাকারিয়া ইব্ন মুহাম্মদ আল-আনসারী (র) (মৃত ৯১৬/১৫১১) প্রণয়ন করেন।[১৩৮]

১৭. ফায়যুল-বারী ফী শারহি গারীবি সহীহিল-বুখারী (فَيْضُ الْبَارِيِّ فِيْ شَـرْحِ غَرِيْـبِ صَحِيْحِ الْبُخَـارِيِّ) : এ শরহ গ্রন্থটি 'আব্দুর রহমান ইব্ন 'আব্দুর রহমান ইব্ন আহমদ আল-আব্বাসী (র) (মৃত ৯৬৩/১৫০১) প্রণয়ন করেন।[১৩৯]

১৮. গাইয়াতুত্-তাওযীহ (غَايَـةُ التَّوْضِيْح) : এ শরহ গ্রন্থটি 'উসমান ইব্ন 'ঈসা ইব্ন ইবরাহীম আস্-সিদ্দীকী আল-হানাফী (র) (মৃত ১০ম হিজরী) রচনা করেন।[১৪০]

১৯. ফায়যুল-বারী 'আলা সহীহিল-বুখারী (فَيْضُ الْبَارِي عَلى صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ) : এটি মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) (মৃত ১৩৫২ হিজরী)-এর তাকরীর যা তার প্রিয় ছাত্র মুহাম্মদ বদরুল-'আলম মিরাঠী (র) ক্লাসে লিখেছেন। এ গ্রন্থটি ১৯৯২ সালে দিল্লীর রব্বানী বুক ডিপু থেকে চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়।[১৪১]

আল-জামি'-এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ

আল-জামি'-এর অনেক সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সংকলিত হয়। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধগুলো এই,

১. আইয়ূব ইব্ন 'আব্দুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ আল-ফিরাবরী (মৃত ৩২০/৯৩৩) হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে الْعَوالِي الصِّحَاح নামে সহীহ বুখারী-এর একটি মুখতাসার রচনা করেন।

২. মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-মারওয়াযী আল-কুশমায়হানী (মৃত ৩৮৯/৯৯৯)-এর মুখতাসার। এর নাম اجُزْءٌ فِيْهِ الْحَدِيْثِ الْمَائَة الْمخرجة من كتاب صحيح الْبُخَارِيِّ।

৩. আবুল-কাসিম 'আলী ইব্ন হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'উবায়দিল্লাহ আল-ইয়াযদী (মৃত ৪৮৮/১০৯৫) (র)-এর إِرْشَادُ السَّارِيِّ إِلى إِخْتِصَار صَحِيْحِ الْبُخَـارِيِّ নামে একটি মুখতাসার গ্রন্থ সংকলন করেন।

৪. 'আব্দুল হক 'আব্দুর রহমান ইব্ন 'আব্দিল্লাহ আল-আযদী (মৃত ৫৮১/১১৮৫) (র) এর মুখতাসার।

৫. ইমাম জামালুদ্দীন আহমদ ইব্ন 'ওমর আল-আনসারী আল-কুরতুবী (মৃত ৬৫৬ হিজরী) (র)-এর مُخْتَصَرُ الصَّحِيْح (মুখতাসার)।

৬. ইয়াহইয়া ইব্ন শারফ আন্-নববী (মৃত ৬৭৬/১২৭৮) (র) সহীহ বুখারীর দুটি মুখতাসার সংকলন করেন।

---

১৩৮. তারীখুত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৯।
১৩৯. তারীখুত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪০।
১৪০. তারীখুত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪০।
১৪১. তারীখুত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৩।

أ– تلخيص شرح الأحاديث النبوية وإيضاح حكمها واستنباط معانيها البارزة والخفيفة.

ب–تلخيص شرح الألفاظ والمعاني مما تضمنه صحيح البخاري

৭. 'আব্দুল্লাহ ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন আবী যামরাহ আল-আযদী (মৃত ৬৯৯/১৩০০) جمع النهاية ببعض الخير والغاية নামে একটি মুখতাসার রচনা করেন। এটি কায়রো থেকে ১২৮৬, ১৩০৬, ১৩২১ ও ১৩৪৯ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।

৮. বদরুদ্দীন হাসান ইব্ন 'ওমর আল-হালবী (মৃত ৭৮৯ হিজরী) (র)-এর মুখতাসার। তাঁর এ গ্রন্থের নাম, إِرْشَادُ السَّارِىُ وَالْقَارِيْ।

৯. হুসায়ন ইবনু'ল-মুবারক আয্-যাবীদী (মৃত ৮৯৩ হিজরী) (র)-এর মুখতাসার। তিনি এতে মূল রাবী ছাড়া পূর্ণ সনদ পরিত্যাগ করেন। তিনি গ্রন্থটির নামকরণ করেন, اَلتَّجْرِيْدُ الصَّرِيْحُ لأَحَادِيْثِ الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ।[১৪২]

ভারতের ভূপালের রাজা সিদ্দীক হাসান খান এর একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শায়খ 'আব্দুল্লাহ আশ্-শারকাভীও এর একটি শরহ গ্রন্থ রচনা করেন। এ দু'টি শরহ গ্রন্থই মুদ্রিত হয়েছে।

জামি'- আল-বুখারী-এর রাবীগণের জীবনী গ্রন্থ

বুখারী শরীফের হাদীস যে সকল রাবীগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে তাঁদের জীবন সম্পর্কে হাদীসবিদগণ গ্রন্থ রচনা করেন। এর কয়েকটি নিম্নরূপঃ

১. শায়খ ইমাম আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-কালাবাযী (মৃত ৩৯৮ হিজরী) (র)-এর أَسْمَاءُ رِجَال الْبُخَارِي।

২. আবুল-ওয়ালীদ সুলায়মান ইব্ন খালফ আল-বাজী (মৃত ৪৭৪ হিজরী) (র)-এর كِتَابُ التَّعْدِيْلِ وَالتَّجْرِيْحِ।

৩. জালালুদ্দীন 'আব্দুর রহমান ইব্ন 'ওমর আল-বালকীনী (মৃত ৮২৪ হিজরী) (র)-এর اَلإِفْهَامُ بِمَا وَقَعَ فِيْ الْبُخَارِىُ مِنَ الإِبْهَامِ।[১৪৩]

জামি'-আল বুখারী-এর সমালোচনা

হাদীস সমালোচক হাফিযগণ বুখারী শরীফের ১১০টি হাদীসের সমালোচনা করেছেন। তন্মধ্যে এমন ৩২টি সমালোচিত হাদীস রয়েছে যেগুলো ইমাম বুখারী (র) ও ইমাম মুসলিম (র) উভয়ই তাঁদের সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। আর অবশিষ্ট ৮৭টি হাদীস ইমাম বুখারী (র) আপন সহীহ গ্রন্থে এককভাবে বর্ণনা করেছেন। ইব্ন হাজার (র) তাঁর রচিত বুখারীর শরহ গ্রন্থ ফাতহু'ল-বারীর মুকাদ্দামায় বলেন, এ সমালোচনায় উল্লিখিত সবক'টি কারণ দোষ হিসেবে গণ্য নয়, বরং অধিকাংশ কারণের জবাব স্পষ্ট। আর উল্লিখিত দোষ-ত্রুটি খণ্ডিত। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রদত্ত জবাব স্পষ্ট নয়। জবাব দিতে

---

১৪২. মিফতাহুস্-সুন্নাহ, পৃ. ৪৫: তারীখুত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৩-২৪৪।
১৪৩. মিফতাহুস-সুন্নাহ, পৃ. ৪৫।

গিয়ে ইবন হাজার (র) যেখানে يسير (এর উত্তর সহজ) বলে মন্তব্য করেছেন তা সঠিক বলে ধরে নেওয়া কষ্টকর। হাফিয ইবন হাজার (র) তাঁর আল-মুকাদ্দমায় এ সব জবাব সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। কিছু কিছু উপমা নিম্নরূপঃ

১. ইমাম দারা কুতনী (র) বলেন, ইমাম বুখারী (র) এবং ইমাম মুসলিম (র) মালিক (র) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস ইমাম যুহরী (র) থেকে এবং তিনি হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। হাদীসটি এই,

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ مِنَّا إِلَى قُبَاءَ فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

-'হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমরা 'আসরের সালাত আদায় করার পর আমাদের মধ্যে কেউ কেউ কুবার দিকে যাত্রা করতেন এবং সেখানে যখন পৌছাতেন তখনও সূর্য ওপরে অবস্থান করত।'

এ হাদীসে মালিক (র)-এর সমালোচনা করা হয়। কেননা তিনি হাদীসটিকে মারফূ' বলে উল্লেখ করেছেন এবং স্থানটিকেও قباء বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু অনেক রাবী স্থানের নাম সম্পর্কিত বর্ণনায় তাঁর বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা হচ্ছেন, শু'আয়ব ইবন আবী হামযাহ, সালিহ ইবন কায়সান, 'আমর ইবনু'ল-হারিস, ইউনুস ইবন ইয়াযীদ, মা'মার, লায়স ইবন সা'দ, ইবন আবী যি'ব এবং অন্যান্যগণ। ইমাম নাসাঈ (র) ও এ হাদীসে ইমাম মালিক (র)-এর সমালোচনা করেছেন। তাঁর সমালোচনাও কুবা স্থান সম্পর্কে। উল্লিখিত রাবীগণের সকলেই এখানে বলেছেন। "إلى العوالي"। অর্থাৎ স্থানটি কুবা নয় বরং 'আওয়ালী। ইবন হাজার (র) এ সমালোচনার জবাবে বলেন,[১৪৪]

وَمِثْلُ هذا الْوَهْمِ الْيَسِيْرِ لاَ يَلْزَمُ مِنْهُ الْقَدْحُ فِيْ صِحَّةِ الْحَدِيْثِ لاَ سِيَمَا وَقَدْ أَخْرَجَا الرِّوَايَةَ الْمَحْفُوْظَةَ.

-'এরূপ সামান্য ভুলের কারণে হাদীসের বিশুদ্ধতায় দোষ আরোপিত হয় না। বিশেষতঃ ইমাম বুখারী (র) এবং ইমাম মুসলিম (র) সংরক্ষিত সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।'

২. ইমাম দারাকুতনী (র) বলেন, ইমাম বুখারী (র) এবং ইমাম মুসলিম (র) উভয়ই 'আফফান (র)-এর হাদীস তাঁদের সহীহ গ্রন্থে ওহায়ব থেকে তিনি আবূ হায়্যান থেকে তিনি আবূ যুর'আহ থেকে তিনি আবূ হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি এই,[১৪৫]

إِنَّ أَعْرَابِيًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ: تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكٰوةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ. قَالَ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لاَ أَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا. فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلٰى هٰذَا.

১৪৪. ইবন হাজার 'আসকালানী, হুদা আস-সারী, পৃ. ৩৫০।
১৪৫. ইমাম বুখারী, আল-জামি', কিতাবুয-যাকাত।

-'জনৈক বেদুইন সাহাবী নবী করীম (স)-কে বললেন, আমাকে এমন একটি কর্মের সন্ধান প্রদান করুন, যা করলে আমি বেহেস্তে প্রবেশ করতে পারব। তিনি বললেন, তুমি আল্লাহ্‌র 'ইবাদত কর, তাঁর সাথে কোন বস্তুকে শরীক কর না। ফরয নামায কায়েম কর, ফরয যাকাত আদায় কর এবং রমযানের রোযা পালন কর। লোকটি বলল, শপথ সে সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, আমি এর চেয়ে অতিরিক্ত কিছু করব না। যখন লোকটি প্রত্যাবর্তন করতে লাগল তখন নবী করীম (স) বলল, যে কোন জান্নাতী ব্যক্তির প্রতি তাকাতে স্বাচ্ছন্দবোধ করে, সে যেন এ লোকটির প্রতি দৃষ্টিপাত করে।'[১৪৬]

ইয়াহ্ইয়া আল-কাত্তান এ হাদীসটি আবূ হায়্যান থেকে বর্ণনা করেছেন। আবূ হায়্যান তাঁর সনদের বর্ণনায় ওহায়বের খেলাফ করে হাদীসটি মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর সনদে আবূ হুরায়রাহ (রা)-এর উল্লেখ নেই (বরং হাদীসটি সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণিত) ইমাম দারা কুতনী (র)-এর উল্লিখিত সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে ইবন হাজার (র) বলেন, ইমাম বুখারী (র) তাঁর সহীহ গ্রন্থে ইয়াহ্ইয়া আল-কাত্তান-এর হাদীসটি ওহায়ব-এর হাদীসটির পর উল্লেখ করেছেন। এতে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, ওহায়ব-এর সনদ মারফূ' হিসেবে বর্ণিত হওয়ার কারণে এ সনদটি দোষমুক্ত নয়। কেননা, ওহায়ব একজন হাফিয রাবী। আর এ কারণেই ইমাম বুখারী (র) তাঁর রিওয়ায়াতকে প্রথমে উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া তাঁর সনদে অতিরিক্ত বর্ণনা আছে। (উসূলে হাদীসের দৃষ্টিতে হাফিযের বর্ণনায় কোন অতিরিক্ত বস্তু থাকলে তা গ্রহণযোগ্য)। এতদ্ব্যতীত ওহায়ব-এর হাদীসের সমার্থবোধক একটি হাদীস ইমাম বুখারী (র) ও ইমাম মুসলিম (র) তাঁদের গ্রন্থদ্বয়ের কিতাবুল-ঈমান-এ জারীর-এর সনদে বর্ণনা করেছেন। জারীর হাদীসটি ইসমা'ঈল ইবন 'উলায়্যাহ্ থেকে এবং তিনি আবূ হাইয়্যান থেকে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি ওহায়ব-এর হাদীসকে শক্তিশালী করে।

৩. ইমাম দারা কুতনী (র) বলেন, ইমাম বুখারী (র) তাঁর সহীহ গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবন তালহা (রা)-এর হাদীস উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মদ ইবন তালহা হাদীসটি তাঁর পিতা থেকে তিনি মুস'আব ইবন সা'দ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,[১৪৭]

رأى سعد أَنَّ لَه فَضْلاً عَلى مَنْ دُوْنَه. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ

ইমাম দারা কুতনী (র)-এ হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, এ হাদীসটি মুরসাল।

ইবন হাজার 'আসকালানী (র)-এর জবাবে বলেন, এ হাদীসটিকে বাহ্যিকভাবে মুরসাল মনে হলেও মূলতঃ হাদীসটি موصول (মুত্তাসিল সনদযুক্ত) এবং مصعب بن سعد عن أبيه এ সনদে বর্ণিত একটি প্রসিদ্ধ হাদীস। ইমাম বুখারী (র) এরূপ অনেক বর্ণনার ওপর নির্ভর করেছেন এবং তাঁর গ্রন্থে সেগুলোকে উল্লেখ করেছেন। কেননা রাবী যদি এমন ব্যক্তি থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, যার থেকে বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি অতি প্রসিদ্ধ তবে তাঁর হাদীসটি موصول হিসেবে পরিগণিত হয়। আমরা سنن النسائي এবং ইসমা'ঈলী ও আবূ

১৪৬. ইবন হাজার 'আসকালানী, হুদা আস-সারী, পৃ. ৩৫৫।
১৪৭. ইবন হাজার 'আসকালানী, হুদা আস-সারী, পৃ. ৩৬১।

নু'আয়ম-এর مُسْتَخْرَج-এও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছি। আবূ নু'আয়ম-এর اَلْحِلْيَة গ্রন্থেও তাঁর থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। আবূ মুহাম্মদ ইব্ন সা'ঈদ-এর হাদীসের ৬ষ্ঠ খণ্ডেও مصعب بن سعد عن أبيه أنه رأى -এ সনদে হাদীস বর্ণিত আছে।

হাফিযগণ ইমাম বুখারীর اَلْجَامِع গ্রন্থের প্রায় ৮০ জন রাবীকে ضَعِيْف বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এ সকল রাবীর অধিকাংশই তাঁর শায়খ। তাঁদের সাথে তাঁর সাক্ষাত ঘটেছে, তাঁদের সংস্পর্শে তিনি থেকেছেন, তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন, তাঁদের হাদীস সম্পর্কে তিনি সম্যকভাবে ওয়াকিফহাল হয়েছেন এবং তাঁদের বর্ণিত সহীহ ও য'ঈফ হাদীসের মধ্যে তিনি পার্থক্য করেছেন। কাজেই তিনি তাঁদের সম্পর্কে এবং তাঁদের অবস্থাদি সম্বন্ধে সর্বাধিক জ্ঞাত এবং তাঁদের বিষয়ে অধিক খবরদার।[১৪৮] ইমাম বুখারী (র) থেকে তাঁর আল-জামি' আস্-সহীহ গ্রন্থটি প্রায় একলক্ষ ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। তাঁদের অধিকাংশই হাদীসের ইমাম। যেমন ইমাম মুসলিম, আবূ যুর'আহ, তিরমিযী এবং ইব্ন খুযায়মাহ।

উপসংহার

ইমাম বুখারী (র) ছিলেন হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর সবচেয়ে বড় হাদীস সমালোচক, হাফিয ও মুহাদ্দিস। তিনি অত্যন্ত শতর্কতার সাথে হাদীস যাচাই-বাছাই করেছেন। হাদীস অন্বেষণের জন্য অসংখ্য দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি অত্যন্ত প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি কিতাবে একবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেই তা মুখস্থ করে ফেলতেন। তিনি অত্যন্ত পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সংকলিত আল-জামি' গ্রন্থটি হাদীস গ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধতার অধিকারী। হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করতেন। তিনি ছয় লক্ষ হাদীস যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে এ গ্রন্থটি সংকলন করেন। ইমাম বুখারীর মতে আল-জামি' গ্রন্থের সকল হাদীস বিশুদ্ধ। ইমাম বুখারীর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা আল-জামি'। এটি ছাড়াও তিনি আরও অনেক গ্রন্থাবলী রচনা করেন, যা আমাদের জন্য আলোর দিশারী স্বরূপ। এ গ্রন্থটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

Sunnipedia.blogspot.com
Islami-kitab.blogspot.com

১৪৮. ইবন হাজার 'আসকালানী, ফাতহুল-বারী গ্রন্থের মুকাদ্দামায় ৩৮১-৪৬৫ পৃষ্ঠায় এর বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় অধ্যায়

মুসলিম ইবনুল-হাজ্জাজ (র) ও তাঁর আস্-সহীহ

ইমাম মুসলিম (র) ছিলেন এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, হাদীস শাস্ত্রের এক অনন্য দিকপাল, হাদীস-সমালোচনা ও রিজাল-শাস্ত্রের অভিজ্ঞ পন্ডিত এবং হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর এক মহান ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন হাদীসের হাফিয, হুজ্জাহ্ এবং বিশ্বস্ত হাদীস বর্ণনাকারী। তাঁর শায়খগণের সংখ্যা অনেক। তাঁর উল্লেখ্যযোগ্য ওস্তাদের মধ্যে ইমাম বুখারী, আবূ যুর'আহ আর-রাযী, মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া অন্যতম। তাঁর থেকে যাঁরা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যেও রয়েছেন অনেক নির্ভরযোগ্য রাবী ও হাদীসের ইমাম। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীও অনেক। তাঁর সংকলিত হাদীস গ্রন্থ "সহীহ মুসলিম" সমগ্র উম্মাহ কর্তৃক সমাদৃত ও বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। হাকিম আবূ 'আলী (র)-এর মতে, 'ইমাম মুসলিম এর হাদীস গ্রন্থ অপেক্ষা বিশুদ্ধতর কিতাব আকাশের নিচে একখানাও নেই।' সহীহ মুসলিম অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একটি হাদীস গ্রন্থ। যুগে যুগে হাদীস বিশারদগণ এ গ্রন্থের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এর অসংখ্য শরহ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

নাম ও বংশ

তাঁর নাম মুসলিম, উপনাম আবুল হুসাইন, উপাধি 'আসাকিরুদ্দীন। পিতার নাম আল-হাজ্জাজ। তাঁর বংশ তালিকা এই, মুসলিম ইব্নুল-হাজ্জাজ ইব্ন মুসলিম ইব্ন ওয়ারদ ইব্ন কুশায[১] আল-কুশাইরী[২] আন-নাইসাপূরী[৩]।

জন্ম ও জন্মস্থান

ইমাম মুসলিম ২০২ হিজরী মোতাবেক ৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ খুরাসানের প্রসিদ্ধ শহর নায়সাপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন।[৪] কারও কারও মতে ইমাম মুসলিম (র) ২০৪ হিজরী মোতাবেক

১. ড. হামিদ ইব্ন নাসির আদ-দুখাইল, মিন আ'লামিল-হাযারাতিল-ইসলামিয়াহ, পৃ. ৫১; নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান, আল-হিত্তাহ, পৃ. ২৪৭; ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতিল-আ'ইয়ান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৮; ইবনুল-'ইমাদ 'কুশায' (كوشان)-এর স্থলে 'কুরশান' (كرشان) উল্লেখ করেছেন।
দ্র. শাযারাতুয-যাহাব, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৪।

২. 'আরবের একটি বিখ্যাত গোত্র বাণী কুশাইয়ের দিকে নিসবত করে তাঁকে কুশাইরী বলা হয়। এটি একটি বিরাট গোত্র। এ গোত্রের প্রতি বহু 'আলিম ব্যক্তি সম্পৃক্ত হয়ে থাকেন।
দ্র. আল-হিত্তাহ, পৃ. ২৪৭; মুল্লা 'আলী কারী, মিরকাতুল-মাফাতীহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭; ইমাম নববী, সহীহ মুসলিম বিশারহিন্-নাবাবী, ১ম খণ্ড, মুকাদ্দামা, পৃ. ب; Abdul Hamid Siddiqi বলেন, The Qushayr tribe of the Arabs an of shoot of the great clan of Rabia.
Cf. Shahih Muslim, Introduction, P-v.

৩. নাইসাপূর খুরাসানের অন্তর্গত অত্যন্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত একটি বড় শহর। এই শহরের দিকে সম্বন্ধিত করে তাঁকে নাইসাপূরী বলা হয়। দ্র. আল-হিত্তাহ, পৃ. ২৪৭।

৪. ইব্ন কাসীর, জামি'উল-মাসানীদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৯; ইব্ন তাগরী বারদী, আন-নুজুমু, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৩; মিন আ'লামিল-হাযারাতিল-ইসলামিয়া, পৃ. ৫২; আল-হিত্তাহ, পৃ. ২৪৭; তাজুত তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৩; আবদুল হামিদ সিদ্দীকী বলেন, He was born in Nisabur, (Nishapur) in 202/817 or 206/ 821.
Cf. Shahih Muslim, Introduction. P-VI; কারো মতে ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর ইন্তিকালের বছর ইমাম মুসলিমের জন্ম হয়।
দ্র. মিরকাতুল মাফাতীহ, মুকাদ্দামাহ, ১ম-৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮।

৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[৫] এ সম্পর্কে হাফিয শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র) (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন,[৬] وُلِدَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَمِائَتَيْنِ وَأَوَّلُ سِمَاعِهُ سَنَةَ ثَمَانِيْ عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ. -'তিনি ২০৪ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২১৮ হিজরী সালে প্রথম হাদীস শ্রবণ করেন।'

অধিকাংশ রিজাল শাস্ত্রবিদ তাঁর মৃতকাল ২৬১ হিজরী এবং বয়স ৫৫ বৎসর উল্লেখ করেছেন। এই হিসাবে তাঁর জন্মকাল ২০৬ হিজরী হওয়াই সঠিক ও অধিক যুক্তিযুক্ত। ইবনুল-আসীর (মৃত ৬০৬ হিজরী)-এর মতে وُلِدَ سَنَةَ سِتٍّ وَمِائَتَيْنِ -'তিনি ২০৬ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন।'[৭] ইব্ন খাল্লিকান (মৃত ৬০৮-৬৮১ হিজরী) ইমাম মুসলিম (র)-এর জন্ম ২০৬ হিজরী সাল বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি ইমাম মুসলিম (র)-এর নিকটবর্তী যুগের ব্যক্তি ছিলেন।[৮] এ কারণে এ মতটিই বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। এ সম্পর্কে The Encyclopaedia Of Islam গ্রন্থে বলা হয়েছে,[৯] Muslim B. Al-Hadjadjadj Abul Hussain Al-Kushairi Al-Nisaburi Was Born At Nisabur In 202 (817) Or In 206 (821).

নায়সাপূর খুরাসানের একটি প্রসিদ্ধ শহর। এখানে শত শত 'আলিম ও জ্ঞানীব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। হাফিয মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ আল-হাকিম তাঁর রচিত তারীখু নায়সাপূর গ্রন্থে এ সকল ব্যক্তির আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থটি আট খণ্ডে বিভক্ত। ইয়া'কূত হামাভী নায়সাপূর সম্পর্কে বলেন,[১০]

وَهِيَ مَدِيْنَةٌ عَظِيْمَةٌ ذَاتُ فَضَائِلِ جَسِيْمَةٍ، مَعْدِنُ الْفُضَلَاءِ، وَمَنْبَعُ الْعُلَمَاءِ، لَمْ أَرَ فِيْمَا طَوَّفْتُ مِنَ الْبِلَادِ مَدِيْنَةً كَانَتْ مِثْلَهَا.

-'এটি একটি বিরাট এবং মহা মর্যাদা সম্পন্ন শহর। এটি সম্মানিত ব্যক্তিগণের খনিস্বরূপ। জ্ঞানী ও 'আলিম ব্যক্তিগণের ঝর্ণাধারা স্বরূপ। আমি যত শহর ভ্রমণ করেছি, এর অনুরূপ কোন শহর প্রত্যক্ষ করিনি।'

এ শহরের অপর নাম 'আরব শহর। এর প্রশংসায় জনৈক কবি বলেন,[১১]

لَيْسَ فِيْ الْأَرْضِ مِثْلَ نَيْسَابُوْرَ ✪ بَلَدٌ طَيِّبٌ وَرَبٌّ غَفُوْرٌ

-'নায়সাপূরের মত ভূমন্ডলের কোন উত্তম শহর নেই। আর মহান আল্লাহ প্রতিপালক এবং ক্ষমাশীল।'

বাল্যকাল

ইমাম মুসলিমের বাল্যকাল সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে বাল্যকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তিনি ছোট বেলাতেই পবিত্র কুরআন হিফয করেছেন। ইমাম মুসলিম তাঁর পিতা-হাজ্জাজ এবং নায়সাপূরের অন্যান্য 'আলিমগণের

৫. শামসুদ্দীন আয্-যহাবী, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৫৮; শামসুদ্দীন আয্-যহাবী, তাযকিরাতুল-হুফ্ফায, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৮৮; ইব্ন কাসীর, জামি'উল-উসূল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৯।
৬. তাযকিরাতুল-হুফ্ফায, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৮৮।
৭. জামি'উল-উসূল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৪।
৮. ওয়াফায়াতিল-আ'ইয়ান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৯।
৯. The Encyclopaedia Of Islam, Vol. 3, P-756.
১০. মু'জামুল-বুলদান, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৩১।
১১. ইয়াকূত আল-হামাভী, মু'জামুল-বুলদান, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩৩১।

নিকট থেকে শিক্ষা অর্জন করেছেন। সে সময়ে নায়সাপূর ছিল জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর ঘরের ও বাইরের পরিবেশ ছিল জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞান বিতরণের অনন্য পরিবেশ। তাঁর পিতা ছিলেন একজন হাদীস বিশারদ।[১২] ইব্ন 'আসাকির ইমাম মুসলিম (র)-এর শিষ্য-মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দি'ল-ওয়াহ্যাব আল-ফাররা থেকে বর্ণনা করেন,[১৩]

وَكَانَ أَبُوْهُ الْحَجَّاجُ بْنُ مُسْلِمٍ مِنْ مَشْيَخَةِ أَبِيْ

-'ইমাম মুসলিমের পিতা হাজ্জাজ ইব্ন মুসলিম আমার পিতার অন্যতম শায়খ ছিলেন।'

শিক্ষা জীবন

ইমাম মুসলিম শৈশবে পিতা-মাতার স্নেহ-মমতায় প্রতিপালিত হন। তাঁদের নিকটেই তার প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। শৈশবেই তিনি অসাধারণ মেধাবী, চরিত্রবান ও বিনম্র স্বভাবের বালক হিসাবে সহপাঠী ও বাল্যসাথীদের মাঝে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি কিশোর বয়সেই হাদীস শিক্ষা শুরু করেন। তিনি মাতৃভূমি নায়সাপূরে প্রথম হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহের সূচনা করেন। সাথে সাথে তাফসীর, ইতিহাস ও অন্যান্য ইসলামী বিষয়ও অধ্যয়ন করতে থাকেন। এই বিদ্যাপীঠেই তিনি সর্বপ্রথম ২১৮ হিজরী, ৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হাদীসের দারসে উপস্থিত হয়ে হাদীস শ্রবণ করতে আরম্ভ করেন। তখন এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ছিলেন তৎকালীন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম আয্-যুহলী। তাঁর নিকট থেকে ইমাম মুসলিম মনোযোগ সহকারে হাদীস শিক্ষা লাভ করতে থাকেন। শিক্ষকমণ্ডলীর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণের পরে সাথে সাথেই তিনি শ্রুত সমস্ত হাদীস লিখে রাখতেন। লেখা শেষ হলে তিনি সহপাঠীদের বৈঠকে হাদীস সমূহ পুনরালোচনা করতেন। ফলে অতি অল্প সময়ে হাদীস শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য লাভে সক্ষম হন।[১৪]

ইমাম যুহলীর মজলিস ত্যাগ

ইমাম বুখারী (র) যখন নাইসাপূরে উপস্থিত হন, তখন ইমাম মুসলিম (র) তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। 'ইলমে হাদীসে তাঁর অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার হতে তিনি (মুসলিম) জ্ঞান আহরণ করতে লাগলেন।[১৫] এ দিকে ইমাম বুখারী নাইসাপূরে এসে হাদীসের দারস দিতে শুরু করলে অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের দারস শিক্ষার্থী শূন্য হয়ে পড়ে।[১৬] কারণ শিক্ষার্থীরা ইমাম বুখারীর দারসে বসতে শুরু করেন। এমনকি বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইমাম যুহলীও নিয়মিত ইমাম বুখারীর দারসে উপস্থিত হয়ে হাদীস শ্রবণ করেন।[১৭] অন্যান্য মুহাদ্দিসের দারস শিক্ষার্থী শূন্য হওয়ায় হিংসুকরা বুখারীর সাথে বিদ্বেষ পোষণ করতে শুরু করে।[১৮] ইতোমধ্যে خلق القرآن (কুরআন সৃষ্ট কি-না) সম্পর্কিত মাসআলায় ইমাম বুখারী ও ইমাম যুহলীর মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়।[১৯] ইমাম মুসলিম ইমাম বুখারীর

১২. ডঃ হুসায়ান শাওয়্যাত, ইকমালুল-মু'আল্লিম বি ফাওয়াদিল-মুসলিম, পৃ. ১৮।
১৩. ইব্ন 'আসাকির, তারীখু মাদীনাতি দিমাশ্ক, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ২৩৬।
১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৪-৮৫।
১৫. মুহাম্মদ আবূ যাহু, আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন, পৃ. ৩৫৪।
১৬. মুহাম্মদ হানীফ গাংগোহী, যাফরুল মুহাসসিলীন, পৃ. ১৪০।
১৭. Abdul Hamid Siddiqi, Shahih Muslim, Introduction, P-Vi.
১৮. মুহাম্মদ হানীফ গাংগোহী, যাফরুল মুহাসসিলীন, ১৪০।
১৯. সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৭২; আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন, পৃ. 356; Abdul Hamid Siddiqi, Shahih Muslim, Introduction, P-Vi.

পক্ষাবলম্বন করেন। যুহলী ইমাম বুখারীর বিরুদ্ধে মানুষকে উত্তেজিত করে এবং লোকজনকে বুখারীর নিকটে যেতে নিষেধ করে। যাতে ইমাম বুখারী নাইসাপূর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। মুসলিম (র) ব্যতীত অধিকাংশ লোক তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। কিন্তু ইমাম মুসলিম নিয়মিত ইমাম বুখারীর সাথে সাক্ষাৎ করতে থাকেন। ইমাম যুহলীর নিকটে এই খবর পৌঁছল যে, মুসলিম (র) তাঁর পূর্বের মতের উপরেই অটল আছেন। যদিও এ কারণে তিনি হেজায ও 'ইরাকে তিরস্কৃত হয়েছেন কিন্তু তিনি স্বীয় মত পরিবর্তন করেননি।[২০]

একদিন ইমাম মুসলিম (র) যুহলীর দারসে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে উপস্থিত হয়ে হাদীস শুনছিলেন। ইমাম যুহলী তাঁর দারসের শেষ পর্যায়ে সহসা ঘোষণা করেন,[২১] ألاَ مَنْ قَالَ بِاللَّفْظِ فَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَحْضُرَ مَجْلِسَنَا -'যে ব্যক্তি কুরআনের শব্দ সৃষ্ট বলে, আমাদের মজলিসে উপস্থিত হওয়া তার জন্য সমীচীন নয়।' এ কথা শ্রবণের সাথে সাথে ইমাম মুসলিম স্বীয় চাদরটি তাঁর পাগড়ির উপর উঠিয়ে দিয়ে (মুখ ঢেকে) মজলিস ত্যাগ করেন। বাড়ী ফিরে এসে যুহলীর নিকট থেকে শ্রুত ও গৃহীত হাদীসের সমস্ত পাণ্ডুলিপি উটের পিঠে করে ফেরৎ পাঠান।

হাদীস অন্বেষণে দেশ ভ্রমণ

মুসলিম (র) ছিলেন হাদীস শাস্ত্রের একজন বিজ্ঞ ও প্রসিদ্ধ ইমাম এবং হাদীসের হাফিয ও দক্ষ সংরক্ষক। হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাপী[২২] ব্যাপক ভ্রমণ করেছেন।[২৩] বিশেষ করে ইসলামী বিশ্বের যেসব শহর 'ইলমে হাদীস শিক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, সেসব শহর ছিল তাঁর দীর্ঘ সফরের আওতায়।[২৪] তিনি 'আরবের মক্কা, মদীনা, 'ইরাকের বাগদাদ, কূফা, বসরা ছাড়াও খুরাসান, রায়, মিসর, সিরিয়া প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেছেন এবং এসব স্থানের বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন।[২৫] এ সম্পর্কে The Encyclopaedia Of Islam গ্রন্থে বলা হয়েছে,[২৬] Muslim (R) travelled widely to collect traditions in Arabia, Egypt, Syria, And Irak where he heard

২০. শাযারাতুয্-যাহাব, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৪; ওয়াফায়াতিল-আ'ইয়ান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৯।

২১. সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৭২; শাযারাতুয্-যাহাব, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৪; ওফায়াতিল-আ'ইয়ান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৯; মুকাদ্দামা তুহফাতুল-আহওয়াযী, ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৬-৯৭; তারীখু বাগদাদ, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১০৩; অন্য বর্ণনায় এসেছে ইমাম যুহালী বলেন,

ألاَ مَنْ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِ الْبُخَارِىْ فِيْ مَسْأَلَةِ اللَّفْظِ بِالْقُرْآنِ فَلْيَعْتَزِلْ مَجْلِسَنَا

দ্র. আল-হাদীস ওয়াল মুহাদ্দিসূন, পৃ. ৩৫৬; কেউ কেউ এভাবে উল্লেখ করেছেন,

ألاَ مَنْ قَالَ لَفْظِى بِالْقُرْآنِ مَخْلُوْقٌ فَلاَ يَحْضُرْ مَجْلِسَنَا

দ্র. সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৭২।

২২. মিন আ'লামিল-হাযারাতিল-ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৫২; 'আবদুল হামীদ সিদ্দীকী বলেন, Imam Muslim (R) travelled widely to collect traditions in Arabia, Egypt, Syria and Iraq where he attended the lectures of some of the prominent traditionists of his time. Cf. Shahih Muslim, Introduction, P-Vi.

২৩. সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৫৮-৫৬১; তাহযীবুল-কামাল, ১৮শ খণ্ড, পৃ. ৬৯-৭১।

২৪. সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৬১।

২৫. আল-মুনতাযাম, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৭১-৭২; সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৭৯; আল-আ'লাম, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২২১-২২।

২৬. The Encyclopaedia Of Islam, Vol. 3, P-756.

famous authorities such as ahmad b. Hanbal, harmala, a pupil of safi'i and Ishak b. Rahuya.

Dr. Muhammad Zubayr Siddqi বলেন, In the pursuit of this subject he travelled widely, and visited all the important centres of learning in Persia, Mesopotamia, Syria and Egypt.[২৭]

ঐতিহাসিক এবং জীবনী গ্রন্থ রচয়িতাগণের বর্ণনানুসারে ইমাম মুসলিম (র) সর্বপ্রথম ২১৮ হিজরী সালে হাদীস শ্রবণ করা শুরু করেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল ১২ বছর। তিনি প্রথম হাদীস শ্রবণ করেন হাফিয ইমাম ইয়াহইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আ'ল-লায়সী থেকে।[২৮]

চৌদ্দ বছর বয়সে ২২০ হিজরী সালে ইমাম মুসলিম (র) প্রথম সফরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তিনি বায়তুল্লাহ্র হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে এ সময় খুরাসান থেকে রওয়ানা হন। এ সফরে তিনি হিজাজের মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদ ইমাম 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসলামাহ আল-কা'নবী (মৃত ২২১ হিজরী) (র)-এর সাথে মক্কায় সাক্ষাৎ করে তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি এ যাত্রায় কূফার হাফিয আহ্মদ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ ইব্ন য়ূনুস (মৃত ২২৭ হিজরী) এবং অপর একদল মুহাদ্দিস থেকেও হাদীস শ্রবণ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর জন্মভূমি খুরাসানের নায়সাপূরে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি তথাকার হাদীস শাস্ত্রবিদগণের নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ এবং লিপিবদ্ধ করতে থাকেন। এ ছাড়া নায়সাপূরে যে সকল মুহাদ্দিস এবং হাফিযে হাদীস বাহির থেকে আগমন করেন, তিনি তাঁদের নিকট থেকেও হাদীস সংগ্রহ করতে থাকেন।[২৯]

ইমাম মুসলিম (র) ২৩০ হিজরী সালের প্রাক্কালে হাদীস অন্বেষণের উদ্দেশ্যে ইসলামী জগতের বিভিন্ন অঞ্চলে দ্বিতীয়বার ভ্রমণ শুরু করেন।[৩০]

তিনি এ যাত্রায় খুরাসানের বিভিন্ন শহর পরিভ্রমণ করেন এবং কুতায়বাহ ইব্ন সা'ঈদ (র), ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াহ্ইয়া নায়সাপূরী, ইসহাক ইব্ন রাহওয়াহ (মৃত ২৩৮ হিজরী) এবং বিশর ইব্নুল-হিকাম (মৃত ২২০ হিজরী) থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।[৩১]

তিনি রায়্য-এ মুহাম্মদ ইব্ন মিহরান আল-জামাল, ইব্রাহীম ইব্ন মূসা আল-ফররা, হাফিয আবূ গাস্সান মুহাম্মদ ইব্ন 'আমর আর-রাযী যুনায়জ-এর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।[৩২]

তিনি 'ইরাকের বাগদাদ, কূফা এবং বসরাও সফর করেন। এসব শহরে তিনি যে সকল মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ করেন, তারা হলেনঃ আহমদ ইব্ন হাম্বল, 'ওবায়দুল্লাহ আল-কওয়ার, খালফ ইব্ন হিশাম আল-বয্যার (মৃত ২২৯ হিজরী), 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আওন আল্-খাররায, সুরায়জ ইব্ন য়ূনুস, সা'ঈদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-হারামী, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসলামাহ আল্-কা'নবী, আবুর-রাবী' আয্-যাহ্রানী, 'আমর ইব্ন গিয়াস, আবূ গাস্সান মালিক ইব্ন ইসমা'ঈল এবং আহমদ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ ইব্ন য়ূনুস। তিনি কয়েকবার 'ইরাক সফর করেন। সর্বশেষ তিনি ২৫৯ হিজরী সালে 'ইরাক গমন করেন। তিনি অনুরূপভাবে সিরিয়া, হেজায ও মিসর সফর করেন।

২৭. Dr. Muhammad Zubayr siddqi, Hadith Literature, P-98.

২৮. সিয়ারু আ'লামি'ন-নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৫৮।

২৯. ইকামালুল-মু'আল্লিম বি ফাওয়াদুল-মুসলিম, পৃ. ১৯।

৩০. পূর্বোক্ত।

৩১. ইমাম মুসলিম ইবনুল-হাজ্জাজ, পৃ. ৪৩।

৩২. পূর্বোক্ত।

তিনি সিরিয়ার যে সকল মুহাদ্দিস থেকে হাদীস শ্রবণ করেন তাঁরা হলেন, মুহাম্মদ ইব্ন খালিদ আস্-সাকসাকী[৩৩] এবং ওয়ালিদ ইব্ন মুসলিম।

ইমাম মুসলিম (র) হেজাযের ইসমা'ঈল ইব্ন আবী 'উওয়াইস (মৃত ২২৭ হিজরী) আবূ মুস'আব আয্-যুহরী, সা'ঈদ ইব্ন মুনসূর, মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আবী 'উমর এবং 'আব্দুল-জাব্বার ইবনিল-'আলা' থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।[৩৪]

তিনি মিসর সফর করে তথাকার মুহাদ্দিস এবং ফকীহগণের নিকট থেকেও হাদীস সংগ্রহ করেন। তিনি এখানে যে সকল ব্যক্তি থেকে হাদীস শ্রবণ করেন তাঁরা হলেনঃ-

হারুন ইব্ন সা'ঈদ আল-আয়লী (মৃত ২৫৩ হিজরী), মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ আত্-তুজীবী (মৃত ২৪২ হিজরী), 'ঈসা ইব্ন হাম্মাদ, হারমালাহ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া।[৩৫]

এ সকল সফরে ইমাম মুসলিম (র) যুগ শ্রেষ্ঠ হাদীস-বিশারদগণের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তাঁদের থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তাঁদের সংগৃহীত গ্রন্থ থেকে উপকৃত হয়েছেন এবং হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি হাদীস বিষয়ক বিভিন্ন জ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়েছেন। এতে তিনি দূর্বল হাদীস থেকে সরল হাদীস পার্থক্য করার প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। আর এরই ফলশ্রুতিতে ইমাম মুসলিম (র) হাদীসের মজলিস অনুষ্ঠান, হাদীস লিপিবদ্ধ করান, শিষ্যদের হাদীসের তা'লীম প্রদান এবং গ্রন্থ প্রণয়নের যথাযথ সামর্থ লাভ করেন।[৩৬]

হাদীস অন্বেষণ এবং মুহাদ্দিসগণের শিষ্যত্ব অর্জনের স্পৃহা ইমাম মুসলিম (র)-এর আজীবন ছিল। তিনি মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহইয়া আয্-যুহ্লী (মৃত ২৫৮ হিজরী)-এর মজলিসে উপস্থিত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ২৫০ হিজরী সালের পর আর ইমাম আয্-যুহ্লী (র)-এর মজলিসে গমন করতেন না। ইমাম বুখারী এসময় নায়সাপূরে অবস্থান করছিলেন। ইমাম মুসলিম (র) তখন তাঁর মজলিসে যাতায়াত করতেন। এতে ইমাম আয্-যুহ্লী মনক্ষুন্ন হন। এ কারণে তাঁদের মাঝে বৈরিতা সৃষ্টি হয়।

হাদীস অন্বেষণে ইমাম মুসলিম (র)-এর এ সকল ভ্রমণের মধ্যে কোনটি আগে এবং পরে অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার ধারাবাহিক বর্ণনা পাওয়া যায়না। তিনি কোন কোন শহরে একাধিকবার সফর করেছেন। যেমন বাগদাদ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সেখানে একাধিকবার ভ্রমণ করেছেন এবং তথায় হাদীস বর্ণনা করেছেন। বাগদাদে তাঁর সর্বশেষ সফর ছিল ২৫৯ হিজরী সালে।[৩৭]

মুহাদ্দিসগণের জ্ঞানের গভীরতা, 'ইলমের ব্যাপকতা এবং হাদীস অন্বেষণ ও সংগ্রহের স্পৃহা তাঁদের শায়খদের আধিক্য, হাদীস বর্ণনায় তাঁদের বৈশিষ্ট্য, মর্যাদা, বিভিন্ন দেশের অধিবাসী হওয়া এবং 'ইলমের বিভিন্ন স্তরের দক্ষ হওয়ার ওপর নির্ভর করে। ইমাম মুসলিম (র)-এর ক্ষেত্রে এ সব বৈশিষ্ট্য পূর্ণরূপে পাওয়া যায়। তাঁর শায়খগণ ছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম এবং আপন আপন শহরের বড় বড় 'আলিম। তাঁদের কেউ ছিলেন ফিক্হ

৩৩. ইব্ন 'আসাকির এবং খতিব বাগদাদীর মতে, তিনি সিরিয়ায় আস্-সাকসাকী থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। কিন্তু হাফিয যাহাবী তাঁর সিয়ারু আ'লামি'ন্-নুবালাতে ইমাম মুসলিমের আস্-সাকসাকী থেকে হাদীস শ্রবণের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছেন। কিন্তু তাঁর এ সন্দেহের পশ্চাতে কোন দলীল নেই।

৩৪. ইমাম মুসলিম ইবনুল-হাজ্জাজ, পৃ. ৪৪।

৩৫. ইবনুল-জাওযী, আল-মুনতাজাম, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩২; তারীখু দিমাশ্ক, ১৬শ খণ্ড, পৃ. ২৫৩।

৩৬. ইকামালুল-মু'আল্লিম বি ফাওয়াদুল-মুসলিম, পৃ. ২১।

৩৭. ইমাম মুসলিম ইবনুল-হাজ্জাজ, পৃ. ৪৪।

শাস্ত্রে অভিজ্ঞ আবার কেউ কেউ হাফিয। ইমাম মুসলিম (র) সফরের কষ্ট সহ্য করে বিভিন্ন দেশের ঐ সকল মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছেন।[৩৮]

হাফিয আবূল-হাজ্জাজ যূসুফ ইব্ন 'আব্দির রহমান আল-মিয্যি (মৃত ৭৪২ হিজরী) (র) তাঁর "তাহযীবুল-কালাম-ফী-আস্মাইর-রিজাল" গ্রন্থে ইমাম মুসলিম (র)-এর শায়খগণের সংখ্যা ২১২ জন বলে উল্লেখ করেছেন। হাফিয মুহাম্মদ ইব্ন আহ্মদ আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) (র) তাঁর "সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা" গ্রন্থে ইমাম মুসলিমের "আস্-সহীহ" গ্রন্থের শায়খগণের সংখ্যা ২১৩ জন বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৯] হাফিয যাহাবী (র) ইমাম মুসলিমের শায়খগণের নাম উল্লেখ করার পর তাঁদের সংখ্যা ২২০ জন বলে উল্লেখ করেছেন। যাহাবী (র) ইমাম মুসলিম (র)-এর শায়খগণের এমন তিন জনের নাম নমুনাস্বরূপ উল্লেখ করেছেন, যাঁদের থেকে তিনি তাঁর "সহীহ" গ্রন্থে হাদীস উল্লেখ করেননি। হাফিয মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দির রহমান সাখাভী (মৃত ৯০২ হিজরী) ইমাম মুসলিমের এমন শায়খগণের সংখ্যা যাঁদের থেকে তিনি "সহীহ" গ্রন্থে রিওয়ায়েত করেছেন ২১৭ জন বলে উল্লেখ করেছেন।[৪০]

শিষ্যবৃন্দ

অতি অল্প কালের মধ্যেই ইমাম মুসলিম 'ইলমে হাদীসে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইমাম মুসলিম (র)-এর সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার কারণে অসংখ্য হাদীস অন্বেষণকারী ব্যক্তি তাঁর সান্নিধ্যে আগমন করেন। সমসাময়িক বরেণ্য বিদ্বানগণও তাঁর শিষ্যত্ব লাভ করতে আসেন। ইমাম মুসলিমের কতিপয় উল্লেখযোগ্য ছাত্রের নাম এখানে উল্লেখ করা হলঃ

মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা আত-তিরমিযী (১টি হাদীস শ্রবণ করেছেন), ইবরাহীম ইব্ন ইসহাক আস্-সায়রাফী, ইবরাহীম ইব্ন আবী তালিব, ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হামযাহ, ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সুফিয়ান আল-ফকীহ, আবূ হামীদ আহমদ ইব্ন হামদুন ইব্ন রুস্তম আল-'আমাশী, আবূল ফযল আহমদ ইব্ন সালামাহ আল-হাফিয, আবূ হামীদ আহমদ ইব্ন 'আলী ইবনিল-হাসান ইব্ন হাসনুবিয়্যাহ আল-মকরিউ, আবূ 'আমর আহমদ ইব্ন নাছর আল-খাফ্ফাফ আল-হাফিয, আবূ 'আমর আহমদ ইব্নুল-মুবারক আল-মুসতামলি, আবূ হামিদ আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আল-হাসান ইব্ন আশ-শারকী, আবূ সা'ঈদ হাতিম ইব্ন আহমদ ইব্ন মাহমুদ আল-কিন্দী আল-বুখারী, আল-হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন যিয়াদ আল-কাব্বানী, আবূ ইয়াহ্ইয়া যাকারিয়া ইব্ন দাউদ আল-খাফ্ফাফ, সা'ঈদ 'আমর আল-বারযাহ আল-হাফিয, সালিহ ইব্ন মুহাম্মদ আল-বাগদাদী আল-হাফিয, আবূ মুহাম্মদ 'আবদুল্লাহ ইব্ন আহমদ ইব্ন 'আবদিস্-সালাম আল-খাফ্ফাফ আন-নাইসাপূরী, আবূ মুহাম্মাদ 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আল-হাসান ইব্ন আশ-শারকী, আবূ 'আলী 'অব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী আল-বালখী আল-হাফিয, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আস-সারখামী আল-কাযী, 'আবদুর রহমান ইব্ন আবি হাতিম আর-রাযী, 'আলী ইব্ন ইসমা'ঈল আস্-সাফ্ফার, 'আলী ইব্নুল হাসান ইব্ন আবি 'ঈসা আল-হিলালী (তিনি ইমাম মুসলিমের চেয়ে বড়), 'আলী ইব্নুল-হুসাইন ইবনিল-জুনাইদ আর-রাযী, আল ফযল ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী আল-বালখী, আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন খুযাইমাহ, মুহাম্মদ ইব্নু ইসহাক আস্-সাকাফী আস-সিরাজ, আবূ আহমদ মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দিল ওয়াহ্হাব আল-'আবদী আল-ফাররা (তিনি

৩৮. ইকামালুল-মু'আল্লিম বি ফাওয়াদুল-মুসলিম, পৃ. ২১।

৩৯. পূর্বোক্ত।

৪০. পূর্বোক্ত।

তাঁর চেয়ে বড়), মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদ ইব্ন হুমাইদ, মুহাম্মদ ইব্ন মুখাল্লাদ আদ-দুওয়ারী আল-আত্তার, আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন নাযর ইব্ন সালামাহ ইবনিল-জারূদ আল-জারূদী, আবূ হাতিম মাক্কী ইব্ন আবদান আত-তাহমীমী, আবূ মুহাম্মদ নাসর ইব্ন আহমাদ ইব্ন নাসর আল-হাফিয, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সায়িদ, আবূ আওয়ানাহ আল-ইসফিরাইনী।[৪১]

মাযহাব

ইমাম মুসলিম কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, তা নির্দিষ্ট করে বলা অত্যন্ত কঠিন। 'আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী বলেন, ইমাম মুসলিম এর মাযহাব অজ্ঞাত।[৪২] তিনি বলেন, فَلاَ أَعْلَمُ مَذْهَبُ بِالتَّحْقِيْقِ -'তাঁর মাযহাব সম্পর্কে আমার সঠিক জানা নেই।' নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান তাঁকে শাফি'ঈ বলে গণ্য করেছেন। হাজী খলীফা বলেন,[৪৩] اَلْجَامِعُ الصَّحِيْحُ لِإِمَامِ مُسْلِمِ الشَّافِعِيُّ। মাওলানা 'আব্দুর রশীদ তাঁকে মালেকী মাযহাবের অনুসারী বলেছেন। কিন্তু طبقات مالكية তে তার উল্লেখ নেই। اليانع الحبنى গ্রন্থকার বলেন, উসূলের ক্ষেত্রে তিনি শাফি'ঈ ছিলেন। কেননা এ ব্যাপারে ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর সাথে মতদ্বৈততা অনেক কম হয়েছে। শায়খ 'আব্দুল লতীফ সিন্ধী বলেন, ইমাম তিরমিযী (র) ও ইমাম মুসলিম (র)-কে বাহ্যত শাফি'ঈ (র)-এর মুকাল্লিদ বলে মনে হয়। বস্তুতঃ তারা উভয়েই মুজতাহিদ ছিলেন। শায়খ তাহের জাযায়েরীর অভিমত হচ্ছে, তিনি কোন নির্দিষ্ট ইমামের মুকাল্লিদ ছিলেন না। তবে ইমাম শাফি'ঈ ও অন্যান্য হিজাযের অধিবাসী ইমামগণের মাযহাবের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন।[৪৪]

রচনাবলী

ইমাম মুসলিম (র) অনেক গ্রন্থ রচনা ও সংকলন করেছেন। এর অধিকাংশগুলোই হাদীস শাস্ত্র সম্পর্কিত। তাঁর রচিত কিছু কিছু গ্রন্থ পাণ্ডুলিপি আকারেই রয়ে গিয়েছে। আর কিছু কিছু গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে। এ সম্পর্কে 'আবদুল হামীদ সিদ্দীকী বলেন,

Imam Muslim has to his credit many other valuable contributions to different branches of Hadith literature, and most of them retain their eminence even to the present day. Amongst these Kitab-al-Musnad al-Kabir Ala-al Rijal Jami, Kabir, Kitab-al-Asma Wal Kuna, Kitab-al-Ilal, Kitab-al-Wijdan are very important.[৪৫]

নিম্নে তাঁর কিছু গ্রন্থাবলীর বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হলঃ

আল-কিতাব আস্-সহীহ (اَلْكِتَابُ الصَّحِيْحُ)

এটি ইমাম মুসলিম (র)-এর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ। এর প্রসিদ্ধ নাম (صَحِيْحُ مُسْلِم) সহীহ মুসলিম। হাদীসের এ অনন্য গ্রন্থটি ১২৬৫ হিজরী সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত মিসর, ভারত, ইস্তাম্বুল, বৈরুত, পাকিস্তানসহ বিশ্বের বহু দেশে মুদ্রিত হয়েছে। ভারত থেকে

৪১. আল-মুনতাযাম, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৭১; সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৭৯।
৪২. ফায়যুল-বারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৮।
৪৩. কাশফুয-যুনূন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৫।
৪৪. শাযারাতুয-যাহাব, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৪; মু'জামুল-মুআল্লিফীন, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৩২; আল-আ'লাম, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২২১।
৪৫. Abdul Hamid Siddiqi, Shahih Muslim, Introduction. P-Vi.

মুদ্রিত 'আস-সহীহ' গ্রন্থটির পাদটীকায় ইমাম নববী (র)-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থটিও স্থান পেয়েছে। এটি দুই খণ্ডে বিভক্ত।

ইমাম মুসলিম (র)-এর সংকলিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে 'আস্-সহীহ' সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এটি হাদীস শাস্ত্রের অনবদ্য ও অনন্যসাধারণ একটি গ্রন্থ। সমগ্র উম্মত এ গ্রন্থটি সাদরে গ্রহণ করেছে। হাদীস শাস্ত্রবিদ এবং সাধারণ হাদীস-পাঠক নির্বিশেষে সকলের নিকট গ্রন্থটি অতি সমাদৃত। গ্রন্থকারের যুগ থেকে অদ্যাবধি সকলেই এ গ্রন্থটি অতিমূল্যবান, বিশুদ্ধ ও উপকারী হাদীস গ্রন্থ হিসেবে এর পঠন-পাঠনে নিয়োজিত রয়েছে। মুহাদ্দিসগণের নিকট এটি 'আস্-সহীহ' হিসেবে বিবেচিত হওয়ায়-এর নামকরণ করা হয়েছে, 'সহীহ মুসলিম' (صَحِيْحُ مُسْلِم)। ইমাম মুসলিম (র)-এর পূর্বে হাদীসের যে সকল গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে, সেগুলোর সকল হাদীস সহীহ নয়। সংকলক যে সকল হাদীস লাভ করেছেন সেগুলোর বর্ণনাকারীগণের যাচাই এবং জারহ-তা'দীল ছাড়াই তাঁরা আপন আপন গ্রন্থে হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। ফলে তাঁদের গ্রন্থে সন্নিবেশিত সহীহ হাদীস সমূহ য'ঈফ হাদীসের সাথে সংমিশ্রিত হয়ে পড়ে। সর্বপ্রথম ইমাম বুখারী (র) এবং ইমাম মুসলিম (র) সহীহ হাদীস সম্বলিত দু'টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[৪৬] তাঁরা নির্দিষ্ট শর্ত এবং নিয়ম-নীতির আলোকে তাঁদের গ্রন্থে হাদীস উপস্থাপন করেন। এক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (র) ইমাম মুসলিম (র)- এর অগ্রগামী ছিলেন। তাঁদের এ গ্রন্থদ্বয় কুরআন মাজীদের পর সর্বাধিক সহীহ গ্রন্থ।[৪৭]

আল-মুনফারাদাত-ওয়াল-ওয়াহ্দান (اَلْمُنْفَرَدَاتُ وَالْوَحْدَانُ فِيْ رُوَاةِ الْحَدِيْثِ)

যে সকল রাবী থেকে শুধু একটি হাদীস বর্ণিত আছে, ইমাম মুসলিম (র) তাঁর এ গ্রন্থে সে সব রাবীর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। সাহাবী এবং সাহাবীগণের পরবর্তী স্তরের রাবীগণের বর্ণনাও এতে স্থান লাভ করেছে। যেমন মুসায়্যাব (রা) থেকে শুধু একটি হাদীস বর্ণিত আছে। এ হাদীসটি তাঁর থেকে তাঁর পুত্র সা'ঈদ (রা) বর্ণনা করেছেন। এ গ্রন্থটি ভারতের হায়দারাবাদ থেকে ১৩২৩ হিজরী সালে মুদ্রিত হয়েছে। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৪। এর সাথে ইমাম বুখারীর اَلضُّعَفَاء الصَّغِيْر এবং ইমাম নাসাঈ' (র)-এর اَلضُّعَفَاءُ وَالْمَتْرُوْكِيْن গ্রন্থটিও মুদ্রিত হয়।[৪৮]

কিতাবুল-কুনা ওয়াল-আস্মা (كتاب الكني والأسماء)

'আল-মুনতাযাম' গ্রন্থে এ কিতাবটির নাম 'كِتَابُ الْأَسَامِيْ وَالْكُنِي বলে উল্লেখ আছে। 'তাবাকাতুল-হানাবিলাহ' এবং ইব্ন খায়র-এর 'ফিহ্রিস্ত' গ্রন্থে এর নাম 'الْأَسْمَاءُ وَالْكُنِي বলে উল্লেখ আছে। এ গ্রন্থে ইমাম মুসলিম (র) এমন সব রাবীর নাম বর্ণনা করেছেন যাঁরা 'কুনয়াত' বা উপনামে প্রসিদ্ধ রয়েছেন। আবার যে সকল রাবী নামে প্রসিদ্ধ আছেন, তিনি এতে তাঁদের 'কুনয়াত' বর্ণনা করেছেন। কেননা রাবী কখনও নামে, কখনও 'কুনয়াত' কখনও 'লকব'- উপাধিতে উল্লিখিত হয়ে থাকেন। তিনি একই ব্যক্তি, ভুল বশতঃ দুই জন বলে প্রতীয়মান হয়ে থাকে। এ গ্রন্থের একটি হস্ত লিখিত কপি দিমাশকের 'মাকতাবাতু'য্-যাহিরিয়্যাহ'-এ সংরক্ষিত আছে। এটি হিজরী পঞ্চম

৪৬. নববী, আত্-তাকরীব, পৃ. ৩।
৪৭. ইবনুস্-সালাহ, 'উলূমুল-হাদীস, পৃ. ১৩।
৪৮. ইমাম মুসলিম ইবনুল-হাজ্জাজ, পৃ. ৫৪-৫৫।

শতাব্দীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। অন্যান্য রাসাইলসহ এটি এক খণ্ডে সমাপ্ত। এর ক্রমিক সংখ্যা (কল নং) مجموع ১– এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা-৪৩-১০৪। এর অপর একটি হস্তলিপি ভারতের 'পাটনা' লাইব্রেরীতে এবং তৃতীয় কপি তুরস্কের 'মাকতাবাহ শহীদ'-এ সংরক্ষিত আছে।[৪৯]

কিতাবুত্-তাময়ীয (كِتَابُ التَّمْيِيْزِ)

এ গ্রন্থের একটি হস্তলিপি কপি 'আয্-যাহিরিয়্যাহ্' গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। এর ক্রমিক নম্বর (কল নং)- ১১ এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ১-১৫। এটি হিজরী ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তবে শেষ অংশটি অসম্পূর্ণ। এর বহির্গিলাপে লিপিবদ্ধ আছে, اَلْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنْ كِتَابِ التَّمْيِيْزِ لِمُسْلِم তবে التمييز শব্দের "زا" অক্ষরটি ব্যতীত অন্য অক্ষরগুলো স্পষ্ট নয়। সমকালীন জনৈক কপিকারী শব্দটি উপলব্ধি করতে না পেরে ভুল বশতঃ এর শিরোনাম লেখে রাখেন, "رِسَالَةٌ فِي الْمُصْطَلَحِ"[৫০]

ইমাম মুসলিম (র)-এ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে-এর ভূমিকায় বলেন, তোমার প্রতি আল্লাহ্র করুণা বর্ষিত হোক। তুমি উল্লেখ করেছ যে, এমন একদল লোক রয়েছে, যারা হাদীস বিশেষজ্ঞগণের মন্তব্য هٰذا حَدِيْثٌ خَطَأٌ هٰذا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ (এটি ভুল হাদীস, এটি সহীহ হাদীস)-কে অস্বীকার করে থাকে। তুমি আরও উল্লেখ করেছ যে, তারা এ ধরণের মন্তব্যকে ভীষণ আকারে দেখে এবং এটাকে পূর্বসূরী পূণ্যবান ব্যক্তিগণের 'গীবত' বলে আখ্যায়িত করে। এমনকি তারা বলে, যে ব্যক্তি সঠিক বর্ণনা থেকে ভুল বর্ণনা পার্থক্য করার দাবী উত্থাপন করে তারা তাকে এমন বস্তুর জ্ঞানের লাভের প্রতি লালায়িত মনে করে যে বস্তুর জ্ঞান তার নেই। আর তারা তাকে গায়বের জ্ঞানের দাবীদার মনে করে, যে গায়ব পর্যন্ত তার পৌছার ক্ষমতা নেই।

অতঃপর, মানুষ যা মুখস্ত করে থাকে এ মুখস্ত বস্তু সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তারা পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তাদের কেউ কেউ নির্ভরশীল হাফিয, আর কেউ কেউ হাদীস মুখস্ত রাখার বিষয়ে অলস, সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সন্দেহভাজন অথবা অপরের নিকট থেকে শুনে তার হিফয সংমিশ্রিত হয়ে পড়ে এবং অন্যের নিকট বর্ণনার সময় পার্থক্য করতে সক্ষম হয় না।[৫১]

রিজালু 'উরওয়াতিবনি'য্-যুবায়র (رِجَالُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ)

'আয্-যাহিরিয়্যাহ'-কুতুব খানায় এ গ্রন্থের একটি কপি সংরক্ষিত আছে। এর ক্রমিক নম্বর (কল নং) ১১/০০ مجموع এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩৯-১৪৭। এটি ৪৬৩ হিজরী সালে খতীব বাগদাদীর হস্তে লিখিত।[৫২]

কিতাবু'ত্-তাবাকাত (كِتَابُ الطَّبَقَاتِ)

এ গ্রন্থে ইমাম মুসলিম (র) রাসূলুল্লাহ (স)-এর এমন সাহাবীগণের বর্ণনা করেছেন, যাঁরা রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখেছেন এবং তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ গ্রন্থের একটি কপি তুরস্কের 'আহ্মদ আস্-সালিস্' গ্রন্থগারে সংরক্ষিত আছে। এর ক্রমিক সংখ্যা

৪৯. ইমাম মুসলিম ইবনুল-হাজ্জাজ, পৃ. ৫৫; ব্রোকেলম্যান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৫; তারীখুত্-তুরাসীল-আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৯।
৫০. ইমাম মুসলিম ইবনুল-হাজ্জাজ, পৃ. ৫৬।
৫১. ইমাম মুসলিম ইবনুল-হাজ্জাজ, পৃ. ৫৬।
৫২. পূর্বোক্ত।

৬২৪/২৬ এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা (কল নং)-২৭৯-২৯৭। এটি ৬২৮ হিজরী সালে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।[৫৩]

ইমাম মুসলিম (র)-এর রচিত ও সংকলিত আরোও যে সকল গ্রন্থের নাম জানা যায় তার একটি তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলঃ

১. আল-মুসনাদুল কাবীর আলা আসমাইর রিজাল (اَلْمُسْنَدُ الْكَبِيْرُ عَلَى اَسْمَاءِ الرِّجَالِ)
২. আল-জামি'উল-কাবীর (اَلْجَامِعُ الْكَبِيْرُ)
৩. আল-'ইলাল (اَلْعِلَلُ)
৪. আল-অহদান (كتاب اَلْوِحْدَانِ)
৫. হাদীসে 'আমর ইব্ন শু'আইব (حَدِيْثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ)
৬. মাশাইখু মালিক (مَشَايِخُ مَالِكٍ)
৭. মাশাইখিসু-সাওরী (مَشَايِخُ الثَّوْرِي)
১০. লাইসা লাহু ইল্লা রাবীন ওয়াহেদ (لَيْسَ لَهُ اِلَّا رَاوٍ وَاحِدٌ)
১১ যিকর আওহামিল-মুহাদ্দিসীন (ذِكْرُ اَوْهَامِ الْمُحَدِّثِيْنَ)
১২. তাবাকাতিত্-তাবি'ঈন (طَبَقَاتُ التَّابِعِيْنَ)
১৩. আল-মুখদারামীন[৫৪] (اَلْمُخَضْرَمِيْنَ)
১৪. আল-আফরাদ (الْاَفْرَادُ)
১৫. আল-আকরান (الْاَقْرَانُ)
১৬. মাশাইখ শু'বাহ (مَشَايِخُ شُعْبَةَ)
১৭. আওলাদুস্-সাহাবাহ (اَوْلَادُ الصَّحَابَةِ)
১৮. আফরাদিশ্-শামীইন[৫৫] (اَفْرَادِ الشَّامِيِّيْنَ)
১৯. আল-ইনতিফা' বি আহাবিস সিবা'[৫৬] (الْاِنْتِفَاعُ بِاَهَبِ السِّبَاعِ)
২০. জানাইযি ইস্তিতরাদান[৫৭] (اَلْجَنَائِزِ اِسْتِطْرَادًا)
২১. মুসনাদু হাদীসি মালিক (مُسْنَدُ حَدِيْثِ مَالِكٍ)
২৩. সুওয়ালাতিহী আহমাদ ইব্ন হাম্বল[৫৮] (سُؤَالَاتِهِ اَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ)

৫৩. পূর্বোক্ত।
৫৪. Abdul Hamid Siddiqi, Shahih Muslim, Introduction, P-Vi.
৫৫. যাফরুল মুহাসসিলীন, পৃ. ১৪০।
৫৬. জামি'উল-মাসানীদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৯।
৫৭. যাফরুল মুহাচ্ছিলীন, পৃ. ১৪০-৪১।
৫৮. জামি'উল-মাসানীদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৯।

২৪. তাফযীলুস্-সুনান (تَفْضِيْل السُّنَن)

২৫. কিতাবুল-মা'রেফাহ[৫৯] (كِتَابُ الْمَعْرِفَةِ)

২৬. রুওয়াতিল-ই'তিবার[৬০] (رُوَاةِ الإِعْتِبَار)

ইমাম মুসলিম (র) সম্পর্কে হাদীস বিশারদ এবং মনীষীগণের অভিমত

হাদীস শাস্ত্রের বিভিন্ন ইমাম এবং মনীষীগণ ইমাম মুসলিম (র) এবং তাঁর গ্রন্থাবলী সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। নিম্নে এর কিছু কিছু উল্লেখ করা হলঃ

১. হাফিয আহ্মদ ইব্ন 'আলী আল-খাতীব বাগদাদী (মৃত ৪৬৩ হিজরী) (র) বলেন,[৬১]

مُسْلِمٌ أَحَدُ الأَئِمَّة مِنْ حُفَّاظ الْحَدِيْث -'মুসলিম (র) ইমামগণের অন্যতম এবং হাদীসের হাফিযগণের অন্তর্ভুক্ত।'

২. বসরার মুহাদ্দিস ও সিকাহ রাবী মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার আল-'আবদী (মৃত ২৫২ হিজরী) (র) বলেন,[৬২]

حُفَّاظُ الدُّنْيَا أَرْبَعَةٌ: أَبُوْ زُرْعَةَ بِالرِّي، وَمُسْلِمٌ بِنَيْسَابُوْر، وَعَبْدُ اللهِ الدَّارِمِيُّ بِسَمَرْقَنْد، وَمُحَمَّد بن إِسْمَاعِيْل بِبُخَارِيّ.

-'পৃথিবীতে হাফিযের সংখ্যা হচ্ছে চারজনঃ রায়্য-এ আবূ যুর'আহ, নায়সাপূরে ইমাম মুসলিম, সামারকান্দ-এ 'আব্দুল্লাহ দারেমী এবং বুখারাতে ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল।'

৩. ইমাম 'আব্দুর-রহমান ইব্ন আবী হাতিম আর্-রাযী (মৃত ৩২৭ হিজরী) বলেন,[৬৩]

مُسْلِم ثِقَةٌ مِنَ الْحُفَّاظ، لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْحَدِيْث

-'মুসলিম (র) একজন সিকাহ (বিশ্বস্ত) রাবী। তিনি হাদীসের হাফিযগণের মধ্যে অন্যতম। হাদীস সম্পর্কে তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা ও পরিচিতি রয়েছে।'

৪. হাফিয মুহাম্মদ ইব্ন ইয়া'কূব আশ্-শায়বানী আন্-নায়সাপূরী ইব্নুল-আখরাম (মৃত ৩৪৪ হিজরী) এবং হাফিয মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ আল-হাকিম (মৃত ৪০৫ হিজরী) বলেন,[৬৪]

إِنَّمَا أَخْرَجْتُ نَيْسَابُوْر ثَلاَثَةُ رِجَال: مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى، وَمُسْلِم بن الْحَجَّاج، وَإِبْرَاهِيْم بن أَبِيْ طَالِبْ.

-'(নিসাবুর) নায়সাপূর শহর তিনজন বিশেষ ব্যক্তিত্বের জন্ম দিয়েছেঃ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া, মুসলিম ইব্নুল-হাজ্জাজ এবং ইবরাহীম ইব্ন আবী তালিব।'

৫. ইমাম নববী (র) (মৃত ৬৭৬ হিজরী) বলেন,[৬৫] 'হাদীসের ইমামগণের মধ্যে মুসলিম (র) অন্যতম। তিনি এ বিষয়ের মহান ব্যক্তিগণের মধ্যে একজন মহান ব্যক্তি, হাদীসের হাফিয ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীগণের অন্তর্ভুক্ত এবং হাদীস অন্বেষণে

৫৯. আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, পৃ. ৪৪৮; তারীখুত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৩।
৬০. আল-মুনতাযাম, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৮১।
৬১. তারীখু-বাগদাদ, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১০০।
৬২. তারীখু মাদীনাতি দিমাশ্ক, ৫৮তম খণ্ড, পৃ. ৮৯; সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৬৪।
৬৩. আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৮২।
৬৪. তারীখু মাদীনাতি দিমাশ্ক, ৫৮তম খণ্ড, পৃ. ৯৪; সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৬৪।
৬৫. তাহযীবুল-কামাল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯১।

বিভিন্ন অঞ্চল ও শহরের ইমামগণের নিকট ভ্রমণকারীগণের মধ্যে একজন। হাদীস জগতের অগ্রগামী ব্যক্তি। প্রতিটি যুগে ও কালেই তাঁর কিতাবটি নির্ভরশীল গ্রন্থ।

৬. ইব্ন খাল্লিকান (৬০৮-৬৮১ হিজরী) (র) বলেন,[৬৬]

أَحَدُ الأَئِمَّةِ الْحُفَّاظِ وَأَعْلاَمِ الْمُحَدِّثِيْنَ

-'ইমাম মুসলিম (র) হাফিয ইমামগণের অন্যতম এবং বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণের অন্তর্ভুক্ত।'

৭. ইব্ন তাগরী বারদী (৮১৩-৮৭৪ হিজরী) বলেন,[৬৭]

مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ مُسْلِمِ الإِمَامُ الْحَافِظُ الْحُجَّةُ أَبُوْ الْحُسَيْنِ النَّيْسَابُوْرِيُّ صَاحِبُ الصَّحِيْحِ

-'মুসলিম ইব্নুল-হাজ্জাজ ইব্ন মুসলিম হাদীসের ইমাম, হাফিয এবং হুজ্জাহ ছিলেন। তাঁর উপনাম আবুল-হুসায়ন। তিনি ছিলেন নায়সাপূরের অধিবাসী এবং 'আস্-সহীহ' গ্রন্থের প্রণেতা।'

৮. ইব্ন খালদূন তাঁর সম্পর্কে বলেন,[৬৮]

مُسْلِمُ بْنُ الحَجَّاجِ أَبُوْ الْحُسَيْنِ الْقُشَيْرِيُّ النَّيْسَابُوْرِيُّ الْحَافِظُ أَحَدُ أَرْكَانِ الْحَدِيْثِ وَصَاحِبُ الصَّحِيْحِ

-'মুসলিম ইব্নুল-হাজ্জাজ আবুল-হুসায়ন আল-কুশায়রী আন্-নায়সাপূরী (র) ছিলেন একজন হাফিয, হাদীসের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ এবং 'আস্-সহীহ' গ্রন্থের সংকলক।'

৯. আল-ইয়াফি'ঈ (মৃত ৭৬৮ হিঃ হিজরী) (র) তাঁর সম্পর্কে বলেন,[৬৯]

أَحَدُ أَرْكَانِ الْحَدِيْثِ، صَاحِبُ الصَّحِيْحِ، وَغَيْرِه، وَمَنَاقِبُهُ مَشْهُوْرَةٌ، وَسِيْرَتُهُ مَشْكُوْرَةٌ

-'ইমাম মুসলিম (র) ছিলেন হাদীসের অন্যতম স্বম্ভস্বরূপ, 'আস্-সহীহ' ও অন্যান্য গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁর গুণাবলী সুপ্রসিদ্ধ এবং তাঁর জীবন-চরিত কল্যাণকর।'

১০. ইমাম বায়হাকী (র) বলেন,[৭০]

قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُوْ عَبْدُ اللهِ الْحَافِظُ عَنْ أَبِيْ الْفَضْل مُحَمَّدُ بْن إِبْرَاهِيْمُ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ مَسْلَمَةَ يَقُوْلُ: رَأَيْتُ أَبَا زُرْعَةَ، وَأَبَا حَاتِم، يُقَدِّمَانِ مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجَ فِيْ مَعْرِفَةِ الصَّحِيْحِ عَلَى مَشَايِخِ عَصْرِهِمَا.

-'আমাকে আবূ 'আব্দিল্লাহ হাফিয বলেছেন, তিনি আবুল ফযল মুহাম্মদ ইব্ন ইবরাহীমের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আহমদ ইব্ন মাসলামাহকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আবূ যুর'আহ এবং আবূ হাতিমকে দেখেছি যে, হাদীসের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের যুগের শায়খগণের উপর মুসলিম ইব্নু'ল-হাজ্জাজকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।'

ইমাম মুসলিম (র)-এর ইন্তিকাল

ইমাম মুসলিম (র)-এর আয়ু ছিল কম। তাঁর জীবনের বেশিরভাগ ছিল হাদীস চর্চায় ব্যাপৃত। তিনি বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ শেষে নায়সাপূরে প্রত্যাবর্তন করতেন। সেখানে

৬৬. ওয়াফায়াতিল-আ'ইয়ান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৯।
৬৭. আন্-নুজুম্-যাহিরাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩।
৬৮. শাযরাতুয্-যাহাব, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৫।
৬৯. জামি'উল-মাসানীদ, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ৯০।
৭০. পূর্বোক্ত।

তাঁর সম্পদ এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল। তিনি আমৃত ব্যবসায় নিয়োজিত ছিলেন।[৭১] এ সম্পর্কে Dr. Muhammad Zubayr Siddqi বলেন, Having finished his studies he settled down at Nishapur, earned his livelihood by means of trade and devoted his life to the service of Hadith.[৭২]

জীবনী গ্রন্থ রচয়িতাগণের মতে, ইমাম মুসলিম (র) ২৬১ হিজরী সালের রজব মাসের ২৪ তারিখ রবিবার সন্ধ্যায় নায়সাপূরে ইন্তিকাল করেন। এটা ছিল ৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসের ৬ তারিখ। হাফিয আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ই'য়াকূব (র) বলেন,[৭৩]

تُوُفِّيَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَشِيَّةَ يَوْمِ الأَحَدِ، وَدُفِنَ الإِثْنَيْنِ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ رَجَبٍ سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّيْنَ وَمِئَتَيْنِ.

-'মুসলিম ইব্নুল-হাজ্জাজ (র) রবিবার সন্ধ্যায় ইন্তিকাল করেন এবং ২৬১ হিজরী সালের ২৫শে রজব তাঁকে দাফন করা হয়।'

মৃতকালে তাঁর বয়স কত ছিল এ সম্পর্কে কিছু মতপার্থক্য রয়েছে। ইব্নু'ল-'ইমাদ হাম্বলী (র) (১০৩২-১০৮৯)-এর মতে, তিনি ৬০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।[৭৪] ইব্ন খাল্লিকানের মতে, ইমাম মুসলিম (র) ৫৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। আর এ হিসেবে তিনি ২০৬ হিজরী সালে জন্মগ্রহণ করেন।[৭৫] ঐতিহাসিকগণের মতে, এ অভিমতটিই অধিক বিশুদ্ধ। হাফিয যাহাবী (র) এবং ইব্ন হাজার-এর মতানুসারে তিনি ৫৭ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।[৭৬] তাঁকে নায়সাপূর শহরের অভ্যন্তরে নাসীরবাদে দাফন করা হয়।[৭৭] হাফিয যাহাবী (র) বলেন, তাঁর কবর যিয়ারত করা হয়ে থাকে।[৭৮]

তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে খতীব আল-বাগদাদী (র) নিম্নের ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন

মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ নায়সাপূরী বলেন, আমি আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ই'য়াকূবকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আহ্মদ ইব্ন সালিমাহকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আবুল-হুসায়ন মুসলিম (র) ইব্নুল-হাজ্জাজের জন্যে হাদীসের একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে তাঁর নিকট এমন একটি হাদীস আলোচিত হয়, যা তিনি তাৎক্ষণিকভাবে চিনতে বা উপলব্ধি করতে পারেননি। তখন তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করে উক্ত হাদীস অন্বেষণে লিপ্ত হন। ইত্যবসরে এক ডালি খেজুর খাওয়ার জন্য ইমাম মুসলিমের সম্মুখে পেশ করা হয়। তিনি এক দিকে হাদীস খুঁজতে থাকেন এবং অন্য দিকে এক এক করে খেজুর খেতে থাকেন। এমতাবস্থায় সকাল হয়ে যায়, ডালির খেজুর সমাপ্ত হয়ে পড়ে এবং তিনি ঐ হাদীসটিও পেয়ে যান।[৭৯] হাদীস অন্বেষণে তিনি এত অধিক বিভোর ছিলেন যে তিনি বুঝতে পারেননি যে, তিনি এত অধিক খেয়ে ফেলেছেন। ফলে বদহজম জনিত পেটের অসুখে তিনি ইন্তিকাল করেন। খতীব আল-বাগদাদী (র)-এ ঘটনাটি বর্ণনা করার পর বলেন, হাকিম মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ এ প্রসঙ্গে

৭১. ইমাম মুসলিম, পৃ. ৫৯।
৭২. Dr. Muhammad Zubayr siddqi, Hadith Literature, P-99.
৭৩. তাহযীবুল-কামাল, ১৮শ খণ্ড, পৃ. ৭৩; ওফায়াতিল-আ'ইয়ান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৯।
৭৪. শাযারাতুয্-যাহাব, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৫।'
৭৫. ওফায়াতিল-আ'ইয়ান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৯।
৭৬. সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ.
৭৭. ওফায়াতিল-আ'ইয়ান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৯।
৭৮. তাযকিরাতুল-হুফ্ফায, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯০।
৭৯. তারীখু-বাগদাদ, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১০৩।

বলেছেন,[৮০] زَادَنِيْ الثِّقَةُ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ مِنْهَا مَاتَ -'আমাদের বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীগণ এ ক্ষেত্রে আরও অধিক বর্ণনা করে বলেন, তিনি এ ঘটনায়ই মারা যান।'

চরিত্র ও তাকওয়া

ইমাম মুসলিম-এর পিতা-মাতা ছিলেন ধর্মভীরু এবং ইমাম মুসলিম এক ধর্মীয় পরিবেশে বেড়ে উঠেছেন। এতে তার মনে এক অমোচনীয় ছাপ পড়ে। যার ফলে তার সারাজীবন অতিবাহিত হয়েছে একজন আল্লাহভীরু ব্যক্তি হিসাবে এবং আজীবন তিনি সঠিক পথের উপরেই অবিচল ছিলেন। এক কথায় বলা যায় তিনি ছিলেন অতি উন্নত ও মহান চরিত্রের অধিকারী। তিনি কখনও কারও গীবত বা দোষ চর্চায় লিপ্ত হননি,[৮১] তিনি কাউকে কোন দিন প্রহার করেননি এবং কাউকে কোন দিন অশোভন খারাপ কথাও বলেননি।[৮২] কখনও কাউকে গালিও দেননি।[৮৩] মুহাম্মদ ইব্ন ইয়া'কূব তাঁর সম্পর্কে বলেন,[৮৪]

كَانَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ مِنْ عُلَمَاءِ النَّاسِ وَأَوْعِيَةِ الْعِلْمِ، مَا عَلِمْتُهُ إِلاَّ خَيْرًا، وَكَانَ بَرًّا رَحِمَنَا اللهُ وَإِيَّاهُ.

-'মুসলিম ইব্নুল-হাজ্জাজ ছিলেন অন্যতম 'আলিম এবং জ্ঞানের আধার। আমি তাঁকে উত্তম বলেই জানি। তিনি ছিলেন পূণ্যবান ব্যক্তি। আল্লাহ আমাদের এবং তাঁর প্রতি করুণা বর্ষণ করুন।'

Dr. Muhammad Zubayr Siddqi বলেন, Muslim never spoke ill of any one; nor did he abuse any one during his whole life. Muslim's character is said to have been admirable.[৮৫]

তাঁর আকৃতি

ইমাম মুসলিম শুভ্র চুল ও দাঁড়ি বিশিষ্ট দীর্ঘকায় ব্যক্তি ছিলেন।[৮৬] তাঁর চেহারা সুন্দর এবং তিনি সুন্দর পোষাক পরিধান করতেন।[৮৭] বার্ধক্যের চিহ্ন অল্প বয়সেই তাঁর মধ্যে ফুটে উঠেছিল।[৮৮] তিনি দু'কাঁধের মাঝ বরাবর পাগড়ী ঝুলিয়ে পরতেন।[৮৯]

পেশা

তিনি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। ইব্নুল-'ইমাদ হাম্বলী বলেন, নাইসাপূরের হিমস নামক স্থানে তাঁর হোটেল বা সরাইখানার ব্যবসা ছিল।[৯০] মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দুল ওয়াহ্হাব ফাররা বলেন, তিনি বস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন।[৯১]

৮০. পূর্বোক্ত।
৮১. মিন আ'লামিল-হাযারাতিল-ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৫২।
৮২. আল-মুনতাযাম, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৮১।
৮৩. বুস্তানুল-মুহাদ্দিসীন, পৃ. ২৮০।
৮৪. তারীখ্ মাদীনাতি দিমাশ্ক, ৫৮তম খণ্ড, পৃ. ৮৯; তাহযীবুত্-তাহযীব, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৫১।
৮৫. Dr. Muhammad Zubayr siddqi, Hadith Literature, P-99.
৮৬. আল-মুনতাযাম, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১৭১; সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৭০; তাহযীবুল কামাল, ১৮শ খণ্ড, ফুটনোট, পৃ. ৭৩; মিন আ'লামিল-হাযারাতিল-ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৫৫।
৮৭. সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৬৬।
৮৮. মিন আ'লামিল-হাযারাতিল-ইসলামিয়্যাহ, পৃ. ৫৫।
৮৯. সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৭০ ও ৫৬৬; তাহযীবুল-কামাল, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৭৩।
৯০. শাযারাতুয্-যাহাব, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৫।
৯১. মুকাদ্দামা তুহফাতুল-আহওয়াযী, ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৯।

সহীহ মুসলিম-এর পর্যালোচনা

সহীহ মুসলিম সংকলন

ইমাম মুসলিম (র) স্বীয় ওস্তাদের নিকট থেকে শ্রুত তিন লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাচাই করে দীর্ঘ ১৫ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম, সাধনা ও গবেষণা করে 'আস্-সহীহ" গ্রন্থটি সংকলন করেন। এ সম্পর্কে The Encyclopaedia Of Islam গ্রন্থে বলা হয়েছে,[৯২] His Sahih is said to have been composed out 3,00,000 traditions collected by himself.

সহীহ মুসলিম গ্রন্থটি কখন সংকলন করেন তার সঠিক সময়কাল নির্ণয় করা যায় না। আল-'ইরাকী এবং হাজী খলীফাহ বলেন,[৯৩] أَنْ مُسْلِمًا أَلَّفَ كِتَابَهُ سَنَةَ ٢٥٠ هـ -'মুসলিম (র) তাঁর গ্রন্থটি ২৫০ হিজরী সালে সংকলন করেছেন।' ইমাম মুসলিম (র)-এর শিষ্য এবং আস্-সহীহ গ্রন্থের বর্ণনাকারী ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সুফইয়ান নায়সাপূরী (র) বলেন, মুসলিম (র) আমাদের নিকট তাঁর কিতাবটির পাঠ সমাপ্ত করেছেন ২৫৭ হিজরী সালের রমযান মাসে।[৯৪]

ইমাম মুসলিম (র) তাঁর গ্রন্থটি প্রণয়ন সম্পন্ন করে তদানীন্তন প্রখ্যাত হাদীসের হাফিয ইমাম আবূ যুর'আর নিকট পেশ করেন। এ সম্পর্কে ইমাম মুসলিম নিজেই বলেন,[৯৫]

عَرَضْتُ كِتَابِيْ هٰذَا عَلَى أَبِيْ زُرْعَةَ الرَّازِيْ فَكُلُّ مَا أَشَارَ أَنَّهُ عِلَّةٌ تَرَكْتُهُ وَكُلُّ مَا قَالَ أَنَّهُ صَحِيْحٌ وَلَيْسَ لَهُ عِلَّةٌ خَرَّجْتُهُ.

-'আমি এ গ্রন্থটি আবূ যুর'আ আর্-রাযীর নিকট পেশ করেছি। তিনি যে যে হাদীসের সনদে ত্রুটি আছে বলে অভিমত পোষণ করেছেন, আমি সেগুলো বাতিল করেছি। আর যে যে হাদীস সম্পর্কে তিনি সঠিক বলে অভিমত পোষণ করেছেন যে এটি সহীহ এবং এতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই, আমি তা এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি।'

ইমাম মুসলিম (র)-এর এ কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি কেবলমাত্র নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেচনার উপর নির্ভর করেই কোন হাদীসকে বিশুদ্ধ বলে মনে করে তাঁর এ গ্রন্থে শামিল করেননি। বরং প্রত্যেকটি হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সমসাময়িক অন্যান্য মুহাদ্দিসের নিকটও পরামর্শ চেয়েছেন এবং সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের শুদ্ধতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত হয়েছেন কেবল তাই তিনি তাঁর এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। এ সম্পর্কে ইমাম মুসলিম (র) নিজেই বলেন,[৯৬]

لَيْسَ كُلُّ شَيْئٍ عِنْدِيْ صَحِيْحٌ وَضَعْتُهُ هَاهُنَا وَإِنَّمَا وَضَعْتُ هَاهُنَا مَا أَجْمَعُوْا عَلَيْهِ.

'-কেবল আমার বিবেচনায় সহীহ হাদীস সমূহই আমি গ্রন্থে শামিল করিনি। বরং এ গ্রন্থে কেবল সেসব হাদীসই একত্রিত করেছি, যার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ একমত।'

৯২. The Encyclopaedia Of Islam, Vol. 3, P-757.
৯৩. কাশফুয্-যুনূন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৫।
৯৪. ইমাম মুসলিম, পৃ. ৬৬।
৯৫. তাহযীবুল-আসমা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২২।
৯৬. মুকাদ্দিমাহ্ সহীহ মুসলিম লিন্-নববী, পৃ. ১৩।

সহীহ গ্রন্থ সংকলনের কারণ

ইমাম মুসলিম (র)-এর ছাত্রগণের সংখ্যা ছিল অনেক। তৎকালীন রীতি অনুসারে শায়খগণ মুখস্থ অথবা নিজেদের পাণ্ডুলিপি থেকে ছাত্রদের নিকট হাদীস বর্ণনা করতেন। তখনও সহীহ হাদীস সম্বলিত তেমন সংকলন তাদের হাতে ছিলনা। ফলে ইমাম মুসলিম (র)-এর জনৈক বিশিষ্ট ও বুদ্ধিমান শিষ্য সহীহ হাদীসের এমন একটি গ্রন্থ সংকলণের জন্যে তাঁর নিকট প্রার্থনা জানান যা বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে বিভক্ত হবে এবং তার থেকে শরী'আতের আহ্কাম নির্গত করা সহজতর হবে।[৯৭] তাঁর এ অনুগত শিষ্য কে ছিলেন যার অনুরোধে তিনি এ মহান কাজে ব্রতী হয়েছিলেন? এর জবাব খুঁজতে গিয়ে হাফিয যাহাবী (র)-এর বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন,[৯৮]

وَقَدْ أَلَّفَ كِتَابَهُ الصَّحِيْحَ" إِسْتِجَابَةً لِطَلَبِ صَاحِبِهِ وَمُرَافِقِهِ فِيْ الْأَرْتِحَالِ وَالتَّحْصِيْلِ: الْحَافِظِ أَحْمَدَبْنِ سَلِمَةَ النَّيْسَابُوْرِيِّ.

-'ইমাম মুসলিম (র) তাঁর অনুগামী এবং সফর ও হাদীস অন্বেষণের সাথী হাফিয আহমদ ইব্ন সালিমাহ্ নায়সাপূরীর প্রার্থনা ও অনুরোধের জবাবে তাঁর আস্-সহীহ গ্রন্থ সংকলন করেন।'

নামকরণ

ইমাম মুসলিম (র)-এর সংকলিত হাদীস গ্রন্থটির নাম 'আস্-সহীহ' হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। তবে কেউ কেউ এ গ্রন্থটিকে আল-জামি' বলেও অভিহিত করেন। 'আব্দুল 'আযীয (র) এটিকে জামি-এর অন্তর্ভুক্ত করেন নি। এ হাদীস গ্রন্থটিতে জামি' এর আটটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে তাফসীর বিষয়ক বর্ণনা খুবই কম হওয়ায় 'ওলামায়েকিরাম এ গ্রন্থটিকে আল-জামি' বলতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন। তবে পরবর্তী যুগের 'আলিমগণের মতে এতে তাফসীর বিষয়ক হাদীস কম হলেও যেহেতু তাফসীর বিষয়ক হাদীস বিদ্যমান সেহেতু এ গ্রন্থটিকে আল-জামি' বলে অভিহিত করা যায়।[৯৯] হাজী খলীফা এটিকে আল-জামি' বলে উল্লেখ করেছেন।[১০০]

ইমাম মুসলিম (র)-এর গ্রন্থটি যদিও 'আস্-সহীহ' নামে প্রসিদ্ধ, কিন্তু তাঁর যুগে এটি 'আল-মুসনাদ' (اَلْمُسْنَدُ) নামেও অভিহিত হত। স্বয়ং ইমাম মুসলিম (র) বলেন,[১০১]

مَاوَضَعْتُ شَيْئًا فِيْ كِتَابِيْ هَذَا الْمُسْنَدِ إِلاَّ بِحُجَّةٍ، وَمَا أَسْقَطْتُ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ بِحُجَّةٍ

-'আমি আমার এ 'মুসনাদ' গ্রন্থে যা উপস্থাপন করেছি, তা দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে করেছি। আর এ গ্রন্থে যা সন্নিবেশিত করিনি, তাও প্রমাণের ভিত্তিতেই করেছি।' তিনি আরও বলেন,[১০২] صَنَّفْتُ هَذَا الْمُسْنَدَ الصَّحِيْحَ مِنْ ثَلَاثِمِائَةِ أَلْفِ حَدِيْثٍ مَسْمُوْعَةٍ -'আমি এ সহীহ মুসনাদটি তিন লক্ষ শ্রবণকৃত হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে প্রণয়ন করেছি।'

৯৭. ইমাম মুসলিম, মুকাদ্দামাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ।
৯৮. ইকমালুল-মু'আল্লিম, পৃ. ২৮।
৯৯. মিফতাহুস্-সুন্নাহ, পৃ. ৪৭; মুহাদ্দিসীন-ই-'ইযাম, পৃ. ১৮৭; ফাতহুল-মুলহিম, পৃ. ২৪-২৫।
১০০. হাজী খলীফা, কাশফুয্-যুনূন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৬।
১০১. তাযকিরাতুল-হুফ্ফায, ২য় খণ্ড, পৃ.
১০২. তারীখু-বাগদাদ, ৩১শ খণ্ড, পৃ. ১০১; ওফায়াতিল-আ'ইয়ান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৯।

এখানে 'মুসনাদ'-এর পারিভাষিক অর্থ গণ্য করা হয়নি। কেননা, মুহাদ্দিসগণের নিকট 'মুত্তাসিল' সনদযুক্ত হাদীসকে 'মুসনাদ' বলা হয়। এমনিভাবে 'মারফু' হাদীসকেও 'মুসনাদ' বলা হয়।[১০৩] অতএব, 'সহীহ্ মুসলিম'-এর ক্ষেত্রে 'মুসনাদ' শব্দটি ব্যবহৃত হলে-এর অর্থ হবে, এমন গ্রন্থ যার হাদীস সমূহের সনদ নবী করীম (স) পর্যন্ত বিস্তৃত। কোন কোন হাদীস বিশেষজ্ঞ এ গ্রন্থটিকে 'আল-জামি' (اَلْجَامِعُ) বলেও অভিহিত করে থাকেন।[১০৪]

সহীহ্ মুসলিম-এ হাদীস সংকলন পদ্ধতি

ইমাম মুসলিম (র) কেবলমাত্র সে সকল হাদীস তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন যা দু'জন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য তাবি'ঈ দু'জন সাহাবা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে প্রায় সকল পর্যায়ে তিনি দু'জন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সংগৃহীত হাদীস সমূহকে একত্রিত করার পর এগুলোকে গুরুত্বানুসারে রাবী তথা হাদীস বর্ণনা কারীদেরকে তিন ভাবে বিভক্ত করেছেন।

ক. তীক্ষ্ণ স্মরণ শক্তি ও বিশ্বস্ততার অধীকারী হাদীসের রাবীগণ বর্ণিত হাদীস সমূহ।

খ. মধ্যম স্মরণ শক্তি ও বিশ্বস্ততার অধিকারী রাবীগণ কতৃক বর্ণিত হাদীস সমূহ।

গ. য'ঈফ বা দুর্বল রাবীগণ থেকে বর্ণিত হাদীস সমূহ।

ইমাম মুসলিম (র) প্রথম স্তরের রাবীগণ কর্তৃক হাদীস সমূহ তাঁর আস্-সহীহ্ গ্রন্থে স্থান দেন এবং কখনও কখনও মুতাবি'আত বা সহায়ক হিসেবে দ্বিতীয় প্রকারের রাবীগণের হাদীস সমূহকেও গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তৃতীয় স্তরের রাবীগণের বর্ণিত হাদীস বর্জন করেছেন।[১০৫]

আস্-সহীহ্ গ্রন্থ প্রণয়নে শর্তারোপ

ইমাম মুসলিম (র) কিছু শর্ত সাপেক্ষে হাদীস সমূহ তাঁর আস্-সহীহ্ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন।

ক. বর্ণনাকারী রাবী অবশ্যই বিশ্বস্ত হতে হবে।

খ. হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তাঁর সদা জাগ্রত অনুভূতি থাকতে হবে।

গ. তাঁর নিকট বর্ণনাকারী থেকে রাসূলুল্লাহ (স) পর্যন্ত বর্ণনার ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন থাকতে হবে।

ঘ. সনদ বা মতনে কোন প্রচ্ছন্ন ত্রুটি থাকতে পারবে না।[১০৬]

আস্-সহীহ্-এর হাদীস সংখ্যা

সহীহ্ মুসলিম-এর হাদীস সংখ্যা নির্ধারণে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে। দৃষ্টিকোনের পার্থক্যের কারণেই সংখ্যার এ পার্থক্য দেখা দিয়েছে। নিম্নে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যার উল্লেখ করা হলঃ

১০৩. ইবনুস্-সালাহ, 'উলূমুল-হাদীস, পৃ. ৪৯।
১০৪. হাজী খলীফাহ, কাশ্ফুয্-যুনুন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৫।
১০৫. আল-হিত্তাহ, পৃ. ২০২; আল-হাদীসুন-নববী, পৃ. ৩৭৬-৩৭৭; তাদরীবুর-রাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৬।
১০৬. Criticism Of Hadith, P-119-120.

ইমাম মুসলিম (র)-এর বিশিষ্ট শাগরিদ আহ্মদ ইবন সালিমার মতে, সহীহ্ মুসলিম-এ হাদীসের সংখ্যা ১২,০০০ (বার হাজার)। এ প্রসঙ্গে শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র) বলেন, পূণঃ পূণঃ উল্লেখিত (اَلتَّكْرَارُ) হাদীস মিলেই এ সংখ্যা দাঁড়ায়। যেমন, তিনি যখন বলেন,[১০৭]

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وأَخْبَرَنَا ابنُ رُمْحٍ يُعَدَّان حَدِيثَيْنِ، إتَّفَقَ لَفْظُهُمَا أَوْ اخْتَلَفَ فِى كَلِمَةٍ

-'আমাকে কুতায়বা হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমাকে ইবন রুমহ্ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরূপ ক্ষেত্রে দুটি হাদীস গণনা করা হয়। হাদীস দুটির শব্দ একই ধরণের হলে অথবা শব্দের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও দুটিকেই পৃথক পৃথক হাদীস হিসেবে গণ্য করা হয়।'

হাফিয মুহাম্মদ ইবন জুমু'আহ আবূ কুরায়শ আল-কুহস্তানী (মৃত ৩১৩ হিজরী)-এর মতে, সহীহ মুসলিম-এ মুকাররার হাদীস বাদে হাদীসের সংখ্যা ৪,০০০ (চার হাজার)।[১০৮]

'ওমর ইব্ন 'আব্দিল-মাজীদ আল-মায়্যানিশিয়্যি (মৃত ৫৮১ হিজরী)-এর মতে, মুকাররার হাদীসসহ সহীহ্ মুসলিম-এ হাদীস সংখ্যা আট হাজার।[১০৯]

আধুনিক কালের উস্তাদ মুহাম্মদ ফু'আদ 'আব্দুল বাকীর গণনা অনুসারে মুকাররার ছাড়া হাদীসের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিন হাজার তেত্রিশটি। ডঃ খলীল মোল্লা খাতির ও অনুরূপভাবে হাদীস গণনা করে হাদীসের সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন চার হাজার ছয়শত ষোলটি। প্রাচ্যবিদ ওয়ানসাক সহীহ্ মুসলিম-এর প্রত্যেকটি বাবের হাদীস গণনা করে হাদীসের সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন পাঁচ হাজার সাতশত একাশিটি।[১১০]

Dr. Muhammad Zubayr Siddqi বলেন, In order to compile this book, Muslim examined 300,000 traditions out of which he picked up only 4000 about the genuineness of which the traditionists were unanimous; and included them in his Sahih.[১১১]

জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) (মৃত ৯১১ হিজরী) বলেন,[১১২]

وَافَقَ مُسْلِمُ الْبُخَارِىَّ عَلى تَخْرِيْجِ مَافِيْهِ اِلاَّ ثَلاَثَمِاَة وَعِشْرِيْنَ حَدِيْثًا

-'মুসলিম (র) তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে হাদীস বর্ণনায় তিনশত বিশটি হাদীস ছাড়া অবশিষ্ট হাদীসে ইমাম বুখারীর (র) আল-জামি' গ্রন্থে অনুরূপ হাদীসই উল্লেখ করেছেন।' আল-জামি' বুখারীতে মুকাররার ব্যতীত হাদীসের সংখ্যা চার হাজার।

আস্-সহীহ্-এর হাদীসের বিশুদ্ধতা

সমগ্র উম্মত সহীহ্ মুসলিমকে বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। হাদীস বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ের হাদীস নবী করীম (স)-এর হাদীস। আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইস্পারায়ীন (মৃত ৪১৮ হিজরী) বলেন, হাদীস অভিজ্ঞ মনীষীগণ একমত যে, সহীহ্ গ্রন্থদ্বয়ে সন্নিবেশিত হাদীস সমূহ অকাট্যভাবে মহানবীর হাদীস হিসেবেই প্রমাণিত। কোন কোন হাদীস সম্পর্কে মতপার্থক্য

১০৭. সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৬৬।
১০৮. ইকমালুল-মু'আল্লিম, পৃ. ৩০।
১০৯. ইকমালুল-মু'আল্লিম, পৃ. ৩০।
১১০. মেফতাহুল-কুনুয, পৃ. و ، ھ ; তদেব।
১১১. Dr. Muhammad Zubayr siddqi, Hadith Literature, P-99.
১১২. তাদরীবুর রাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৪।

থাকলেও বর্ণনা পরম্পরায় এবং রাবীগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এটা হাদীসের মতনের ক্ষেত্রে কোন প্রভাব সৃষ্টি করেনি।[১১৩]

হাফিয ইবনুস্-সালাহ (মৃত ৬৪৩ হিজরী) বলেন,[১১৪]

جَمِيْعُ مَاحَكَمَ مُسْلِمٌ بِصِحَّتِه مِنْ هذا الْكِتَابِ فَهُوَ مَقْطُوْعٌ بِصِحَّتِهِ، وَالْعِلْمُ النَّظَرِيُّ حَاصِلٌ بِصِحَّتِه فِيْ الأَمْرِ نَفْسِه، وَهكَذا مَاحكم الْبُخَارِيُّ بِصِحَّتِه فِيْ كِتَابِه، وَذٰلِكَ لأَنَّ الأُمَّةَ تَلَقَّتْ ذٰلِكَ بِالْقَبُوْلِ، سِوَى مَنْ لاَ يُعْتَدُّ بِخِلاَفِه وَوِفَاقِه فِيْ الإِجْمَاعِ.

-'মুসলিম (র) তাঁর এ কিতাবের যে সব হাদীসকে বিশুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন তা বিশুদ্ধ হিসেবে চূড়ান্ত। আর যুক্তির দৃষ্টি কোন থেকেও এগুলো বিশুদ্ধ। অনুরূপভাবে ইমাম বুখারী (র) তাঁর কিতাবের যে হাদীসকে বিশুদ্ধ বলে অভিহিত করেন সে হাদীসও বিশুদ্ধ হিসেবে চূড়ান্ত। কেননা গোটা উম্মত এটাকে বিশুদ্ধতার মর্যাদায় গ্রহণ করেছে। এমন কিছু ব্যক্তি বিরূপ মতামত এখানে অগ্রহণযোগ্য যাদের বিরোধিতায় বা ঐক্যমত্যে ইজমা'-এর ক্ষেত্রে কোন প্রভাব ফেলেনা।'

ইবনুস্-সালাহ আরও বলেন, বুখারী এবং ইমাম মুসলিম যে যে হাদীস ক্ষেত্রে ঐকমত্য পোষণ করেছেন ঐ সব হাদীসেই বিশুদ্ধ হওয়া চূড়ান্ত। আর তার দ্বারা প্রমাণ ভিত্তিক ইলমুল-ইয়াকীন অর্জিত হয়। তবে একটি মত এর বিপরীত রয়েছে। তাদের দলীল হচ্ছে, মূলতঃ হাদীস দ্বারা যন্ন বা ধারণা প্রসূতঃ জ্ঞান অর্জিত হয়। আর সমগ্র উম্মতের এটাকে গ্রহণীয় দৃষ্টিতে দেখার কারণ হচ্ছে, যন্নী 'ইলম দ্বারা তাদের ওপর 'আমল করা ওয়াজিব হয়ে থাকে। আর কখনও কখনও যন্ন ভুলেও পর্যবশিত হয়ে থাকে।[১১৫]

ইবনুস্-সালাহ্ এ ক্ষেত্রে মন্তব্য করে বলেন, প্রথম মতটিই বিশুদ্ধ ও সঠিক। কেননা, যারা ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্ত তাদের যন্ন বা ধারণা প্রসূতঃ সিদ্ধান্ত ভুলে পর্যবসিত হয় না। আর সমগ্র উম্মতের ইজমা' ভুল থেকে মুক্ত। এ কারণেই ইজতিহাদের ওপর ভিত্তিশীল ইজমা' একটি অকাট্য দলীল হিসেবে গৃহীত। এ ছাড়া 'আলিমগণের অধিকাংশ ইজমা' ও এরূপ।[১১৬] এ আলোচনা থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, ইমাম বুখারী (র) অথবা ইমাম মুসলিম (র) এককভাবে যে সব হাদীস তাঁদের নিজ নিজ সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন সে গুলোও চূড়ান্ত বিশুদ্ধ বলে বিবেচিত হবে। কারণ উম্মত তাঁদের গ্রন্থদ্বয়কে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছে। তবে স্বল্প সংখ্যক সমালোচক সমালোচনা করেছেন, যেমন-ইমাম দারা কুত্নী প্রমুখ।[১১৭]

সহীহ মুসলিম সম্পর্কে মনীষীগণের অভিমত

১. ইমাম মুসলিম (র) নিজে তাঁর এ গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন,[১১৮]

لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْحَدِيْثِ يَكْتُبُوْنَ الْحَدِيْثَ مِئَتَىْ سَنَةٍ، فَمَدَارُهُمْ عَلى هذا "الْمُسْنَدِ"

-'হাদীসবিদগণ যদি দুই শত বছর ধরেও হাদীস লিপিবদ্ধ করতে থাকেন, তবুও তাঁদের এই মুসনাদগ্রন্থটির ওপরই নির্ভর করতে হবে।'

১১৩. হাফিয সাখাবী, ফাতহুল-মুগীস, পৃ. ৮০।
১১৪. ইবনুস্-সালাহ, সিয়ানাহু সহীহি মুসলিম, পৃ. ৮৫।
১১৫. মুকাদ্দামাত ইবনি'স্-সালাম, পৃ. ৪১-৪২; ইকমালুল-মু'আল্লিম, পৃ. ৩৬; আল-মুকাদ্দামাহ লিল-'ইমামি'ল-নববী, পৃ. ১৪।
১১৬. ইমাম নববী, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ১৪।
১১৭. ইকমালুল-মু'আল্লিম, পৃ. ২৬।
১১৮. পূর্বোক্ত।

২. ইবন কাসীর (র) বলেন,[১১৯]

صَاحِبُ الصَّحِيْحِ الَّذِيْ هُوَ تَلُوْ صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ

-'ইমাম মুসলিম (র) আস্-সহীহ গ্রন্থের প্রণেতা, যেটি অধিকাংশ 'আলিমের মতে, ইমাম বুখারী (র)-এর সহীহ গ্রন্থের পরবর্তী স্থানে অভিষিক্ত।' আহলে মাগরিব এবং হাফিয আবূ 'আলী নায়সাপূরী (র)-এর মতে সহীহ মুসলিম সহীহ বুখারীর ওপর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত।

৩. আবূ 'আলী (র) বলেন,[১২০]

مَا تَحْتَ أَدِيْمِ السَّمَاءِ كِتَابٌ أَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ فِيْ عِلْمِ الْحَدِيْثِ

-'হাদীস শাস্ত্রে আকাশের নিচে মুসলিম ইবনুল-হাজ্জাজের কিতাব অপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ কোন গ্রন্থ নেই।'

৪. মুহাম্মদ 'আব্দুল 'আযীয আল-খাওলী বলেন,

صَحِيْحُ مُسْلِمٍ هُوَ ثَانِي الْكِتَابِ السِّتَّةِ وَأَحَدُ الصَّحِيْحَيْنِ الْمَشْهُوْرَ لَهُمَا بِعُلُوِّ الرُّتْبَةِ.

-'সহীহ মুসলিম বিশুদ্ধ ছয়টি হাদীস গ্রন্থের মধ্যে দ্বিতীয় এবং সর্বোচ্চ মর্যাদার স্বীকৃতিপ্রাপ্ত দু'টির মধ্যে একটি।'

৫. Dr. Muhammad Zubayr Siddqi বলেন, The most important of this works is his Sahih which has been regarded in certain respects as the best work on the subject.[১২১]

সহীহ মুসলিমের বৈশিষ্ট্য

সহীহ মুসলিম অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী একটি হাদীস গ্রন্থ। এর উপকার সুদূর প্রসারী। এর কল্যাণ অবর্ণনীয়। এর মর্যাদা সর্বজন স্বীকৃত। এর সৌন্দর্য বর্ণনাতীত। গোটা মুসলিম মিল্লাত এ গ্রন্থের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। হাফিয যাহাবী (র) বলেন,[১২২]

وَهُوَ كِتَابٌ نَفِيْسٌ كَامِلٌ فِيْ مَعْنَاهُ، فَلَمَّا رَآهُ الْحَافِظُ اَعْجَبُوْا بِه، وَلَمْ يَسْمَعُوْهُ لِنُزُوْلِه، فَعَمَدُوْا إِلى أَحَادِيْثِ الْكِتَابِ، فَسَاقُوْهَا مِنْ مَرْوِيَّاتِهِمْ عَالِيَةً بِدَرَجَةٍ وَبِدَرَجَتَيْنِ، وَنَحْوِ ذٰلِكَ، حَتَّى أَتَوْا عَلَى الْجَمِيْعِ هٰكَذا. وَسُمُّوْهُ الْمُسْتَخْرَجَ عَلَى صَحِيْحِ مُسْلِمٍ. فَعَلَ ذٰلِكَ عِدَّةٌ مِنْ فُرْسَانِ الْحَدِيْثِ.

-'এটি অতি উত্তম গ্রন্থ, এটি ভাব ও অর্থের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ মর্যাদা লাভ করেছে। যখন হাফিযগণ গ্রন্থটি দেখতে পেয়েছিলেন তখন তাঁরা অত্যন্ত পছন্দ করেন। তাঁরা গ্রন্থটি নাযিল সনদের (যে সনদে রাবীর সংখ্যা বেশি) অজুহাতে গ্রন্থটি শ্রবণ করেননি। অতঃপর তাঁরা এ কিতাবের হাদীসগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং তাঁদের নিজের এক স্তর, দুই স্তর বা অনুরূপ উর্ধ স্তরের রাবীর মাধ্যমে এই হাদীসগুলো তাঁদের গ্রন্থমালায় সন্নিবেশ করেন। তাঁরা

১১৯. ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ১১শ খণ্ড, পৃ. ২৮।
১২০. তারীখু দিমাশ্ক, ৫৮তম খণ্ড, পৃ. ৯২।
১২১. Dr. Muhammad Zubayr siddqi, Hadith Literature, P-99.
১২২. সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৬৮।

সকল ক্ষেত্রেই এরূপ নীতি অনুসরণ করে কিতাব প্রণয়ন করেন এবং তার নামকরণ করেন আল-মুসতাখরাজ[১২৩] আলা-সহীহ মুসলিম। কিছু সংখ্যক হাদীসবিশারদ এ কাজটি করেছেন।'

১. হাদীসের ইসনাদ উল্লেখের সময় ইমাম মুসলিম (র) যে সূক্ষ্ম বিচার- বিশ্লেষণ, সতর্কতা, বিশ্বস্ততা, পরহেযগারীর পরিচয় দিয়েছেন তার নজীর বিরল। তিনি حَدَّثَنِيْ أَخْبَرَنَا এবং وَحَدَّثَنَا أَخْبَرَنِيْ এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে সনদের উল্লেখ করেছেন। তিনি শায়খ-এর যবানীতে শায়খ-এর শব্দে হাদীস শ্রবণ করে থাকলে حَدَّثَنِيْ শব্দ ব্যবহার করেছেন। শায়খ-এর নিকট শিষ্য হাদীস পাঠ করে শুনানো হলে أَخْبَرَنَا শব্দ ব্যবহার করেছেন।[১২৪] আবার তিনি একাই শায়খ-এর শব্দে হাদীস শ্রবণ করার ক্ষেত্রে حَدَّثَنِيْ এবং অন্যান্য সাথীসহ শ্রবণ করলে حَدَّثَنَا ব্যবহার করেছেন। অনুরূপভাবে তিনি একাই যে হাদীস শায়খকে শুনিয়েছেন সে ক্ষেত্রে أَخْبَرَنِيْ এবং যে ক্ষেত্রে অন্যান্যদের সম্মুখে শায়খকে হাদীস পাঠ করে শুনান হয়েছে সে অবস্থায় أَخْبَرَنَا ব্যবহার করেছেন।

২. সহীহ মুসলিম-এ হাদীস সংযোজন ও সজ্জায়ন পদ্ধতি অতি চমৎকার, বিস্ময়কর ও অনির্বচনীয় সুন্দর। তিনি গ্রন্থটিকে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভাজন করেছেন, কিন্তু ইমাম বুখারী (র)-এর মত তিনি সেগুলোর শিরোনাম নির্ধারণ করেননি। বরং তিনি এগুলো পাঠকের ব্যক্তিগত উপলব্ধির উপর ছেড়ে রেখেছেন। পরবর্তী মুহাদ্দীসগন আপন আপন যোগ্যতা, উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতার আলোকে বাবগুলোর শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন। ইমাম নববী (র)-এর স্থিরকৃত শিরোনামই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

৩. ইমাম মুসলিম (র) একাধিক শাইখের নিকট থেকে ভিন্ন ভিন্ন শব্দে একই অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সবগুলো সনদ একত্রিত করে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি তাঁর শায়খ থেকে রাবীগনের নসব যেভাবে শুনেছেন হুবহু সেভাবেই উল্লেখ করেছেন।[১২৫]

৪. ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সহীহ গ্রন্থটি ফিক্হ শাস্ত্রের তরতীব অনুসারে সাজিয়েছেন। এ কারনে গ্রন্থটিকে সুনান বলে অভিহিত করা হয়। এতে তাফসীর অধ্যায়টি স্বল্প পরিসরে স্থান লাভ করার কারনে এটি জামি' বলা হয় না।[১২৬] এ সম্পর্কে The Encyclopaedia Of Islam গ্রন্থে বলা হয়েছে,[১২৭] He wrote a large number of other books on fikh, traditions and biography.

৫. ইমাম মুসলিম (র) তাঁর এ গ্রন্থে বিভিন্ন অধ্যায়ে হাদীস সংক্ষিপ্ত না করে পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেছেন।[১২৮]

১২৩. মুসতাখরাজ এমন হাদীস গ্রন্থকে বলা হয় যা অপর কোন হাদীস গ্রন্থ যেমন বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখিত হাদীস সমূহের সনদ ছাড়া ঐ গ্রন্থাকার নিজস্ব সনদে আলী বা পূর্ববর্তী গ্রন্থকারের শায়খ থেকে ঐসব হাদীস বা অর্থগত মিল আছে এমন হাদীস বর্ণনা করেন।
১২৪. ইমাম নববী, শরহ মুসলিম, পৃ. ১৫।
১২৫. আল-হিত্তাহ, পৃ. ২০০; মিফতাহুস্-সুন্নাহ, পৃ. ৪৭; বুহুসু ফী তারীখুস-সুন্নাহ, পৃ. ২৪৭; তাদরীবুর-রাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৫।
১২৬. আল-হাদীসুন-নববী, প্রঃ ৩৭৭।
১২৭. The Encyclopaedia Of Islam, Vol. 3, P-757.
১২৮. মাকানাতুস-সহীহাইন, পৃ. ৯১।

৬. ইমাম মুসলিম (র) একই হাদীস বিভিন্ন ইসনাদের মাধ্যমে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে নতুন ইসনাদ বর্ণনা করতে গিয়ে হা (ح) অক্ষর দ্বারা তাহবীল (تحويل) সনদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

৭. এ গ্রন্থে ثُلاثِيات হাদীস নেই। বরং আস্-সহীহ-এর সর্বোত্তম হাদীস হল رُبَاعِيَّات। এর সংখ্যা আশিটির উর্ধ্বে।

৮. ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সহীহ-এর শুরুতে একটি সুবিস্তৃত 'মুকাদ্দামাহ' লিপি বদ্ধ করেছেন। এতে তিনি এ গ্রন্থ প্রনয়নের কারণ, হাদীস শাস্ত্রের উসূল, এ গ্রন্থ সংকলনে তাঁর শর্ত ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন।

৯. ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সহীহ গ্রন্থে সকল হাদীসকেই হাদীসের নিজস্ব শব্দে (رِوَايَةً بِاللَّفْظِ) বর্ণনা করেছেন। তিনি কোন হাদীস অর্থগতভাবে (رِوَايَةً بِالْمَعْنَى) বর্ণনা করেননি।

১০. তিনি পূর্ণ হাদীস একই সাথে বর্ণনা করেছেন। হাদীসের অংশ বিশেষ বর্ণনা করেননি। একই হাদীস বিভিন্ন বাবে উল্লেখ করেননি। বরং একই হাদীস একাধিক সনদে একই স্থানে একত্রিত করেছেন।

১১. The Encyclopaedia Of Islam গ্রন্থে বলা হয়েছে,[১২৯]

> Muslim has prefixed to his work an introduction to the science of tradition. The work itself consists of 52 books which deal with the common subjects of Hadith: the five pillars, Marriage, Slavery, Barter, Hereditary law, War, Sacrifice, manners and customs.

সহীহ মুসলিম-এর শরহ বা ব্যাখ্যা গ্রন্থ

সহীহ মুসলিম-এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বিভিন্ন যুগের বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও হাদীস বিশ্লেষনকারীগণ এ গ্রন্থের ব্যাখ্যা, টীকা-টিপ্পনী, সংক্ষিপ্ত করণ গ্রন্থ প্রনয়ন করেন। হাজী খলীফা তাঁর কাশফুয্-যুনূন গ্রন্থে সহীহ মুসলিম-এর ১৫টি ব্যাখ্যা গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।[১৩০] ফুয়াদ সিযগীন সহীহ মুসলিম-এর ২৪টি শরহ গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।[১৩১] নিম্নে কিছু সংখ্যক শরহ গ্রন্থের উল্লেখ করা হলঃ

১.আল-মু'আল্লিম ফী ফাওয়াইদি মুসলিম (اَلْمُعْلِمُ فِيْ فَوَائِدِ مُسْلِمٍ) ঃ এটি আবু 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন 'আলী ইবন আবী তামীম আল-মাযারী (৫৩৬/১১৪১) রচনা করেন। এ শরহ গ্রন্থটির হস্তলিপি প্যারিসের মাকতাবাতুল-কারবীন, ইস্তাম্বুলের আস্-সুলাইমানিয়া, কুবরুল, আহমদ আস্-সালিস গ্রন্থাগারে কায়রো-এর আয্-যাহার এবং দারুল-কুতুবিল-মিসবিয়া গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। ইমাম মাযারী (র)-এর নিকট ৪৯৯ হিজরী সালের রমযান মাসে তাঁর শিক্ষকগন সহীহ মুসলিম পাঠ করেন। তিনি এ অধ্যাপনা কালে তাঁর ছাত্রগণের নিকট কঠিন কঠিন হাদীসের বিশ্লেষণ করেন। তাঁর ছাত্রগণ এসব কিছু লিপিবদ্ধ করে রাখেন এবং পাঠ সমাপ্তির পর তাঁর নিকট পেশ

১২৯. The Encyclopaedia Of Islam, Vol. 3, P-757.
১৩০. কাশফুয্-যুনূন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৭-৫৫৯।
১৩১. তারীখুত-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৪-২৭১।

করেন। তিনি এগুলো দেখে দেন। পরবর্তীতে এ গ্রন্থটি প্রথম মৌলিক শরহ গ্রন্থ হিসেবে খ্যাতি লাভ করে।[১৩২]

২. **ইকমালুল-মু'আল্লিম বিফাওয়াইদি মুসলিম (إِكْمَالُ الْمُعَلِّمْ بِفَوَائِدْ مُسْلِمْ)** ঃ এ গ্রন্থটি কাযী 'ইয়ায (মৃত ৫৪৪/১১৪৯) রচনা করেন। তিনি তাঁর এ গ্রন্থের মাধ্যমে ইমাম মাযিরী (র) রচিত المُعْلِم গ্রন্থটিকে পূর্ণতা দান করেছেন।[১৩৩]

এ শরহ গ্রন্থের হস্তলিখিত কপি দামেশকের المكتبة الظاهرية। তিউনিসিয়ার جامع الزيتونة, ফাস-এর مكتبة القرويين, ইস্তাম্বুলের مكتبة راغب, مكتبة نور عثمانية, مكتبة شهيد علي এবং قوله সহ অন্যান্য গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।

৩. **আল-মুফহাম লামা আসকাল মিন তালখিসি কিতাবি মুসলম (اَلْمُفْهَمْ لِمَا أَشْكَلْ مِنْ تَلْخِيْصِ كِتَابِ مُسْلِمْ)** ঃ এটি আবুল-'আব্বাস আহমদ ইবন 'ওমর ইবন ইবরাহীম আল-কুরতুবী (মৃত ৬৫৬ হিজরী/১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দ) (র)-এর রচিত। ইমাম কুরতুবী (র) সহীহ মুসলিম গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ করে তারই এ ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি এতে হাদীসের কঠিন কঠিন অংশের ব্যাখ্যা করেছেন, ইরাবের সূক্ষ্ম দিকের বর্ণনা দিয়েছেন এবং হাদীস থেকে দলীল গ্রহণের দিকগুলো উল্লেখ করেছেন।[১৩৪]

এ কিতাবের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি দামেশকের المكتبة الظاهرية -এ সংরক্ষিত আছে। এছাড়া হলব, কায়রো, রাবাত, বসরা এবং মদীনা মুনাওয়ারার গ্রন্থাগারেও এর হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি জমা আছে। ইমাম নববী (র) তাঁর শরহ গ্রন্থে এ কিতাব থেকে প্রচুর উদ্বৃতি দিয়েছেন।[১৩৫]

৪. **আল-মুফহিম ফী শরহি গরীবে মুসলিম (اَلْمُفْهِمْ فِيْ شَرْحِ غَرِيْبِ مُسْلِمْ)** ঃ এ শরহ গ্রন্থটি ইমাম 'আব্দুল-গাফির ইবন ইসমাঈল আল-ফারেসী (মৃত ৫২৯ হিজরী) রচনা করেন। এতে সহীহ মুসলিমের গরীব হাদীসের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[১৩৬]

৫. **শারহ সহীহ মুসলিম (شَرْحُ صَحِيْحُ مُسْلِم)** : হাফিয ইবন আবী যাকারিয়্যা ইয়াহইয়া ইবন শরফ নববী শাফি'ঈ (র) (মৃত ৬৭৬ হিজরী/ ১২৭৭ খ্রীষ্টাব্দ) (র) সহীহ মুসলিমের একটি উল্লেখযোগ্য শরহ গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এটির নাম, منهاج المحدثين وسبيل المحققين অথবা এর নাম, المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج।[১৩৭]

১৩২. তারীখুত-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৪-২৬৫; কাশফুয-যুনুন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৭; তারীখুল-আদাবিল-'আরাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮০।
১৩৩. তারীখুত-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৫; কাশফুয-যুনুন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৭।
১৩৪ তারীখুত-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৬; কাশফুয-যুনুন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৭-২৫৮।
১৩৫. ইমাম মুসলিম, পৃ. ১৩১।
১৩৬. কাশফুয-যুনুন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৮।
১৩৭.তারীখুত-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৬-২৬৯; কাশফুয-যুনুন, ১ম খণ্ড,পৃ. ৫৫৭; মিফতাহুস-সুন্নাহ, পৃ. ৪৭।

এটি লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, মিসর, বৈরুত সহ প্রভৃতি দেশ থেকে বহুবার মুদ্রিত হয়েছে। এ শরহ গ্রন্থটি অত্যাধিক সমাদৃত ও প্রচলিত। ভারত উপমহাদেশে মুদ্রিত সহীহ মুসলিমের পাদটীকায় এটি ছাপা হয়েছে। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম, লায়ডনের ব্রীল গ্রন্থাগার, ইস্তাম্বুলের المكتبة السليمانية , مكتبة داماد زاده, آمنية, مكتبة سليم آغا, آيا صوفية, তিউনিসিয়ার جامع الزيتونة, দামেশকের المكتبة الظاهرية। হলপ্পোর المكتبة الوقفية। পাটনার খোদাবখশ ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরীসহ বিভিন্ন দেশের গ্রন্থাগারে এর হস্তলিখিত কপি সংরক্ষিত আছে।

৬. আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াহয়া আল-আনসারী (মৃত ৬৪৬ হিজরী/১২৪৮ খ্রীষ্টাব্দ) (র)। তাঁর শারহ গ্রন্থের নাম, المفصح المفهم والموضح الملهم لمعاني مسلم কায়রোর طلعة গ্রন্থাগারে এ গ্রন্থের একটি কপি সংরক্ষিত আছে।[১৩৮]

৭. **ইকমালুল-ইকমাল (إِكْمَالُ الإِكْمَال)**ঃ এটি আবুল-ফারজ 'ঈসা ইবন মাস'উদ আয্-যাওয়াবী (মৃত ৭৪৩ হিজরী) (র) প্রণয়ন করেন। এটি একটি বৃহৎ শরহ গ্রন্থ। এটি ৫ খণ্ডে বিভক্ত এবং এতে পূর্ববর্তী কয়েকটি শরহ গ্রন্থের সমন্বয় সাধিত হয়েছে।[১৩৯]

৮. **শরহ যাওয়াইদে মুসলিম 'আলাল-বুখারী (شَرْحُ زَوَائِدِ مُسْلِمْ عَلَى الْبُخَارِي)** ঃ এটি শরহ গ্রন্থটি সিরাজুদ্দীন 'ওমর ইবন 'আলী ইবন আল-মুলাক্কান আশ্-শাফিঈ' (মৃত ৮০৪ হিজরী) রচনা করেন। এতে তিনি সহীহ মুসলিমের এমন হাদীসের ব্যাখ্যা করেন যেগুলো ইমাম মুসলিম (র) এককভাবে তাঁর সহীহ গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। সহীহ বুখারীতে এ সকল হাদীস স্থান লাভ করেনি। এ গ্রন্থটি চার খণ্ডে রচিত।[১৪০]

৯. **আল-ইবতিহাজ (الإِبْتِهَاج)** ঃ শায়খ আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল-খতীব আল-কুসতলানী আশ্-শাফি'ঈ (মৃত ৯২৩ হিজরী) (র)-এ শরগ গ্রন্থটি সংকলন করেন। এতে সহীহ মুসলিমের অর্ধেকাংশের শরহ করা হয়েছে। এটি ৮টি বৃহৎ খণ্ডে রচিত।[১৪১]

১০. শায়খ 'আলী আল-কারী আল-হারবী (মৃত ১০১৬ হিজরী) (র)-এর শরহ গ্রন্থ। এটি ৪ খণ্ডে সমাপ্ত।[১৪২]

১১. 'আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইউসুফ আফিন্দী যাদাহ (মৃত ১১৬৭ হিজরী/ ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ) সহীহ মুসলিমের একটি শারহ গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থটির নাম عناية المنعم অথবা عناية الملك المنعم لشرح صحيح مسلم; ইস্তাম্বুলের مكتبة نور عثمانية -এ এ গ্রন্থটি একটি কপি সংরক্ষিত আছে। এ ছাড়া স্বয়ং গ্রন্থকারের নিজ হস্তে লিখিত একটি কপি المكتبة الحميدية -তে সংরক্ষিত আছে।[১৪৩]

১৩৮. তারীখুত-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৯।
১৩৯. মিফতাহুস্-সুন্নাহ, পৃ. ৪৭।
১৪০. কাশফুয-যুনুন, ১ম খণ্ড,পৃ. ৫৫৮।
১৪১. মিফতাহুস্-সুন্নাহ, পৃ. ৪৮।
১৪২. কাশফুয-যুনুন, ১ম খণ্ড,পৃ. ৫৫৭-৫৫৮; মিফতাহুস-সুন্নাহ, পৃ. ৪৮।
১৪৩. তারীখুত-তুরাসিল- 'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭০; তারীখুল-আদাবিল- 'আরাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৩।

১২. ইবনুস্-সালাহ (র)। তাঁর প্রণীত গ্রন্থটির নাম صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط। এ শারহ গ্রন্থের কপি ইস্তাম্বুলের আয়া সূফিয়া গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।[১৪৪]

১৩. ফাতহুল-মুলহিম (فَتْحُ الْمُلْهِمْ) : এ শরহ গ্রন্থটি শাব্বীর আহমদ 'ওসমানী (র) কর্তৃক রচিত। এটি ৩ খণ্ডে كتاب الرضاع পর্যন্ত মুদ্রিত শরহটি সমাপ্তের পূর্বে রচিত হয়েছে। এটি সহীহ্ মুসলিম-এর একটি উল্লেখযোগ্য শরহ গ্রন্থ। মূলতঃ এ গ্রন্থটি ৫ খণ্ডে সমাপ্ত হয়। কিন্তু তিনি ইন্তিকাল করেন। এ কিতাবটির নামও রেখে দেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় তাকী 'ওসমানী ৬ খণ্ডে-এর تكملة فتح الملهم লিখেছেন। এটি পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত।

সহীহ মুসলিম-এর সংক্ষিপ্ত সংকলন

সহীহ মুসলিম-এর সংক্ষিপ্ত সংকলনগুলো নিম্নরূপঃ

১. আহমদ ইব্ন 'ওমর আল-আনসারী আল-কুরতুবী (মৃত ৬৫৬ হিজরী/১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দ) (র)-এর তালখীসু কিতাবি মুসলিম (تَلْخِيْصُ كِتَابِ مُسْلِمٍ)। তিনি নিজে এর শরহ গ্রন্থও প্রণয়ন করেন।

২. আবূ মুহাম্মদ 'আব্দুল-'আযিম আল-মুনযিরী (মৃত ৬৫৬ হিজরী/১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দ) (র)-এর আল-মুখতাসার (আল-জামিউল মুআল্লিম বিমাকাসিদ্ জামিউল-মুসলিম) নামে একটি সংক্ষিপ্ত শরহ গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন।

৩. সিরাজুদ্দীন 'ওমর ইবন 'আলী ইব্ন মুলাক্কান আশ্-শাফি'ঈ (মৃত ৮০৪ হিজরী) (র)-এর مُخْتَصَرُ زَوَائِدِ مُسْلِمٍ عَلَى الْبُخَارِيِّ। এটি ৪ খণ্ডে সমাপ্ত।

৪. আবূ বকর আহমদ ইব্ন 'আলী আল-ইস্পাহানী (মৃত ২৭৭ হিজরী) (র)-এর كِتَابٌ فِيْ أَسْمَاءِ رِجَالِ مُسْلِمٍ

৫. মুহাম্মদ মুসতাফা আম্মার মুখতাসারু ইমাম মুসলম (مُخْتَصَرُ الإِمَامِ مُسْلِمْ) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এটি কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়।[১৪৫]

উপসংহার

ইমাম মুসলিম (র) হাদীস জগতের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। জ্ঞানের এক আলোক-দীপ্ত পরিবেশে তিনি লালিত পালিত হন। অল্প বয়সেই হাদীস অন্বেষণ শুরু করেন, এমনকি পরিণত বয়সেও হাদীস সংগ্রহ থেকে বিরত হননি। তিনি ছিলেন সত্যানুরাগী এবং ন্যায়ের ক্ষেত্রে বজ্রকঠোর। লক্ষ লক্ষ হাদীস বাছাই করে তিনি সংকলন করেছেন এক অনবদ্য ও বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ-সহীহ মুসলিম। যদিও এটিই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান, কিন্তু এর পাশাপাশি তাঁর রয়েছে আরও অনেক গ্রন্থ। তাঁর জীবন ইতিহাস আমাদের প্রেরণার উৎস এবং তাঁর কালজয়ী গ্রন্থাবলী মুসলিম উম্মার দিক্‌দিশারী।

---

১৪৪. তারীখুত্-তুরাসিল- 'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৬।

১৪৫. কাশফুয-যুনূন, পৃ. ৫৫৭-৫৫৮; তারিখুত-তুরাসি'ল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭১-২৭২; মিফতাহুস্-সুন্নাহ, পৃ. ৪৮।

চতুর্থ অধ্যায়

সহীহাইনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে যে ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়ে 'ইলমে হাদীসের জগতে সারাবিশ্বময় আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তন্মধ্যে সহীহুল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থদ্বয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ বিশুদ্ধ গ্রন্থদ্বয়কে একসাথে সহীহায়ন বলা হয়ে থাকে। এ বিশুদ্ধ গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে কোন গ্রন্থখানা অধিক বিশুদ্ধ সে সম্পর্কে বেশ কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়। নিম্নে এ মতামতগুলো বর্ণনা করা হলঃ

সহীহুল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম-এর মাঝে তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে 'ওলামা-ই কেরাম ও মুহাদ্দিসগণ তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়েছেন। যথাঃ

এক

কিছু সংখ্যক মুতাআখখির 'আলিমের মতে সহীহুল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম উভয়ই বিশুদ্ধতার দিক থেকে সমান। খলীল আহ্মাদ সাহারাণপূরী বলেন,[১]

اِتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اَنَّ اَصَحَّ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ صَحِيْحَا الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٌ

-' 'আলিমগণ একমত যে, সংকলিত সহীহ গ্রন্থাবলীর মধ্যে বুখারী ও মুসলিম সর্বাধিক বিশুদ্ধ।'

সুতরাং এ গ্রন্থদ্বয়ের মাঝে মর্যাদাগত পার্থক্য করা ঠিক হবে না। কেননা বিশুদ্ধতার দিক থেকে সহীহ বুখারীর স্থান যেমন সবার উর্ধ্বে ঠিক তেমনিভাবে বিন্যাস ও তারতীব-এর দিক থেকে সহীহ মুসলিম-এর স্থান সবার উর্ধ্বে। কাজেই উভয় গ্রন্থ-ই স্ব স্ব স্থানে শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে একটি অপরটির থেকে কোন অংশে কম নয়। ইব্ন মুলাক্কানসহ কিছু সংখ্যক মুতাআখখির 'আলিম বলেন,[২]

رَأَيْت بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِيْنَ قَالَ: اِنَّ الْكِتَابَيْنِ سَوَاءٌ

-'আমি পরবর্তী এমন কিছু 'আলিমকে পেয়েছি, যাঁরা বলেন, উভয় গ্রন্থই সমপর্যায়ের।'

দুই

আবূ 'আলী নায়সাপূরী, আবূ যুর'আহ ও আবূ হাতিম আর্-রাযী সহ কিছু সংখ্যক মাগরিবী 'আলিমগণ সহীহ মুসলিমকে সহীহুল-বুখারীর চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ বলে অভিমত পোষণ করেছেন। আবূ 'আলী (র) বলেন,[৩]

مَاتَحْتَ اَدِيْمِ السَّمَاءِ كِتَابٌ اَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ فِيْ عِلْمِ الْحَدِيْثِ

-'হাদীস শাস্ত্রে আকাশের নিচে মুসলিম ইবনুল-হাজ্জাজের কিতাব অপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ কোন গ্রন্থ নেই।'

---

১. সহীহুল-বুখারী, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ৪।

২. তাদরীবুর-রাবী ফী শারহি তাকরীবিন-নাওয়াবী, পৃ. ৯৬।

৩. তারীখু মাদীনাতি দিমাশক, ৫৮তম খণ্ড, পৃঃ ৯২।

তারা তাদের মতের স্বপক্ষে দলীল পেশ করে বলেন

১. ইমাম মুসলিম (র) সহীহ মুসলিম গ্রন্থে প্রতিটি হাদীসকে যথাস্থানে সংস্থাপন করেছেন এবং বিভিন্ন সনদে প্রাপ্ত একই হাদীস শব্দের বিভিন্নতা সহ একই স্থানে উল্লেখ করেছেন। ফলে অতি সহজেই বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত একই হাদীস খুঁজে বের করা যায়। কিন্তু সহীহুল-বুখারীতে বা অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে এ নীতির প্রতিফলন ঘটেনি। এ সম্পর্কে মুহাম্মদ 'আব্দুল 'আযীয আল-খাওলী বলেন,[৪]

لَكِنْ الأنْصَافَ يَدْفَعُنَا إِلى الإعْتِرافِ لِمُسْلِمٍ بِتِلْكَ المزِيَّةِ الجَلِيْلَةِ وَالطَّرِيْقَةِ الْحَكِيْمَةِ مَعْنَى بِهَا سهولة التَّنَاول مِنْ كِتَابِه إِذْ جَعَلَ لِكُلِّ حَدِيْثٍ مَوْضَعًا وَاحِدًا يَلِيْقُ بِهِ جَمَعَ فِيْهِ طُرُقَهُ الَّتِيْ إِرْتَضَاهَا وَأَوْرَدَ فِيْهِ أَسَانِيْدَه الْمُتَعَدِّدَ وَأَلْفَاظَهُ الْمُخْتَلَفة بِمَا يَسْهلُ عَلى الطَّالِبِ النَّظْرُ فِيْ وُجُوْهِه وَاقتِطَافُ ثَمَاره وَيُوْلِيه الثِّقَة بِجَمِيْعِ الطُّرِيق الَّتِيْ لِلْحَدِيْثِ وَلَمْ يَحُمْ حَوْلَ ذَلِكَ الْبُخَارِيَ بَلْ فَرَّقَ طُرُق الْحَدِيْثِ فِيْ الأَبْوَابِ الْمُخْتَلِفَة.

-'তবে ন্যায়বিচার আমাদের এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য করে যে, সহীহ মুসলিম-এ রয়েছে এক মহান বৈশিষ্ট্য এবং বিজ্ঞানময় পদ্ধতি। এ পদ্ধতি বলতে আমরা বুঝতে চাই, সহীহ মুসলিম থেকে হাদীস খুঁজে বের করা সহজ। কেননা তিনি প্রত্যেক প্রকারের হাদীসের জন্য যথোচিত স্থান নির্ধারণ করে তাতে পছন্দিত হাদীস সমূহ সংগ্রহ করেছেন এবং তাতে নির্ভরযোগ্য সনদ সমূহ ও বিভিন্ন রিওয়ায়াতে বর্ণিত শব্দমালার উল্লেখ করেছেন। এতে অন্বেষণকারীর পক্ষে হাদীসের প্রতি দৃষ্টিপাত করা এবং হাদীসরূপ ফল চয়ন করা সহজসাধ্য হয়েছে। ইমাম বুখারী (র) তাঁর সহীহ গ্রন্থে অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন না করে হাদীসকে বিভিন্ন বাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখেন।'

২. ইমাম মুসলিম (র) স্বীয় শহরে বসে নিজের বিবেক বিবেচনার ভিত্তিতে তাঁর অধিকাংশ ওস্তাদের জীবদ্দশায়ই সহীহ মুসলিম গ্রন্থখানা সংকলন করেন। তিনি এ ব্যাপারে সমকালীন মুহাদ্দিসগণের সাথে পরামর্শ করেছেন। ফলে তাঁর বর্ণনা সমূহে ভুলের সম্ভাবনা (بعينه وَبِلَفْظِه) কম হয়েছে। পক্ষান্তরে ইমাম বুখারী (র) বিভিন্ন স্থানে বসে স্বীয় স্মৃতিতে রক্ষিত হাদীস থেকে সহীহ বুখারী প্রণয়ন করেছেন। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে শায়খের বর্ণনা থেকে তাঁর বর্ণনা কিছুটা আলাদা হয়েছে।[৫]

৩. রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীসের সাথে অন্য কারও উক্তির যাতে সমাবেশ না ঘটে সে জন্য ইমাম মুসলিম (র) তাবি'ঈগণের হাদীস বর্ণনা করা হ'তে যথাসাধ্য বিরত থেকেছেন।

পক্ষান্তরে ইমাম বুখারী (র) সাহাবা ও তাবি'ঈগণের প্রচুর হাদীসও বর্ণনা করেছেন।[৬]

৪. মিফতাহুস্-সুন্নাহ, পৃ. ৪৭।
৫. তাদরীবুর-রাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৪-৯৫।
৬. সহীহুল-বুখারী, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ১৯।

৪. ইমাম মুসলিম (র) সহীহ মুসলিম-এ তা'লীকাত (تَعْلِيْقَات) হাদীস খুবই কম বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম বুখারী (র) সহীহুল-বুখারীতে প্রচুর পরিমাণে তা'লীকাত (تَعْلِيْقَات) হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৭]

৫. ইমাম বুখারী (র) তাঁর সহীহুল-বুখারী গ্রন্থে একই রাবীর কখনও নাম আবার কখনও কুনিয়াত ব্যবহার করেছেন। এতে অনেক সময় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হতে পারে। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম (র)-এ ধরণের পন্থাবলম্বন পরিত্যাগ করেছেন।

৬. ইমাম মুসলিম (র) হাদীস সংগ্রহের ক্ষেত্রে বা হাদীস চয়নের ক্ষেত্রে শর্তারোপ করে বলেন, "তিনি শুধুমাত্র সে সব হাদীসকেই তাঁর সহীহ গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন যেগুলো দু'জন নির্ভরযোগ্য তাবি'ঈ দু'জন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে প্রায় প্রতিটি পর্যায়েই তিনি দু'জন নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

পক্ষান্তরে ইমাম বুখারী (র) তাঁর সহীহুল-বুখারী গ্রন্থে চয়নের বেলায় এ ধরণের কোন শর্তারোপ করেননি। এতেও সহীহ মুসলিম-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।[৮]

৭. ইমাম মুসলিম (র) একাধিক মুহাদ্দিস থেকে শব্দের বিভিন্নতা সহ একই ধরণের হাদীস একই জায়গায় একত্রিত করেছেন। অতঃপর হাদীসগুলোকে বর্ণনার সময় সবগুলো সনদ একত্রিত করতঃ যে শায়খের নিকট থেকে হুবহু ঐ শব্দগুলো চয়ন করেছেন তাঁর উল্লেখের সাথে সাথে বলে দিয়েছেন وَاللَفْظُ لِفُلَانٍ - 'আর এই ভাষাটি অমুক শায়খের।'

পক্ষান্তরে ইমাম বুখারী (র) তেমন কোন স্বাতন্ত্রের পরিচয় দেন নি।[৯]

৮. ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সহীহ মুসলিম গ্রন্থে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে حَدَّثَنَا এবং أَخْبَرَنَا এর ব্যবহারিক পার্থক্য কঠোরভাবে মেনে চলেছেন।

পক্ষান্তরে ইমাম বুখারী (র) এ নীতি পুরোপুরি উপেক্ষা করেছেন।[১০] Abdul Hamid Siddiqi বলেন, Imam Muslim has also seen constantly kept in view the difference between the two well-known modes of narration Haddathana (he narrated to us) (حَدَّثَنَا) and Akhbarana (he informed us) (أَخْبَرَنَا).[১১]

৭. আ'লামুল-মুহাদ্দসীন, পৃ. ১৮১; এ সম্পর্কে ইবনুস্-সলাহ বলেন,
مَا وَقَعَ فِيْ صَحِيْحى الْبُخَارِيُ وَمُسْلم بِمَا نُوْرَةُ الْمُنْقَطع لَيْسَ مُلْحَقَل فِيْ خُرُوْجِه عَنْ حَيْزُ الصَّحِيْح إِلى حَيْزِ الضَّعِيْف يُسَمَّى هَذَا النَّوْع تَعْلِيْقَات.
৮. Sahih Muslim, Introduction, P-v.
৯. আ'লামুল-মুহাদ্দিসীন, পৃ. ১৮১।
১০. সহীহুল-বুখারী, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ১৯।
১১. Sahih Muslim, Introduction, P-v.

তিন

জমহুর মুহাদ্দিস, আহলে ইতকান ও ফকীহগণের মতে সহীহুল-বুখারী সহীহ মুসলিম এর চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ। ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হিজরী) বলেন,[১২]

أَصَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللهِ الصَّحِيْحُ الْبُخَارِيّ

-'আল্লাহ্‌র কিতাবের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে সহীহুল-বুখারী।'

নিম্নে সহীহুল-বুখারী সহীহ মুসলিম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তা যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে পর্যালোচনা করা হলঃ

১. সহীহুল-বুখারী জামি' (جَامِعْ) কিন্তু সহীহ মুসলিম জামি' (جَامِعْ) নয়। এ সম্পর্কে মুহাম্মদ জামালুদ্দীন আল-কাসেমী বলেন,[১৩]

إنْ الْبُخَارِيَّ جَامِعٍ لِجَمِيْعُ فُنُوْنِ السُّنَّة بِخِلَافِ مُسْلِمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِجَامِعْ وَلِذَا لَمْ يُطْلَقْ لَفْظَه الْجَامِع عَلى كِتَابِ مُسْلِمْ

-'বুখারী গ্রন্থখানা সুন্নাহ-এর সকল প্রকার বিষয়কে সন্নিবেশ করেছে। কিন্তু সহীহ মুসলিম-এর বিপরীত। কেননা সেটি জামি' নয়। আর এ কারণেই মুসলিম গ্রন্থখানাকে আল-জামি' হিসেবে অভিহিত করা হয় না।'

২. ইমাম বুখারী (র) সহীহুল-বুখারীতে শায (شَاذْ)ও মু'আল্লাল (مُعَلَّلْ) হাদীস অত্যন্ত কম উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী (র) এককভাবে যে সকল হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং যাতে ইমাম মুসলিম শরীক নেই সে ধরণের সমালোচিত হাদীসের সংখ্যা ৮৭টি।

পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম (র) তাঁর আস্-সহীহ গ্রন্থে বুখারী অপেক্ষা অধিকহারে শায (شَاذْ) এবং মু'আল্লাল (مُعَلَّلْ) হাদীস বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিম-এ এরূপ হাদীসের সংখ্যা ১৩০টি। এতদ্ব্যতীত ইমাম বুখারী (র)-এর সহীহ গ্রন্থে যে সকল ইস্তিম্বাত এবং শরী'আতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলো বাবের শিরোনামে উল্লিখিত হয়েছে, ইমাম মুসলিম (র)-এর কিতাব-এ সকল দিক থেকে শূন্য।[১৪]

৩. ইমাম বুখারী (র) সহীহুল-বুখারী গ্রন্থখানা সংকলনের ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী (رَاوِيْ) এবং যার নিকট থেকে বর্ণনা করা হয়েছে (مَرْوِىْ عَنْهُ)-এর কেবল মাত্র সমসাময়িক যুগের হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করেননি। বরং উভয়ের মাঝে সাক্ষাৎ হওয়াকে শর্তারোপ করেছেন।

১২. ফাতহুল-বারী, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ৫।
১৩. কাওয়াইদুত-তাহদীস, পৃ. ১৯৫।
১৪. মেফতাহুস-সুন্নাহ, পৃ. ৪৭।

পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনাকারী (رَاوِي) এবং যার নিকট থেকে বর্ণনা করা হয়েছে (مَرْوِى عَنْـهُ) উভয়কে সমসাময়িক হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। ইব্‌ন কাসীর (র) (মৃত ৭৭৪ হিজরী) বলেন,[১৫]

لأنَّهُ.إشْتَرَطَ فِيْ إخْرَاجِهِ الْحَدِيْثَ فِيْ كِتَابِه هٰذَا: اَنْ يَكُوْنَ الرَّاوِى قَدْ عَاصَر شَيْخَه وَثَبَتَ عَنْهُ سِمَاعُه مِنْه، وَلَمْ يَشْتَرِطْ مُسْلِمُ الثَّانِيَ، بَل اَكْتَفى بِمُجَرَّدِ الْمُعَاصِرَةَ.

-'ইমাম বুখারী (র) তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করার জন্য শর্ত করেছেন যে, রাবীকে তার শায়খের সমকালীন হতে হবে এবং তার থেকে হাদীস শ্রবণ করা সাব্যস্ত হতে হবে। কিন্তু ইমাম মুসলিম (র) দ্বিতীয় শর্তটি আরোপ করেননি। বরং তাঁর মতে সমকালীন হওয়াই যথেষ্ট।'

৪. আদালাত (عَدَالَةْ) ও যবত (ضَبْط) এর বিষয়টি বিবেচনায় আনলে দেখা যায়, সহীহুল-বুখারীতে সমালোচিত রাবীগণের সংখ্যা কম। বুখারীতে মোট ৪৮৩ জন রাবীর মধ্যে মাত্র ৮০ জন রাবী সমালোচিত। তিনি সমালোচিত রাবীগণের মধ্যে কেবলমাত্র ইকরামা ছাড়া অন্য কারো নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করেন নাই। আর এ সকল রাবীর অধিকাংশই তাঁর আপন শায়খ ছিলেন। তাঁদের থেকে তিনি সরাসরি হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের হাদীস সম্পর্কে তিনি অবগতি লাভ করেছেন।

পক্ষান্তরে সহীহ মুসলিম-এ সমালোচিত রাবীর সংখ্যা বেশি। মুসলিম-এ মোট ৬২০ জন রাবীর মধ্যে ১৬০ জন রাবী সমালোচিত। ইমাম মুসলিম (র) আবূ যুবায়ের আল-যাবির, হুসাইন আল-আবিহ্, আবূ জোনাদ আয্-জুবায়েরের মত তীব্র সমালোচিত রাবীদের থেকেও হাদীস গ্রহণ করেছেন। আর এ সকল রাবী ইমাম মুসলিম (র)-এর উস্তাদ ছিলেন না।[১৬]

৫. সহীহুল-বুখারীতে সমালোচিত হাদীসের সংখ্যা ৩২টি। পক্ষান্তরে সহীহ মুসলিম-এ সমালোচিত হাদীসের সংখ্যা ১০০-এর অধিক। এ সম্পর্কে ড. মাহমূদ তাহ্হান বলেন,[১৭]

عَدَدُ الْحَدِيْث الْمُتَكَلَّمْ فِيْهِ ٣٢ دَهَا – وَفِيْ مُسْلِمْ فَوْقَ الْمَائَةَ

-'তাতে সমালোচিত হাদীসের সংখ্যা ৩২টি। আর মুসলিমে সমালোচিত হাদীসের সংখ্যা একশতের উর্ধ্বে।'

'আব্দুর রহমান জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) এ সম্পর্কে বলেন,[১৮]

১৫. আল-বাইসুল-হাসীস ফী ইখতিসারি 'উলূমিল-হাদীস, পৃ. ৩৪; এ সম্পর্কে ড. সুবহী সালিহ বলেন,
صَحِيْحُ الْبُخَارِيْ أَرْجِع مِنْ صَحِيْح مُسْلِمْ، لأنَّ الإمَامَ الْبُخَارِيَّ إشْتَرَطَ فِيْ إخْراَ جِهِ الْحَدِيْثُ شَرْطَيْنِ أحَدُهُمَا مُعَاصِرَةُ الرَّاوِىْ لِشَيْخِه، وَالثَّانِيْ ثُبُوْت سِمَاعِه، بَيْنَمَا اَكْتَفى مُسْلِمْ بِمُجَرَّدِ شَرْطِ الْمُعَاصِرَةِ.
দ্র. 'উলূমুল-হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু, পৃ. ১২০।
১৬. পূর্বোক্ত।
১৭. তাইসীরু মুসতালাহিল-হাদীস, পৃ. ।
১৮. তাদরীবুর-রাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯২।

انْ الأَحَادِيْثَ الَّتِيْ انفَرَدَتْ عَلَيْهَا نَحْوُ مِائَتَيْ حَدِيْثٍ وَعَشَرَةَ أَحَادِيْث، اخْتَصَّ الْبُخَارِيَ مِنْهَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَانِيْنَ، وَلاَ شَكَّ ان مَاقل الإِنْتِقَادُ فِيْهِ أَرْجَحُ مِمَّا كَثُرَ.

-'সহীহুল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম-এ ২১০টি হাদীসের ব্যাপারে 'আলিমগণ সমালোচনা করেছেন। তন্মধ্যে সহীহ বুখারীর হাদীস ৮০-এর কম। বাকী ১১০টি সহীহ মুসলিমের। বাকী ৩২টি হাদীস যৌথভাবে উভয় সহীহ গ্রন্থেই বর্ণিত হয়েছে। আর যাতে সমালোচনা কম তা অধিক সমালোচিত থেকে অগ্রাধিকার লাভের বিষয়টি সুনিশ্চিত।'

৬. অধিকাংশ সমালোচিত রাবীই ইমাম বুখারীর উস্তাদ ছিলেন। যাদের সম্পর্কে তিনি সঠিক অবগত ছিলেন। কিন্তু সহীহ মুসলিম-এ যাদের সমালোচনা করা হয়েছে তারা ইমাম মুসলিম (র)-এর উস্তাদ ছিলেন না এবং তিনি তাদের সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত ছিলেন না।[১৯]

৭. ইমাম বুখারী (র) তাঁর হাদীস গ্রন্থে حَدَّثَنَا ও أَخْبَرَنَا কে পার্থক্য করেছেন। তিনি حَدَّثَنَا কে ثَنَا ও أَخْبَرَنَا কে أَنَا বলে সংক্ষেপ করেছেন।

পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম (র) (ح) শব্দ বেশি ব্যবহার করেছেন। যা এক সনদ হতে অন্য সনদের বর্ণনাকে সংক্ষেপ করেছে।[২০]

৮. ইমাম বুখারী (র) প্রথম স্তরের রাবীগণের নিকট থেকে পূর্ণ হাদীস গ্রহণ করেছেন। আর দ্বিতীয় স্তরের রাবীগণ থেকে যাচাই-বাছাই করে হাদীস গ্রহণ করেন। আর তৃতীয় স্তরের রাবীকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়েছেন।

পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম (র) প্রথম স্তরের ও দ্বিতীয় স্তরের রাবীদের থেকে পূর্ণ হাদীস গ্রহণ করেছেন। আর তৃতীয় স্তরের রাবীদের থেকে হাদীস যাচাই-বাছাই করেছেন। এটাই সহীহুল-বুখারীর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ করে।

৯. সহীহুল-বুখারী সনদ-এর দিক দিয়ে সহীহ মুসলিম-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কারণ বুখারীর উত্তম সনদ হল সুলাসিয়াত। আর এতে ২৩টি সুলাসিয়াত(ثُلاَثِيَّات) হাদীস রয়েছে। আর মুসলিম-এর উত্তম সনদ হল রোবা'ইয়াত। সহীহ মুসলিম-এ কোন সুলাসিয়াত (ثُلاَثِيَّات) হাদীস নেই। বরং রোবা'ইয়াত (رُبَاعِيَّات) হাদীস রয়েছে। যার সংখ্যা হল ৮০টি।[২১]

১০. সনদ ও মতনগত দিক থেকে সহীহুল-বুখারীর হাদীস গুলো অধিক অকাট্য। ইমাম বুখারী (র) প্রত্যেক تَرْجَمَةُ الْبَابِ এর অধীনে অনেক আয়াত ও হাদীস নিয়ে এসেছেন। এই নীতিমালা ইমাম মুসলিম (র) সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেছেন।

১৯. তাদরীবুর-রাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯২।
২০. 'উলূমুল-হাদীস ওয়া মুসতালাহুহু, পৃ. ১২১-১২২।
২১. ইসলামী বিশ্বকোশ, ১৫শ খণ্ড, পৃ. ৩৮৮।

১১. ইমাম বুখারী (র) ছিলেন ইমাম মুসলিম (র)-এর উস্তাদ। তার মাধ্যমেই ইমাম মুসলিম (র)-এর প্রকাশ ঘটেছে। এ সম্পর্কে ইমাম দারা কুতনী (র) বলেন,[২২]

لَوْلاَ الْبُخَارِيُّ لَمَا رَاحَ الْمُسْلِمُ وَلاَ جَاءَ

-' বুখারী না হলে মুসলিম সৃষ্টি হত না এবং ব্যুৎপত্তিও অর্জন করতে পারত না।'

ইমাম মুসলিম (র) নিজেই তাঁর ওস্তাদ ইমাম বুখারী (র) সম্পর্কে বলেন,[২৩]

دَعْنِيْ أُقَبِّلْ رِجْلَيْكَ يَا أُسْتَاذَ الأُسْتَاذِيْنَ وَسَيِّدَ الْمُحَدِّثِيْنَ وَطَبِيْبَ الْحَدِيْثِ فِيْ عِلَلِهِ

-'আমাকে আপনার পদযুগল চুম্বন করার অনুমতি দিন হে সমস্ত ওস্তাদের ওস্তাদ, মুহাদ্দিসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং হাদীসের রোগের চিকিৎসক।'

১২. ইমাম বুখারী (র) তাঁর সহীহ গ্রন্থে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ফিক্হী মাসআলাহ আলোচনা করেছেন।

পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সহীহ গ্রন্থে এসবের আলোচনা করেননি। ড. মাহমূদ তাহ্হান বলেন,[২৪]

وَفِيْهِ (أَيَ الْبُخَارِيَ) مِنَ الإِسْتِنْبَاطَاتِ الْفِقْهِيَّةِ وَالنُّكَتِ الْحِكْمِيَّةِ مَا لَيْسَ فِيْ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ.

-'বুখারীতে ফিক্হী বিষয়ের উদ্ভাবন এবং বিজ্ঞময় সূক্ষ্ম বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটেছে যা সহীহ মুসলিমে নেই।'

১৩. বর্ণনার শৈল্পিক দিক দিয়ে সহীহ মুসলিম অপেক্ষা সহীহুল-বুখারী অগ্রগণ্য। এ সম্পর্কে ড. মাহমূদুল হাসান বলেন,

The Standard work of Imam Bokari stands unique and unrivalled in respect of authenticity. Another monumental work of traditions which also deserves authenticity was that of Imam Muslim[২৫]

১৪. সহীহুল-বুখারী সর্বজন বিদিত, স্বীকৃত এবং অধিক বিশুদ্ধ ও মর্যাদা পূর্ণ হওয়ার কারণে বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহীহুল-বুখারী স্বীকৃতি লাভ করেছে। সহীহ মুসলিম ততটা স্বীকৃতি লাভ করতে পারে নাই। এ সম্পর্কে The Encyclopaedia Of Islam-এ বলা হয়েছে, In time, although criticisms have been made on matters of detail, it was accepted by most Sunnis as the most important book after the Kur'an.[২৬]

২২. তারীখু-বাগদাদ, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ১০২; আল-বিদায়াহ ওয়ান্-নিহায়াহ, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৩৪; সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৫৭০; জামি'উল-উসূল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৮।
২৩. সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৩২।
২৪. তায়সীরু মুসতালাহিল-হাদীস, পৃ. ৩৭।
২৫. Islam, P-206.
২৬. The Encyclopaedia Of Islam, Vol. 3, P-1297

১৫.সহীহুল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম সর্বস্বীকৃতভাবে দু'টি বিশুদ্ধ গ্রন্থ এতে কোন সন্দেহ নেই। এ সম্পর্কে 'আল্লামা সাহরানপূরী বলেন,[২৭]

إتفق العلماء على أن أصح الكتب المصنفة صحيحا البخاري ومسلم واتفق جمهور على أن الصحيح البخاري أصحهما صحيحا وأكثرهما فوائد.

-"আলিমগণ এ বিষয়ে একমত, সংকলিত হাদীস গ্রন্থাবলীর মধ্যে সহীহ বুখারী ও সর্বাধিক বিশুদ্ধ। আর অধিকাংশ 'আলিম একমত যে, এ দু'টির মধ্যে সহীহ বুখারী অধিক বিশুদ্ধ এবং অধিক উপকারী গ্রন্থ।'

শাইখ 'আব্দুল হক দিহলূভী (র) বলেন,

وَاجْمَعَت الأمة على صحة هذين الكتابين ووجوب العمل بأحاديثهما

-'এ দু'টি গ্রন্থেও বিশুদ্ধতা এবং এ দু'টির হাদীসের ওপর 'আমল করা ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে উম্মত ঐকমত্য পোষণ করেছে।'

উপসংহার

উর্পযুক্ত আলোচনা থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম বুখারী ছিলেন নিঃসন্দেহে যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস। তিনি হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনের মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে রয়েছেন। তাঁর সংকলিত সহীহুল-বুখারী সকল হাদীস গ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক সহীহ বা বিশুদ্ধ। আর এর পরেই সহীহ মুসলিম এর স্থান। এ দু'টি গ্রন্থকে একসাথে সহীহায়ন (صَحِيْحَيْن) নামে অভিহিত করা হয়। তবে এ দু'টি গ্রন্থ বিশুদ্ধ হলেও বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করে জমহুর মুহাদ্দিস সহীহুল-বুখারীকে সহীহ মুসলিম-এর উপর স্থান দিয়েছেন।

আবূ 'আলী আন্-নায়সাপূরী (র) বলেন,[২৮]

تنازع قوم في البخاري ومسلم ✿ لدي فقالوا اى ذين يقدم

فقلت لقد فاق البخاري صحة ✿ كما فاق مسلم في حسن الصناعة

-'একদল লোক আমার নিকট এসে বুখারী ও মুসলিম-এর মধ্যে কোনটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত, এ বিষয় নিয়ে ঝগড়া বা বিতর্কে লিপ্ত হয়।

আমি বললাম, বিশুদ্ধতার দিক থেকে বুখারী অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। আর শৈল্পিক সৌন্দর্য বা বিন্যাসের দিক থেকে মুসলিম অগ্রাধিকার প্রাপ্ত।'

Sunnipedia.blogspot.com
Islami-kitab.blogspot.com

২৭. সহীহ বুখারী, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ৪।
২৮. বুস্তানুল-মুহাদ্দিসীন, পৃ. ১৮০।

পঞ্চম অধ্যায়

আহমাদ ইব্‌ন শু'আয়ব আন্-নাসাঈ (র) ও তাঁর আল-মুজতাবা

ইমাম নাসাঈ (র) ছিলেন হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর ইমাম, হুজ্জাহ, হাফিয, মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, হাদীস সমালোচক ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি খুরাসানের নাসা'-এ জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এরপর হাদীস শাস্ত্রে জ্ঞানার্জন করার জন্য বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। তিনি তৎকালীন যুগে হাদীস সমৃদ্ধশালী শহরগুলো ভ্রমণ-এর মাধ্যমে হাদীস শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান লাভ করেন। তিনি হাদীস ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর সংকলিত ও রচিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'আস্-সুনান' সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এ গ্রন্থটির প্রায় সকল হাদীসই বিশুদ্ধ। এ সম্পর্কে হাফিয আবূ 'আব্দিল্লাহ ইব্‌ন রুশাইদ (মৃত ৭২১ হিজরী) বলেন, 'সুনান পর্যায়ে হাদীসের যত গ্রন্থই প্রণয়ন করা হয়েছে তন্মধ্যে এ গ্রন্থটি অভূতপূর্বে রীতিতে প্রণয়ন করা হয়েছে। আর সজ্জায়নের দৃষ্টিতেও এটি এক উত্তম গ্রন্থ।' ইমাম নাসাঈ (র) হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু শর্তাবলী আরোপ করেছিলেন। এ গ্রন্থটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ গ্রন্থের গুরুত্ব উপলব্ধি করে পরবর্তীতে মনীষীগণ এর বেশ কিছু শরহ গ্রন্থ রচনা করেন।

নাম ও নসব

ইমাম নাসাঈ (র)-এর প্রকৃত নাম আহমাদ। উপনাম আবূ 'আব্দির রহমান। পিতার নাম শু'আয়ব। তাঁর বংশ পরিক্রমা হল, আহমদ ইব্‌ন শু'আয়ব[১] ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন বাহ্‌র ইব্‌ন দীনার আল-খুরাসানী আন্-নাসাঈ।[২] ইব্‌নুল আসীর (র) (মৃত ৭৭৪ হিজরী) তাঁর বংশ পরিক্রমা এভাবে উল্লেখ করেন, আহমদ ইব্‌ন শু'আয়ব ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন সিনান ইব্‌ন বাহর আল-খুরাসানী আন্-নাসাঈ।[৩]

জন্ম ও জন্মস্থান

ইমাম নাসাঈ (র) ২১৫ হিজরী মোতাবেক ৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে খুরাসানের নাসা'[৪] নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।[৫] কোন কোন রিজাল শাস্ত্রবিদের মতে, তিনি ২১৪ হিজরী সালে জন্মগ্রহণ করেন।[৬] কিন্তু এ মতটি বিশুদ্ধ নয়। কারণ ইমাম নাসাঈ (র)-কে তাঁর জন্মসাল

১. তাঁর দাদার নাম নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে, কারও কারও মতে তাঁর দাদার নাম 'আলী। কারও কারও মতে বাহ্‌র ইব্‌ন সিনান। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র) বলেন, আবূ 'আব্দুর রহমান ইব্‌ন শু'য়াইব ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন সিনান বাহ্‌র আল-খুরাসানী। হাফিয ইব্‌ন কাসীর, ইব্‌ন খাল্লিকান ও নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ইমাম নাসাঈর নসব নামা এভাবে উল্লেখ করেছেন, আহমদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন শু'য়াব ইব্‌ন 'আলী।
২. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৬।
৩. ইব্‌নে কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান্-নিহায়াহ, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৯৪; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১২৫।
৪. নাসা (نسا)-এর ن বর্ণে যবর س বর্ণে যবর এবং শেষে হামযা (ء) বর্ণ। ইহাকে নাসা-এর দিকে নিস্‌বত করে নাসাঈ বলা হয়। ইহা খুরাসানের একটি প্রসিদ্ধ শহর।
দ্র. ইয়াকূত আল-হামাভী, মু'জামুল-বুলদান, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩২৫।
৫. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী বলেন, وُلِدَ بنسا في سنة خمس عشرة ومئتين
দ্র. সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১২৫।
৬. ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭।

সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,[৭] يَشْبَهُ أَنْ يَكُوْنَ مُوْلِدِي سنة خَمْس عَشْرَة وَمِئَتَيْن -'সম্ভবত আমার জন্মসন ২১৫ হিজরী।' ফলে ২১৫ হিজরীই তাঁর জন্ম তারিখ বলে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং তিনি ইমাম তিরমিযী (র) (মৃত ২৭৯ হিজরী) থেকে ৬ অথবা ৭ বছরের ছোট ছিলেন। এ সম্পর্কে Dr. Muhammad Zubayar siddiqi বলেন,

Another Important Sunan work is that compiled by Abu Abd al-Rahman Ahmad b. Shuayb al-Nasa'i who was born in the year 214 or 215 A. H. (6 or 7 years after al-Tirmidhi) at "Nasa" a town in Khurasan.[৮]

তিনি খুরাসানের 'নাসা' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন বলে তাঁকে নাসাঈ বলা হয়। পরবর্তীতে এ নামেই তিনি অধিক পরিচিতি লাভ করেন।[৯] আল-কাত্তানী বলেন,[১০]

اَلنَّسَائِيُّ نِسْبَةً إِلَىٰ نَسَا، مَدِيْنَةٌ بِخُرَاسَانَ وَقِيْلَ كُوْرَةٌ مِنْ كُوْرِ نَيْسَابُوْر. وَالْقِيَاسُ نَسَوِيٌّ.

-'নাসা শহরের প্রতি সম্পৃক্ত করে নাসাঈ বলা হয়। এটি খুরাসানের একটি শহর। কারও কারও মতে এটি নায়সাপূরের একটি শহর। কিয়াস অনুসারে নিসবতী শব্দটি 'নাসাবিয়্যান' হওয়া যুক্তিসংগত।'

নাসা শহরটি খুরাসানের একটি প্রসিদ্ধ শহর। যা মারভ এর নিকটবর্তীতে অবস্থিত। কিছু দিন পূর্বে এটি সোভিয়েত রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে এটি স্বাধীন রাষ্ট্র। এ শহরে উল্লেখযোগ্য 'আলিমগণের একটি দল জন্মগ্রহণ করেন।[১১] ফলে এ শহরটি মর্যাদাপূর্ণ হয়ে উঠে। এ সম্পর্কে ইব্ন খাল্লিকান (র) (মৃত ৬৮১ হিজরী) বলেন,[১২]

نِسْبَتُهُ إِلَى نَسَا بِفَتْحِ النُّون وفَتْحِ السِّيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَبَعْدَهَا هَمْزَةٌ، وَهِيَ مَدِيْنَةٌ بِخُرَاسَان خَرَجَ مِنْهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الأَعْيَان

-'তাঁকে 'নাসা'-এর প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়। নাসা শব্দের নূন এবং ফা অক্ষরদ্বয় যবরযুক্ত এবং শেষে হামযাহ রয়েছে। এটি খুরাসানের একটি শহর, এখানে খ্যাতিমান একদল পণ্ডিত জন্ম লাভ করেন।'

বাল্যকাল

ইমাম নাসাঈ (র)-এর প্রাথমিক শিক্ষা নিজ জন্মভূমি নাসাতে শুরু হয় এবং নিজ গ্রামেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। আট বছর বয়সে তিনি পবিত্র আল-কুরআনুল-কারীম মুখস্থ করেন। শৈশবকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত স্মৃতি শক্তির অধিকারী ছিলেন। ফলে বাল্যকাল থেকেই তিনি 'ইলমে নাহ্ব, সরফ, ফিক্হ, উসূলুল-ফিক্হ এবং হাদীস শিক্ষা করতে আরম্ভ করেন।[১৩] অতঃপর তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য বিভিন্ন দেশ ও শহর

৭. ইব্ন হাজার 'আসকালানী, তাহযীবুত তাহযীব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৯।
৮. Dr. Muhammad Zubayar siddiqi, Hadith Literature, P-112-113.
৯. নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান, আল-হিত্তাহ, পৃ. ২৫৩।
১০. আল-কাত্তানী, আর্-রিসালাতুল-মুসতাতরিফাহ, পৃ. ৯-১০।
১১. ইয়াকূত আল-হামাভী (র) বলেন, وَقَدْ خَرَجَ مِنْهَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَعْيَانِ الْعُلَمَاءِ
দ্র. মু'জামুল-বুলদান, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩২৫।
১২. ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭।
১৩. ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭; আল-হিত্তাহ, পৃ. ২৫৩।

পরিভ্রমণ করেন।[১৪] তিনি সর্বপ্রথম ২৩০ হিজরী সালে পনের বছর বয়সে নিজ দেশ ত্যাগ করে বলখ গমন করেন। সেখানে তিনি মুহাদ্দিস কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদুল বালখীর (র) (১৪৯-২৪০ হিজরী) নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। নাসাঈ (র) তাঁর নিকট এক বছর দু'মাস অবস্থান করে হাদীস শাস্ত্রে জ্ঞানার্জন করেন।[১৫] এ সম্পর্কে ড. যুবাইর সিদ্দিকী বলেন, Having received his early education in his own province, he went at the age of 15 to Balkh, where he studied traditions with Qutayba b. Sa'id for more than a year.[১৬]

অতঃপর তিনি মিসরে গমন করেন এবং সেখানে দীর্ঘদিন অবস্থান করেন।[১৭] মিসর অবস্থানকালে তিনি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থসমূহ জনগণের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। লোকেরা এ সময়েই তাঁর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করতে আরম্ভ করেন। মিসর থেকে ৩০২ হিজরী সালে তিনি বের হয়ে দিমাশক গমন করেন।[১৮] এ সম্পর্কে আবূ 'আব্দিল্লাহ ইব্ন মানদাহ বলেন,[১৯]

عَنْ حَمْزَةَ الْعَقَبِيِّ الْمِصْرِيِّ وَغَيْرِه اَنَّ النَّسَائِيَّ خَرَجَ مِنْ مِصْرَ فِيْ اٰخِرِ عُمْرِه إِلَىٰ دِمَشْقَ.

-'হামযাহ্ আল-'আকাবী আল-মিসরী প্রমুখ 'আলিম থেকে বর্ণিত আছে, ইমাম নাসাঈ (র) তাঁর জীবনের শেষভাগে মিসর থেকে দিমাশক-এ গমন করেন।'

এরপর তিনি হাদীস শাস্ত্রে আরও পাণ্ডিত্য অর্জনের আশায় সিরিয়া, হেজায, 'ইরাক, নজদ, খুরাসান, বসরা, জাযীরাহ এবং 'আরব প্রভৃতি স্থান সফর করে তথাকার বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহ করেন।[২০] এ সম্পর্কে হাফিয শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন,[২১]

جَالَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ فِيْ خُرَاسَان، والحجاز، ومصر، والعراق، والجزيرة، والشام، والثغور، ثُمَّ استوطنَ مِصْر، وَرَحَلَ الحفَّاظُ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَبْقَ لَه نَظِيْرٌ فِيْ هَذَا الشَّان.

-'হাদীস শিক্ষার জন্য ইমাম নাসাঈ খুরাসান, হিজায, মিসর, ইরাক, জাযীরাহ, সিরিয়া এবং সিমান্ত এলাকায় ভ্রমণ করেন। অতঃপর মিসরে নিবাস গ্রহণ করেন। হাদীসের হাফিযগণ তাঁর নিকট গমন করেন। তাঁর যুগে হাদীসে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না।'

তিনি ছিলেন হাদীসের উপলব্ধি, সত্যনিষ্ঠা এবং উচ্চ সনদের ক্ষেত্রে একক।

১৪. বুস্তানুল-মুহাদ্দিসীন, পৃ. ১৮৯।
১৫. তাহযীবুত তাহযীব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৭।
১৬. Dr. Muhammad Zubayar siddiqi, Hadith Literature, P-112-113.
১৭. ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭।
১৮. আল-ইয়াফি'ঈ, মিরআতুল-জিনান, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮০।
১৯. তাযকিরাতুল-হুফ্ফায, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০০; আর্-রিসালাতুল-মুসতাতরিফাহ, পৃ. ১০।
২০. তাহযীবুত তাহযীব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩; 'উমার রিযা কাহ্হালাহ বলেন,
رَحَلَ إِلَى نَيْسَابُوْر، وَالْعِرَاق، وَبِخُرَاسَان، وَالْحِجَاز، وَمِصْر، وَالشَّام، والْجَزِيْرَة وَالثُّغُوْر
দ্র. মু'জামুল-মুআল্লিফীন,
২১. সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১২৭; তাহযীবুল-কামাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫১।

শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষকবৃন্দ

ইমাম নাসাঈ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে অসংখ্য ওস্তাদ-এর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহ করেন।[২২] হাফিয শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী সিয়ারু আ'লামিন নুবালা গ্রন্থে তাঁর ৭০ জন উস্তাদের নামের একটি দীর্ঘ তালিকা পেশ করেছেন।[২৩] সুনানু সুগরাতে ইমাম নাসাঈর শিক্ষকের সংখ্যা ৩৩৪ জন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুনানু কুবরায় ৪৫০ জনের উল্লেখ রয়েছে। হাফিয ইব্ন হাজার ইমাম বুখারী (র)-কেও ইমাম নাসাঈর উস্তাদ বলে উল্লেখ করেছেন।[২৪]

ইমাম নাসাঈ (র) সর্বপ্রথম ২৩০ হিজরী সালে বলখ গমন করে তথাকার প্রখ্যাত মুহাদ্দিস কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদুল বালখী (র) (১৪৯-২৪০ হিজরী), 'আলী ইব্ন খাশরাম ও 'আলী ইব্ন হুজর এর নিকট থেকে হাদীস অন্বেষণ করেন।

এরপর তিনি মিসরে প্রবেশ করে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইউনুস ইব্ন 'আব্দিল আ'লা, আহমদ ইব্ন 'আব্দির রহমান ইব্ন ওয়াহাব, লাইস ইব্ন সা'দসহ অন্যান্যদের নিকট শিক্ষা অর্জন করেন।

ভ্রমণের এ পর্যায়ে তিনি বাগদাদ গমন করেন। সেখানে মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক আস্-সাগানী, 'আব্বাস ইব্ন মুহাম্মদ আদ্-দাওরাভী, আহমদ ইব্ন মুনী'ঈ, মুজাহিদ ইব্ন মূসা আল-খাওয়ারিযমী ও অন্যান্যদের নিকট হাদীস শ্রবণ করেন।

তিনি হাদীস অন্বেষণের জন্য বসরায়ও গমন করেন। সেখানে তিনি 'আব্বাস ইব্ন 'আব্দিল 'আযীম, মুহাম্মদ ইব্নুল-মাসনা, মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার ও 'আমর ইব্ন 'আলী এর নিকট জ্ঞানার্জন করেন।

কুফায় আবূ কুরাইব মুহাম্মদ ইব্নিল-আ'লা, হান্নাদ ইব্ন আস্-সিরী, 'আলী ইব্ন হুসাইন থেকে হাদীস শ্রবণ করেন।

হিজাযের মুহাম্মদ ইব্ন যানবূর, দামেশকের হিশাম ইব্ন 'আম্মার, দুহাইম, 'আব্বাস ইব্নুল ওয়ালিদ ইব্ন মাযীদ থেকে হাদীস শাস্ত্রে জ্ঞানার্জন করেন।

এছাড়া ইসহাক ইব্ন রাহওয়াইহ (র), হিশাম ইব্ন 'আমর, মুহাম্মাদ ইব্ন নাযর ইব্ন মুসাইর, সুওয়াইদ ইব্ন নছর, 'ঈসা ইব্ন হাম্মাদ যুগবাহ, আহমাদ ইব্ন 'আবদ আত-তাযাযাবী, আবূ তাহির ইব্ন সারাহ, ইসহাক ইব্ন শাহীন, বিশর ইব্ন মুয়াখুল আকাদী, 'আমর ইব্ন 'উসমান আল-হিমছী, 'আমর ইব্ন 'আলী আল-ফাল্লাস, 'ঈসা ইব্ন মুহাম্মাদ আর-রামলী, 'ঈসা ইব্ন ইউনুস আর-রামলী এবং কাসীর ইব্ন 'উবাইদ প্রমুখের নিকট হাদীস ও অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষা গ্রহণ করেন।

ছাত্রবৃন্দ

ইমাম নাসাঈ (র) শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখে গেছেন। বহু ছাত্র তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, ইবরাহীম ইব্ন ইসহাক আল-ইসকান্দারী, আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ আল-কুরশী আদ্-দিমাশকী, আবুল 'আব্বাস আবইয়াদ ইব্ন মুহাম্মদ ইবনিল-হারিস আল-মিসরী, আহমদ ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আশহাব আল-কুরশী আল-'আমেরী, আহমদ ইবনিল-হাসান ইব্ন ইসহাক ইব্ন ওতবাহ আর-রাযী, আহমদ ইব্ন সুলায়মান ইব্ন আইয়ুব আল-আসাদী আদ্-দিমাশকী, আহমদ ইব্ন

২২. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া, ১১শ খণ্ড, পৃ. ১০৪; তাহযীবুত তাহযীব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২।
২৩. সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১২৫-২৭।
২৪. মুহাদ্দিসীন-ই 'ইযাম, পৃ. ২৪১।

'আব্দিল্লাহ ইবনিল-হাসান ইব্ন 'আলী আল-'আদুভী, আহমদ ইব্ন 'উমাইর ইব্ন ইউসুফ আল-হাফিয, আহমদ ইব্ন 'ঈসা আল-কাম্মী, আহমদ ইবনিল-কাসিম ইব্ন 'আব্দির রহমান আল-হারাসিয্, আহমদ ইব্ন মাহবূব আর্-রামলী, আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাক আদ্-দায়নুভী, আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন যিয়াদ ইবনিল-আ'রাবী, আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সালামাহ আত্-তাহাবী, জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ ইবনিল-হারিস আল-খুযা'ঈ, হুসাইন ইবনিল-খাদর ইব্ন 'আব্দিল্লাহ আল-আসয়ূতী, হুসাইন ইব্ন রাশীক আল-'আসকারী, হুসাইন ইব্ন 'আলী আন্-নায়সাপুরী, হুসাইন ইব্ন হারুন আল-মুতাও'ঈ, হামযাহ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী আল-কানানী, যুহায়র ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন ই'য়াকূব, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আদ্দী আল-জুরজানী, 'আব্দুর রহমান ইব্ন আহমদ আস্-সাফাদী, 'আব্দুর রহমান ইব্ন ইসমা'ঈল আল-খাওলানী আল-মিসরী, 'আব্দুর রহমান ইব্ন 'আব্দিল্লাহ ইব্ন 'ওমর আল-বাজালী আদ্-দিমাশকী, ইমাম নাসাঈ (র)-এর পুত্র 'আব্দুল করীম আন্-নাসাঈ, 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন জা'ফর আদ্-দিমাশকী আল-মা'রুফ ইব্ন আর্-রাওয়াস, 'আলী ইব্ন আবী জা'ফর আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন সালামাহ আত্-তাহাবী, 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ আত্-তাবারী, 'আলী ইব্ন ই'য়াকূব ইব্ন ইবরাহীম আল-হামদানী আদ্-দিমাশকী, 'ওমর ইব্ন রবীয়' ইব্ন সুলায়মান আল-মিসরী, মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন হাম্মাদ আদ্-দুলাভী, মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন খালিদ ইব্ন ইয়াযীদ আল-আ'দালী আল-মিসরী, মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইবনিল-হাদাদ আল-মিসরী আল-ফাকীহ, মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ আর্-রাফিকী, মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন মুহাম্মদ হিশাম ইব্ন মাল্লাস আন্-নুমায়রী, মুহাম্মদ ইব্ন দাউদ ইব্ন সুলায়মান আয্-যাহিদ, মুহাম্মদ ইব্ন সা'দ আস্-সা'দীয় আল-বাওয়ারদী, মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ ইব্ন যাকারিয় আন্-নায়সাপূরী,. মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী ইবনুল-হাসান আন্-নাক্কাশ আত্-তিন্নীসী, মুহাম্মদ ইব্ন 'আমর ইব্ন মূসা ইব্ন মুহাম্মদ আল-'ওকায়লী আল-মাক্কী, মুহাম্মদ ইবনুল-ফাযল আল-'আব্বাসী, মুহাম্মদ ইবনিল-কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ আল-কুরতুবী, মুহাম্মদ ইবনুল-কাসিম আল-মিসরী আয্-যাহিদ আল-মা'রুফ ওয়ালীদ, মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-কিরকিসানী, মুহাম্মদ ইব্ন মূসা ইব্ন ই'য়কূব ইবনিল-মা'মূন আল-হাশিমী, মুহাম্মদ ইব্ন হারুন ইব্ন শু'য়ায়ব আল-আনসারী আদ্-দিমাশকী, মুহাম্মদ ইব্ন ই'য়াকূব ইব্ন ইউসূফ আশ্-শায়বানী আল-হাফিয আল-মা'রুফ আল-আখরাম, মানসূর ইব্ন ইসমা'ঈল আল-ফাকিহ আল-মিসরী, ইউসূফ ইব্ন ই'য়াকূব প্রমুখ।[২৫]

ইমাম নাসাঈ সম্পর্কে মনীষীগণের অভিমত

ইমাম নাসাঈ (র) একাধারে হাফিয, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, শায়খুল-ইসলাম, প্রসিদ্ধ হাদীস সমালোচক এবং সমসাময়িক যুগের ইমাম ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে হাদীস বিশারদ ও ইলমুর-রিজাল শাস্ত্রবিদগণ বলেন,

১. ইব্ন ইউনুস বলেন,[২৬]

قَدِمَ مِصْرَ قَدِيمًا، وَكَتَبَ بِهَا وَكُتِبَ عَنْهُ، وَكَانَ إِمَامًا فِيْ الْحَدِيْثِ، ثِقَةً، ثَبْتًا، حَافِظًا، وَكَانَ خُرُوْجُهُ مِنْ مِصْرَ فِيْ شَهْرِ ذِي القَعْدَة من سَنَةِ إِثْنَيْن وَثَلاَثِمائة.

-'তিনি অনেক পূর্বে মিসরে আগমন করেন, সেখানে হাদীস লিপিবদ্ধ করেন এবং তাঁর থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়। তিনি ছিলেন হাদীসের ইমাম, বিশ্বস্ত,

২৫. তাহযীবুল-কামাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫২-১৫৩।
২৬. তাহযীবুত্-তাহযীব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৯; সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৩৩; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৯৪।

সুপ্রতিষ্ঠিত রাবী এবং হাফিয। মিসর থেকে তিনি ৩০২ জিহরী সালের যুল-কা'দাহ মাসে চলে যান।'

২. আদ্-দারা কুতনী (মৃত ৩৮৫ হিজরী) বলেন,[২৭]

أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمن مُقَدَّمًا عَلى كُلِّ مَنْ يُذكر بهذا الْعِلْم مِنْ أَهْل عَصْره.

-'আবূ 'আব্দির রহমান তাঁর সম-সাময়িক হাদীস বিদগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।'

৩. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র) (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন,[২৮]

الإِمَامُ الْحَافِظُ الثَّبَتُ، شَيْخُ الإِسْلَامِ، نَاقِدُ الْحَدِيْثِ، كَانَ مِنْ بُحُوْرِ الْعِلْمِ، مَعَ الْفَهْمِ، وَالإِتْقَانِ وَالْبَصَرِ وَنَقْدِ الرِّجَال وَحُسْنِ التَّأْلِيْف.

-'নাসাঈ (র) ছিলেন ইমাম, হাফিয, সুপ্রতিষ্ঠিত, ইসলামের সুপণ্ডিত এবং হাদীসের সমালোচক। তিনি ছিলেন জ্ঞান-সাগর। সাথে সাথে তাঁর ছিল বুঝ-শক্তি, দৃঢ়তা, দুরদৃষ্টি, রাবী সমালোচনার জ্ঞান এবং সুসংকলন-যোগ্যতা।'

৪. কাসিম আল-মাতরাযি (মৃত ৩০৫ হিজরী) বলেন,[২৯]

هُوَ إِمَامٌ أَوْ يَسْتَحق أَنْ يَكُوْنَ إِمَامًا

-'তিনি ছিলেন একজন ইমাম অথবা বলা যায়, তিনি ইমাম হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন।'

৫. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) তাঁর 'ইবার গ্রন্থে এবং জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (মৃত ৯১১ হিজরী) তাঁর হুসনুল-মুহাযারাহ্ গ্রন্থে বলেন,[৩০]

اَلْحَافِظُ شَيْخُ الإِسْلَامِ أَحَدُ الأَئِمَةِ الْمُبَرِّزِيْنَ وَالْحُفَّاظِ الْمُتْقنين وَالأَعْلَامِ الْمَشْهُوْرِيْنَ جَالَ الْبِلَادَ وَاسْتَوْطَنَ مِصْرَ فَأَقَامَ بِزُقَاق الْقَنَادِيْل.

-'তিনি ছিলেন একজন হাফিয এবং ইসলামী জ্ঞানে সুপণ্ডিত। তিনি ছিলেন সুখ্যাতি সম্পন্ন ইমাম, সুপ্রতিষ্ঠিত হাফিয এবং সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞানীগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি বহুদেশ ভ্রমণ করেন এবং মিসরে নিবাস গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি যুকাকুল-কানাদীলে অবস্থান করেন।'

৬. হাকিম আবূ 'আব্দিল্লাহ আল-নায়সাপূরী বলেন, আমি আবূ 'আলী আল-হাফিযকে (মৃত ৩৪৯ হিজরী) বলতে শুনেছি। তিনি বলেন,[৩১]

غَيْرَ مَرَّةٍ يَذْكُرُ أَرْبَعَةً مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ رَآهم، فَيَبْدأ بِأَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمن

-'তিনি একাধিকবার তাঁর চোখে দেখা চার জন মুসলিম ইমামের নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে আবূ 'আব্দির রহমান (র)-এর নাম প্রথম উচ্চারণ করেন।'

২৭. জামি'উল-মাসানীদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০২।
২৮. সিয়ারু আ'লামি'ন-নুবালা, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১২৭।
২৯. তাহযীবুত্-তাহযীব, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫১-১৫২।
৩০. শাযারাতুয-যাহাব, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪০; হুসনুল-মুহাযারাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ।
৩১. জামি'উল-উসূল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৯-১৯০; তাহযীবুল-কামাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৪।

৭. ইব্ন 'আদ্দী (মৃত ৩৬৫ হিজরী) বলেন,[৩২]

سَمِعْتُ مَنْصُوْرًا اَلْفَقِيْهَ وَأَبَا جَعْفَرْ الطَّحَاوِيْ يَقُوْلاَن: أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمنِ النَّسَائِيُّ إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ.

-'আমি ফকীহ মানসূর এবং আবূ জা'ফর আত্-তাহাবী (র)-কে বলতে শুনেছি, তাঁরা বলেন, আবূ 'আব্দির রহমান নাসাঈ মুসলিম ইমামগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।'

৮. ইব্ন কাসীর (র) (মৃত ৭৭৭ হিজরী) বলেন,[৩৩]

الإِمَامُ فِيْ عَصْرِه، وَالْمُقَدَّم عَلى أَضْرَابه وَأَشْكَاله وَفُضَلَاءِ دَهْرِه.

-'নাসাঈ (র) ছিলেন তাঁর যুগের ইমাম, তাঁর ন্যায় হাদীস শাস্ত্রবিদ এবং সেযুগের পণ্ডিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।'

৯. হাফিয আল-মিয্যী (মৃত ৭৪২ হিজরী) বলেন,[৩৪]

أَحَدُ الأَئِمَةِ الْمُبَرِّزِيْنَ وَالْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِيْنَ وَالأَعْلَامِ الْمَشْهُوْرِيْنَ طَافَ الْبِلَادَ.

-'নাসাঈ (র) ছিলেন শ্রেষ্ঠ ইমাম, সুপ্রতিষ্ঠিত হাফিয এবং সুপ্রতিষ্ঠিত জ্ঞানি ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি হাদীস অন্বেষণে বহু দেশ ভ্রমণ করেন।'

১০. হাফিয আবূ ই'য়ালী আল-খলীলী (মৃত ৩৩৬ হিজরী) বলেন,

حَافِظٌ مُتْقِنٌ .. رَضِيَه الْحُفَّاظُ .. اتفقوا عَلى حفظه وَإِتْقَانه وَيَعْتَمِدُ عَلي قَوْله فِيْ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْل.

-'তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠিত হাফিয। হাদীসের হাফিযগণ ছিলেন তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তারা তাঁর হিফ্য এবং তাঁর হাদীস বর্ণনার বিশ্বস্ততার ব্যাপারে ছিল ঐকতম্য। রাবীগণের সমালোচনায় তাঁর মন্তব্যের ওপর নির্ভর করা হতো।'

স্বভাব-চরিত্র

ইমাম নাসাঈ (র) অত্যন্ত আল্লাহভীরু ছিলেন। তিনি রাসূলের সুন্নাতের প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন এবং বিদ'আতের কঠোর বিরোধী ছিলেন। তিনি প্রায়ই রোযা রাখতেন এবং রাতদিন আল্লাহর 'ইবাদতে নিয়োজিত থাকতেন। হাফিয মুহাম্মদ ইব্ন মুযাফ্ফর বলেন,[৩৫]

سَمِعْتُ مَشَايِخَنَا بِمِصْرَ يَعْتَرِفُوْنَ لأَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمن النَّسَائِيِّ بِالتَّقَدُّم وَالإِمَامة، وَيَصِفُوْنَ إِجْتِهَادَ النَّسَائِيِّ فِيْ الْعِبَادَة بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمُوَاظبته عَلى الْحَجِّ وَالإِجْتِهَاد، وَأَنَّهُ خَرَجَ إِلى الْفِدَاء مَعَ وَالِي مِصْر، فَوُصِفَ مِنْ شَهَامَتِهِ وَإِقَامَتِهِ السُّنَنَ الْمَأْثُوْرَةَ فِيْ فِدَاء الْمُسْلِمِيْن، وَاحترازِهِ عَنْ مَجَالِسة السُّلْطَانِ الَّذِيْ خَرَجَ مَعَهُ، وَالأنبساطِ فِيْ الْمَأكول وَالْمَشْرُوبِ فِيْ رَحْلِهِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبُهُ إِلى أَنْ اسْتُشْهِدَ رَضِيَ الله عَنْهُ بِدِمَشْق مِنْ جِهَةِ الْخَوَارِجِ.

৩২. তাহযীবুল-কামাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৩; তাহযীবুত্-তাহযীব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৭-৬৮।
৩৩. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৯৪।
৩৪. তাহযীবুল-কামাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৪।
৩৫. তাবাকাতুশ্-শাফিয়্যাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬; তাহযীবুল-কামাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৪।

-'আমি মিসরে আমার শায়খগণের নিকট শুনেছি, তারা আবূ 'আব্দির রহমান নাসাঈকে অগ্রাধিকার প্রদান করেন এবং তাঁর ইমামতের স্বীকৃতি দেন। তাঁরা নাসাঈ (র)-এর রাত্র-দিবসের কঠোর 'ইবাদত এবং প্রত্যেক বছর হজ্জ পালন ও নিরবচ্ছিন্ন ইজতিহাদের প্রশংসা করেন। তিনি মিসরের শাসকের সমভিব্যাহারে একটি লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করেন। মুসলমানদের নিস্কৃতি প্রদানে সুন্নাহর প্রতিষ্ঠা এবং তাঁর বিরত্বের প্রশংসা করা হয়। অনুরূপভাবে তিনি যে সুলতানের সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন তার দরবার থেকে বিরত থাকা এবং নিজস্ব আবাসেও পানাহারের ক্ষেত্রে প্রশস্ততা গ্রহণ না করার জন্য তাঁর প্রশংসা করা হয়। খারেজীদের দ্বারা শহীদ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর এটাই ছিল চিরাচরিত নীতি।'

তিনি হযরত দাউদ (আ)-এর ন্যায় একদিন পর একদিন রোযা রাখতেন।[৩৬] তিনি সত্য ভাষী, সহিষ্ণু, ধৈর্যশীল এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন।[৩৭] তিনি দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন। তাঁর গায়ের রং ছিল লাল-সাদা মিশ্রিত ফর্সা এবং চেহারা ছিল অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত।[৩৮] এমনকি বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর সৌন্দর্য এতটুকু ম্লান হয়নি। পোষাক পরিচ্ছেদ পরিধানের ব্যাপারেও তিনি সজাগ ছিলেন। রঙ্গীন ও দামী পোষাক ব্যবহার করতেন। তাঁর প্রিয় খাবার ছিল মুরগীর গোশ্ত।[৩৯]

মাযহাব

ইমাম নাসাঈ (র) কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন এ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। ইব্নুল আসীর (র) বলেন,[৪০]

كَانَ شَافِعِيًّا، لَهُ مَنَاسِكُ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَكَانَ وَرِعًا مُتَحَرِّيًا

-'ইমাম নাসাঈ (র) ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী। শাফি'ঈ মাযহাবের উপর তাঁর অনেক মাসআলা-মাসায়িল রয়েছে। তিনি ছিলেন পরহেযগার এবং বিবেচনা করে পদক্ষেপ গ্রহণ কারী ব্যক্তি।'

তাজ উদ্দীন আস্-সুবকি (র) ও নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান এ মতকেই সমর্থন করেন।[৪১]

আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন,[৪২] كَانَ النَّسَائِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْحَنَابِلَةِ

-'নাসাঈ (র) ছিলেন হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী।' ইব্ন তায়মিয়্যাহ (র)ও তাঁকে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে ইমাম নাসাঈ (র) নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না। তিনি ছিলেন স্বাধীন চিন্তার অধিকারী। তিনি মাসআলা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কালে আল-কুরআন ও হাদীসে সুষ্ঠু সমাধান না পেলে ইজতিহাদ করতেন। কিংবা ইমামগণের অভিমত গ্রহণ করতেন। এ ক্ষেত্রে তিনি ইমাম শাফি'ঈ (র) (মৃত ২০৪ হিজরী) ও ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বলের (মৃত ২৪১ হিজরী) অভিমতকে প্রাধান্য দিতেন। কেউ কেউ ধারণা পোষণ করেন যে,

৩৬. আল-বিদায়াহ ওয়ান্-নিহায়াহ, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৯৪।
৩৭. ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭।
৩৮. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৯৪।
৩৯.গোলাম রসুল সা'ঈদী, তাযকিরাতুল-মুহাদ্দিসীন, পৃ. ২৯৩।
৪০. জামি'উল-উসূল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯১।
৪১. আল-হিত্তাহ, পৃ. ২৫৪।
৪২. আনওয়ার শাহ কাশমীরী, ফায়যুল-বারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৫।

ইমাম নাসাঈ (র) শী'আ দলভুক্ত ছিলেন। এ মতের বক্তাগণ ইমাম নাসাঈ (র)-এর হযরত 'আলী (র)-এর শানে খাসাইসে 'আলী (র) নামক গ্রন্থ প্রণয়ন এবং হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর শানে কোন হাদীস বর্ণনা না করার কারণে তাঁকে শী'আ মতবাদের অনুসারী বলে অভিহিত করেন। কিন্তু তিনি শী'আ মতবাদের অনুসারী ছিলেন, এমন কোন ঐতিহাসিক তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের 'আকীদার অনুসারী ছিলেন।[৪৩]

রচনাবলী

ইমাম নাসাঈ (র) 'ইলমে হাদীস, ফিকহ ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের পর গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। ইব্নুল আসীর (র) বলেন,[৪৪]

لَهُ كُتُبٌ كَثِيْرَةٌ فِيْ الْحَدِيْثِ وَالْعِلَلِ، وَغَيْرِ ذٰلِكَ.

-'হাদীস, হাদীসের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা সম্বলিত এবং অন্যান্য বিষয়ে তাঁর অনেক গ্রন্থ রয়েছে।'

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাদি নিম্নরূপ,

১. **কিতাবুল খাসাইস ফী ফাযলি 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)**

(كِتَابُ الْخَصَائِصُ فِيْ فَضْلِ عَلِي بن أَبِيْ طَالِبٍ)

এ গ্রন্থে হযরত 'আলী (রা) ও তাঁর পরিবারের সদস্যগণ সম্পর্কে বর্ণিত কিছু সংখ্যক হাদীস সংকলন করা হয়েছে। আর এ হাদীসগুলো তিনি আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) থেকে সংগ্রহ করেছেন। এ গ্রন্থটি ১৩০৮ হিজরী সালে কায়রো থেকে এবং ১৩০২ হিজরীতে লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।[৪৫৪৬]

২. **কিতাবুল যু'আফা ওয়াল মাতরূকীন (كِتَابُ الضُّعَفَاءِ وَالْمَتْرُوْكِيْن)**

এ গ্রন্থটি আসমাউর-রিজাল সংক্রান্ত। ইমাম নাসঈ (র)-এর দৃষ্টিতে যে সকল রাবী (হাদীস বর্ণনাকারী) য'ঈফ (দূর্বল) এবং যাঁদের বর্ণনা গ্রহণ করা উচিত নয় এ গ্রন্থে তাঁদের নাম ও পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছে। এ নামগুলো 'আরবী অক্ষর অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। এ গ্রন্থে ৬৭৫জন রাবী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থটি ভারতের এলাহাবাদ থেকে ১৩২৫ হিজরী সালে প্রকাশিত হয়েছে। তখন এ গ্রন্থটি ইমাম বুখারী (র)-এর তারীখুস্-সগীর ও কিতাবুয্-যু'আফাইস সগীর নামক গ্রন্থদ্বয়ের সাথে মুদ্রিত হয়।[৪৭]

৩. **তাফসীরুন নাসাঈ (تَفْسِيْر النَّسَائِي)**

ইমাম নাসাঈ (র) তাফসীর বিষয়ক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এটি বৈরুত-এর মুআস্সাসাতুর-রিসালাহ থেকে ১৪১০ হিজরী মোতাবেক ১৯৯০ সালে দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এটি প্রথম সংস্করণ।

৪৩. যাফরুল-মুহাসসিলীন, পৃ. ১৮৪।
৪৪. জামি'উল-উসূল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯০।
৪৫.
৪৬. তারিখুত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩০; মু'জামুল-মাতবূআত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৫১।
৪৭. তারিখুত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩০; মু'জামুল-মাতবূআত, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৫১।

এ ছাড়াও ইমাম নাসাঈ (র)-এর উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থ রয়েছে তা এই,

৪. আস্-সুনানুল-কুবরা (السُّنَنُ الكُبْرَى)

৫. আস্-সুনানুস্-সুগরা (اَلسُّنَنُ الصُّغْرَى)

৬. তাসমিয়াতু-ফুকাহাইল-আমসার মিন আসহাবি রাসূলিল্লাহি (স) ওয়া মান্-বা'দাহু মিন্-আহলিল মাদীনাহ

وَمَنْ بَعْدَهُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ﷺتَسْمِيَةُ فُقَاءِ الأَمْصَار مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْل

৭. তাসমিয়াতু মান লাম ইয়ারভি আনহু গায়রু রাজুলিন ওয়াহিদিন (تَسْمِيَةُ مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ رَجُلٍ وَاحِدٍ)

৮. কিতাবুত্-তাময়ীয (كِتَابُ التَّمْيِيزِ)

৯. আল-জারহ ওয়াত্-তা'দীল (اَلْجَرْحُ وَالتَّعْدِيْلُ)

১০. জুযয়ুম্ মিন হাদীসিন্-নাবিয়্যি (স) جُزْءٌ مِنْ حَدِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ

১১. আত্-তাবকাত (اَلطَّبَقَات)

১২. ফাযাইলুল-কুরআন (فَضَائِلُ الْقُرْآن)

১৩. আর্-রুবা'ইয়াত মিন কিতাবিস্-সুনানিল-মা'সুরাহ (اَلرُّبَاعِيَّات مِنْ كِتَابِ السُّنَنِ الْمَأْثُوْرَة)

১৪. আশ্-শুয়ূখুয্-যুহরী (اَلشُّيُوْخِ الزُّهْرِي)

১৫. মুসনাদু 'আলী (রা) (مُسْنَدُ عَلِي)

১৬. মুসনাদু মালিক (রা) (مُسْنَدُ مَالِك)

১৭. কিতাবুল-আসমা ওয়াল-কুনা (كِتَابُ الأَسْمَاءِ وَالْكُنَى)

১৮. কিতাবুল-জুমু'আহ (كِتَابُ الْجُمْعَة)

১৯. আ'মালুল-ইয়াওমি ওয়া-লাইলাতি (أَعْمَالُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ)

২০. কিতাবুল-মুদাল্লিসি (كِتَابُ الْمُدَلِّس)

২১. আসমাউর-রুওয়াত ওয়াত্-তাময়ীযু বাইনাহুম (اَسْمَاءِ الرُّوَاة وَالتَّمْيِيز بَيْنَهُمْ)

২২. কিতাবু ফাযায়িলিস্-সাহাবা (كِتَابُ فَضَائِل الصَّحَابَة)

২৩. মুসনাদু মানসূর ইব্ন যাযান (مُسْنَدُ مَنْصُوْر بن زَاذَان)

২৪. মানাসিকুল-হজ্জ (مَنَاسِكُ الْحَجّ)

২৫. মু'জামুশ্-শুয়ূখ (مُعْجَمُ الشُّيُوْخ) প্রভৃতি।[৪৮]

৪৮. তারিখুত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩০-৩৩১; তাফসীরুন্-নাসাঈ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৮-৮৩।

ইন্তিকাল

মিসরে ইমাম নাসাঈর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে সেটা এক শ্রেণীর লোকের হিংসা ও বিদ্বেষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মিসরের 'আলিমগণ যখন তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা শুরু করেন তখন তিনি ৩০২ হিজরী/৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের জিলকদ মাসে মিসর থেকে বিদায় নিয়ে দিমাশ্ক নগরীতে গমন করেন। তথাকার লোকেরা হযরত 'আলী (রা) সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করতো। এ ভুল ধারণা নিরসনের উদ্দেশ্যে তিনি হযরত 'আলী (রা) ও খান্দানে রাসূলের প্রশংসামূলক গ্রন্থ রচনা করেন। অতঃপর একদিন মসজিদে হযরত 'আলী (রা)-এর গুণাবলী সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেন। উপস্থিত জনতা তাঁকে হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর গুণাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'মু'আবিয়া (রা) কাটায় কাটায় পরিত্রাণ লাভ করলেই তাঁর জন্য যথেষ্ট।' এতে লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করে। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হয়ে পড়েন। তিনি তাঁকে মক্কায় নিয়ে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। তৎক্ষণাৎ তাঁকে মক্কায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে ৩০৩ হিজরীর ১৩ই সফর ইন্তিকাল করেন।[৪৯]

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ইমাম নাসাঈ (র)-কে মুমূর্ষু অবস্থায় ফিলিস্তীনের রামাল্লা নামক স্থানে নিয়ে আসা হয়। সেখানেই তিনি ১৩ই সফর (৩০৩/৯১৫) ইন্তিকাল করেন। সেখান থেকে তাঁর লাশ পবিত্র মক্কাভূমিতে আনা হয় এবং সাফা ও মারওয়া পর্বতের মধ্যখানে দাফন করা হয়।[৫০] মতান্তরে তিনি পবিত্র মক্কাভূমিতেই ইন্তিকাল করেন এবং সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।[৫১] আবূ জা'ফর আত্-তাহাভী (র) (মৃত ৩৩৯ হিজরী) বলেন, قَالَ إِنَّهُ مَاتَ فِيْ صَفَر ثَلاَث مِائَة بِفِلَسْطِيْن -'ইমাম নাসাঈ ৩০৩ হিজরীর ১৩ই সফর ফিলিস্তীনে ইন্তিকাল করেন। কারও কারও মতে রামাল্লা ফিলিস্তীনের ভূমি।'[৫২]

ইমাম দারা-কুতনী (মৃত ৩৮৫ হিজরী) এর মতে রামলা নামক স্থানই ইমাম নাসাঈ (র)-এর সমাধিস্থল। আবূ সা'ঈদ ইব্‌ন ইউনুস বলেন,[৫৩]

خَرَجَ من مِصْرَ فِيْ شَهْرِ ذِيْ الْقَعْدَة مِن سَنَةِ اِثْنَتَيْنِ وَثَلاَثِ مئة، وَتُوُفِّيَ بِفِلَسْطِيْنَ فِيْ يَوْمِ الإِثْنَيْن لِثَلاَثِ عَشَرَةَ خَلَتْ مِنَ صَفَرِ سَنَةَ ثَلاَث.

-'তিনি ৩০২ হিজরী সালের যুল-কা'দাহ মাসে মিসর থেকে বের হয়ে পড়েন এবং ৩০৩ হিজরী সালের সফর মাসের ১৩ তারীখ সোমবার দিবসে ফিলিস্তীনে ইন্তিকাল করেন।'

Dr. Muhammad Zubayar siddiqi বলেন, He was seriously injuried and could not live long after this incident. He died in the year 303/915.[৫৪]

৪৯. তাযকিরাতুল-হুফ্ফায, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৭; আল-বিদায়াহ ওয়ান্-নিহায়াহ, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৯৪।
৫০. ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭।
৫১. ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭; তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৬-৮৭।
৫২. তাহযীবুল-কামাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮।
৫৩. সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৩৩।
৫৪. Dr. Muhammad Zubayar siddiqi, Hadith Literature, P-112-113.

আল-মুজতাবা-এর পর্যালোচনা

সুনান গ্রন্থ প্রণয়ন

ইমাম নাসাঈ (র) দীর্ঘকাল হাদীস সংগ্রহের পর প্রথম 'আস্‌-সুনানুল-কুবরা' নামে একটি বিশাল হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। কিন্তু এ হাদীস গ্রন্থে সহীহ ও দোষমুক্ত উভয় প্রকার হাদীস বিদ্যমান হয়েছিল। মিসরের 'আলিমগণ এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করে খুবই আনন্দিত হন। রামলার তৎকালীন 'আমীর ইমাম নাসাঈ (র)-এর হাদীস গ্রন্থটি দেখার ইচ্ছা পোষণ করলে তিনি তাঁর বৃহদায়তন হাদীস গ্রন্থ 'আস্‌-সুনানুল-কুবরা' রামলার 'আমীরের নিকট পেশ করেন। তখন 'আমীর তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, اَكُلُّ مَا فِيْهَا صَحِيْحٌ -'এতে বর্ণিত প্রতিটি হাদীস কি সহীহ?' ইমাম নাসাঈ (র)-এর জবাবে বলেন, এতে সহীহ, হাসান এবং এ দু'টোর কাছাকাছি হাদীস রয়েছে। এতে 'আমীর তাঁকে বলেন, আপনি আমার জন্য শুধু সহীহ হাদীসকে পৃথক করে একটি গ্রন্থ সংকলন করুন। তখন তিনি 'সুনানুল-কুবরা' থেকে দূর্বল সনদযুক্ত হাদীসগুলোকে ছাটাই করে 'আস্‌-সুনানুস্‌-সুগরা' (اَلسُّنَنُ الصُّغْرٰى) নামে একটি হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন এবং তার নামকরণ করেন 'আল-মুজতাবা মিনাস্‌-সুনান' (اَلْمُجْتَبٰى مِنَ السُّنَنِ)।[৫৫] পরবর্তীতে এ গ্রন্থটি সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত হয়।[৫৬]

এ গ্রন্থটি সংকলনে ইমাম নাসাঈ (র) ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র)-এর গ্রন্থ প্রণয়ন রীতির অনুসরণ করেছেন। এ উভয় গ্রন্থের সমন্বয় ঘটেছে ইমাম নাসাঈ (র)-এর 'আল-মুজ্‌তাবা' গ্রন্থে। হাফিয আবূ 'আব্দিল্লাহ ইব্‌ন রুশাইদ (মৃত ৭২১ হিজরী) বলেন,[৫৭]

اِنَّهُ اَبْدَعَ الْكُتُبَ الْمُصَنَّفَةَ فِي السُّنَنِ تَصْنِيْفًا وَاَحْسَنَهَا تَرْصِيْفًا وَهُوَ جَامِعٌ بَيْنَ طَرِيْقَتَيْ اَلْبُخَارِيْ وَمُسْلِمٍ مَعَ حَظٍّ كَثِيْرٍ مِنْ بَيَانِ الْعِلَلِ.

-'সুনান পর্যায়ে হাদীসের যত গ্রন্থই প্রণয়ন করা হয়েছে তন্মধ্যে এ গ্রন্থটি অতীব অভিনব রীতিতে প্রণয়ন করা হয়েছে। আর সংযোজন ও সজ্জায়নের দৃষ্টিতেও এটি এক উত্তম গ্রন্থ। এতে বুখারী ও মুসলিম উভয়েরই রচনারীতির সমন্বয় হয়েছে। এর বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে হাদীসের দোষ-ত্রুটি বর্ণনায়।'

হাদীস গ্রহণে ইমাম নাসাঈ (র)-এর শর্তাবলী

হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে ইমাম নাসাঈ (র) অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তিনি সিহাহ সিত্তার অন্যান্য ইমামের ন্যায় তাঁর সুনান গ্রন্থ রচনায় কতিপয় শর্তারোপ করেছেন। তাঁর

৫৫. মিফতাহুস্‌-সুন্নাহ, পৃ. ৭৯; আল-হাদীসুন্‌-নববী, পৃ. ৩৮৭।
৫৬. আল-হিত্তাহ, পৃ. ২১৯।
৫৭. মুকাদ্দামাতু মাহরির রুবা, মুহাদ্দিসীন-ই 'ইযাম, পৃ. ২৫১-২৫২।

শর্তাবলী ছিল অত্যন্ত কঠোর। তাঁর হাদীস গ্রহণের শর্ত ইমাম বুখারী (র) ও ইমাম মুসলিম (র)-এর আরোপিত শর্তের চেয়েও কঠোর ছিল।[৫৮]

হাফিয আবূ 'আলী নায়শাপূরী বলেন,[৫৯]

لِلنَّسَائِيْ شَرْط فِي الرِّجَال اَشَدُّ مِنْ شَرْط مُسْلِمْ بن الْحَجَّاج، وَكَانَ مِنْ اَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْن

-'তাঁর শর্ত ইমাম মুসলিম (র)-এর চেয়েও কঠিন। তিনি ছিলেন মুসলিম মিল্লাতের অন্যতম ইমাম।'

হাদীস বিশারদগণ ইমাম নাসাঈর শর্তাবলীকে খুবই গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেছেন। তাঁর আরোপিত শর্তকে গুরুত্ব দিয়ে অনেকেই ইমাম নাসাঈকে ইমাম মুসলিম-এর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

হাফিয আল-মাকদাসী বলেন, একদা আমি পবিত্র মক্কায় আবূল কাসেম সা'দ ইব্‌ন 'আলী আস্‌-যানজানী (র)-কে জনৈক রাবীর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উক্ত রাবীর বিশ্বস্ততা ও নির্ভরশীলতার স্বীকৃতি দিলেন। আমি বললাম, ইমাম 'আবদুর রহমান নাসাঈতো তাঁকে দূর্বল বলেছেন। একথা শুনে তিনি বললেন,[৬০]

يَابُنَىَّ! اِنَّ لِاَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰن شَرْطاً فِي الرِّجَال اَشَدُّ مِنْ شَرْط الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمْ

-'হে প্রিয় বৎস! রিজাল শাস্ত্রে ইমাম নাসাঈর শর্তাবলী ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্তের চেয়েও অধিক কঠোর।'

ইমাম নাসাঈ (র) যে সকল বর্ণনাকারীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করতেন তাদের ব্যাপারে তিনি মহান আল্লাহ্‌র দরবারে ইস্তেখারা করতেন। আহমদ ইব্‌ন মাহবুব আর্‌-রমলী বলেন, আমি নাসাঈ (র)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,[৬১]

لَمَّا عَزَمْتُ عَلٰى جَمْعِ السُّنَنِ اِسْتَخَرْتُ اللهَ فِي الرِّوَايَةِ عَنْ شُيُوْخٍ كَانَ فِي الْقَلْبِ مِنْهُمْ بَعْضُ الشَّيْءِ.

-'যখন আমি সুনান গ্রন্থটি সংকলনের সংকল্প গ্রহণ করি তখন এমন কিছু শায়খের বর্ণিত রাবীগণ থেকে বর্ণনার ব্যাপারে আমি ইস্তিখারা করি যাদের সম্পর্কে অন্তরে কিছু প্রশ্ন বা সন্দেহ ছিল।'

এমন কি তিনি এ শর্তের আলোকে কোন কোন ক্ষেত্রে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম এর বর্ণনাকারীগণের নিকট থেকে বর্ণনা গ্রহণ করেন নাই।

৫৮. আল-হাদীস ওয়াল-মুহাদ্দিসূন, পৃ. ৪১০।
৫৯. আল-বিদায়াহ ওয়ান্‌-নিহায়াহ, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৯৪।
৬০. হাফিয আল-মাকদাসী, শুরুতুল আয়িম্মাতিস সিত্তাহ, পৃ. ১৮; সিয়ারু আ'লামিন্‌-নুবালা, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৩১।
৬১. জামি'উল-মাসানীদ, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ১০১।

ইব্ন হাজার 'আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হিজরী) বলেন,[৬২] ,

فَكَمْ مَنْ رَجُلٍ اَخْرَجَ لَهُ أَبُوْ دَاود وَالتِّرْمِذِىَ تَجَنَّبَ النَّسَائِىُّ إِخْرَاجَ حَدِيْثِهِ بَلْ تَجَنَّبَ النَّسَائِىُّ إِخْرَاجَ حَدِيْثِ جَمَاعَةٍ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيْحَيْنِ.

-'এমন অনেক রাবী যাদের হাদীস ইমাম আবূ দাউদ (র) এবং তিরমিযী (র) তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন কিন্তু নাসাঈ (র) তাদের হাদীস নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকেন। বরং নাসাঈ (র) সহীহায়ন-এর বেশ কিছু রাবীর হাদীস তার গ্রন্থে বর্ণনা করা থেকেও বিরত থাকেন।'

এ কারণেই বলা হয়েছে ইমাম নাসাঈর শর্ত ইমাম বুখারী (র) ও ইমাম মুসলিম (র)-এর শর্তের চাইতে কঠোর।

শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন,[৬৩]

إِنْ لَيِّنَ جَمَاعَةً مِنْ رِجَالِ صَحِيْحَي الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمْ

-'ইমাম নাসাঈ (র) এমন কিছু রাবীর সমালোচনা করেছেন যাঁরা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের রাবীগণের অন্তর্ভুক্ত।'

ইমাম নাসাঈ (র) মুত্তাছিল সনদের বর্ণনা গ্রহণ করাকে অগ্রাধিকার দেন। ইমাম নাসাঈ কোন দুর্বল ও পরিত্যাক্ত রাবীর বর্ণনা স্বীয় সুনান গ্রন্থে স্থান দেননি। এজন্য এর রাবীগণ অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য এবং তাঁদের রেওয়ায়াতও গ্রহণযোগ্য।

সিহাহ সিত্তার মধ্যে সুনানে নাসাঈর স্থান

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম-এর পরই সুনানুন্-নাসাঈ-এর স্থান। কেননা এ দু'টির পরই অন্যান্য সুনান গ্রন্থের তুলনায় এতে স্বল্প সংখ্যক য'ঈফ হাদীস রয়েছে। মুহাদ্দিস ইব্নুল-আহমার মক্কাবাসী কতিপয় উস্তাদের বরাত দিয়ে বলেন যে, সংকলনের নৈপুণ্যে নাসাঈ শ্রেষ্ঠ এবং ইসলামের উপর এর সমকক্ষ কিতাব রচিত হয়নি।[৬৪] এমনকি আল-মাগরিব-এর কতিপয় পণ্ডিত সুনান-ই-নাসাঈকে সহীহ-বুখারীর উপরে শ্রেষ্টত্ব দান করেছেন।[৬৫] হাফিয আবূ 'আলী বলেন,[৬৬] لِلنَّسَائِىْ شَرْط فِيْ الرِّجَال اَشَدُّ مِنْ شَرْط مُسْلِم

-'নাসাঈ (র)-এর শর্ত ইমাম মুসলিম (র)-এর শর্তের চেয়েও কঠোর ছিল। ইমাম হাকিম (মৃত ৪০৫ হিজরী) এবং খতীব আল-বাগদাদী (র) (মৃত ৪৬৭ হিজরী)ও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।[৬৭] আল-মাগরিব-এর পণ্ডিতগণের মন্তব্য সঠিক নয়; বরং ইজমা'-এর পরিপন্থী।[৬৮] হাফিয ইব্ন হাজার খোদ ইমাম নাসাঈর যে অভিমত উদ্ধৃত করেছেন, এটা

৬২. আল-হাদীস ওয়াল-মুহাদ্দিসুন, পৃ. ৪১০।
৬৩. সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৩১।
৬৪. মুহাদ্দিসীন-ই 'ইযাম, পৃ. ২৫২।
৬৫. মুহাদ্দিসীন-ই 'ইযাম, পৃ. ২৫২।
৬৬. আল-বিদায়াহ ওয়ান্-নিহায়াহ, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৯৪।
৬৭. আল-হিত্তাহ, পৃ. ২১৯।
৬৮. যাফরুল-মুহাছসিলীন, পৃ. ১৮৯।

তারও পরিপন্থী। হাফিয ইব্ন হাজার উল্লেখ করেন,[৬৯] مَا فِيْ هَذِهِ الْكُتُبِ كُلِّهَا أَجْوَدُ مِنْ كِتَابِ الْبُخَارِيِّ তাঁর এ মন্তব্য থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, সহীহ বুখারী ব্যতীত শ্রেষ্ঠ আর কোন কিতাব নাই। ইমাম নাসাঈ (র)-এর ইসনাদ পদ্ধতি এবং মুসলিম (র)-এর বিন্যাস পদ্ধতির অনুসরণে তাঁর সুনান প্রণয়ন করেন।[৭০]

জমহুরের মতে বিশুদ্ধতার দিক থেকে সহীহাইন অগ্রগণ্য। সহীহাইনের পর য'ঈফ হাদীস এবং মাজরূহ রিজাল সমস্ত কিতাব থেকে সুনানে নাসাঈতে কম। বিধায় সহীহাইনের পরে এবং আবূ দাউদ ও তিরমিযীর পূর্বে নাসাঈর মর্যাদা। মুহাম্মাদ আবূ যাহ্ বলেন,[৭১]

كِتَابُ الْمُجْتَبى اَقَل السُّنَنْ حَدِيْثًا ضَعِيْفًا رِجَالاً مَجْرُوْحًا وَدَرَجَتُه فِيْ الْحَدِيْثِ بَعْدَ الصَّحِيْحَيْنِ فَهُوَ يُقَدَّمُ عَلَى سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ وَسُنَنِ التِّرْمِذِى.

-'কিতাবুল-মুজতবা-এর মধ্যে স্বল্প সংখ্যক দূর্বল হাদীস ও সমালোচিত রাবী রয়েছে। এর স্থান সহীহাইনের পরে আর সুনানু আবী দাউদ ও সুনানু তিরমিযীর অগ্রে।'

ড. মুহাম্মদ 'উজায আল-খতীব বলেন,[৭২]

وَبِالْجُمْلَةِ فَكِتَابُ السُّنَن بَعْدَ الصَّحِيْحَيْنِ أَقَل حَدِيْثًا ضَعِيْفًا وَرِجَالاً مَجْرُوْحًا وَيُقَارِبُهُ كِتَابُ أَبِيْ دَاوُدَ وَكِتَابُ التِّرْمِذِيِّ.

-'মোটকথা কিতাবুস্-সুনান এ অল্প কিছু য'ঈফ হাদীস এবং মাজরুহার্-রিজাল রয়েছে। আবূ দাউদ ও তিরমিযীর নিকটবর্তী মার্যাদার অধিকারী।'

উপরোক্ত বিবেচনায় 'আল্লামা হাজেমী এবং 'আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশমীরী (র) বলেন, সহীহাইনের পরে আবূ দাউদ ও তিরমিযীর পূর্বে নাসাঈ তৃতীয় স্থানের অধিকারী।[৭৩]

সুনানুন-নাসাঈ -এর হাদীস সংখ্যা

ইমাম নাসাঈ (র) 'আস্-সুনানুল-কুবরা' থেকে যাচাই-বাছাই করে সুনানু-নাসাঈ সংকলন করেন। এ গ্রন্থে ৫৭৬১টি হাদীস স্থান পায়। এ হাদীস গুলো ৫১টি অধ্যায় ও ২১৩৮টি পরিচ্ছেদে সন্নিবেশিত রয়েছে।[৭৪] কারও কারও মতে সুনানুন্-নাসাঈতে ৪৪৮২টি হাদীস সন্নিবেশিত রয়েছে।[৭৫]

৬৯. মুকাদ্দামাহ ফতহুল বারী, পৃ. ১১।
৭০. তারাজিমুল-মুহাদ্দিসীন, পৃ. ১১২।
৭১. আল-হাদীস ওয়াল-মুহাদ্দিসূন, পৃ. ৪১০।
৭২. ড. 'উজায খতীব, উসূলূল-হাদীস, পৃ. ৩২৫।
৭৩. মুহাদ্দিসীন-ই 'ইযাম, পৃ. ২৫৫।
৭৪. বুহুস ফী তারীখ আস্-সুন্নাহ, পৃ. ২৫০; ড. 'উজায খতীব, 'উসূলূল-হাদীস, পৃ. ৩২৫।
৭৫. মিফতাহুল-'উলূম ওয়াল-ফুনুন, পৃ. ৬৭।

সুনান গ্রন্থ সমূহের মধ্যে সুনানুন্‌-নাসাঈ অধিকতর ব্যাপক। এ গ্রন্থে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের প্রায় সকল দিক সম্পর্কিত হাদীস উল্লেখ রয়েছে। তবে তিনি এতে ফিতান, কিয়ামাহ, মানাকিব ও কুরআন সম্পর্কিত কোন অধ্যায় সংযোজন করেননি। সুনানু নাসাঈতে তিন প্রকার হাদীস বিদ্যমান রয়েছে।

প্রথম প্রকার ঃ ঐ সব হাদীস, যা আল-জামি' আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম-এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ এমন হাদীস, যা ইমাম বুখারী (র) ও ইমাম মুসলিমের (র) শর্তে উত্তীর্ণ হয়েছে।

তৃতীয় প্রকার ঃ ঐ সকল হাদীস, যা শুধুমাত্র ইমাম নাসঈ (র)-এর শর্তে উত্তীর্ণ হয়েছে।[৭৬]

সুনানুন্‌-নাসাঈ সম্পর্কে মনীষীগণের অভিমত

ইমাম বুখারী (র)-এর আল-জামি' ও ইমাম মুসলিম (র)-এর আস্‌-সহীহ গ্রন্থের পরই ইমাম নাসাঈ (র)-এর আল-মুজতাবা এর স্থান। কেননা, এ দু'টির পরই অন্যান্য সুনান গ্রন্থের তুলনায় এতে স্বল্প সংখ্যক য'ঈফ হাদীস রয়েছে।

১. ইমাম নাসাঈ (র) নিজেই তাঁর এ গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন,[৭৭]

وَالْمُنْتَخَبُ الْمُسَمَّى بِالْمُجْتَبٰى صَحِيْحٌ كُلُّهُ

-'হাদীসের সঞ্চয়ণ মুজতাবা নামের গ্রন্থখানিতে উদ্ধৃত সমস্ত হাদীসই বিশুদ্ধ।'

২. হাকিম নায়সাপূরী (র) (মৃত ৪০৫ হিজরী) বলেন,[৭৮]

مَنْ نَظَرَ فِيْ كِتَابِ السُّنَنِ لِلنَّسَائِيِّ تَحَيَّرَ من حُسْنِ كَلَامِه.

-'যে ব্যক্তি নাসাঈ (র)-এর সুনান গ্রন্থ গভীর দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করবে তিনি তার উত্তর বক্তব্যে অভিভূত হবেন।

৩. হাফিয ইব্‌ন কাসীর (র) (মৃত ৭৭৪ হিজরী) বলেন,[৭৯]

قَدْ أَبَانَ (ظَهَرَ) الإِمَامُ النَّسَائِيَّ فِيْ تَصْنِيْفِه عَنْ حِفْظٍ وَاِتْقَانٍ، وَصِدْقٍ، وَاِيْمَانٍ، وَعِلْمٍ وَعِرْفَانٍ.

-'ইমাম নাসাঈ (র) তাঁর গ্রন্থে তাঁর স্মরণ শক্তি, বিশ্বস্ততা, সত্যবাদীতা, ঈমান, জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন।'

৭৬. আল-জামি'উল-মাসানীদ, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ৯৯-১০০।
৭৭. আল-হাদীস ওয়াল-মুহাদ্দিসুন, পৃ. ৪০৯।
৭৮. মা'রিফাতু 'উলূমিল-হাদীস, পৃ. ৮২।
৭৯. আল-বিদায়াহ ওয়ান্‌-নিহায়াহ, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৯৪।

৪. হাফিয আবূ ই'য়ালা আল-খালীলী (র) (মৃত ৪৪৬ হিজরী) বলেন,[৮০]

كِتَابُهُ يُضَافُ إِلى كِتَابِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَأَبِيْ دَاوُدَ وَيُعْتَمَدُ على قَوْله فِيْ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْل، وَكِتَابُه فِيْ السُّنَن مَرْضِيٌّ.

-'তাঁর কিতাবটি বুখারী, মুসলিম এবং আবূ দাউদ-এর তুলনায় অধিক হাদীস সম্বলিত গ্রন্থ। জারহ এবং তা'দীলের ক্ষেত্রে তার মন্তব্যের ওপর নির্ভর করা হয়। সুনান গ্রন্থসমূহের মধ্যে তার গ্রন্থটি পছন্দনীয়।'

৫. হাফিয ইমাম আবূল হাসান মুয়াফেরী (মৃত ৪০৩ হিজরী) বলেন,[৮১]

إِذَا نَظَرْتَ إِلٰى مَا يُخَرِّجُه أَهْلُ الْحَدِيْثِ فَمَا خَرَّجَهُ النَّسَائِى اَقْرَبُ إِلٰى الصِّحَّةِ مِمَّا خَرَّجَه غَيْرُه.

-'মুহাদ্দিসগণের বর্ণিত হাদীস সমূহ সম্পর্কে তুমি যখন বিচার বিবেচনা করবে, তখন একথা বুঝতে পারবে যে, ইমাম নাসাঈর বর্ণিত হাদীস অপরের বর্ণিত হাদীসের তুলনায় শুদ্ধতার অধিক নিকটবর্তী হবে।'

৬. ঐতিহাসিক 'আব্দুল-করিম আর্‌-রফয়ী' (মৃত ৬২৩ হিজরী) বলেন,[৮২]

النَّسَائِىّ، صَاحِبُ الْكِتَاب الْمَعْرُوْف بِالسُّنَنْ، وَفِيْهِ دَلَالَة الظَّاهِرة عَلَى وُفور عِلْمِه وَحُسْن تَرْتِيْبِه وَتَلْخِيْصِهُ، وَقُوَّة نظره فِيْ إِسْتِنْبَاطِ الْمَعَانِيَّ الَّتى تَفْصح عَنْهَا تَرَاجِمُ الأَبْوَاب.

-'নাসাঈ (র) একটি হাদীস গ্রন্থের সংকলক, যেটি সুনান গ্রন্থ হিসেবে প্রসিদ্ধ। এটি তাঁর প্রভূত জ্ঞান, সুন্দর বিন্যাস, সংক্ষিপ্তকরণ ক্ষমতা এবং হাদীস থেকে ইস্তিম্বাত করার সামর্থ্যের ওপর স্পষ্ট দলীল বহন করে। তার বাবের শিরোনাম সমূহ তাঁর এ দক্ষতা প্রকাশ করে।'

৭. শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন,[৮৩]

هُوَ أَحْذَقُ بِالْحَدِيْثِ وَعِلَلِه وَرِجَالِه مِنْ مُسْلِمٍ وَمِنْ أبِىْ دَاوُدَ وَمِنْ أبِى عِيْسٰى وَهُوَ جَارٍ فِىْ مِضْمَارِ الْبُخَارِىْ وَأبِىْ زُرْعَةَ إلاَّ اَنْ فِيْهِ قَلِيْلُ تَشَيُّعٍ وَانْحِرَافٍ عَنْ خُصُوْمِ الإِمَامِ عَلِىٍّ، كَمُعَاوِيَةَ وَعَمْرٍو وَاللهُ يُسَامِحُهُ.

-'তিনি হাদীস, তার দোষ-ত্রুটি নিরূপণ এবং রিজালের ক্ষেত্রে ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ এবং আবূ 'ঈসা (র)-এর তুলনায় অধিক দক্ষ ছিলেন। তিনি হাদীস যাচাই-

৮০. ইরশাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৬।
৮১. সাখাভী, ফাতহুল-মুগীস, খণ্ড, পৃ. ১২; মুহাদ্দিসী-ই 'ইযাম, পৃ. ২৫৪।
৮২. তাদবীন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৭।
৮৩. সিয়ারু আ'লামিন্‌-নুবালা, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ১৩৩।

বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী (র) এবং আবূ যুর'আর সমপর্যায়ের ছিলেন। তবে তাঁর মধ্যে কিঞ্চিত শী'আহ চিন্তা-চেতনা ছিল এবং তিনি হযরত 'আলী (রা)-এর বিরোধী ব্যক্তি যেমন মু'আবিয়া (রা) এবং 'আমর (রা) থেকে বিরূপ ছিলেন। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন।'

৮. ইমাম সাখাভী (র) (মৃত ৯০২ হিজরী) বলেন,[৮৪]

صَرَّحَ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ بِتَفْضِيْلِ كِتَابِ النَّسَائِيْ صَحِيْحَ الْبُخَارِى

-'কিছু সংখ্যক পশ্চিমা 'আলিম ইমাম নাসাঈ (র)-এর এ সুনান গ্রন্থকে সহীহ বুখারীর উপর স্থান দিয়েছেন।'

সুনানুন্-নাসাঈর বৈশিষ্ট্য

সুনানুন্-নাসাঈ সিহাহ সিত্তার মধ্যে তৃতীয় এবং সুনানু গ্রন্থের প্রথম স্থানের অধিকারী বলে অনেকে মন্তব্য করেন। এ গ্রন্থটি অধ্যয়নে অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে উল্লেখ্যযোগ্য কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলঃ

১. সুনানুন্-নাসাঈ-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এ গ্রন্থে 'ইলালে হাদীস (হাদীসের সূক্ষ্ম দোষগুণ) সম্পর্কিত একটি পৃথক অধ্যায় সংযোজিত রয়েছে। সেখানে হাদীসের 'ইল্লাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এবং 'ইল্লাতে হাদীস সম্পর্কে সতর্ক বাণী বর্ণনা করা হয়েছে।[৮৫] এ সম্পর্কে হাফিয আল-মাকদাসী বলেন,

يُحْسِنُ بَيَانَ الْعِلَلِ وَلَا يَكَادُ يَخْرُجُ لِمَنْ يَغْلِب عَلَيْهِ الوَهم وَلَا لِمَنْ فَحش خطؤه وكثر.

-'তিনি রাবীর ত্রুটি-বিচ্যুতি অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেন। আর যে রাবীর মধ্যে সন্দেহ তীব্র এবং যার ভুল-ভ্রান্তি স্পষ্ট ও অধিক তিনি এরূপ রাবীর হাদীসও আপন গ্রন্থে বর্ণনা করেননি।'

২. ইমাম নাসাঈ তাঁর সুনান গ্রন্থে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র)-এর পদ্ধতি অনুসরণ করে হাদীস সংকলন করেন। বরং এতদুভয়ের শর্তাবলীর চেয়ে তাঁর শর্তাবলী আরও বাস্তবসম্মত।[৮৬]

৩. এ গ্রন্থটিতে ফিক্হী তারতীব অনুসারে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সাজানো হয়েছে। যেমন গ্রন্থটির শুরু হয়েছে কিতাবুত্-তাহারাত এর মাধ্যমে। এরপর আবওয়াবুস্-সালাত, কিতাবুস্-সিয়াম, কিতাবুয্-যাকাত, কিতাবুমল-মানাসিক ইত্যাদি সন্নিবেশিত হয়েছে।

৪. রাবীর নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বস্ততা প্রসংগও এখানে তুলে ধরা হয়েছে এবং ইমাম নাসাঈ এক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ মন্তব্য পেশ করেছেন।

৫. এ গ্রন্থে রাবীগণের (বর্ণনাকারীগণের) নাম, উপনাম, উপাধি প্রভৃতির বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরা হয়েছে।[৮৭]

---

৮৪. সাখাভী, ফাতহুল-মুগীস, খণ্ড, পৃ. ১২; মুহাদ্দিসী-ই 'ইযাম, পৃ. ২৫৪।
৮৫. যাফরুল মুহাসসিলীন, পৃ. ১৯০।
৮৬. আল-হাদীসুন্-নববী, পৃ. ৩৮৮।
৮৭. মুহাদ্দিসীন-ই 'ইযাম, পৃ. ২৫৩।

ড. মুহাম্মদ সাব্বাগ বলেন,[৮৮]

هُوَ أَقَل الكُتُب السِّتَة بَعْدَ الصَّحِيْحَيْنِ حَدِيْثًا ضَعِيْفًا، وَلِذٰلِكَ ذكَرُوه بَعْدَ الصَّحِيْحَيْنِ فِيْ الْمَرْتَبَةِ، لأَنَّهُ أَشَدُّ انْتِقَاداً لِلرِّجَال وَشَرْطه أَشَدّ مِنْ شَرْطِ أَبِيْ دَاود وَالتِّرْمِذِي وَغَيْرِهِمَا.

-'ইমাম নাসাঈ (র)-এর হাদীস গ্রন্থটি সিহাহ সিত্তার মধ্যে য'ঈফ হাদীসের উপস্থিতির দিক থেকে সর্বাধিক কম। একারণেই হাদীসবিদগণ এ গ্রন্থটিকে সহীহায়নের পরবর্তী স্থানে উল্লেখ করেছেন। কেননা, রাবীগণের যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন খুবই কঠোর। আর তার শর্ত আবূ দাউদ, তিরমিযী প্রমুখগণের শর্ত থেকে অধিক কঠোর।'

৬. সুন্দর বিন্যাস ও চমৎকার উপস্থাপনার মাধ্যমে এ গ্রন্থটি সুষমামণ্ডিত।

৭. রচনা ও বিন্যাসের দিক দিয়ে ইমাম নাসাঈর সুনান গ্রন্থখানা অনন্য। হাফিয আবূ 'আবদিল্লাহ ইব্ন রুশদ (মৃত ৭৬১ হিজরী) এ প্রসঙ্গে বলেন,[৮৯]

إِنَّهُ أَبْدَعُ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ فِيْ السُّنَنِ تَصْنِيْفًا وَأَحْسَنُهَا تَرْصِيْفًا

-'সুনান পদ্ধতিতে যত গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে তন্মধ্যে রচনা ও বিন্যাসের দিক দিয়ে সুনানে নাসাঈ অভিনব ও উৎকৃষ্ট।'

৮. ইমাম নাসাঈর সুনান গ্রন্থের হাদীসগুলু ছহীহ ও বিশুদ্ধ। এ সম্পর্কে হাফিয আবূল হাসান মুয়াফেরী (মৃত ৪০৩ হিজরী) বলেন,[৯০]

إِذَا نَظَرْتَ إِلىٰ مَا يُخَرِّجُه أَهْلُ الْحَدِيْثِ فَمَا خَرَّجَهُ النَّسَائِى أَقْرَبُ إِلىٰ الصِّحَّةِ مِمَّا خَرَّجَه غَيْرُه.

-'হাদীসবেত্তাগণের সংগৃহীত হাদীসগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে সকল হাদীস ইমাম নাসাঈ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তা অন্যদের সংগৃহীত হাদীছের তুলনায় বিশুদ্ধ।'

৯. নাসাঈতে য'ঈফ হাদীস চিহ্নিত করা হয়েছে এবং য'ঈফ হওয়ার কারণও তুলে ধরা হয়েছে। হাদীসের সনদে কোন রাবী দুর্বল থাকলে ইমাম নাসাঈ (র) সেই রাবীর দুর্বল হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

১০. কোন কোন রাবী একটি হাদীসের মতন অন্য হাদীসের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন এক্ষেত্রে ইমাম নাসাঈ (র) স্পষ্টভাবে হাদীসের মূল মতন নির্ধারণ করেছেন এবং মিলিয়ে যাওয়া মতনের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন।

---

৮৮. আল-হাদীসুন্-নববী, পৃ. ৩৮৮।
৮৯. মুহাদ্দিসীন-ই 'ইযাম, পৃ. ২৫১।
৯০. শামসুদ্দীন আস-সাখাভী, ফতহুল মুগীছ, পৃ. ১২।

সুনানুন্-নাসাঈ-এর শরহ গ্রন্থ

সিহাহ সিত্তার অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় সুনানু নাসাঈও একটি অন্যতম গ্রন্থ। বিশুদ্ধতার দিক থেকে এর স্থান তৃতীয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, সুনানু নাসাঈর শরহ ও টীকাগ্রন্থ প্রণয়নে 'আলিমগণ তেমন কোন ভূমিকা পালন করেননি। নিম্নে কিছু প্রসিদ্ধ শরহ ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ আলোচনা করা হল,

১. **আল-ইম'আন ফী শরহি সুনানে 'আব্দির রহমান ঃ** এ শরহ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন আবুল হাসান 'আলী ইব্ন 'আবদিল্লাহ আল-আন্দালুসী (মৃত ৫৬৭ হিজরী)।[৯১]

২. শায়খ সিরাজ 'ওমর ইবনিল-মুলাক্কিন আশ্-শাফি'ঈ (মৃত ৮০৪ হিজরী) সিহাহ সিত্তার সহীহ বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ এবং তিরমিযীতে নেই অথচ মুজতাবায় উল্লিখিত হয়েছে এমন হাদীস সমূহের একটি শরহ প্রণয়ন করেন। এটি এক খণ্ডে রচিত।[৯২]

৩. **যহরুর-রুবা 'আলাল-মুজতাবা (زَهْرُ الرُّبِي عَلَى الْمُجْتَبَى) ঃ** এ শরহ গ্রন্থটি 'আব্দুর রহমান ইব্ন আবী বকর জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) (মৃত ৯১১ হিজরী) প্রণয়ন করেন। এ গ্রন্থের ভূমিকায় জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) উল্লেখ করেছেন, যেমনভাবে আমি সহীহাইন, সুনানু আবী দাউদ ও তিরমিযী-এর ওপর টীকা ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখেছি, অনুরূপভাবে সুনানুন্-নাসাঈর ওপরও টীকাগ্রন্থ লিখেছি, আর এর প্রয়োজনও ছিল। কারণ, এ গ্রন্থটি রচনার ছয়শত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কোন টীকাগ্রন্থ প্রসিদ্ধি লাভ করেনি। মূলতঃ সুয়ূতী (র) এ শরহ গ্রন্থের নামকরণ করেছিলেন زَهْرُ الرُّبِي । এ গ্রন্থটি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু এটি অনেক গুণে গুণান্বিত।[৯৩] এটি কায়রো থেকে ১২৯৯ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।

৪. **তা'লীকা লাতীফাহ (تَعْلِيْقَاتُ لَطِيْفَة) ঃ** 'আল্লামা শাইখ হুসাইন ইব্ন মুহসিন আনসারী মুহাদ্দিসে ইয়ামানী (মৃত ১৩২৭ হিজরী) সুনানুন্-নাসাঈ-এর এ সুন্দর হাশিয়া গ্রন্থটি রচনা করেন। এটি সংক্ষিপ্ত হলেও অতি চমৎকার এবং মূল্যবান। এটি অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়নি।

৫. **হাশিয়াহ (حَاشِية) ঃ** আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইব্ন 'আব্দিল-হাদী আস্-সিন্দী আল-হানাফী (র) (মৃত ১১২৩৮ হিজরী/১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দ) আল-মুজতাবা-এর একটি শরহ গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি এতে পাঠক ও শিক্ষকের জন্য প্রয়োজনীয় শব্দ, হাদীসের দুর্বোদ্ধ অংশ এবং ই'রাবের আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকেন। তিনি অন্যান্য সুনান

৯১. তারাজিমুল-মুহাদ্দিসীন, পৃ. ১১৪।
৯২. কাশফুয্-যুনূন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০৬; আল-হিত্তাহ, পৃ. ২২০; মিফতাহুস্-সুন্নাহ, পৃ. ৮০।
৯৩. কাশফুয্-যুনূন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০৬; আত্-তারীখুত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৯; মিফতাহুস সুন্নাহ, পৃ. ৭৯; আল-হিত্তাহ, পৃ. ২২০; আল-হাদীস ওয়াল-মুহাদ্দিসূন, পৃ. ৪১০।

গ্রন্থেরও অনুরূপ শরহ প্রণয়ন করেছেন। এ শরহ গ্রন্থটি কায়রো থেকে ১৩১২ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।[৯৪]

৬. হাফিয মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী দামেশকী (র) (মৃত ৭৬৫ হিজরী) সুনান-ই নাসাঈ-এর একটি শরহ গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু এ শরহ গ্রন্থটির মুদ্রণ ও প্রকাশ সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না।

৭. আবূ 'আব্দির রহমান মুহাম্মদ বানজাভী (মৃত ১৩১৫ হিজরী) এবং মুহাম্মদ 'আব্দুল লতীফ একটি শরহ গ্রন্থ সংকলন করেন। এটি ১৯৯৮ হিজরীতে দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়। তারা এ গ্রন্থটি ইমাম সুয়ূতী (র) ও আস্-সিন্দী (র) এবং অন্যান্য শরহ গ্রন্থ-এর অনুকরণে সংকলন করেন।[৯৫]

৮. **রাওজুর-রুবা আন তারজুমাতিল-মুজতাবা (رَوْضُ الرُّبِي عَنْ تَرْجُمَةِ الْمُجْتَبى) ঃ** এটি মৌলভী ওহীদুয্-যামান রচনা করেন। এটি ১৮৮৬ হিজরীতে লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়। মূলতঃ এ গ্রন্থটি উর্দূ ভাষায় অনুবাদ।[৯৬]

৯. **তা'লীকাতুস্-সালফিয়্যাহ (تَعْلِيْقَاتُ السَّلَافِيَّة) ঃ** মাওলানা আবূ তাইয়্যেব মুহাম্মদ 'আতাউল্লাহ হানীফ ভুজিয়ানী (র) সুনানুন্-নাসাঈর এ হাশিয়া গ্রন্থটি সংকলন করেন। এটি জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) ও আবুল হাসান মুহাম্মদ সিন্দীর শরহ গ্রন্থ থেকে চয়ন করে রচিত হয়েছে। এটি ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়।[৯৭]

১০. মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া, শাইখুল হাদীস মাযাহিরুল 'উলূম সাহারণপুরী সুনানুন্-নাসাঈর একটি টীকা গ্রন্থ সংকলন করেন। এ গ্রন্থটি মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, মাওলানা খলীল আহমদ সাহারনপূরী ও মাওলানা ইয়াহ্ইয়া প্রমুখের ইফাদাতের সংকলন। এ গ্রন্থে কঠিন কঠিন স্থানসমূহের সমাধান, ভুল সংস্করণের বিশুদ্ধতা এবং ইমাম নাসাঈর (র) মন্তব্য هَذا مُنكر وَهذا صواب -এর উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। এছাড়া এতে এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য ও অধ্যায়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়নি।[৯৮]

১১. মাওলানা ইশফাকুর রহমান কান্দলভী আল-হানাফী (র) সুনানুন্-নাসাঈ-এর একটি হাশিয়া গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থটি বদরুদ্দীন 'আয়নী, ইমাম তাহাভী ও ইব্ন হুমাম থেকে উপকরণ নিয়েই রচনা করেন। এছাড়া হাওয়াশিয়া জাদীদাহ থেকেও এ গ্রন্থের উপাত্ত-উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। এ গ্রন্থটি রহীমিয়া প্রেস থেকে ১৩৫০ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।

৯৪. কাশফুয্-যুনূন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০৬-১০০৭; আত্-তারীখুত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৯; আল-হাদীস ওয়াল-মুহাদ্দিসূন, পৃ. ৪১১; আল-হিত্তাহ, প পৃ. ২২০; মিফতাহুস্-সুন্নাহ, পৃ. ৭৯।
৯৫. আত্-তারীখুত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩০।
৯৬. আত্-তারীখুত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩০।
৯৭. মুহাদ্দিস প্রসংগ, পৃ. ১১৮-১১৯।
৯৮. মুহাদ্দিসীন-ই 'ইযাম, পৃ. ২৫৯।

১২. আল-ইমাম আন্-নাসাঈ (র) ওয়া খিদমাতুহু ফী 'ইলমিল-হাদীস (الإمَام النَّسَائِيّ وَخِدْمَاتُهُ فِيْ عِلْمِ الْحَدِيْث) ঃ এটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীস এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রফেসর ড. মুহাম্মদ সিকান্দার 'আলী-এর পিএইচ. ডি. থিসিস। তিনি ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীস এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে এ বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। এতে ইমাম নাসাঈ (র)-এর জীবনের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

উপসংহার

নাসাঈ (র) ছিলেন হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর 'ইলমে হাদীসের ইমাম ও সমালোচক। তিনি সিহাহ সিত্তার ইমামগণের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি হাদীস শাস্ত্রে জ্ঞানার্জনে জন্য বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে হাদীস শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি হাদীস সংগ্রহ করে প্রথমে 'সুনানুল-কুবরা' নামে হাদীসগ্রন্থ সংকলন করেন। পরবর্তীতে এটি থেকে যাচাই-বাছাই করে বিশুদ্ধ একটি হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন এবং এর নামকরণ করেন 'আল-মুজতাবা'। এ গ্রন্থটি 'আস্-সুনান' নামে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ইমাম নাসাঈ (র) হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র)-এর চেয়েও অধিক কঠোর শর্তারোপ করেন। বিশুদ্ধতার দিক থেকে এ গ্রন্থটির স্থান সহীহুল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম-এর পরেই। সুনান গ্রন্থ সমূহের মধ্যে সুনানুন্-নাসাঈ অধিকতর ব্যাপক। এ গ্রন্থে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের প্রায় সকল দিক সম্পর্কিত হাদীস উল্লেখ রয়েছে।

Sunnipedia.blogspot.com
Islami-kitab.blogspot.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুলায়মান ইবনুল আশ'আস আবু দাউদ (র) ও তাঁর আস্-সুনান

ইমাম আবু দাউদ (র) ছিলেন হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর একজন বিখ্যাত হাদীস বিশারদ। তিনি ছিলেন একাধারে হাদীসের ইমাম, হাফিয, সমালোচক, হুজ্জাহ, মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, ফকীহ, শায়খুস্-সুন্নাহ ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ। তিনি অসংখ্য শিক্ষকের নিকট হাদীস শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর ছাত্র সংখ্যাও অনেক। তিনি ছিলেন খোদভীরু, 'আবিদ ও জাহিদ ব্যক্তি। হাদীস অন্বেষণের জন্য তিনি বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে হাদীস শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান লাভ করেন। হাদীসে তাঁর জ্ঞানের প্রশংসা করে মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবন ইসহাক আস্-সাগানী বলেন, হযরত দাউদ (আ)-এর জন্য লোহাকে যেমন নরম ও সহজ করে দেওয়া হয়েছিল, ইমাম আবু দাউদ (র)-এর জন্যও হাদীসকে তেমনভাবে সহজ করে দেওয়া হয়। তাঁর সুনান গ্রন্থটি সিহাহ সিত্তাহর মধ্যে অন্যতম। এ গ্রন্থটিতে বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ সংরক্ষিত হয়েছে। এটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ গ্রন্থটির গুরুত্ব লক্ষ্য করে পরবর্তীতে অনেক 'আলিম এর শরহ গ্রন্থ রচনা করেন।

নাম ও বংশ পরিচয়

তাঁর নাম সুলায়মান, পিতার নাম আশ'আস এবং কুনিয়াত আবু দাউদ। বংশ তালিকা এই, সুলায়মান ইবনুল-আশ'আস ইবন ইসহাক[১] ইবন বাশীর ইবন শাদ্দাদ ইবন 'আমর ইবন 'ইমরান। কারও কারও মতে 'আমের আল-আযদী[২] ....

১. তাঁর দাদার নাম নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে, খতীব আল-বাগদাদী, ইবন 'আসাকীর, ইবনুল-জাওযী, ইবন খাল্লিকান এবং ইবন কাসীর (র) বলেন, তাঁর দাদার নাম ইসহাক। 'আব্দুর রহমান ইবন আবী হাতিম বলেন, সুলায়মান ইবনুল-আশ'আস ইবন শাদ্দাদ ইবন 'আমর ইবন 'আমের। আবুল হুসাইন আস্-সায়দাভী বলেন, সুলায়মান ইবনুল-আশ'আস ইবন বাশীর ইবন শাদ্দাদ। আবু বকর ইবন দাসাহ ও আবু 'উবায়দ আল-আজুররী বলেন, সুলায়মান ইবনুল-আশ'আস ইবন ইসহাক ইবন বাশীর ইবন শাদ্দাদ।
দ্র. খতীব আল-বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫৫; ইবন 'আসাকীর, তারীখু মাদীনাতি দিমাশক, ২২শ খণ্ড, পৃ. ১৯১; ইবনুল-জাওযী, আল-মুনতাযিম, ১২শ খণ্ড, পৃ. ২৬৮; ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৪; ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান্-নিহায়াহ, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪৬; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২০৩; ইউসুফ আল-মিযযী, তাহযীবুল-কামাল, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫; ইবন কাসীর, জামি'উল মাসানীদ ওয়াস্-সুনান, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ১০৩।

২. الأزدي ঃ আযদ 'আরবের একটি প্রসিদ্ধ গোত্র। এটি কাহতানী গোত্র সমূহের মধ্যে অন্যতম। আযদ-এর বংশধরগণ বহুভাগে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন শহরে বসতি স্থাপন করে। স্থানের নামানুসারে তাদের নামকরণ করা হয়। আস্-সাম'আনী বলেন,
اَلْأَزْدِيُّ: هٰذِهِ النِّسْبَةُ إِلَى أَزْدٍ وَالْأَزْدِيُّ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُوْنِ الزَّاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَالْأَزْدُ قَرْيُ الْأَسَدِ بِبَدَلِ الزَّاءِ وَهُوَ مِنْ قَوْمِ قَحْطَانَ، وُلِدَ فِيْهَا أَبُوْ دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ لِذَا يُقَالُ لَهُ أَبُوْ دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ الْأَزْدِيُّ، مَنْسُوْبٌ إِلَى الْأَزْدِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ عَابِرٍ.
দ্র. আস্-সাম'আনী, আল-আনসাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২০; ইবনুল-আসীর, আল-লুবাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, লুব্বুল-লুবাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০।

আল-আসাদী[৩] আস্-সিজিস্তানী।[৪] তাঁর উপনাম আবূ দাউদ। তাঁর উর্ধ্বতন পিতা 'ইমরান বনু আযদ গোত্রের অধিবাসী ছিলেন। তিনি হযরত 'আলী (রা)-এর পক্ষে যুদ্ধরত অবস্থায় সিফ্ফীন প্রান্তরে শহীদ হন।[৫] এ সম্পর্কে ড. যুবাইর সিদ্দীকী বলেন,[৬]

Abu Daud was a descendant of Imran who belonged to the tribe of Banu Azd of Arabia, and who was killed in the battle of `Siffin' while fighting on behalf of `Ali'.

জন্ম ও জন্মস্থান

ইমাম আবূ দাউদ (র) সিজিস্তান-এ ২০২ হিজরী মোতাবেক ৮১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন।[৭] আবূ 'উবায়দ আল-আজুররী বলেন, আমি ইমাম আবূ দাউদ (র)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন,[৮] وُلِدْتُ سَنَةَ إِثْنَتَيْنِ وَمِائَتَيْنِ بِبَغْدَاد -'আমি বাগদাদে ২০২ হিজরী সালে জন্মগ্রহণ করেছি।'

The Encyclopaedia Of Islam গ্রন্থে বলা হয়েছে,[৯] Abu Da'ud Al-Sidjistani Sulayman B. Al-Ash'ath, A Traditionist, Born In 202/818.

কারও কারও মতে তিনি ২০৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।[১০] তাঁর জন্মস্থান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ একাধিক মত পোষণ করেন। ইবন্ খাল্লিকান বলেন, এটি বসরার নিকটবর্তী

---

৩. الأَسَدِي : আল-আসাদী শব্দের "ا" কে যের "س" কে সুকূন এবং "ي" কে সুকূন দিয়ে পড়া হয়। আস্-সাম'আনী (র) বলেন,

الأَسَدِي: بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُوْنِ السِّيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُوْنِ الْيَاءِ الْمُعْجَمَةِ بِنُقْطَتَيْنِ مِنْ تَحْتَ وَبَعْدَهَا الدَّالُ الْمُهْمَلَةِ. هٰذِهِ النِّسْبَةِ إِلَى الأَزْد فَيُبْدِلُوْنَ السِّيْنَ مِنَ الزَّاى.

দ্র. আস্-সাম'আনী, আল-আনসাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৮; আল-লুবাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১; লুব্বুল-লুবাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪।

৪. السِّجِسْتَانِ : আস্-সিজিস্তান শব্দের "ج" ও "س" শব্দদ্বয়কে কাসরা দ্বীতিয় "س"-এ সুকূন দিয়ে পড়তে হবে। ইয়াকূত আল-হামাভী (র) বলেন,

السِّجِسْتَانُ : بِكَسْرِ السِّيْنِ وَالْجِيْمِ وَسُكُوْنِ السِّيْنِ الثَّانِيَةِ وَبَعْدِهَا تَاء مَفْتُوْحَة مُعْجَمَة بِاثْنَتَيْنِ مِنْ فَوْقِهَا وَبَعْدَ الأَلِفْ نُوْن. هٰذِهِ النِّسْبَةِ إِلَى سِجِسْتَان وَهِيَ الْبِلاَدِ المعروفة ينسب إليها هذه النسبة جماعة من العلماء منهم الإمام أبو داود سليمان ابن الأشعث السجستاني.

দ্র. আল-লুবাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৩; আস্-সাম'আনী, আল-আনসাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২০; ইয়াকূত আল-হামাভী, মু'জামুল-বুলদান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৪।

৫. আল-আনসাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৩।

৬. Dr. Muhammad Zubayr Siddiqi, Hadith Literature, P-103.

৭. খতীব আল-বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫৫; ইবন্ 'আসাকীর, তারীখু মাদীনাতি দিমাশক, ২২শ খণ্ড, পৃ. ১৯১; ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৪; ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান্-নিহায়াহ, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪৬; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২০৩; ইউসুফ আল-মিয্যী, তাহযীবুল-কামাল, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫।

৮. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, সীয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২০৪; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, তাযকিরাতু'ল-হুফ্ফায, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯১; ইবন্ হাজার 'আসকালানী, তাহযীবুত্-তাহযীব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৫৮।

৯. The Encyclopaedia Of Islam, Vol. 1, P-144.

১০. Dr. Muhammad Zubayr Siddiqi, Hadith Literature, P-103.

একটি গ্রামের নাম।[১১] শাহ 'আব্দুল-'আযীয (র)-এর মতে, সিজিস্তান হচ্ছে হারাত এবং সিন্ধু প্রদেশের মধ্যবর্তী একটি বিখ্যাত শহর।[১২] আস্-সাম'আনী (র)-এর মতে এটি কাবূলের একটি প্রসিদ্ধ শহর।[১৩] কিন্তু প্রখ্যাত ভূগোলবিদ্ ইয়াকূত হামাভী বলেন,[১৪]

فَامَّا سِجِسْتَان نَاحِيَةٌ كَبِيْرَةٌ وَوِلاَيَةٌ وَاسِعَةٌ، ذَهَبَ بَعْضُهُمْ أَنْ سِجِسْتَانَ إِسْمٌ لِلنَّاحِيَةِ وَانَّ إِسْمَ مَدِيْنَتِهَا زَرَنْج وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ هِرَاةِ عَشَرَةُ أَيَّام وَثَمَانُوْنَ فَرْسَخًا، وَهِيَ جُنُوْبِيَّ هِرَاة، وَأَرْضُهَا كُلُّهَا رَمْلَة سَبْخَةٌ، وَالرِّيَاحُ فِيْهَا لاَ تَسْكُنُ أَبَداً وَلاَ تَزَالُ شَدِيْدَة تُدِير رحيهم، وطحنهم كله على تلك الرحى.

-'এটি একটি বড় অঞ্চল এবং সুবিশাল এলাকা। এর শহরের নাম যারাঞ্জ এবং এ শহর ও হিরাতের মাঝে দশ দিনের সফরের দূরত্ব এবং ৮০ ফরসখ। এটি দক্ষিণ হিরাত। এর পূরো ভূখণ্ডই বালুকাময় ও লবনাক্ত। এখানে কখনও বাতাস স্তব্ধ হয় না বরং সর্বদা কঠিন ভাবে প্রবাহিত হতে থাকে এবং পাথর খণ্ডকে ঘুরাতে থাকে।'

আহমদ হাসান তাঁর Sunan Abu Dawud গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন,[১৫]

His native city Sijistan was a famous town in Khurasan. It was situated in the vicinity Makran and Sindh opposite to Hira.

এর অপর নাম সানজার। এজন্য ইমাম আবূ দাউদ (র)-কে সানজারীও বলা হয়। বস্তুতঃ বসরায় সিজিস্তান নামে কোন গ্রামের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা যায়নি।[১৬]

ইবনুল-আসীরের বর্ণনানুসারে মুসলমানগণ সিজিস্তানকে হিজরী ৩৩ সালে বিজয় করেন।[১৭]

শিক্ষা জীবন ও শিক্ষকবৃন্দ

ইমাম আবূ দাউদ (র)-এর শৈশবকাল সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়না। সম্ভবতঃ তিনি তাঁর নিজ গ্রামেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর বয়স যখন দশ বছর তখন তিনি নায়শাপূরের একটি মাদ্রাসায় ভর্তি হন।[১৮] এখানেই তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবন্ আসলাম (র) (মৃত ২৪২/৮৫৬)-এর সাথে অধ্যয়ন করেন।[১৯] এ সম্পর্কে ড. মুহাম্মদ

---

১১. ইবন্ খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৪; Hadith Literature, P-103.

১২. তাকিয়্যাদ্দীন নদভী, মুহাদ্দিসীন-ই-'ইযাম, পৃ. ১৮৯।

১৩. আস্-সাম'আনী, আল-আনসাব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৩৩।

১৪. মু'জামুল-বুলদান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৪; বুসতানী, দাইরাতুল-মা'আরিফ, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫০৪।

১৫. Sunan Abu Dawud, Introduction,P- iii.

১৬. তাকিয়্যাদ্দীন নদভী, মুহাদ্দিসীনে-'ইযাম, পৃ. ১৮৯।

১৭. ইবনুল আসীর বলেন,

فَتَحَ سِجِسْتَان عَاصِمُ بْنُ عَمْرو وَعَبْدُ اللهِ بنُ عُمَيْر سَنَةَ ٣٢ لِلْهِجْرَة. وَبَعْدَ أَيَّامِ عُمَرَ بن الخَطَّاب نَقَضَ أَهْلُهَا عَهْدَهُ مَعَ الإِسْلاَمِ فَلَمَّا تَوَجَّهَ إِبْنَ طَاهِرِ إِلى خُرَاسَانَ يَسَّرَ إِلَيْهَا مِنْ كِرْمَان الرَّبِيْع بن زياد الحارثى ففتح كركويه وروست وزرنج وغيرها من مدن سجستان وذلك سنة ٣١ للهجرة.

দ্র. দাইরাতুল-মা'আরিফ, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫০৪।

১৮. Dr. Muhammad Zubayr Siddiqi, Hadith Literature, P-103.

১৯. মু'জামুল-বুলদান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৪।

যুবাইর সিদ্দীকী বলেন,[২০] Abu Daud received his elementary education probably in his native city when he was ten years of age, he joined a school in Nishapur. There he studied with Muhammad b. Aslam (d. 242/856).

তিনি হাদীস অন্বেষণের জন্য বাগদাদে ২২০ হিজরীতে গমন করেন।[২১] তিনি বসরায় গমনের পূর্বে খুরাসান-এ বিভিন্ন মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। হাদীসের আরও জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে তিনি এখান থেকে বসরা, 'ইরাক, খুরাসান, শাম, মিসর, জাযিরাহ, হিজাজ প্রভৃতি শহর ভ্রমণ করেন। এসকল স্থানে গিয়ে তিনি সে যুগের প্রথিতযশা সকল মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান আহরণ করেন।[২২] তিনি হাদীস অন্বেষণে এত অধিক সংখ্যক হাদীস বিশারদের সংস্পর্শে আসেন যে, খতীব তিবরীযী এ প্রসংঙ্গে মন্তব্য করে বলেন, أَخَذَ الْعِلْمَ مِمَّنْ لَا يُحْصَى -'তিনি অগণিত ব্যক্তিগণ থেকে 'ইলম অর্জন করেছেন।' তিনি ইমাম বুখারী (র)-এর অনেক শায়খ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি যে সকল স্থানে গমন করেন এবং যে সকল মুহাদ্দিসের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেন তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে পেশ করা হল, তিনি ২২৪/৮৩৯ সালে কুফা সফর করে[২৩] তথাকার প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিয হুসাইন ইব্ন রাবী' আল-বালখী, হাফিয আহমদ ইব্ন 'আব্দুল্লাহ ইব্ন ইউনুস আবূ বকর 'উসমান ইব্ন আবী শায়বাহ, আবূ সা'ঈদ 'আশায, আবূ কুরাইব মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ ইব্ন খালফ এর নিকট থেকে হাদীস অন্বেষণ করেন।[২৪]

তিনি 'ইলম অর্জনের জন্য 'ইরাক গমন করেন। সেখান থেকে হিজায অতঃপর শামে গমন করেন। সেখানে ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম আল-ফারাদিসীর নিকট শিক্ষা অর্জন করেন।[২৫] রায়ে ইবরাহীম ইব্ন মূসা 'আব্দুল্লাহ ইব্ন রিযা এবং মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম থেকে হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেন।[২৬]

ইমাম আবূ দাউদ (র) মক্কা মুকাররামায় গমন করে 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মাসলামাহ আল-কা'নাবী থেকে মুওয়াত্তা রিওয়ায়াত করেন। সেখানে তিনি হাফিয সুলায়মান ইব্ন হারব আল-বাসরী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন।[২৭]

তিনি তাঁর সুনান লিপিবদ্ধ করার জন্য দিমাশকের আবূ নাযর আল-ফারাদিসী, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (মৃত ২২৭ হিঃ), হিশাম ইব্ন 'আম্মার (মৃত ২৪৫ হিঃ), মুহাম্মদ ইব্ন খালিদ, মুহাম্মদ ইব্ন রাভিয, হিশাম ইব্ন খালিদ ও অন্যান্যের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন।[২৮]

---

২০. Dr. Muhammad Zubayr Siddiqi, Hadith Literature, P-103.

২১. মুহাম্মদ 'আলী কাসেম আল-'উমরী, সুওলাতু আবী 'উবায়দা আল-আজুররী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩।

২২. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, তাযকিরাতু'ল-হুফ্ফায, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯১।

২৩. তারীখু মাদীনাতি দিমাশক, ২২শ খণ্ড, পৃ. ১৯৫; শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সীয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২১৩।

২৪. তাজুদ্দীন আস-সুবকী, তাবাকাতুশ-শাফি'ঈয়্যাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৪।

২৫. তারীখু মাদীনাতি দিমাশক, ২২শ খণ্ড, পৃ. ১৯৪।

২৬. তারীখু মাদীনাতি দিমাশক, ২২শ খণ্ড, পৃ. ১৯৫; শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সীয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২১৩।

২৭. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সীয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২০৪।

২৮. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সীয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২১৩; তারীখু মাদীনাতি দিমাশক, ২২শ খণ্ড, পৃ. ১৯১।

তিনি বসরা ও বাগদাদে কয়েকবার গমন করে সেখানকার অনেক উস্তাদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আহমদ ইব্ন হাম্বল এবং তাঁর স্তরের শায়খ।[২৯] মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন রিজা, আবূল ওয়ালিদ আত-তায়ালিসী, মূসা ইব্ন ইসমাঈল।[৩০]

২২৫ হিজরীতে তিনি হিমস-এ গমন করে ইমাম হায়ওয়াত ইব্ন শারীহ আল-হিমসী (মৃত ২২৪ হিঃ), হাফিয ইয়াযীদ ইব্ন 'আব্দ আল-হিমসীর (মৃত ২২৪ হিঃ)-এর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন।

এরপর তিনি হিরানে প্রবেশ করে প্রসিদ্ধ হাফিয আবূ জা'ফর আন-নুফায়লী এবং 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (মৃত ২৩৪ হিঃ)-এর নিকট জ্ঞানার্জন করেন।

অতঃপর তিনি হালবে গমন করেন। সেখানে হাফিয আবী তাওবাহ, রবীয়' ইব্ন নাফি' আল-হালাবী (মৃত ২৪১ হিঃ)-এর নিকট শিক্ষা অর্জন করেন।

ভ্রমণের এ পর্যায়ে তিনি মিসরে গমন করেন। সেখানে হাফিযুদ-দুনিয়া আহমদ ইব্ন সালিহ, আহমদ ইব্ন সা'ঈদ আল-হামাদানী আবূ তাহির এবং ইব্ন তাবারী (মৃত ২৪৮ হিঃ)-এর নিকট হাদীস গ্রহণ করেন।[৩১]

তিনি খুরাসানে গমন করে কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ, ইসহাক ইব্ন মানসুর, ইসহাক ইব্ন রাহওয়াইহ (মৃত ২৩৮ হিঃ) এবং সেখানকার অন্যান্য 'আলিমগণের নিকট হাদীস শ্রবণ করেন।[৩২]

হাদীস অন্বেষণে ইমাম আবূ দাউদ (র) বহুবার বাগদাদ সফর করেন। একবার তাঁর বাগদাদ অবস্থানকালে খলীফা আল-মু'তামিদ-এর ভাই এবং সুপ্রসিদ্ধ কমাণ্ডার আল-মুওয়াফ্ফিক তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ইমাম আবূ দাউদ (র) তখন আল-মুওয়াফ্ফিক-এর নিকট তাঁর এ সাক্ষাতের কারণ জানতে চান। আল-মুওয়াফ্ফিক তখন বলেন যে, তাঁর এ আগমনের পশ্চাতে তিনটি উদ্দেশ্য রয়েছে,

তিনি আবূ দাউদ (র)-কে বসরায় স্থায়ী নিবাস গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাতে এসেছেন। কারণ যানজীদের বিদ্রোহ ও গোলযোগের কারণে জনগণ বসরা শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছে। ফলে এ শহর জনশূন্য হয়ে পড়েছে। আর ইমাম আবূ দাউদ (র) তথায় অবস্থান করলে তাঁর আকর্ষণে অনেক হাদীস পিপাসু ছাত্র সেখানে আগমন করবেন এবং এভাবে বসরায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। তিনি ইমাম আবূ দাউদ (র)-কে তাঁর সন্তানদের উদ্দেশ্যে হাদীস বর্ণনা করার অনুরোধ জানাতে চান। ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁর সন্তানগণের জন্য এমন বিশেষ ক্লাস সমূহের ব্যবস্থা করবেন যাতে সাধারণ ছাত্রের অংশ গ্রহণের কোন অনুমতি থাকবে না।

ইমাম আবূ দাউদ (র) আল-মুওয়াফ্ফিক-এর প্রথম দু'টি অনুরোধ গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁর তৃতীয় অনুরোধটি মেনে নিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। কারণ, জ্ঞানের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত। অতএব ইমাম আবূ দাউদ (র) গরীব এবং ধনী ছাত্রদের মাঝে কোন পার্থক্য

---

২৯. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সীয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২০৫।

৩০. আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪৪; তাবাকাতুল-হানাবিলাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬০।

৩১. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সীয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২০৪-২০৫।

৩২. তারীখু মাদীনাতি দিমাশক, ২২শ খণ্ড, পৃ. ১৯১; সুআলাতু আবী 'উবায়দা, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Islami-kitab.blogspot.com

সূচীত করতে পারবে না। ফলে, আল-মুওয়াফ্ফিক-এর সন্তানগণ সাধারণ ছাত্রদের সংগে শরীক হয়ে ইমাম আবূ দাউদ (র)-এর নিকট হাদীস শ্রবণ করেন।[৩৩]

ড. মুহাম্মদ যুবাইর সিদ্দীকী বলেন,[৩৪] During his travels Abu Daud visited Baghdad many a time. Once while staying there he was visited by Abu Ahmed al-Muwaffaq, the famous commander and brother of the caliph al-Mu'tamid.

এ ঘটনা থেকে ইমাম আবূ দাউদ (র)-এর হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ, শিক্ষক হিসেবে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং বসরায় তাঁর স্থায়ী নিবাস গ্রহণের সময়কাল সম্পর্কে জানা যায়। কারণ এ ঘটনা ২৭০/৮৮৩ সালের পূর্বে সংঘটিত হয়নি। আর এ সময়েই যানজী ফেতনার অবসান ঘটে।[৩৫]

ইমাম আহ্মদ ইবন হাম্বল (র) এক দিক থেকে ইমাম আবূ দাউদ (র)-এর উস্তাদ। অপরদিকে ইমাম আহ্মদ (র)-এর কোন কোন উস্তাদ ইমাম আবূ দাউদ (র) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহ্মদ (র) নিজেও ইমাম আবূ দাউদ (র) থেকে উতায়রাহ্-এর হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন।[৩৬]

ইমাম আবূ দাউদ (র)-এর ছাত্রবৃন্দ

হাদীস শাস্ত্রের ইমাম আবূ দাউদ (র)-এর যশ-খ্যাতি দেশ-বিদেশের হাদীস অন্বেষণ কারীগণকে তাঁর প্রতি আকর্ষণ করেন। তাঁর দরসে হাজার হাজার ছাত্রের সমাগম হতো। ইমাম তিরমিযী (র) এবং ইমাম নাসাঈ (র) হাদীছে তাঁর ছাত্র ছিলেন। তাঁর আরও উল্লেখযোগ্য শিষ্যগণের মধ্যে রয়েছেন, তাঁর পুত্র আবূ বকর (র), আবূ 'আওয়ানাহ্ (র), আবূ বশর আদ্-দূলাভী (র), 'আলী ইবনুল-হাসান ইবনুল আবদ (র), আবূ উসামাহ (র), মুহাম্মদ ইবন 'আব্দিল মালিক (র), আবূ সা'ঈদ ইবনুল 'আরাবী (র), আবূ 'আলী আল-লু'লূয়ী (র), আবূ বকর ইবন দাসাহ্ (র), আবূ সালিম মুহাম্মদ ইবন সা'ঈদ আল-জালূদী (র), আবূ 'আমর আহ্মদ ইবন 'আলী (র), মুহাম্মদ ইবন ইয়াহ্ইয়া আস্-সূলী (র), আবূ বকর আন্-নাজ্জাদ (র), মুহাম্মদ ইবন আহ্মদ ইবন ই'য়াকূব (র) প্রমুখ।[৩৭]

প্রখর স্মৃতি শক্তি

ইমাম আবু দাউদ (র) ছিলেন প্রখর স্মৃতি শক্তি সম্পন্ন হাফিয, মননশীল চিন্তা ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী। মুহাম্মদ ইবন আবী হাতিম, মুহাম্মদ ইবন মাখলাদ ও ইমাম নববী (র) ইমাম আবূ দাউদ (র)-এর অসাধারণ স্মৃতি শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এ সম্পর্কে আহমদ হাসান তাঁর Sunan Abu Dawud গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন,[৩৮]

Imam Abu Dawud had a strong memory and a penetrating mind. His retaining power was recognised by the doctors of Hadith of his time.

---

৩৩. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, সীয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২১৬; তাজুদ্দীন আস্-সুবকী, তাবাকাতুশ্-শাফি'ঈয়্যাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৫।
৩৪. Dr. Muhammad Zubayr Siddiqi, Hadith Literature, P-104.
৩৫. তারীখু বাগদাদ, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫৯।
৩৬. ইবন তাগরী-বারদী, আন্-নুজূমুয্-যাহিরাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৩।
৩৭. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, তাযকিরাতুল-হুফ্ফায, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯১-৫৯২।
৩৮. Sunan Abu Dawud, Introduction, P- iii.

তাঁর খোদাভীরুতা

তিনি ছিলেন একজন 'আবিদ ও যাহিদ ব্যক্তি। দুনিয়ার শানশওকতের প্রতি তাঁর কোন ভ্রুক্ষেপ ছিলনা। ইবন দাসাহ বলেন, ইমাম আবূ দাউদ (র)-এর জামার একটি আস্তিন প্রশস্ত এবং অপর আস্তিনটি সংকীর্ণ ছিল। তাঁকে এর কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,[৩৯] اَلْوَاسِعُ لِكُتُبٍ وَالْآخِر لَايُحْتَاجُ إِلَيْهِ -'একটি আস্তিনের মধ্যে লিখিত হাদীসগুলো রেখে দেই এবং এজন্যেই এটিকে প্রশস্ত করেছি। আর অপর আস্তিনটিতে এরূপ কিছু রাখা হয়না। এ জন্য সেটি বড় করার কোন প্রয়োজন নেই।'

হাফিয মূসা ইবন হারূন তাঁর সম্পর্কে বলেন,[৪০]

خُلِقَ أَبُوْ دَاوُدَ فِيْ الدُّنْيَا لِلْحَدِيْثِ، وَفِيْ الآخِرَةِ لِلْجَنَّةِ

-'ইমাম আবূ দাউদ (র) দুনিয়াতে হাদীসের জন্য এবং আখিরাতে জান্নাতের জন্যে সৃষ্টি হয়েছেন। আর আমি তাঁর থেকে অধিক উত্তম দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে দেখতে পাইনি।'

শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র) বলেন,[৪১] ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁর চাল-চলনে এবং আখলাক ও চরিত্রে ইমাম আহ্মদ (র)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। আর তিনি ছিলেন ওয়াকী' ইবনুল জাররাহ (১২৯-৭৪৬-১৯৭/৮১৩) (র)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর তিনি ছিলেন সুফইয়ান (র)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর সুফইয়ান (র) ছিলেন মনসূর (র)-এর সাদৃশ্যপূর্ণ। আর মনসূর ছিলেন ইবরাহীম (র)-এর সাদৃশ্যপূর্ণ। আর ইবরাহীম (র) ছিলেন আলকামাহ্ (র)-এর সাদৃশ্যপূর্ণ। আর আলকামাহ্ (র) ছিলেন 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (র)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর আলকামাহ্ (র) বলেন, 'আব্দুল্লাহ্ ইবন মাস'উদ (রা) ছিলেন তাঁর চাল-চলন এবং আখলাক ও চরিত্রে নবী করীম (স)-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

মোল্লা 'আলী আল-কারী (র) বলেন,[৪২] তাঁর ফযীলত এবং ব্যক্তিগত গুণাবলী অসংখ্য। তিনি তাকওয়া, আল্লাহভীরুতা, পরহেযগারী, পবিত্রতা ও 'ইবাদত-বন্দিগীর দিক থেকে উচ্চ স্থানের অধিকারী ছিলেন।

ইমাম আবূ হাতিম (র) বলেন,[৪৩]

أَبُوْ دَاوُد أَحَدُ أَئِمَّةِ الدُّنْيَا فِقْهًا وَعِلْمًا وَحِفْظًا وَنُسكًا وَوَرَعًا وَاتْقَانًا، جَمَعَ وَصَنَّفَ وَذَبَّ عَن السُّنَن

-'ইমাম আবূ দাউদ (র) ফিক্হ, দুনিয়া বিমুখতা, 'ইবাদত এবং বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে যুগ শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি হাদীস সন্নিবেশ করেছেন, গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং সুন্নার ওপর আক্রমণকে প্রতিহত করেছেন।'

আহমদ হাসান তাঁর Sunan Abu Dawud গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন,[৪৪] Imam Abu Dawud was a religious man. Hs led pious and ascetic life. He devoted most of his time to worship, devotion and remembrance of Allah.

---

৩৯. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, তাযকিরাতুল-হুফ্ফায, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯১-৫৯২।
৪০. তাহযীবুল-কামাল, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৩।
৪১. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, সীয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২১০; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, তাযকিরাতুল-হুফ্ফায, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯২।
৪২. মোল্লা 'আলী আল-কারী, মিরকাতুল-মাফাতীহ্, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৭।
৪৩. তাহযীবুল-কামাল, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৩।
৪৪. Sunan Abu Dawud, Introduction, P- iv.

Sunnipedia.blogspot.com ★ Islami-kitab.blogspot.com

ইমাম আবূ দাউদ (র) সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণের মন্তব্য

ইমাম আবূ দাউদ (র) একাধারে হাফিয, হুজ্জাহ, মুহাদ্দিস, মুফাস্সির, ফকীহ, শায়খুস-সুন্নাহ, প্রসিদ্ধ নাকিদ এবং অন্যান্য বিষয়ে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ ও ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন।

১. ইবন তাগরী বারদী (র) (মৃত ৮৭৪ হিঃ) তাঁর সম্পর্কে বলেন,[৪৫]

الإِمَامُ الْحَافِظُ النَّاقِدُ صَاحِبُ السُّنَنْ، وَكَانَ إِمَامُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ فِيْ عَصْرِهِ بِلاَ مُدَافَعَةِ،
وكَانَ عَارِفًا بِعِلَلِ الْحَدِيْثِ وَوَرَعًا

-'তিনি ছিলেন হাদীসের ইমাম, হাফিয, সমালোচক, সুনান রচয়িতা। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর যুগের মুহাদ্দিসগণের ইমাম ছিলেন। তিনি হাদীসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত এবং খোদাভীরু ব্যক্তি।'

২. প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবন ইসহাক আস্-সাগানী হাদীস শাস্ত্রে তাঁর পারদর্শিতার প্রতি ইংগিত করে বলেন,[৪৬]

لِيْنَ لأَبِيْ دَاوِدَ الْحَدِيْثُ كَمَا لِيْنَ لِدَاوِدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الْحَدِيْدُ

-'হযরত দাউদ (আ)-এর জন্য লোহাকে যেমন নরম ও সহজ করে দেয়া হয়েছিল, ইমাম আবূ দাউদ (র)-এর জন্যও হাদীসকে তেমনভাবে সহজ করে দেয়া হয়।'

৩. আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন ইয়াসীন আল-হারওয়াভী (মৃত ৩৩৪ হিঃ) বলেন,[৪৭]

كان أَبُوْ دَاوِدَ أَحَدَ حُفَّاظِ الإِسْلاَمِ لِحَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وعِلَلِه وَسَنَدِهِ، فِيْ أَعْلَى
دَرَجَةِ النُّسك والعَفَاف والصَّلاحِ وَالْوَرَعِ، مِنْ فُرْسَانِ الحديث.

-'আবূ দাউদ (র) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীসের অন্যতম হাফিয, তার দোষ-ত্রুটি ও সনদ অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি ছিলেন ইবাদত, পবিত্রতা, নিষ্কলুষতা ও পরহেযগারীর উচ্চাসনে সমাসীন এবং হাদীস শাস্ত্রে এক মহান সাধক।'

৪. হাফিয আবূ তাহির সালাফী হাদীস শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান-গরীমা সম্পর্কে এই মর্মে দু'টি 'আরবী শ্লোক রচনা করেন,[৪৮]

لاَنَ الْحَدِيْثُ وَعِلْمُه بِكَمَالِــــه ۔ لإِمَامِ أَهْلِيْهِ أَبِيْ دَوُدْ
مِثْلُ الَّذِيْ لاَنَ الْحَدِيْدُ وَسَبكهُ ۔ لِنَبِيِّ أَهْلِ زَمَانِه دَاوُدْ

-'হাদীস শাস্ত্রের ইমাম আবূ দাউদ (র)-এর জন্যে হাদীস এবং তার জ্ঞান পরিপূর্ণভাবেই বিগলিত হয়ে পড়ে।

যেমনভাবে লোহা এবং তাকে গলান সে যুগের নবী হযরত দাউদ (আ)-এর জন্য সহজ হয়ে গিয়েছিল।'

৪৫. ইবন তাগরী বারদী, আন-নুজূমুয-যাহিরাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৩।
৪৬. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল-হুফফায, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯২।
৪৭. তাবাকাতুশ-শাফি'ঈয়্যাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৫।
৪৮. মুহাম্মদ হানীফ গাংগুহী, যাফরুল-মুহাসসিলীন, পৃ. ১২৫।

৫. আল-ইয়াফি'ঈ (র) (মৃত ৭৬৮ হিজরী) তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন,[৪৯]

وَكَانَ رَأْسًا فِيْ الْحَدِيْثِ، رَأْسًا فِيْ الْفِقْهِ

-'হাদীস এবং ফিকহ্ এ উভয় শাস্ত্রেই আবূ দাউদ (র) ইমাম ছিলেন।'

৬. হাকিম আবূ 'আব্দুল্লাহ (র) (মৃত ৪০৫ হিজরী) বলেন,[৫০]

أَبُوْ دَاوِدَ إِمَامُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ فِيْ عَصْرِه بِلاَ مُدَافِعَة

-'ইমাম আবূ দাউদ (র) নিঃসন্দেহে তাঁর যুগের মুহাদ্দিসগণের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমাম ছিলেন।'

৭. ইমাম নববী (র) (মৃত ৬৭৬ হিঃ) বলেন,[৫১]

اِتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الثَّنَاءِ عَلَى أَبِيْ دَاوُدَ. وَوَصْفِه بِالْحِفْظِ التَّامِ وَالْعِلْمِ الْوَافِرِ وَالإِتْقَانِ
وَالْوَرَعِ وَالدِّيْنِ وَالْفَهْمِ الثَّاقِبِ فِيْ الْحَدِيْثِ وَغَيْرِه.

-'হাদীস এবং অন্যান্য বিষয়ে ইমাম আবূ দাউদের পূর্ণ হিফয, গভীর জ্ঞান, সুপ্রতিষ্ঠা, পরহেযগারী, দীনদারী এবং উজ্জল উপলব্ধি সম্পর্কে 'আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেন।'

৮. ইবন কাসীর (র) (মৃত ৭৭৪ হিঃ) বলেন,[৫২]

أَبُوْ دَاوُد السِّجِسْتَانِي أَحَدُ أَئِمَّةِ الْحَدِيْثِ الرحالين إلى الآفَاقِ فِيْ طَلَبِهِ، جَمَعَ وَصَنَّفَ
وَخَرَّجَ وَأَلَّفَ وَسَمِعَ الْكَثِيْر عَنْ مَشَايِخِ الْبلدان

-'আবূ দাউদ আস্-সিজিস্তানী (র) ছিলেন হাদীসের অন্বেষণে দিগন্তে পরিভ্রমণ কারীগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি হাদীস সংগ্রহ করেছেন, গ্রন্থাবদ্ধ করেছেন, তাখরীজ করেছেন, সংকলন করেছেন এবং বিভিন্ন দেশের বহু শায়খ থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন।'

৯. Dr. Muhammad Zubair Siddiqui বলেন, He met all the important traditionalists of his time from whom he gathered the knowledge of all the available traditions.[53]

তাঁর প্রতি খোদাভীরুগণের শ্রদ্ধা

আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবনুল-লায়স (র) বলেন, একবার বিশিষ্ট আহলুল্লাহ হযরত সাহল ইবন 'আব্দিল্লাহ তাস্তারী (র) তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করেন, আমি আপনার নিকট একটি বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি। আপনি যদি তা পূরণ করার প্রতিশ্রুতি দান করেন তা হলে পেশ করতে পারি। ইমাম আবূ দাউদ (র) তখন তাঁর অনুরোধ রক্ষা করবেন বলে ও'য়াদা করেন। তখন তাস্তারী (র) বললেন, আপনি যে পবিত্র যবানে নবী করীম (স)-এর হাদীস বর্ণনা করেন আমি তা চুম্বন করার আকাংখা পোষণ করছি। আপনি তার সুযোগ

৪৯. আল-ইয়াফি'ঈ, মিরআতুল-জিনান, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪১।
৫০. তাহযীবুল-কামাল, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৩।
৫১. ইমাম নববী, তাহযীবুল-আসমা ওয়াল-লুগাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৫।
৫২. আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪৬।
৫৩. Dr. Muhammad Zubayr Siddiqi, Hadith Literature, p-103.

Sunnipedia.blogspot.com ★ Islami-kitab.blogspot.com

দান করুন। তখন ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁর জিহবা মুবারক বের করে দেন এবং হযরত সাহাল (র) তাতে চুম্বন করেন।[৫৪]

তাঁর অনুসৃত মাযহাব

এ বিষয়ে 'আলিমগণ একাধিকমত পোষণ করেন। বড় বড় মুহাদ্দিসের ক্ষেত্রে প্রায়ই এরূপ ঘটে থাকে। বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারীগণ তাঁদেরকে আপন মাযহাবের অনুগামী বলে দাবী উত্থাপন করেন। ইমাম আবূ দাউদ (র)-এর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। তাজুদ্দীন আস্-সুবকী (র)-এর মতে তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।[৫৫] নওয়াব সিদ্দীক হাসান খাঁনও এ মত পোষণ করেন।[৫৬] কারও কারও মতে, তিনি হাম্বলী মতানুসারী ছিলেন।[৫৭] আবূ ইসহাক শীরাযী (র) তাঁর তাবাকাত গ্রন্থে ইমাম আবূ দাউদ (র)-কে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী বলে উল্লেখ করেন।[৫৮] প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আনওয়ার শাহ কাশমীরী (র) বলেন,[৫৯] أَبُو دَاوُدَ حَنْبَلِيًا صَرَحَ بِهِ الْحَافِظُ ابن تَيْمِيَةَ - 'আনওয়ার শাহ কাশমীরী (র) 'আল্লামা ইবন তায়মিয়্যা (র)-এর বরাত দিয়ে ইমাম আবূ দাউদ (র)-কে হাম্বলী বলে উল্লেখ করেন।'

অবশ্য তাঁর সুনান গ্রন্থখানা সতর্কতার সাথে অধ্যয়ন করলে তাঁকে হাম্বলী বলেই প্রতীয়মান হয়। কেননা তিনি তাঁর এ গ্রন্থের অনেক স্থানেই অন্যান্য বিশুদ্ধ হাদীসের মোকাবিলায় এমন হাদীসকে প্রাধান্য দান করেছেন যে হাদীস থেকে ইমাম আহমদ (র)-এর মাযহাবের দলীল প্রমাণিত হয়। নিম্নে একটি উদাহরণ পেশ করা গেল,

ইমাম আহমদ (র)-এর নিকট কিবলাহ থেকে বিমুখ হয়ে পায়খানা পেশাব করা জায়েয আছে। এ কারণেই ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁর সুনান গ্রন্থে বাব বা অনুচ্ছেদের শিরোনাম লিপিবদ্ধ করেন,[৬০] بَابُ كَرَاهِيَةِ اِسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ - 'মানবীয় তাড়নার পূরণার্থে কিবলার প্রতি মুখ করে বসা মাকরূহ।' এ ছাড়া আরও সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তিনি কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে বসে পায়খানা পেশাব করা নির্দোষ প্রমাণ করে বলেন,[৬১] بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْ ذَالِكَ - 'কিবলার দিকে পিঠ করে বসার অনুমতি প্রসংগে।'

৫৪. যাফরুল-মুহাসসিলীন, পৃ. ১২৬।
৫৫. তাবাকাতুশ্-শাফি'ঈয়্যাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৩।
৫৬. নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান, আবজাদুল-'উলূম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৫।
৫৭. যাফরুল-মুহাসসিলীন, পৃ. ১২৬।
৫৮. ইবন আবী ই'য়ালা, তাবাকাতুল-হানাবিলাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৪।
৫৯. তাকিয়্যুদ্দীন নদভী, মুহাদ্দিসীন-ই 'ইযাম, পৃ. ১৯২; আল-আজুররী (র) বলেন, আবূ দাউদ সম্পর্কে ইবন তায়মিয়্যাহ ও হাজী খলীফার মত এই,
لَمْ يَنْتَسِبَاهُ إلي مَذْهَبٍ بَلْ اِعْتَبَرَاهُ مِنْ أَئِمَّةِ الْفِقْهِ الْمُجْتَهِدِيْنَ، الْمُخْتَصَّيْنَ بِالإمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (ت ٢٤١ هـ)، وَالْمُنْتَسِبِيْنَ إِلَيْهِ.
দ্র. ইবন তাইমিয়্যাহ, মাজমূ'আ' ফাতওয়া, ২০শ খণ্ড, পৃ. ৪০; সুওয়ালাতু আবী দাউদ, পৃ. ৯৪।
৬০. বাযলুল-মাজহুদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪।
৬১. বাযলুল-মাজহুদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪।

রচনাবলী

ইমাম আবূ দাউদ (র) অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। কিতাবুস্-সুনান তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। এটি সিহাহ সিত্তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হাদীস গ্রন্থ। এ সম্পর্কে The Encyclopaedia Of Islam গ্রন্থে বলা হয়েছে,[৬২] Abu Daud's principal work is his Kitab al-Sunan, which is one of the six-canonical books of traditions accepted by Sunnis.

নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের তালিকা প্রদান করা হলঃ

যে সকল গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়

১. সুনানু আবী দাউদ (سُنَنُ أَبِي دَاوُد)
২. কিতাবুল-মারাসীল (كِتَابُ الْمَرَاسِيْل)
৩. কিতাবু মাসাইলি আবী দাউদ লি-ইমাম আহমদ ফীর্-রুওয়াত (كِتَابُ مَسَائِلِ أَبِيْ دَاوُدَ لِلإِمَامِ أَحْمَدَ فِيْ الرُّوَاةِ)
৪. কিতাবু মাসাইলি আবী দাউদ লি-ইমাম আহমদ ফীল-ফিকহ (كِتَابُ مَسَائِلِ أَبِيْ دَاوُدَ للإمَامِ أَحْمَدَ فِيْ الْفِقْهِ)
৫. কিতাবু তাসমিয়াতিল-ইখওয়াহ আল্লাযীনা রুবিয়া 'আনহুমুল-হাদীস (كِتَابُ تَسْمِيَةِ الإِخْوَةِ الَّذِيْنَ رُوِيَ عَنْهُمُ الْحَدِيْثُ)
৬. কিতাবুয্-যুহদ (كِتَابُ الزُّهْدِ)
৭. ইজাবাতুহু আলাস্-সুআলাত আবী 'উবায়দা আল-আজুররী (إِجَابَتُهُ عَلَى سُؤَالاَتِ أَبِيْ عُبَيْدِ الآجُرِي)
৮. রিসালাতু ফী ওয়াসফি তালীফিহী লিকিতাবিস্-সুনান (رِسَالَةٌ فِيْ وَصْفِ تَأْلِيْفِهِ لِكِتَابِ السُّنَنِ)[৬৩]

তাঁর রচিত যে সকল গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না

১. ইবতিদাউল-ওয়াহী (اِبْتِدَاءُ الْوَحْيِ)
২. আখবারুল-খাওয়ারিজ (أَخْبَارُ الْخَوَارِجِ)
৩. আত্-তাফাররুদু ফিস্-সুনান (التَّفَرُّدُ فِيْ السُّنَنِ)
৪. দালায়িলুন্-নুবুওয়্যাত (دَلاَئِلُ النُّبُوَّةِ)
৫. আদ-দু'আ (الدُّعَاءُ)
৬. আর্-রাদ্দু 'আলা আহলিল-কাদর (الرَّدُّ عَلَى أَهْلِ الْقَدْرِ)

৬২. The Encyclopaedia Of Islam, Vol. I, P-.
৬৩. তারিখুত-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৪-২৯৬; সুআলাতু আবী 'উবায়দ আল-আজুররী, পৃ. ২৫।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Islami-kitab.blogspot.com

৭. ফাযাইলুল-আনসার (فَضَائِلُ الْأَنْصَارِ)

৮. কিতাবু আসাহাবিশ্-শা'বী (كِتَابُ أَصْحَابِ الشَّعْبِيِّ)

৯. কিতাবুল-বা'ছ ওয়ান্-নুশূর (كِتَابُ الْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ)

১০. আল-মাসাইল (الْمَسَائِلُ الَّتِي خَالَفَ عَلَيْهَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ)

১১. মুসনাদু মালিক (مُسْنَدُ مَالِكٍ)

১২. আন্-নাসিখ ওয়াল-মানসূখ (النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوْخُ)।[৬৪]

ইন্তিকাল

ইমাম আবূ দাউদ (র) ৭৩ বছর বয়সে শাওয়াল মাসের ১৬ তারিখ জুম'আর দিন ২৭৫ হিজরী মোতাবেক ৮৮৯ সালে বসরায় ইন্তিকাল করেন।[৬৫]

সকল ঐতিহাসিকগণ তাঁর ইন্তিকালের সন সম্পর্কে এক মত পোষণ করেন। কিন্তু দিন ও তারিখ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে।

ইবন 'আসাকীর, ইবন খাল্লিকান, ইবনুল-'ইমাদ এর মতে শাওয়াল মাসের ১৫ তারিখে শুক্রবারে ইন্তিকাল করেন।[৬৬] আবূ 'উবায়দ আল-আজুররীর মতে শাওয়াল মাসের ১৪ দিন বাকী থাকতে ৭৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৬৭] ইব্ন 'আসাকীর (র) বলেন,[৬৮]

مَاتَ أَبُو دَاوُدَ - لِأَرْبَعِ عَشْرَةَ بَقِيَتْ مِنْ شَوَّالٍ سَنَةَ خَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ وَمِائَتَيْنِ.

-'আবূ দাউদ (র) ২৭৫ হিজরী সালের শাওয়্যাল মাসের ১৪ দিন অবশিষ্ট থাকতে মারা যান।' আহমদ হাসান তাঁর Sunan Abu Dawud গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন,[৬৯] Imam Abu Dawud died on Friday 16 Shawwal 275 at the age of seventy two years.

'আব্বাস ইব্ন 'আব্দুল ওয়াহিদ আল-হাশিমী তাঁর জানাযার নামায পড়ান। অতঃপর সিজিস্থানের প্রসিদ্ধ হাদীস শাস্ত্রবিদ ইমাম সুফিয়ান সাওরী (র)-এর পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।[৭০]

---

৬৪. সুআলাতু আবী দাউদ, পৃ. ৮৮-৮৯; সুআলাতু আবী 'উবায়দ আল-আজুররী, পৃ. ২৫।

৬৫. আল-বিদায়াহ ওয়ান্-নিহায়াহ, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪৭; ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৫; The Encyclopaedia Of Islam, Vol. 1, P-144; ফুয়াদ সিযগীন ২৭৫ হিজরী মোতাবেক ৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ উল্লেখ করেছেন।
দ্র. ফুয়াদ সিযগীন, তারিখুত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯০।

৬৬. তারীখু মাদীনাতিদিমাশক, ২২শ খণ্ড, পৃ. ২০১; ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৫; ইবনুল-'ইমাদ, শাযারাতুয্-যাহাব, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৭।

৬৭. তাহযীবুল-কামাল, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৪; তারীখু মাদীনাতি দিমাশক, ২২শ খণ্ড, পৃ. ২০১।

৬৮. তারীখু মাদীনাতি দিমাশক, ২২শ খণ্ড, পৃ. ২০১।

৬৯. Sunan Abu Dawud, Introduction, P- iv.

৭০. তারীখু মাদীনাতি দিমাশক, ২২শ খণ্ড, পৃ. ২০১; তাহযীবুল-কামাল, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৪।

আস্-সুনান গ্রন্থ-এর পর্যালোচনা

সুনান গ্রন্থ সংকলন

ইমাম আবূ দাউদ (র) কখন সুনান গ্রন্থ খানার সংকলন সুসম্পন্ন করেন আমাদের জানামত কোথাও এর সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়নি। তবে তিনি তাঁর এ গ্রন্থ প্রণয়ন সম্পন্ন করে তাঁর শায়খ ও যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)-এর খিদমতে তা পেশ করেন। ইমাম আহমদ (র) তখন গ্রন্থ খানার উচ্ছসিত প্রশংসা করেন।[৭১] আর ইমাম আহমদ (র) হিজরী ২৪১ সালে ইন্তিকাল করেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম আবূ দাউদ (র) ৩৯ বছর বয়সের পূর্বেই সুনান গ্রন্থ সংকলন সম্পন্ন করেন।

ইমাম আবূ দাউদ (র) কর্তৃক সুনান গ্রন্থ সংকলনের কারণ

সুনান গ্রন্থ হাদীস শাস্ত্রের ঐশ্বর্যপূর্ণ শাখা। ইসলামের ইতিহাসে অতি প্রাথমিক কাল থেকেই মুহাদ্দিসগণ মাগাযী-এর তুলনায় আহ্কাম এবং উপদেশমূলক হাদীস সংগ্রহ ও সন্নিবেশের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করেন। তাঁদের মতে, মাগাযীর বাস্তব তাৎপর্য ও আবশ্যকতা তুলনামূলকভাবে কম। অপরদিকে নবী করীম (স)-এর জীবনের অপরাপর দিক যেমন, তাঁর ওযূ, গোসল, নামায এবং হজ্জ-এর পদ্ধতি, বেচা-কেনা, বিবাহ-শাদি ইত্যাদি সম্পর্কিত আদেশ-নিষেধ ঈমানদারগণের বাস্তব জীবনের জন্য একান্ত অপরিহার্য বিষয়। এ কারণে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে মুহাদ্দিসগণ আহ্কাম সম্পর্কিত হাদীস সমূহ সংকলনের প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করেন। আর এ ধরণের হাদীস গ্রন্থকেই বলা হয় সুনান গ্রন্থ।[৭২] ইমাম আবূ দাউদ (র) ছিলেন এরূপ হাদীস গ্রন্থ সংকলকগণের পথিকৃত।

ইবনুল-কাইয়িম (র) বলেন, হাদীসের হাফিযগণের এক জামা'আত শুধু হাদীস সংরক্ষণ ও কণ্ঠস্থ করণের প্রতি আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরা হাদীস থেকে ইস্তিম্বাত বা আহকাম বের করার জন্য কোনরূপ প্রচেষ্টা চালাননি। অন্য দিকে হাদীসবিদগণের অপর জামা'আত শুধু হাদীস থেকে মাসআলা ইস্তিম্বাত করার প্রতিই পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করেন।[৭৩] প্রথম স্তরের হাদীসবিদগণ ফিক্হ শাস্ত্র সম্পর্কিত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিলেন। ফলে তাঁদের কেউ কেউ মুজতাহিদগণ সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা শুরু করেন। যেমন মুহাদ্দিস হুমায়দী (র) ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর এবং আহমদ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ আল-আজালী (র) ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর সম্পর্কে কঠিন সমালোচনা করে বলেন যে, তাঁরা নির্ভরযোগ্য বটে কিন্তু হাদীস সম্বন্ধে তাঁরা তেমন অবহিত ছিলেন না। আবূ হাতিম আর-রাযী বলেন, كَانَ الشَّافِعِيُّ فَقِيْهًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْحَدِيْثِ -'ইমাম শাফি'ঈ (র) একজন ফিক্হ শাস্ত্রবিদ ছিলেন, কিন্তু হাদীসে তাঁর গভীর অভিজ্ঞতা ছিল না।' এসব কারণে ইমাম আবূ দাউদ (র) এমন একটি হাদীস গ্রন্থ প্রণয়ন করেন যে সব হাদীস থেকে ইমামগণ তাঁদের মাযহাবের পক্ষে দলীল গ্রহণ করেছেন। এ প্রসংগে ইমাম আবূ দাউদ (র) নিজেই বলেন, আমার এই কিতাবের মধ্যে ইমাম মালিক (র), ইমাম সাওরী (র), ইমাম শাফি'ঈ (র) প্রমুখ ইমামগণের মাযহাব-এর ভিত্তি মওজুদ রয়েছে।[৭৪]

---

৭১. মিরআতুল-জিনান, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪১; মিরকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩।

৭২. Dr. Muhammad Zubayr Siddiqi, Hadith Literature, p-102.

৭৩. ইবনুল-কাইয়্যিম, আল-ওয়াবিলুস্-সায়্যিব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৪৩।

৭৪. মুহাদ্দিসীন-ই-'ইযাম, পৃ. ১৯৬।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Islami-kitab.blogspot.com

সিহাহ্ সিত্তার মধ্যে সুনানু আবী দাউদ-এর স্থান

ভারত উপমহাদেশের প্রখিতযশা মুহাদ্দিস শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলূভী (র) (১১১৪/১৭০৪-১১৭৬) বিশুদ্ধতার দিক থেকে হাদীস গ্রন্থ সমূহকে পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করেন।

প্রথম স্তরে তিনি মুওয়াত্তা, সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিমকে স্থান দেন। দ্বিতীয় স্তরে তিনি সুনানু আবী দাউদ, জামি' আত্-তিরমিযী এবং মুজতাবা আন-নাসাঈকে স্থান দেন।[৭৫] শাহ্ সাহেবের এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, দ্বিতীয় স্তরের হাদীস গ্রন্থগুলোর মধ্যে আবূ দাউদ শরীফের স্থান প্রথম।

কোন কোন হাদীস বিশারদের মতে, বুখারী এবং মুসলিম-এর পর স্থান হচ্ছে নাসাঈর। আবার কেউ কেউ জামি' তিরমিযীকে তৃতীয় স্থান প্রদান করেন।

মিফতাহুস-সা'আদাহ এর গ্রন্থকার বুখারী এবং মুসলিম-এর পর বিশুদ্ধতার দিক থেবে সুনানু আবী দাউদকে স্থান দান করেন।[৭৬]

হাদীসের সংখ্যা

ইমাম আবূ দাউদ (র) পাঁচ লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে তাঁর সুনান গ্রন্থে ৪৮০০ (চার হাজার আটশত) হাদীস লিপিবদ্ধ করেন।[77] এছাড়া এতে ছয় শত মুরসাল হাদীস রয়েছে। ইমাম নববী (র) বলেন,[78]

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْهَاشِمِيُّ قَالَ لَنَا أَبُوْ دَاوُدَ أَقَمْتُ بِطَرْسُوْسَ عِشْرِيْنَ سَنَةً أَكْتُبُ الْمُسْنَدَ فَكَتَبْتُ أَرْبَعَةَ آلَافِ حَدِيْثٍ ثُمَّ نَظَرْتُ فَإِذَا مَدَارُ الْأَرْبَعَةِ الْآلَافِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحَادِيْثَ لِمَنْ وَفَّقَهُ اللهُ تَعَالَى.

-'মুহাম্মদ ইবন সালিহ আল-হাশিমী বলেন, আমাদের আবূ দাউদ (র) বলেছেন যে, আমি তারসূস-এ বিশ বছর যাবৎ অবস্থান করে আল-মুসনাদ গ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করতে থাকি। আমি এতে চার হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ করি। এরপর আমি লক্ষ্য করে দেখি যে, এ চার হাজার হাদীসের ভিত্তি এতে উল্লিখিত চারটি হাদীসের ওপর রয়েছে। আর এটা ঐ ব্যক্তির জন্য যাকে আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দান করেন।'

আবূ বকর ইবন দাসাহ বলেন, আমি আবূ দাউদ (র)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন,[৭৯]

كَتَبْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ خَمْسَمِائَةِ أَلْفِ حَدِيْثٍ انْتَخَبْتُ مِنْهَا مَا ضَمَّنْتُهُ كِتَابَ السُّنَنِ جَمَعْتُ فِيْهِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَثَمَانِمِائَةِ حَدِيْثٍ ذَكَرْتُ الصَّحِيْحَ وَمَا يُشْبِهُهُ وَمَا يُقَارِبُهُ وَيَكْفِي الْإِنْسَانَ لِدِيْنِهِ أَرْبَعَةُ أَحَادِيْثَ فَذِكْرُ هٰذِهِ الْأَرْبَعَةِ إِلَّا أَنَّهُ ذِكْرُ بَدْلِ الثَّابِتِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ.

---

৭৫. শাহ্ ওয়ালিয়্যুল্লাহ দেহলভী, হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৩-১৩৪।

৭৬. মুহাদ্দিসীন-ই-'ইযাম, পৃ. ১৯৮-১৯৯।

৭৭. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, তাযকিরাতুল-হুফ্ফায, ২য় ভ পৃ. ৫৯৩; কাশফুয-যুনুন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯০৪; মিফতাহুস-সুন্নাহ, পৃ. ৮৬; আহমদ হাসান বলেন, The Sunan contains 4800 traditions. Cf. Sunan Abu Dawud, Introduction, P- iv.

৭৮. ইমাম নববী, তাহযীবুল-আসমা ওয়াল-লুগাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৬।

৭৯. ইমাম নববী, তাহযীবুল-আসমা ওয়াল-লুগাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৬।

-'আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর পাঁচ লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে চার হাজার আটশত হাদীস কিতাবুস্-সুনান গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছি। আমি সহীহ, সহীহর সাথে সাদৃশ্যযুক্ত এবং তার কাছাকাছি হাদীস এতে উল্লেখ করেছি। ব্যক্তির দীনদারীর জন্য চারটি হাদীসই যথেষ্ট। তিনি এ চারটি হাদীসের উল্লেখ করেন। তবে তৃতীয়টির পরিবর্তে তিনি যে হাদীসের উল্লেখ করেন তা এই, তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হবে না, যতক্ষন না সে তার ভাইয়ের জন্যে তা পছন্দ করে যা নিজের জন্যে পছন্দ করে থাকে।'

ইমাম আবূ দাউদ (র) নিজেই তাঁর কিতাব সম্পর্কে বলেন, আমি আমার কিতাবে এমন কোন হাদীস উল্লেখ করিনি, যা ত্যাগ করার ওপর হাদীসবিদগণ একমত হয়েছেন। এ গ্রন্থে উল্লিখিত যে হাদীসে অতি দূর্বলতা রয়েছে বা যার সনদ সহীহ নয় আমি সেটা বর্ণনা করে দিয়েছি। যে হাদীস সম্পর্কে আমি কোন মন্তব্য করিনি তা সালিহ বা গ্রহণ করার উপযুক্ত। আর কোন কোন হাদীস অপর হাদীস অপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ। এটি এমন কিতাব, যাতে নবী করীম (স) থেকে প্রাপ্ত সকল হাদীসই তুমি লাভ করবে। কুরআন মাজীদের পর এ কিতাব ছাড়া আমি আর এমন কোন কিতাব সম্পর্কে অবগত নই, যার শিক্ষার্জন করা জনগণের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। এ কিতাবটি লিপিবদ্ধ করার পর যদি কোন ব্যক্তি আর কোন কিতাব লিপিবদ্ধ না করে তবে তার জন্য কোন ক্ষতি হবে না। মক্কা বাসীগণের নিকট লিখিত তাঁর পত্রে তিনি সুনানের আরও বিস্তারিত বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (র)-এর সুনান গ্রন্থটি সার্বিকভাবে আহকাম-এর হাদীস গ্রন্থ হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। এতে অনেক মুরসাল হাদীস রয়েছে। ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর পূর্ববর্তী 'আলিমগণ মুরসাল হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করতেন। যেমন ইমাম সুফইয়ান (র), ইমাম মালিক (র) এবং ইমাম আওযা'ঈ (র)।[৮০]

সুনান গ্রন্থে হাদীস গ্রহণের মাপকাঠি

যে ব্যক্তি এ গ্রন্থের হাদীস সমূহ এবং হাদীসে উল্লেখিত শব্দ সমূহকে অন্য হাদীসের সাথে তুলনা করে দেখতে চায়, তবে সে দেখতে পাবে, কখনও কখনও হাদীস এমন একটি সনদে বর্ণিত, যা সাধারণ লোকগণের নিকট পরিচিত এবং হাদীস শাস্ত্রের এমন ইমামগণ কর্তৃক বর্ণিত যাঁরা প্রসিদ্ধ রাবী। কিন্তু এ সত্ত্বেও আমি কখনও কখনও এমন হাদীসের অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করতাম যে হাদীসের শব্দ অধিক অর্থবহ। আর হাদীস বিশুদ্ধ হলে এবং তার বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত হলে আমি আমার গ্রন্থে সে হাদীসকে গ্রহণ করেছি।

কোন কোন ক্ষেত্রে হাদীসের একটি সনদকে মুত্তাসিল বলে দেখা যায়, কিন্তু অন্য সনদের সাথে তুলনা করা হলে তা মুত্তাসিল বলে প্রমাণিত হয় না। আর এ বিষয়টি হাদীস শ্রবণকারীর নিকট স্পষ্ট হয়না। তবে তিনি যদি হাদীসের জ্ঞান রাখেন এবং এ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হন তাহলে তিনি এ বিষয়ে অবহিত থাকবেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়,

ইবন জুরায়জ (মৃত ১৫০/৭৬৭ হিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,[৮১] أُخْبِرْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ -'যুহরী (র) থেকে আমাকে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে।' আর 'আল্লামা বুরসানী (মৃত ২০৪/৮১৯ হিজরী) (র) এ সনদটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ -'ইবন জুরায়জ (র) যুহরী (র) থেকে বর্ণনা করেন।'

---

৮০. মিফতাহুস-সুন্নাহ, পৃ. ৮৬।

৮১. ইমাম আহমদ (র) ইবন জুরায়জ থেকে বর্ণিত এরূপ সনদ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, ইবন জুরায়জ যদি বলেন, আমাকে খবর দেয়া হয়েছে তবে তা মুনকার। আর তিনি যদি বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন বা আমি শুনেছি তবে তা গ্রহণ যোগ্য।
দ্র. ইবন হাজার 'আসকালানী, তাহযীবুত্-তাহযীব, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪০৪।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Islami-kitab.blogspot.com

এ সনদ যিনি শুনবেন তিনি তাকে একটি মুত্তাসিল সনদ বলে ধারণা করবেন। কিন্তু এ ধারণা অবশ্যই সঠিক নয়। আমি এ কারণেই এ সনদটি ত্যাগ করেছি। কেননা হাদীসের মূল (সনদ) মুত্তাসিল নয় এবং বিশুদ্ধও নয়। বরং এটি একটি ত্রুটিযুক্ত হাদীস। এ ধরনের হাদীসের সংখ্যা অনেক।

যে ব্যক্তি হাদীসের এ বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয় সে বলবে, আমি একটি সহীহ হাদীসকে ছেড়ে দিয়েছি। আর সে এর মোকাবেলায় একটি ত্রুটিপূর্ণ হাদীস পেশ করবে।

সুনান গ্রন্থটি আহকাম সম্পর্কিত হাদীসের উপরই সীমাবদ্ধ

আমি আস্-সুনান কিতাবে আহকাম ছাড়া অন্য বিষয়ের হাদীস গ্রহণ করিনি। যুহুদ (কৃচ্ছসাধণ) এবং আমলের ফযীলত প্রভৃতি বিষয়ের হাদীস আমি এতে সন্নিবেশ করিনি।

অতএব, এ চার হাজার তিন শত হাদীস সবগুলোই আহকাম সম্পর্কিত। এ ছাড়া যুহুদ, ফযীলত প্রভৃতি বিষয়ের আরও অনেক হাদীস রয়েছে, আমি সেগুলো এ গ্রন্থে গ্রহণ করিনি। তিনি মক্কাবাসীদের সম্বোধন করে বলেন,

আপনাদের প্রতি সালাম, আল্লাহ্র রহমত এবং তাঁর বরকত বর্ষিত হোক। আর আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ (স) এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম ওয়াকিফহাল।[৪২]

দীনদারীর জন্য চারটি হাদীসই যথেষ্ট

ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁর বিশাল গ্রন্থের হাদীস সমূহ থেকে মাত্র চারটি হাদীস ব্যক্তির দীনদারীর জন্য যথেষ্ট বলে মন্তব্য করেছেন।[৪৩] হাদীসগুলো এই,

১. إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ -'আমল সমূহ নিয়াতের প্রেক্ষিতে গৃহীত হয়।'

২. مِنْ أَحسن إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُه مَالاَ يَعْنِيْهِ -'ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্যতা লাভের জন্য তার অবাঞ্ছণীয় বস্তুর পরিত্যাগ আবশ্যকীয়।'

৩. لاَ يَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَتَّى يَرْضَى لأَخِيْهِ مَا يَرْضَى لِنَفْسِه -'কোন মুমিন প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে আপন ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ না করে।'

৪. اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ (الْحَدِيْثُ) -'হালাল সুস্পষ্ট এবং হারাম ও সুস্পষ্ট .....।'

সুনান গ্রন্থের প্রতিলিপি সমূহ

অনেক হাদীস বিশারদ ইমাম আবূ দাউদ (র) থেকে তাঁর সুনান গ্রন্থ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এগুলোর মধ্যে চার ব্যক্তির বর্ণিত প্রতিলিপি সর্বাধিক খ্যাত।

(ক) আবূ 'আলী মুহাম্মদ ইবন্ আহমদ ইবন্ 'আমর আল-লু'লুঈ (মৃত ৩৪১/৯৫২) (র)।

ভারত উপমহাদেশ এবং প্রাচ্যের দেশ সমূহে এটি বহুল প্রচলিত। এ নুসখাহটির অগ্রাধিকার লাভের কারণ এই, তিনি হিজরী ২৭৫ সালে ইমাম আবূ দাউদ (র)-এর নিকট থেকে সুনান গ্রন্থটি শুনেছেন। আর এ বছরই ইমাম আবূ দাউদ (র) শেষ বারের

৮২.রিসালাতু আহলিল-মাক্কা, পৃ. ৬।
৮৩. কাশফুয-যুনুন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০৪।

মত তাঁর শিষ্যগণকে সুনান গ্রন্থখানা লিপিবদ্ধ করান। তিনি এ সালের ১৬ই শাওয়াল তারিখেই ইন্তিকাল করেন।

(খ) আবূ বকর মুহাম্মদ ইবন্ 'আদ্দির-রায্যাক ইবন্ দাসাহ (মৃত ৩৪৫/৯৫৬) (র)।

লু'লুঈ (র) এবং ইবন্ দাসাহ (র)-এর নুসখাহ (প্রতিলিপি)-এর মধ্যে অনুচ্ছেদের তারতীব বা সজ্জিত করার ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু হাদীসের সংখ্যা প্রায় কাছাকাছি। তবে হাদীস সম্পর্কে ইমাম আবূ দাউদ (র) যে সকল মন্তব্য করেছেন তা কোন গ্রন্থে বেশি এবং কোন গ্রন্থে কম পরিদৃষ্ট হয়।

(গ) হাফিয আবূ 'ঈসা ইসহাক ইবন্ মূসা ইবন্ সা'ঈদ রামলী (মৃত ৩১৭/৯২৯) (র)। এই নুসখাহটি প্রায় ইবন্ দাসাহ (র)-এর নুসখাহ্-এর অনুরূপ।

(ঘ) হাফিয আবূ সা'ঈদ আহমদ ইবন্ মুহাম্মদ ইবন্ যিয়াদ ইবনুল-'আরাবী (মৃত ৩৪০/৯৫২) (র)। এ নুসখাহ্-এর হাদীসের সংখ্যা অন্য নুসখাহ্-এর তুলনায় কিছু কম। এতে কিতাবুল-ফিতান ওয়াল-মালাহিম এবং আরও কিছু বাব নেই।[৪৪]

সুনানু আবী দাউদ সম্পর্কে হাদীসবিদগণের মন্তব্য

সুনান গ্রন্থ সমূহের মধ্যে সুনানু আবী দাউদ সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। সকল যুগের 'আলিম ও ফিক্হ শাস্ত্রবিদগণ এ গ্রন্থের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁর এ গ্রন্থখানি সংকলন করে ইমাম আহ্মদ ইবন্ হাম্বল (র)-এর নিকট পেশ করলে তিনি এটা অনুমোদন করেন এবং একটি উত্তম গ্রন্থ বলে মন্তব্য করেন।

১. আবূ সা'ঈদ ইবনুল-'আরাবী বলেন,[৪৫]

مَنْ عِنْدَهُ الْقُرآنُ وَكِتَابُ أَبِىْ دَاوُدَ لَمْ يَحْتَجْ مَعَهُمَا إِلَى شَىْءٍ مِّنَ الْعِلْمِ الْبَتَّةَ

-'যার নিকট আল-কুরআন এবং ইমাম আবূ দাউদ (র)-এর কিতাব রয়েছে তার এ দু'টির সাথে অবশ্যই আর কোন জ্ঞানের প্রয়োজন নেই।'

২. 'আল্লামা আস্-সাজী (র) বলেন,[৪৬] كِتَابُ اللهِ أَصْلُ الإِسْلاَمِ وَكِتَابُ أَبِىْ دَاوُدَ عَهْدُ الإِسْلاَمِ -'আল্লাহ্র কিতাব ইসলামের মূলবস্তু আর ইমাম আবূ দাউদ (র)-এর কিতাব ইসলামের ফরমান স্বরূপ।'

৩. সুনানু আবী দাউদ-এর ব্যাখ্যাকার 'আল্লামা খাত্তাবী (র) বলেন,[৪৭]

لَمْ يُصَنَّفْ فِىْ عِلْمِ الدِّيْنِ مِثْلُه وَهُوَ أَحْسَنُ وَضْعًا وَأَكْثَرُ فِقْهًا مِنَ الصَّحِيْحَيْنِ

-'দীনী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর মত আর কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। আর এ গ্রন্থখানা বিন্যাস ভঙ্গীর দিক থেকে অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত এবং সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর তুলনায় এতে ফিক্হ শাস্ত্রের অধিক জ্ঞান সন্নিবেশিত হয়েছে।'

৮৪. তাকিয়্যুদ্দীন নদভী, মুহাদ্দিসীন-ই-'ইযাম, পৃ. ২০৯-২১০।
৮৫.মিরকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪; The Encyclopaedia Of Islam, Vol. 1, P-144.
৮৬. তাযকিরাতুল-হুফ্ফায, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯৩।
৮৭. মুহাম্মদ 'আব্দুল 'আযীয আল-খাওলী, মিফতাহুস্-সুন্নাহ, পৃ. ৮৬।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Islami-kitab.blogspot.com

৪. আবূ সুলায়মান আল-খাত্তাবী (র) আরও বলেন,[৮৮]

إِعْلَمُوْا رَحِمَكُمُ اللهُ أَنَّ كِتَابَ السُّنَنِ لِأَبِيْ دَاوُدَ كِتَابٌ شَرِيْفٌ لَمْ يُصَنَّفْ فِيْ عِلْمِ الدِّيْنِ كِتَابٌ مِثْلُهُ، وَقَدْ رُزِقَ الْقَبُوْلَ مِنْ كَافَّةِ النَّاسِ فَصَارَ حَكَمًا بَيْنَ فِرَقِ الْعُلَمَاءِ وَطَبَقَاتِ الْفُقَهَاءِ عَلَى إِخْتِلَافِ مَذَاهِبِهِمْ فَلِكُلٍّ مِنْهُ وِرْدٌ وَمِنْهُ شَرْبٌ وَعَلَيْهِ مُعَوَّلُ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَأَهْلِ مِصْرَ وَبِلَادِ الْمَغْرِبِ وَكَثِيْرٍ مِّنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ.

-'জেনে রাখুন, আল্লাহ আপনাদের প্রতি রহম করুন! ইমাম আবূ দাউদ (র)-এর কিতাবুস্-সুন্নান একটি মর্যাদা সম্পন্ন কিতাব। দীনী জ্ঞানের ক্ষেত্রে এর অনুরূপ আর কোন কিতাব রচিত হয়নি। সকল স্তরের জনগণ কর্তৃক এই গ্রন্থখানা গৃহীত হয়েছে। বিভিন্ন দলের 'আলিম এবং বিভিন্ন স্তরের ফকিহ্গণের ভিন্ন মতামতের জন্য এ গ্রন্থখানা ফায়সালাকারীর মর্যাদায় ভূষিত। আর প্রত্যেক দলেরই নিজ নিজ অভিমত রয়েছে। 'ইরাক, মিসর, আল-মাগরিব অঞ্চল সমূহ এবং পৃথিবীর অধিকাংশ এলাকার অধিবাসীগণের মতামতের উৎস স্থান ও গ্রহণযোগ্য গ্রন্থ এটিই।'

৫. ইমাম আবূ দাউদ (র)-এর এ গ্রন্থখানা জনগণের মাঝে কী পরিমাণ গৃহীত হয়েছিল এর প্রতি ইংগিত করে তাঁর ছাত্র হাফিয মুহাম্মদ ইব্ন মাখলাদ দুয়ারী (র) (মৃত ৩১১ হিজরী) বলেন,[৮৯]

لَمَّا صَنَّفَ السُّنَنَ وَقَرَأَهُ عَلَى النَّاسِ صَارَ كِتَابُهُ كَالْمُصْحَفِ يَتَّبِعُوْنَهُ.

-'ইমাম আবূ দাউদ (র) যখন তাঁর সুনান গ্রন্থখানা প্রণয়ন সম্পন্ন করে জনগণের নিকট পাঠ করে শুনান, তখন তা তাদের নিকট (কুরআন মাজীদের মতই) অনুসরণীয় পবিত্র গ্রন্থ হয়ে গেল।'

৬. এ গ্রন্থের ফিকহ শাস্ত্রীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করে হাফিয আবূ জা'ফর ইব্ন জুবাইর আল-গারনাজী (মৃত ৭০৮/১৩০৮) (র) বলেন,[৯০]

وَلِأَبِيْ دَاوُدَ فِيْ حَصْرِ أَحَادِيْثِ الْأَحْكَامِ وَاسْتِيْعَابِهَا مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ.

-'আহকাম সম্পর্কিত হাদীসে সীমাবদ্ধ থাকা এবং এ বিষয়ের যাবতীয় হাদীস সন্নিবেশ করার ক্ষেত্রে সুনানু আবী দাউদ যে বিশেষত্ব তা অপর কোন গ্রন্থের নেই।'

৭. ইমাম গাযালী (র)ও এ গ্রন্থের আহকাম সম্পর্কিত হাদীস সমূহের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন,[৯১] إِنَّمَا تَكْفِيْ الْمُجْتَهِدَ فِيْ أَحَادِيْثِ الْأَحْكَامِ -'আহকামের হাদীস সমূহ লাভ করার জন্য একজন মুজতাহিদের পক্ষে এ গ্রন্থখানাই যথেষ্ট।'

৮৮. জামি'উল-মাসানীদ ওয়াস্-সুনান, মুকাদ্দামাহ্, পৃ. ১০৭।
৮৯.মিফতাহুস্-সুন্নাহ, পৃ. ৮৬; The Encyclopaedia Of Islam, Vol. I, P-144.
৯০. তাদরীবুর-রাবী, পৃ. ৫৬।
৯১.মিফতাহুস্-সুন্নাহ, পৃ. ৮৬।

৮. ইমাম নববী (র) বলেন,[৯২]

يَنْبَغِيْ لِلْمُشْتَغِلِ بِالْفِقْهِ وَغَيْرِهِ الْإِعْتِبَارِ بِسُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ بِمَعْرِفَتِهِ التَّامَّةِ فَإِنَّ مُعْظَمَ أَحَادِيْثِ الْأَحْكَامِ الَّتِيْ يَحْتَجُّ بِهَا فِيْهِ مَعَ سُهُوْلَةِ تَنَاوُلِهِ.

-'ফিকহ্ এবং অন্যান্য বিষয়ে আত্মনিয়োগকারী ব্যক্তির পক্ষে এ সুনান আবী দাউদের প্রতি মনোনিবেশ করা একান্ত বাঞ্ছণীয়। কেননা, প্রধানতঃ আহকামের যে সকল হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয় তা এতে সংযোজিত হয়েছে। আর এর থেকে হাদীস গুলো খুঁজে বের করাও সহজ সাধ্য।'

৯. ইমাম নববী (র) আরও বলেন,[৯৩]

مَا رَوَاهُ فِيْ سُنَنِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ ضُعْفَهُ، فَهُوَ عِنْدَهُ صَحِيْحٌ.

-'ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁর সুনান গ্রন্থে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তা য'ঈফ বলে মন্তব্য করেননি, তবে সে হাদীসটি তাঁর নিকট সহীহ হিসেবে পরিগণিত।'

১০. 'আল্লামা মুনযিরী (র)-এ সম্পর্কে বলেন,[৯৪] مَاسَكَتَ عَلَيْهِ لَاَيَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الْحَسَنِ -'ইমাম আবূ দাউদ (র) যে হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করা থেকে নিশ্চুপ ছিলেন সে হাদীস এর স্তর হাসান-এর নিম্নে নয়।'

১১. ইব্ন 'আব্দিল-বার (র)-এ সম্পর্কে বলেন,[৯৫]

مَا سَكَتَ عَلَيْهِ صَحِيْحٌ عِنْدَهُ سِيَّمَا إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَابِ غَيْرُهُ

-'তিনি যে হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য থেকে নীরব রয়েছেন তা তাঁর নিকট সহীহ। বিশেষ করে যদি সে অনুচ্ছেদে দ্বিতীয় আর কোন হাদীস না থাকে।'

১২. ইমাম নববী (র) সুনান-এর হাদীস সমূহ সম্পর্কে ইব্ন মান্দাহ (র), ইবনুস্-সাকান (র) এবং হাকিম (র)-এর মন্তব্য উল্লেখ করে বলেন,[৯৬]

وَأَطْلَقَ ابْنُ مَنْدَهْ وَابْنُ السَّكَنِ الصِّحَّةَ عَلَى جَمِيْعِ مَا فِيْ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُدَ وَ وَافَقَهُمَا الْحَاكِمُ

-'সুনানু আবী দাউদ-এ উল্লেখিত সকল হাদীসকে ইব্ন মান্দাহ এবং ইবনুস্-সাকান সহীহ বলে মন্তব্য করেন। মুহাদ্দিস হাকিম (র) ও এ বিষয়ে তাঁদের সাথে ঐক্যমত পোষণ করেন।'

১৩. The Encyclopaedia Of Islam গ্রন্থে বলা হয়েছে,[৯৭]

His works–Abu Daud's principal work is his Kitab al-Sunan, which is one of the six-canoncial books of traditions accepted by Sunnis.

৯২. নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান, আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস্-সিহাহ সিত্তাহ, পৃ. ২১৩।
৯৩.মিরকাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪।
৯৪. পূর্বোক্ত।
৯৫. পূর্বোক্ত।
৯৬. পূর্বোক্ত।
৯৭. The Encyclopaedia Of Islam, Vol. I, P-144.

Sunnipedia.blogspot.com ★ Islami-kitab.blogspot.com

সুনানু আবী দাউদের বৈশিষ্ট্য

সুনানু আবী দাউদ সিহাহ সিত্তাহ্র মধ্যে তৃতীয় এবং সুনান গ্রন্থের মধ্যে দ্বিতীয়। 'ওলামাগণ এ গ্রন্থের অনেক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। নিম্নে এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হল,

১. এ সুনান গ্রন্থটি ফিক্হ শাস্ত্রের আলোকে সুবিন্যস্ত। এর অনুচ্ছেদ মালা এমন ভাবে বিন্যস্ত যা কোন না কোন ফিক্হ শাস্ত্রবিদের অভিমত প্রকাশ করে।[৯৮]

২. এ হাদীস গ্রন্থটিতে ৬০০ মুরসাল হাদীস সন্নিবেশিত রয়েছে। পক্ষান্তরে এতে শুধু একটি সুলাসি হাদীস রয়েছে।[৯৯]

৩. এ গ্রন্থটি মতনের দিক থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এতে একই অর্থবোধক বিভিন্ন মতনের হাদীসকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, মতনের ভাষাগত পার্থক্য যেন হাদীস পাঠ কারীদের নিকট সুস্পষ্ট হয়।[১০০]

৪. সনদের তুলনায় হাদীসের ফিক্হের প্রতিই এ গ্রন্থে অধিক দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে।[১০১]

৫. একই রাবী থেকে দু'সনদের বর্ণিত একটি সনদে যদি حَدَّثَنَا এবং অপরটিতে عَنْ- এর মাধ্যমে হাদীস বর্ণিত হয় তবে ইমাম আবূ দাউদ (র) حَدَّثَنَا সনদের উল্লেখ প্রথমে করে থাকেন।

৬. এ গ্রন্থের বাবের শিরোণামও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম আবূ দাউদ (র) এমনভাবে শিরোণাম নির্ধারণ করেছেন যাতে পাঠক প্রথমে শিরোণাম পড়েই বুঝতে পারে যে হাদীসে বর্ণিত ফিক্হী মাসআলার সামাধান কি হতে পারে।[১০২]

৭. কোন হাদীসে স্পষ্ট ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তিনি তা উল্লেখ করে দিয়েছেন।[১০৩]

৮. এ সুনান গ্রন্থটির প্রায় সকল হাদীস আহকাম সম্পর্কিত। ইমাম আবূ দাউদ (র) শরী'আতের বিধি-বিধান সম্বলিত হাদীস সংকলিত করার প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন।[১০৪]

যেমন ইমাম আবূ দাউদ (র) বলেন,[১০৫]

لَمْ أُصَنِّفْ فِيْ الزُّهْدِ وَفَضَائِلِ الأَعْمَالِ وَغَيْرِهَا فَهذَا أَرْبَعَةُ الآف وَثَمَانمائة كُلُّهَا فِيْ الأَحْكَامِ

-'আমি এখানে সুফীবাদ, আমলের ফযীলত, ইত্যাদি বিষয়ক হাদীস লিপিবদ্ধ করিনি। এতে সন্নিবেশিত চার হাজার আট শত হাদীসের সবগুলোই আহকাম সম্পর্কিত।'

এ গ্রন্থের কিছু হাদীস সম্পর্কে ইমাম আবূ দাউদ (র) নিশ্চুপ ছিলেন। 'আলিমগণ এ সকল হাদীস সম্পর্কে মতানৈক্য পোষণ করেছেন। কারও কারও মতে এগুলো হাসান হাদীস। আবার কারও কারও মতে এগুলো সহীহ হাদীস। এ সম্পর্কে ইমাম আবূ দাউদ (র) নিজেই বলেন,[১০৬] وَمَا لَمْ أَذْكُرْ فِيْهِ شَيْئًا فَهُوَ صَالِحٌ وَبَعْضُهَا أَصَحُّ مِنْ بَعْضٍ

৯. হাদীস গ্রন্থের কলেবর চিন্তা করে ইমাম আবূ দাউদ (র) হাদীসের পুনরুল্লেখ খুব কমই করেছেন। তবে ফিক্হ-এর মাসআলার কারণে কোন হাদীসের পুনরুল্লেখ প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে তিনি পুনরুল্লেখ করেছেন। তবে এখানেও দীর্ঘ হাদীস পুরোটাই পুনরুল্লেখ না করে ঠিক যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই তুলে ধরেছেন।[১০৭]

সুনান-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ সমূহ

এই গ্রন্থের গুরুত্ব, মূল্য ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে প্রথিতযশা মুহাদ্দিসগণ এর ভাষ্যগ্রন্থ ও টীকা রচনায় মনোনিবেশ করেন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থের এবং গ্রন্থকারগণের একটি তালিকা প্রদান করা হল,

১. মু'আলিমুস্-সুনান (مُعَالِمُ السُّنَنِ) ঃ এর রচয়িতা হচ্ছেন, আবূ সুলায়মান আহ্মদ ইবন্ মুহাম্মদ ইবন্ ইব্রাহীম আল-খাত্তাবী (মৃত ৩৮৮-৯৯৮) (র)। এ গ্রন্থখানা সর্বাধিক প্রাচীন, নির্ভরযোগ্য এবং উত্তম। এর সূচনাতে বলা হয়,[১০৮]

اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِيْ هَدَانَا لِدِيْنِهِ وَأَكْرَمَنَا بِسُنَّةِ نَبِيِّهِ

-'সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্র জন্যে, যিনি আমাদেরকে তাঁর দীনের প্রতি হিদায়াত করেছেন এবং তাঁর নবীর সুন্নাতের মাধ্যমে মর্যাদা দান করেছেন।'

২. 'উজালাতুল-আলিম মিন্-কিতাবিল-মু'আলিম (عُجَالَةُ الْعَالِمْ مِنْ كِتَابِ الْمُعَالِمْ) ঃ এর প্রণেতা হচ্ছেন, আল-হাফিয শিহাবুদ্দীন আবূ মাহমূদ আহ্মদ ইবন্ মুহাম্মদ ইবন্ ইব্রাহীম (মৃত ৭৮৯-১৩৬৭/১৩৬৮) (র)। এটি মু'আলিমুস্-সুনান-এর সংক্ষিপ্ত সংকলন।[১০৯]

৩. মিরকাতুস্-সা'উদ ইলা সুনানি আবী দাউদ (مِرْقَاةُ الصُّعُوْد إلى سُنَنِ أَبِيْ دَاوُد) ঃ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃত ৯১১/১৫০৫) (র) এ শারহের রচয়িতা। এটি কায়রো থেকে ১২৯৮ হিজরীতে প্রকাশিত শহ[১১০]

৪. দারাজাতু মিরকাতিস্-সা'উদ (دَرَاجَةُ مِرْقَاةِ الصُّعُوْد) ঃ এটি 'আল্লামা দিমনাতী (র)-এর। এটি মিরকাতুস্-সা"উদ-এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

৫. শারহ্ সুনানি আবী দাউদ(شَرْحُ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُد)ঃ শায়খ সিরাজুদ্দীন 'উমর ইবন্ 'আলী ইবনিল-মুলাক্কান (মৃত ৮০৪/১৪০১) (র) এর প্রণেতা।[১১১]

৬. শারহ্ সুনানি আবী দাউদ(شَرْحُ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُد)ঃ ওয়ালিউদ্দীন আল-"ইরাকী (মৃত ৮৪৬/১৪৪৩) (র) এ গ্রন্থ রচনা করেন।

৯৮. মুহাম্মদ আবূ যাহ, আল-হাদীস ওয়াল-মুহাদ্দিসুন, পৃ. ৪১১।
৯৯. আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস-সিহাহ সিত্তাহ, পৃ. ২১৫।
১০০. ড মুহাম্মদ আস্-সাব্বাগ, আল-হাদীসুন-নববী, পৃ. ৩৮৪।
১০১. পূর্বোক্ত।
১০২. মুহাদ্দিসন-ই-'ইযাম, পৃ. ২০২।
১০৩. রিসালাতু আবী দাউদ, পৃ. ।
১০৪. আল-হাদীসুন-নববী, পৃ. ৩৮৪।
১০৫. গোলাম রসূল সায়ীদী, তাযকিরাতুল-মুহাদ্দিসীন, পৃ. ২৮।

১০৬. পূর্বোক্ত।
১০৭. ড. হাশিম হুসাইন, আয্যিম্মাতুল-হাদীসুন-নববী,, পৃ. ১১৩।
১০৮. কাশফুয্-যুনূন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০৫।
১০৯. কাশফুয্-যুনূন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০৫।
১১০. কাশফুয্-যুনূন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০৫; আত্-তারীখুত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৪।
১১১. কাশফুয্-যুনূন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০৫।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Islami-kitab.blogspot.com

৭. **শারহু সুনানি আবী দাউদ**(شَرْحُ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُد)ঃ শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনুল-হুসায়ন আর-রামলী আল-মাকদাসী (মৃত ৮৪৪/১৪৪০) (র) এটি লিপিবদ্ধ করেন।

৮. **শারহু সুনানি আবী দাউদ**(شَرْحُ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُد)ঃ এর রচনাকারী হলেন, কুতুবুদ্দীন আবূ বকর ইবন আহমদ ইবন দা"ঈন (মৃত ৭৫২/১৩৫১) (র)। তাঁর এ গ্রন্থখানা বড় বড় চার খন্ডে বিভক্ত। গ্রন্থখানা পান্ডুলিপি আকারে থাকা অবস্থায়ই গ্রন্থকার ইন্তিকাল করেন।

৯. **শারহু সুনানি আবী দাউদ**(شَرْحُ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُد)ঃ আবূ যুর'আহ ওয়ালিউদ্দীন আহমদ ইবন 'আব্দির রহীম আল-'ইরাকী (মৃত ৮২৬/১৪২২) (র) এর রচয়িতা। এ গ্রন্থখানা অতি দীর্ঘ। এটি সাত খন্ডে বিভক্ত। এতে মূল গ্রন্থের সাজূদুস্-সাহবি অনুচ্ছেদ পর্যন্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১০. **শারহু সুনানি আবী দাউদ**(شَرْحُ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُد)ঃ হাফিয "আলাউদ্দীন মুগলতাঈ ইবন কুলায়জ (মৃত ৭৬২/১৩৬১) (র) এটি লেখেন। তিনি তাঁর ভাষ্যগ্রন্থটি সমাপ্ত করে যেতে পারেননি।

১১. **তাহযীবুস্-সুনান** (تَهْذِيْبُ السُّنَن) ঃ এর প্রণেতা হলেন, ইবনুল-কাইয়্যিম আল-জাওযী (মৃত ৭৫১/১৩৫০) (র)। গ্রন্থখানা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু দুর্বোধ্য হাদীস সমূহের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এটি অনবদ্য ও চমৎকার গ্রন্থ।[১১২]

১২. **শারহু সুনানি আবী দাউদ**(شَرْحُ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُد)ঃ বদরুদ্দীন মাহমূদ ইবন আহমদ আল-"আয়নী (র) (মৃত ৮৫৫/১৪৫১) এ শরহ গ্রন্থটি রচনা করেন। 'উমদাতুল কারীর মুকাদ্দামাতে সুনানু আবী দাউদের শরহ সম্পর্কে বলা হয়েছে,[১১৩]

وَمِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ شَرْحُ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُد فِيْ مُجَلَّدَيْنِ يَتَوَسَّعُ فِيْهِ فِيْ أَحَادِيْثِ الْأَحْكَامِ وَتَرَاجِمِ رِجَالِهَا وَهُوَ مِنْ أَنْفَعِ الشُّرُوْحِ وَلَمْ يَتِمَّ.

ইবনুল-'ইমাদ বলেন,[১১৪] وَمِنْ مُصَنَّفَاتِ الْعَلَّامَةِ الْعَيْنِيْ ۞ شَرْحُ قِطْعَةٍ مِنْ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُد

১৩. **আল-মানহালুল-আযবিল-মাওরূদ** (اَلْمَنْهَلُ الْعَذْبُ الْمَوْرُوْدُ) ঃ এটি রচনা করেন শায়খ মাহমূদ মুহাম্মদ খাত্তাব আস্-সুবকী (মৃত ১৩৫২/১৯৩৩) (র)। এটি দশ খন্ডে বিভক্ত। গ্রন্থখানা সমাপ্ত করার পূর্বেই গ্রন্থকার ইন্তিকাল করেন।[115]
ভারত উপমহাদেশের হাদীস শাস্ত্রবিদগণ এ কিতাবের অনেক ব্যাখ্যা গ্রন্থ এবং টীকা প্রণয়ন করেন। এর বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হল,

১৪. **ফাতহুল-ওয়াদুদ আলা সুনানি আবী দাউদ** (فَتْحُ الْوَدُوْدِ عَلَى سُنَنِ أَبِيْ دَاوُد) ঃ আবুল-হাসান মুহাম্মদ আব্দুল-হাদী আস্-সিন্দী (মৃত ১১৩৯/১৭২৬) (র)। ভারতীয় 'আলিমগণের মধ্যে তিনিই সর্ব প্রথম ভাষ্যকার।[১১৬]

১১২. কাশফুয্-যুনূন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০৫।
১১৩. 'উমদাতুল-কারী, ভূমিকা, পৃ. ৯।
১১৪. শাযারাতুয্-যাহাব, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৮৭।
১১৫. আবুল-হাসান নদভী, তাকদীমু কিতাবি বাযলিল-মাজহুদ, পৃ. ৭-৮।
১১৬. তাকদীমু কিতাবি বাযলিল-মাজহুদ, পৃ. ৭-৮; আত্-তারীখুত-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৪।

১৫. গায়াতুল-মাকসূদ (غَايَةُ الْمَقْصُوْد)ঃ শামসুল-হক 'আযীমাবাদী (মৃত ১৩২৯/১৯১১) (র)-এর রচনাকারী।
এটি সুনানু আবী দাউদের বৃহত্তর এবং সারগর্ভ ব্যাখ্যা গ্রন্থ। এটি ৩২ খণ্ডে সমাপ্ত। 'উমার রিযা কাহ্হালাহ বলেন,[১১৭]

هٰذَا شَرْحٌ كَبِيْرٌ عَلَى سُنَنِ أَبِيْ دَاوُد سَمَّاهُ الْمُؤَلِّفُ غَايَةَ الْمَقْصُوْدِ فِيْ حَلِّ سُنَنِ أَبِيْ دَاوُد.

কিন্তু এর শুধু প্রথম খণ্ডটিই দিল্লীর আনসারী প্রেস থেকে মাওলানা তালাত্তুফ হুসাইন আযীমাবাদীর (মৃত ১৩৩৪/১৯১৬) তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়। অবশিষ্ট খণ্ডগুলোর মধ্যে মাত্র দুই খণ্ড পাটনা ওরিয়েন্টাল খোদা বখশ খান পাবলিক লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। যাতে কিতাবুত-তাহারাতের পূর্ণ এবং কিতাবুস্-সালাতের কয়েকটি বাবের ব্যাখ্যা রয়েছে। এছাড়া অবশিষ্ট খণ্ড সমূহের সম্পর্কে দীর্ঘ অনুসন্ধান চালানোর পরেও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।[১১৮]

১৬. 'আউনুল-মা'বূদ (عَوْنُ الْمَعْبُوْد)ঃ এটি শামসুল-হক 'আযিমাবাদী (র) (মৃত ১৩২২হিজরী)-এর রচনা। 'আউনুল-মাবূদ হচ্ছে সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ প্রকাশিত ভাষ্যগ্রন্থ। প্রথমে এ গ্রন্থ দিল্লীর আনসারী প্রেস হতে বৃহৎ কলেবরে মোট চারখণ্ডে প্রকাশিত হয়। এ চার খণ্ডের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯০০।[১১৯] মুহাম্মদ আশরাফ এ গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন,[১২০]

إِنَّ هٰذِهِ الْفَوَائِدُ الْمُتَفَرِّقَةُ وَالْحَوَاشِيْ النَّافِعَةُ عَلَى أَحَادِيْثِ سُنَنِ الْإِمَامِ الْهُمَامِ الْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ أَبِيْ دَاوُد سُلَيْمَان بن الْأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، جَمَعْتُهَا مِنْ كُتُبِ أَئِمَّةِ هٰذَا الشَّأْنِ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى، مُقْتَصِراً عَلَى حَلِّ بَعْضِ الْمَطَالِبِ الْعَالِيَةِ، وَكَشْفِ بَعْضِ اللُّغَاتِ الْمُغْلَقَةِ، وَتَرَاكِيْبِ بَعْضِ الْعِبَارَاتِ، مُجْتَنِبًا عَنِ الْإِطَالَةِ وَالتَّطْوِيْلِ إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَسَمَّيْتُهَا بِعَوْنِ الْمَعْبُوْدِ عَلَى سُنَنِ أَبِيْ دَاوُد، تَقَبَّلَ اللهُ مِنِّيْ،وَطُبِعَ هٰذَا الْكِتَابُ مِنْ مَطْبَعَةِ دَارِ الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، بَيْرُوْتَ. فِي ٧ مُجَلَّدَاتٍ.

আবূ 'আব্দির রহমান শারফুল-হক আল-'আযীমাবাদী বলেন,[১২১]

وَالْمَقْصُوْدُ مِنْ هٰذِهِ الْحَاشِيَةِ الْمُبَارَكَةِ الْوُقُوْفُ عَلَى مَعْنَى أَحَادِيْثِ الْكِتَابِ فَقَطْ، مِنْ غَيْرِ بَحْثٍ لِتَرْجِيْحِ الْأَحَادِيْثِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ إِلَّا عَلَى سَبِيْلِ الْإِيْجَازِ وَالْاِخْتِصَارِ، وَمِنْ غَيْرِ ذِكْرِ أَدِلَّةِ الْمَذَاهِبِ الْمَتْبُوْعَةِ عَلَى وَجْهِ الْاِسْتِيْعَابِ، إِلَّا فِيْ الْمَوَاضِعِ الَّتِي دَعَتْ إِلَيْهَا الْحَاجَةُ. أَعَانَ اللهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ عَلَى إِتْمَامِ هٰذِهِ الْحَوَاشِيْ، وَنَفَعَ بِهَا إِخْوَانَنَا أَهْلَ الْعِلْمِ وَإِيَّايَ خَاصَّةً.

১১৭. 'উমর রিযা কাহ্হালাহ, মু'জামুল-মুআল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৬।
১১৮. ড. মুহাম্মদ আব্দুস্-সালাম, মাওলানা শামসুল হক 'আযিমাবাদীঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৭০-১৭১।
১১৯. মাওলানা শামসুল হক 'আযিমাবাদীঃ জীবন ও কর্ম, পৃ. ১৭০-১৭১।
১২০. 'আউনুল-মা'বূদ, মুকাদ্দামাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩।
১২১. মুকাদ্দিমাতু শরহ আবী তাইয়্যেব, পৃ. ৩।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Islami-kitab.blogspot.com

১৭. আল-হাদযুল-মাহমূদ (الْهَدْيُ الْمَحْمُوْد) ঃ এর রচনাকারী হলেন, শায়খ ওয়াহীদুয্-যামান লক্ষ্ণৌভী (মৃত ১৩৩৮-১৯২০) (র)। গ্রন্থকার প্রথমে সুনানের উর্দূ অনুবাদ করেন। পরে তিনি এতে হাদীসের ব্যাখ্যাও সংযোজন করেন।[১২২]

১৮. আনওয়ারুল-মাহমূদ (اَنْوَارُ الْمَحْمُوْد) ঃ শায়খ আবূল-আতীক 'আব্দুল-হাদী মুহাম্মদ সিদ্দীক নাজীব আবাদী এ গ্রন্থের প্রণেতা।

গ্রন্থকার আনওয়ার শাহ কাশমীরী (মৃত ১৩৫২/১৯৩৩) (র) কর্তৃক সুনানের দারসের তাকরীর, শায়খুল-হিন্দ 'আল্লামা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (র)-এর বুখারী শরীফের তাকরীর, শাব্বীর আহমদ 'উসমানী (র)-এর সহীহ মুসলিমের তাকরীর থেকে এবং 'আল্লামা খালীল আহমদ সাহারানপূরী (র) কৃত বাযলুল-মাজহুদ থেকে চয়ন করে এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি সংকলন করেন। এটি দু'খণ্ডে সমাপ্ত এবং দিল্লীর তাজাল্লী প্রেস থেকে ১৩৩০/১৯১২ সালে মুদ্রিত হয়। প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬১০ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৬৮।[১২৩]

১৯. তা'লীকাতুল-মাহমূদ (تَعْلِيْقَاتُ الْمَحْمُوْد) ঃ এটি প্রণয়ন করেন শায়খ ফাখরুল-হাসান গংগুহী (মৃত ১৩১৫/১৮৯৭) (র)। এটি এ সুনান গ্রন্থের একটি উত্তম ও সুবিখ্যাত টীকা গ্রন্থ।[১২৪]

টীকা গ্রন্থঃ কাযী মুহাদ্দিস হুসাইন ইব্ন মুহসিন আল-আনসারী আল-ইয়ামানী।[১২৫]

টীকা গ্রন্থঃ 'আল্লামা সায়্যিদ 'আব্দুল-হাই আল-হাসানী। তিনি তাঁর এ গ্রন্থটি সমাপ্ত করার পূর্বেই মৃত্যু বরণ করেন।[১২৬]

২০. বাযলুল-মাজহূদ (بَذْلُ الْمَجْهُوْد) ঃ শায়খ খলীল আহমদ সাহারানপূরী (১২৬৯/১৮৬২-১৩৪৬/১৯২৭) (র) এ শরহ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

তিনি সাহারানপুর মাদ্রসার অধ্যক্ষ থাকাকালীন দীর্ঘ দিন ধরে সুনানু আবী দাউদ-এর অধ্যাপনা করতেন। এ গ্রন্থের গুরুত্ব ও উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করে তিনি ছাত্র থাকা অবস্থায়ই এর একটি ভাষ্য গ্রন্থ রচনার আকাংখা পোষণ করেন। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি এ মহৎ কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং সাহানারপুর মাদ্রাসার শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রাপ্তির পর হাল্লুল-মা'বূদ আল-মুলাক্কাব বিত-তা'লীকিল-মাহমূদ 'আলা সুনানি আবী দাউদ নামে ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। কিছু কাজ করার পরই মাদ্রাসার ব্যস্ততার কারণে তাঁর পক্ষে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি। তিনি পরপর তিনবার এ কাজ আরম্ভ করেন, কিন্তু নানা কারণে তা সমাপ্ত করতে পারেননি। তিনি তৃতীয়বার ১৩১১/১৮৯৩ সালে এ কাজে মনোনিবেশ করেও মাদ্রাসার অধ্যাপনা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজের কারণে এ গ্রন্থ সমাপ্ত করতে ব্যর্থ হন।[১২৭]

উপমহাদেশের এ সুবিখ্যাত মুহাদ্দিসের বয়স যখন ৪৬ বছরে উপনীত হয় তখন তিনি তাঁর এ ব্যাখ্যা গ্রন্থ সংকলনের ঐকান্তিক বাসনা তাঁর প্রিয় ছাত্র মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া

১২২. আবূল-হাসান নদভী, তাকদীমু কিতাবী বাযলিল-মাজহূদ, পৃ. ৮।
১২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-৯।
১২৪. আত্-তারীখুত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৪।
১২৫. আবূল-হাসান নদভী, তাকদীমু কিতাবী বাযলিল-মাজহূদ, পৃ. ৯।
১২৬. আবূল-হাসান নদভী, তাকদীমু কিতাবী বাযলিল-মাজহূদ, পৃ. ৯।
১২৭. প্রাগুক্ত।

(র)-এর নিকট ব্যক্ত করেন। এ সময় মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া সাহারানপুর মাদ্রাসার শিক্ষক পদে নিয়োজিত হন। তিনি তাঁর এ উস্তাদের দরস এবং তাঁর নির্দেশে অন্যান্য ব্যাখ্যা গ্রন্থ সমূহ থেকে মাল-মসলা সংগ্রহ করে প্রতিনিয়ত উস্তাদের খেদমতে এগুলো পেশ করতেন। 'আল্লামা সাহারানপূরী (র) তার থেকে প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করতেন; এছাড়া তিনি নিজ থেকে বলতেন আর যাকারিয়া (র) তা লিপিবদ্ধ করতে থাকতেন। এভাবে দীর্ঘ নয় মাস পর্যন্ত রাত-দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাঁরা যিল-কা'আদ ১৩৩৫হিজরী/১৯১৭ সালের আগষ্ট মাসে বাযলুল-মাযহূদের প্রথম খণ্ডটি সমাপ্ত করেন।[১২৮]

প্রথম খণ্ড সমাপ্তির পর তাঁদের শয়নে-স্বপনে এবং জাগরণে একমাত্র চিন্তা ছিল এ গ্রন্থের সমাপ্তি। শাওয়্যাল ১৩৪৪ হিজরী/১৯২৬ সালে শায়খ খলীল আহমদ (র) হিজাজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তাঁর প্রিয় শাগরিদ ও সহকর্মী যাকারিয়া (র) ও তাঁদের আরব্ধ কাজ সমাপ্তির উদ্দেশ্যে শায়খের সফর সংগী হন। পরিশেষে ২১শে শা'বান ১৩৪৫ হিজরী ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৭ সালে পাঁচ খণ্ডে বাযলুল-মাজহূদ-এর সংকলন সমাপ্ত হয়। এতে সর্বমোট সময় লেগেছে দশ বছর পাঁচ মাস দশ দিন।

'আল্লামা খলীল আহমদ (র)-এ গ্রন্থের সমাপ্তি লাভের পর আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে একটি সমাবেশের আয়োজন করেন। এতে মদীনা মুনাওয়ারার 'আলিমগণ এবং তাঁর বন্ধু-বান্ধব ও হিন্দুস্তানের 'আলিমগণ শরীক হন। এ মহা উৎসবের কাল ছিল ইয়াউমুল-জুম'আহ ২৩শে শাবান ১৩৪৫ হিজরী ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯২৭ সাল।[১২৯]

২১. আল-ইমাম সুলায়মান ইবনুল 'আশআশ আস্-সিজিস্তানী (র) ঃ আছারুহু ফী 'ইলমিল-হাদীস খুছুসান ফী 'ইলমিল-জারহ ওয়াত্-তা'দীল (الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني: آثاره في علم الحديث خصوصًا في علم الجرح والتعديل) ঃ এ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান। এটি পিএইচ. ডি. থিসিস। তিনি ২০০০ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। এ থিসিসটি 'আরবী ভাষায় রচিত। এর ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও সাবলিল। তিনি গবেষণা কর্মটিকে মোট সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। এছাড়া একটি ভূমিকা ও একটি উপসংহার রয়েছে। এ থিসিসটির পৃষ্ঠা সংখ্যা হচ্ছে ৪৭৪।

সুনান গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ

সুনান গ্রন্থটিকে পাঠক সমাজের নিকট সহজ পাঠ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ করেন যাকিয়্যুদ্দীন 'আব্দুল-'আযীম ইব্ন 'আব্দিল-কাভী আল-হাফিয আল-মুনযিরী (মৃত ৬৫৬/১২৫৮) (র)। তিনি এর নামকরণ করেন, 'আল-মুজতাবা।[১৩০]

ইমাম সুয়ূতী (র) এ মুখতাসার গ্রন্থের একটি শরহ প্রণয়ন করেন এবং এর নাম রাখেন 'যাহরুর-রুবা 'আলা'ল-মুজতাবা' (زَهْرُ الرُّبَى عَلَى الْمُجْتَبَى)।

ইবনুল-কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ আল-হাম্বলী (মৃত ৭৫১ হিঃ/১৩৫০ খ্রীঃ) (র) মুনযিরী (র)-এর মুখতাসার গ্রন্থটিকে সুবিন্যস্ত করে সেটির একটি চমৎকার শরহ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি এতে উল্লেখ করেন যে, হাফিয মুনযিরী (র) তাঁর কৃত মুখতাসার গ্রন্থটিকে উত্তম পদ্ধতিতে সংকলন করেছেন। অতঃপর আমি এটিকে মূলের অনুরূপ রেখে আরও সজ্জিত করেছি। অবশ্য যে ত্রুটির ক্ষেত্রে তিনি নিশ্চুপ থেকে গিয়েছেন আমি সেখানে

১২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।
১২৯. আবূল-হাসান নদভী, তাকদীমু কিতাবী বাযলিল-মাজহূদ, পৃ. ১৫-১৬।
১৩০. কাশফুয্-যুনূন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০৪; তারিখুত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৪-২৯৫।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Islami-kitab.blogspot.com

অতিরিক্ত বক্তব্য সংযোজন করেছি। কেননা, তিনি সেটাকে পূর্ণতা দান করেননি। তবে এর হাদীসকে তাসহীহ করা এবং এর মতন সম্পর্কে আলোচনা করা কঠিন। ইবনুল-কায়্যিম (র) আরও বলেন, আমি কোন কোন স্থানে এমন বিস্তারিত আলোচনা করেছি সম্ভবতঃ প্রত্যক্ষকারী এটি ছাড়া অন্য কোন কিতাবে তা পাবে না।[১৩১]

ইব্ন কাসীর (র) তাঁর মুখতাসারু-'উলূমিল-হাদীস গ্রন্থে বলেন, আবূ দাউদ (র)-এর সুনান গ্রন্থটি অনেক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। এর কোন কোনটিতে এমন কিছু পাওয়া যায়, যা অপরটিতে নেই।[১৩২]

ইবনুল-জাওযী (র)-এর বিরূপ সমালোচনা এবং এর খণ্ডন

'আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) বলেন, সুনানু আবী দাউদ-এর নয়টি হাদীসকে ইবনুল জাওযী (র) মাওযূ বা জাল বলে অভিহিত করেছেন। 'আল্লামা সুয়ূতী (র) ইবনুল-জাওযী (র)-এর এ মন্তব্যকে সঠিক নয় বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর আল-কাওলুল হাসান ফিয্-যাব্বি আনিস্-সুনান এবং আত্-তা'আক্-কুবাত 'আলাল-মাওযূ'আত-এ ইবনুল-জাওযী (র)-এর এই বিরূপ সমালোচনার খণ্ডন করেন।[১৩৩]

ইমাম নববী (র) ইবনুল-জাওযী (র)-এর আল-মাওযূ'আত গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, এ গ্রন্থে এমন অনেক হাদীসকে জাল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে যেগুলোর মাওযূ' হওয়া সম্পর্কে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। হাফিয যাহাবী (র)-এর মতে, ইবনুল জাওযী (র) অনেক শক্তিশালী এবং হাসান হাদীসকে তাঁর আল-মাওযূ'আত-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সুনানু আবী দাউদ-এর নয়টি হাদীস সম্পর্কে ইবনুল-জাওযী (র)-এর এই সমালোচনা সঠিক নয়। ইমাম আবূ দাউদ (র) স্বয়ং মক্কাবাসীগণের নিকট তাঁর লিখিত চিঠিতে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর সুনান গ্রন্থে কোন মাতরূক হাদীস নেই। এ ছাড়া কোন হাদীস মুনকার বা অতি দূর্বল হলে তিনি সাথে সাথে তার উল্লেখ করেছেন।[134]

উপসংহার

হিজরী তৃতীয় শতাব্দী ছিল হাদীস সংকলনের স্বর্ণযুগ। ইমাম আবূ দাউদ (র) ছিলেন এ কালের এক যশস্বী হাদীস বিশারদ এবং সূক্ষ্ম হাদীস সমালোচক। তিনি লক্ষ লক্ষ হাদীস থেকে বাছাই করে তাঁর সুনান সংকলন করেছেন। ফিক্হ শাস্ত্রেও ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্ব। খোদাভীরুতা ও 'ইবাদতের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। রিজাল শাস্ত্র এবং হাদীসের দোষ-ত্রুটির জ্ঞান ছিল তাঁর অপরিসীম। তাঁর এ সকল প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর সুনান গ্রন্থের তরজুমাতুল-বাব সমূহে। বহু হাদীস বিশারদ এ গ্রন্থটির শরহ ও টীকা প্রণয়ন করেছেন। হাদীসবিদগণের দৃষ্টিতে তাঁর সুনান কিতাবটিতে আহকামের হাদীস সমূহের সন্নিবেশ ঘটেছে। ফলে এটি মুজতাহিদগণের জন্য এক অনন্য হাদীস গ্রন্থ।

---

১৩১. কাশফুয্-যুনূন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০৫; মিফতাহুস-সুন্নাহ, পৃ. ৮৬; আত্-তারীখুত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৪-২৯৫।

১৩২. ইবন কাসীর (র) বলেন,

اَلرِّوَايَاتُ عَنْ اَبِيْ دَاوُد بِكِتَابِهِ (السُّنَنِ) كَثِيْرَةٌ جِدًّا، وَيُوْجَدُ فِيْ بَعْضِهَا مِنَ الْكَلَامِ، بَلْ وَالْاَحَادِيْثُ، مَالَيْسَ فِيْ الْاُخْرٰى

দ্র. আল-বা'ইছুল-হাসীস শারহু ইখতিসারি 'উলূমিল-হাদীস, পৃ. ৫১।

১৩৩. মুহাদ্দিসীন-ই-'ইযাম, পৃ. ২০৮।

১৩৪. ইমাম আবূ দাউদ, রিসালাতু আবী দাউদ ইলা আহলি মাক্কাহ, পৃ. ২৫।

সপ্তম অধ্যায়

মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা আত্-তিরমিযী (র) ও তাঁর আল-জামি'

যে সকল প্রাতঃস্মরণীয় হাদীসবিদ তাঁদের প্রতিভাদীপ্ত জীবন এবং অবিস্মরণীয় অবদানের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ্র দিকনির্দেশক জ্যোতিষ্কের ন্যায় অনুকরণীয়, আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন হাদীসের হাফিয, বিশ্বস্ত রাবী, খ্যাতনামা সমালোচক, তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি সম্পন্ন, হাদীসের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অভিজ্ঞ, ফিক্হ শাস্ত্রবিদ এবং বিভিন্ন মাযহাবের মতামত সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। তিনি হাদীস আহরণে তৎকালীন যুগের হাদীস সমৃদ্ধস্থান সমূহ পরিভ্রমণ করে হাদীসের বিরাট সম্ভার গড়ে তোলেন। যুগ শ্রেষ্ঠ হাদীসবিদগণ ছিলেন তাঁর শায়খ। ইমাম বুখারী (র) থেকে তিনি যেমন উপকৃত হন ইমাম বুখারী (র)ও তাঁর থেকে উপকৃত হন। হাদীস শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখায় তাঁর ক্ষুরধার লিখনী পরিচালিত হয় এবং তাঁর এসব সংকলনে হাদীস শাস্ত্র সমৃদ্ধ হয়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন অতি উচ্চমানের 'আবিদ ও যাহিদ। তাঁর জীবন ও কর্ম আত্মার জন্যে এক অনুপম আদর্শ। তাঁর রচিত আল-জামি' সকল স্তরের পাঠকের জন্য এক অতি কল্যাণকর ও সহজবোধ্য গ্রন্থ। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থও অতি প্রসিদ্ধ ও হিতসাধনকারী।

নাম ও বংশ পরিচয়

ইমাম তিরমিযী (র)-এর প্রকৃত নাম মুহাম্মদ। কুনিয়াত আবূ 'ঈসা। তাঁর পিতার নাম 'ঈসা। তাঁর বংশ পরিক্রমা হল, মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা ইব্ন সাওরাহ্[১] ইব্ন মূসা ইব্ন দাহ্হাক।[২] কেউ কেউ দাহ্হাক নামের স্থলে শাদ্দাদ নাম উল্লেখ করেছেন।[৩] কারও কারও মতে তাঁর বংশ পরিক্রমা হল, মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন সাওরাহ ইব্ন আস্-সাকানী[৪] আস্-সুলামী[৫] আত্-তিরমিযী আল-বুগী।[৬]

জন্ম ও জন্মস্থান

ইমাম তিরমিযী (র) ২০৯ হিজরী মোতাবেক ৮২৪ খ্রীস্টাব্দে 'তিরমিয' শহরের 'বুগ' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।[৭] কারও কারও মতে তিনি ২০০ হিজরী সালে জন্মগ্রহণ

---

১. سَوْرَة শব্দের (س) বর্ণ যবর (و) বর্ণে সুকূন এবং শেষে (ة) বর্ণ।

২. ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭৮; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১৩শ, পৃ. ২৭০; হাফিয আল-মিয্যী, তাহযীবুল-কামাল, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ১৩৩।

৩. ইব্ন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান্-নিহায়াহ, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৫২।

৪. তাহযীবুল-কামাল, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ১৩৩; সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭০।

৫. বানী সুলাইমের প্রতি নিসবত করে তাঁকে আস্-সুলামী বলা হয়।

৬. ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭৮; সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭০; তাহযীবুল-কামাল, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ১৩৩; শামসুদ্দীন আয্-যাহানী, তাযকিরাতুল-হুফ্ফায, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩২; ইব্ন হাজার 'আসকালানী, তাহযীবুত্-তাহযীব, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৪; আল-বিদায়াহ ওয়ান্-নিহায়াহ, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৫২; ইবনুল-'ইমাদ, শাযারাতুয্-যাহাব, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৪; Dr. Muhammad Zubayr Siddiqi, Hadith Literature, P-107; The Encyclopaedia of Islam, V-6, P-796; T. P. Hughes, Dictionary of Islam, P-634; The New Encyclopaedia Britannica, Vol-22, P-795

৭. খায়রুদ্দীন আয্-যিরাকলী, আল-আ'লাম, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩২২

Sunnipedia.blogspot.com ★ Islami-kitab.blogspot.com

করেন।[৮] শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র) বলেন,[৯] وُلِدَ حُدُوْدَ سَنَةِ عَشْرٍ وَمِئَتَيْنِ -'তিনি দু'শত দশ হিজরী সালের কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করেন।

ফু'আদ সিযগীন এর মতে[১০]

وَلِدَ سَنَةَ ٢١٠هـ/٨٢٥م فِيْ بُوْغٍ مِنْ أَعْمَالِ تِرْمِذْ عَلىٰ نَهْرِ جَيْحُوْن

-'তিনি ২১০ হিজরী মোতাবেক ৮২৫ খ্রীস্টাব্দে 'জায়হূন' নদীর তীরে তিরমিযের অন্তর্গত 'বুগ' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।'

ড. মুহাম্মদ জোবায়র সিদ্দীকী বলেন,[১১] Abu Isa Muhammad b. Isa was born at Mecca in the year 206/821.

'বুগ' হচ্ছে 'তিরমিয' শহরের একটি গ্রাম। 'বুগ' 'তিরমিয' থেকে ছয় ফারসখ দূরে অবস্থিত।[১২] এটি খুরাসানের অন্তর্গত। এর দিকে নিসবত করে তাঁকে বুগী বলা হয়। 'আল্লামা সাম'আনী (র) (মৃত ৫৬২ হিজরী) তাঁর সম্পর্কে বলেন,[১৩]

بُوْغ: إِمَّا إِنَّهُ كَانَ أَهْلَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ، أَوْ سَكَنَ هٰذِهِ الْقَرْيَةَ إِلىٰ حِيْنِ وَفَاتِهِ

-'তিনি হয়ত বুগ শহরের আদি অধিবাসী ছিলেন অথবা তিনি এ শহরে এসে নিবাস স্থাপন করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন।'

ইমাম তিরমিযী (র)-এর দাদা মারুযের অধিবাসী ছিলেন। লায়ছ ইব্ন ইয়াসারের শাসনামলে তিনি তিরমিয শহরে এসে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। কিন্তু 'আল্লামা রিফা'ঈ (র)-এর মতে তাঁর পূর্ব পুরুষগণ ছিলেন মার্ভের অধিবাসী। তিরমিয শহর জায়হূন নদীর তীরে অবস্থিত। এটি উত্তর ইরানের খুরাসানে অবস্থিত। তিরমিয স্থানের সাথে সম্পর্কিত করে তাঁকে তিরমিযী বলা হয়ে থাকে। 'আল্লামা সাম'আনী (র) (মৃত ৫৬২ হিজরী) তিরমিয সম্পর্কে বলেন,[১৪]

هٰذِهِ النِّسْبَةُ إِلىٰ مَدِيْنَةٍ قَدِيْمَةٍ عَلىٰ طَرْفِ نَهْرِ بَلْخٍ الَّذِىْ يُقَالُ لَهُ جَيْحُوْن. وَالتِّرْمِذِى بَعْضُهُمْ يَقُوْلُ بِكَسْرِهَا. وَالْمُتَدَاوَلُ عَلىٰ لِسَانِ أَهْلِ تِلْكَ الْمَدِيْنَةِ بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِ الْمِيْمِ. وَالَّذِىْ كُنَّا نَعْرِفُهُ قَدِيْمًا كَسْرَ التَّاءِ وَالْمِيْمِ جَمِيْعًا.

-'বালখ নহরের কূলে অবস্থিত একটি প্রাচীন শহরের প্রতি নিসবত করে তাঁকে তিরমিযী বলা হয়। এ নহরটিকে জায়হূন নামেও অভিহিত করা হয়। কারও কারও মতে তিরমিযী

৮. 'আব্দুল-'আযীয আল-খাওলী, মিফতাহুস্-সুন্নাহ, পৃ. ৯৪।
৯. সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭১।
১০. ফুআদ সিযগীন, তারিখুত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৯।
১১. Dr. Muhammad Zubayar Siddiqi, Hadith Literature, P- 107.
১২. ইয়াকূত আল-হামাভী, মু'জামুল-বুলদান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০২; ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭৮; আস্-সাম'আনী বলেন,

الْبُوْغِيّ: بِضَمِّ الْبَاءِ الْمُوَحِّدَةِ وَسُكُوْنِ الْوَاوِ وَفِيْ آخِرِهَا الْغَيْنُ الْمُعْجَمَةُ، هٰذِهِ النِّسْبَةُ إِلىٰ بُوْغٍ وَهِيَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرىٰ التِّرْمِذْ عَلىٰ سِتَّةِ فَرَاسِخَ، مِنْهَا أَبُوْ عِيْسىٰ مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسىٰ بن سَوْرَةَ بن شَدَّاد.

দ্র. আল-আনসাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৫।
১৩. আল-আনসাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৯।
১৪. পূর্বোক্ত।

শব্দের ت. এ কাসরাহ রয়েছে। ঐ শহরের অধিবাসীদের যবানে ت. অক্ষরে ফাতহা এবং ميم অক্ষরে কাসরা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে আমরা দীর্ঘকাল থেকে ت. এবং ميم উভয়টিতেই কাসরা বলেই জানি।' এ সম্পর্কে ইয়াকূত আল-হামাভী (র) বলেন,[১৫]

مَدِيْنَةٌ مَشْهُوْرَةٌ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُدُنِ، رَاكِبَةٌ عَلىٰ نَهْرِ جَيْحُوْن مِنْ جَانِبِهِ الشَّرْقِيِّ، مُتَّصِلَةُ الْعَمَلِ بِالصَّغَانِيَانِ، وَلَهَا قُهُنْدُزٌ وَرَبَضٌ، يُحِيْطُ بِهَا سُوْرٌ، وَأَسْوَاقُهَا مَفْرُوْشَةٌ بِالْآجُرِّ، وَلَهُمْ شِرْبٌ يَجْرِيْ مِنَ الصَّغَانِيَانِ، لِأَنَّ جَيْحُوْن يَسْتَقِلُّ عَنْ شِرْبِ قُرَاهُم.

বাল্যকাল ও শিক্ষা সফর

ইমাম তিরমিযী (র) (২০৯-২৭৯ হিজরী)-এর সময় কালে মুসলিম বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিশেষ করে হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছিল। বিশেষতঃ খুরাসান, মাওয়ারা উন্-নাহার প্রভৃতি এলাকা হাদীস শিক্ষা ও চর্চা কেন্দ্রে পরিণত হয়। ইমাম বুখারী (র)-এর ন্যায় স্বনামধন্য মুহাদ্দিস এ অঞ্চলে হাদীস চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। ইমাম তিরমিযী (র) জ্ঞান লাভ করার পর থেকেই হাদীসের এ পরিবেশ প্রত্যক্ষ করতে থাকেন।[১৬] ইমাম তিরমিযী (র) বাল্যকাল সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। বিশেষতঃ শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত করেন নিজ গ্রামে। প্রাথমিক শিক্ষাও নিজ গৃহেই সমাপ্ত করেন।[১৭] বয়স বৃদ্ধি হওয়ার সাথে সাথে তিনি হাদীস ও ফিকহ এর প্রতি অতিমাত্রায় অনুরক্ত হয়ে পড়েন। আর এ সময়টি ছিল হাদীস বিশারদগণের হাদীস চর্চার যুগ। অন্যান্য মুহাদ্দীসের ন্যায় ইমাম তিরমিযী (র)ও হাদীস চর্চার প্রতি আত্মনিয়োগ করেন। ইতোমধ্যে ইমাম বুখারী (র), ইমাম মুসলিম (র) ও ইমাম আবূ দাউদ (র)-এর ন্যায় যুগান্তকারী মুহাদ্দিসের আবির্ভাব ঘটে। বিশেষতঃ ইমাম বুখারী (র)-এর হাদীস শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ইমাম তিরমিযী (র)-কে অনুপ্রাণিত করে। 'ইলমে হাদীসে গভীর জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যেই তিনি মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল ও দেশ সফর করে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস অধ্যয়ন ও সংগ্রহ করেন। এ সম্পর্কে ইব্ন খাল্লিকান (মৃত ৬৮১ হিজরী) বলেন,[১৮]

وَارْتَحَلَ، وَطَافَ الْبِلَادَ، وَسَمِعَ خَلْقًا كَثِيْرًا مِنَ الْخُرَاسَانِيِّيْنَ وَالْحَرَمِيِّيْنَ وَالْعِرَاقِيِّيْنَ وَالْحِجَازِيِّيْن، وَلَمْ يَرْتَحِلْ إِلىٰ مِصْرَ وَالشَّام.

-'ইমাম তিরমিযী (র) বহু দেশ পরিভ্রমণ করেন এবং খুরাসান, হারামাইন, 'ইরাক, হিজায-এর বহু সংখ্যক হাদীসবিদ-এর নিকট থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তিনি মিসর ও সিরিয়া ভ্রমণ করেননি।'

১৫. মু'জামুল-বুলদান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১।
১৬. মুহাদ্দিসীনে 'ইযাম, পৃ. ১৭৬; তারাজিমুল-মুহাদ্দিসীন, পৃ. ১২০।
১৭. তারাজিমুল-মুহাদ্দিসীন, পৃ. ১২০।
১৮. ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৩; ইব্ন কাসীর, জামিউল-মাসানীদ ওয়াস্-সুনান, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ১০৯।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Islami-kitab.blogspot.com

রিজাল শাস্ত্রবিদগণ বলেন,[১৯]

وَارْتَحَلَ فَسَمِعَ بِخُرَاسَانَ وَالْعِرَاقِ وَالْحَرَمَيْنِ، وَلَمْ يَرْحَلْ إِلَى مِصْرَ وَالشَّامِ، وَهُوَ تِلْمِيْذُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ الْبُخَارِيِّ، وَشَارَكَهُ فِيْ بَعْضِ شُيُوْخِهِ، وَكَانَ ضَرِيْرًا وَقِيْلَ وُلِدَ أَكْمَهَ.

-'তিনি হাদীস অন্বেষণে অনেক দেশ ভ্রমণ করেন। অনন্তর তিনি খুরাসান, 'ইরাক এবং মক্কা-মদীনা সফর করেন। তিনি মিসর ও সিরিয়ায় গমন করেননি। তিনি ছিলেন মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈলের শিষ্য। তিনি ইমাম বুখারীর (র) কোন কোন শায়খ থেকে হাদীস শ্রবণে তার সাথী ছিলেন। তিনি ছিলেন চক্ষু জ্যোতিহীন। কারও কারও মতে তিনি ছিলেন জন্মান্ধ।'

ড. মুহাম্মদ জোবায়র সিদ্দীকী বলেন,[২০] He travelled a good deal in order to learn traditions, visited the various centres of Islamic learning in Arabia, Mesopotamia, Persia and Kurashan. and associated with the eminent traditionists of his time e.g. al-Bukhari, Muslim, Abu Daud and others.

শিক্ষকবৃন্দ

ইমাম তিরমিযী (র) ছিলেন হাদীসের একজন ইমাম, বিশ্বস্ত রাবী এবং হুজ্জাহ। তিনি বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে অসংখ্য শিক্ষকের নিকট শিক্ষা অর্জণ করেন। শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র) (মৃত ৭৪৮ হিজরী) তাঁর শিক্ষকগণের একটি তালিকা উল্লেখ করেছেন। তা এই, কুতায়বাহ ইবন সা'ঈদ, ইসকাহ ইবন রাইওয়াহ, মুহাম্মদ ইবন 'আমর আস্-সাওয়াক আল-বালখী, মাহমূদ ইবন গীরান, ইসমা'ঈল ইবন মূসা আল-ফাযারী, আহমদ ইবন মানী', আবূ মূসা আয্-যুহরী, বিশর ইবন মু'আয আল-'আকাদী, হাসান ইবন আহমদ ইবন আবূ শু'য়াব, আবী 'আম্মার আল-হুসাইন, মু'আম্মার 'আব্দুল্লাহ ইবন মু'আবিয়া, 'আব্দুল জাব্বার ইবন আলা, আবী কুরায়ব, 'আলী ইবন হাজর, 'আলী ইবন সা'ঈদ ইবন মাসরূক, 'আমর ইবন 'আলী, 'ইমরান ইবন মূসা, মুহাম্মদ ইবন আবান, মুহাম্মদ ইবন হুমায় আর্-রাযী, মুহাম্মদ ইবন 'আব্দিল-মালিক, মুহাম্মদ ইবন ইয়াহইয়া, নাসর ইবন 'আলী, হারুন আল-হাম্মল, হান্নাদ ইবন আস্-সারী, ওয়ালিদ ইবন শুজা', ইয়াহইয়া ইবন 'আকসার, ইয়াহইয়া ইবন হাবীব, ইয়াহইয়া ইবন দুরুস্ত, ইয়াহইয়া ইবন তালহা, ইউসুফ ইবন হাম্মাদ, ইসহাক ইবন মূসা, ইবরাহীম ইবন 'আব্দিল্লাহ, সুওয়াদ ইবন নাস আল-মারওয়াযী।[২১]

এছাড়া মুসলিম ইবনুল-হাজ্জাজ (র) (মৃত ২৬১ হিজরী), ইমাম আবূ দাউদ সিজিস্তানী (র) (মৃত ২৭৫ হিজরী), মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার, আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবন সা'ঈদ, সা'ঈদ ইবন 'আব্দির রহমান, সালেহ ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন যাকওয়ান এবং আবূ সুফিয়ান ইবন ওয়াকী' (র) প্রমুখ থেকেও তিনি হাদীস গ্রহণ করেন।

তিনি ইমাম বুখারী (র) থেকে হাদীস অর্জন করেন। ফলে ইমাম বুখারী (র) থেকে অধিক হাদীস শিক্ষা করার সুযোগ তাঁর হয়েছিল।[২২] ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল বুখারী (র) ইমাম তিরমিযী (র)-এর শায়খ হলেও ইমাম বুখারী (র) যে ইমাম তিরমিযী

১৯. তাহযীবুল-কামাল, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ১৩৪; তাহযীবুত্-তাহযীব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৪; তাবাকাতুল-হুফ্ফায, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮২; সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১৩ শ খণ্ড, পৃ. ২৭১; আল-ইয়াফি'ঈ, মিরআতুল-জিনান, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৪ ; The Encyclopaedia of Islam গ্রন্থে বলা হয়েছে, Of his life very a little is known. It is said that he was born but also, that he lost his eyesight in his later years.
Cf. The Encyclopaedia of Islam, Vol. 6, P.796-797.

২০. Dr. Muhammad Zubayar Siddiqi, Hadith Literature, P- 107.

২১. সিয়ারু আ'লামি'ন্-নুবালা, ১৩ শ খণ্ড, পৃ. ২৭১.

২২. বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, পৃ. ২৮৯; মুহাদ্দিসীন-ই ইযাম, পৃ. ১৬৭।

(র)-এর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন তা তিনি নিজের যবানেই উল্লেখ করেছেন। ইমম বুখারী (র) নিজেই বলেন,[২৩] إِنْتَفَعْتُ بِكَ أَكْثَرُ مِمَّا إِنْتَفَعْتَ بِيْ -'আপনি (তিরমিযী) আমার দ্বারা যতটুকু উপকৃত হয়েছেন আমি আপনার দ্বারা তার চাইতেও বেশি উপকৃত হয়েছি।' ইমাম বুখারী (র) কিছু হাদীস ইমাম তিরমিযী (র)-এর নিকট থেকে রেওয়ায়াত করেছেন।[২৪]

শিষ্যবৃন্দ

ইমাম তিরমিযী (র) ছিলেন তাঁর যুগের একজন প্রথিতযশা মুহাদ্দিস। ফলে দূর-দুরান্ত থেকে বহু হাদীস অনুরাগী ইমাম তিরমিযী (র)-এর নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য আগমন করেন। ইমাম বুখারী (র)-এর ইন্তিকালের পর খুরাসানে তাঁর সমকক্ষ আর কোন হাদীস বিশারদ ছিলেন না। এজন্য খুরাসান, তুর্কিস্তান এবং ইসলামী দুনিয়ার অন্যান্য অঞ্চল থেকে অসংখ্য ছাত্র তাঁর দরবারে হাদীস শিক্ষা লাভের জন্য দলে দলে হাজির হতে থাকেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ছাত্র নিম্নরূপ,

আবূ বকর আহমদ ইবন ইসমা'ঈল ইবন 'আমের, আবূ হামেদ আহমদ ইবন মিরওয়াযী (র), আহমদ ইবন 'আলী আল-মিকরী, আহমদ ইবন ইউসুফ আন্-নাসাফী, আবূ হারেস আসাদ ইবন হামদাওয়াহ, হুসাইন ইবন ইউসুফ, হাম্মাদ ইবন শাকির, দাউদ ইবন নাসর ইবন সুহাইল, রবী' ইবন হায়য়ান, 'আব্দুল্লাহ ইবন নাসর ইবন সুহাইল', 'আবদ ইবন মুহাম্মদ ইবন মাহমূদ আন্-নাসাফী, আবুল-হাসান 'আলী ইবন 'ওমর ইবন আত্-তাকী ইবন কুলসুম আস্-সমরকান্দী, ফাদল ইবন 'আম্মার, আবুল-'আব্বাস মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন মাহবূব আল-মাহবূবী, আবূ জা'ফর মুহাম্মদ ইবন সুফইয়ান ইবনুন্-নাদর সা'ঈদ, মাহমূদ ইবন আনবার আন্-নাসাফী, আবুল-ফদল আল-মুসাবিহ ইবন আবূ মূসা, আবূ মুতী' মাহকুল ইবনুল-ফাদল আন্-নাসাফী, মাক্কী ইবন নূহ আন্-নাসাফী আল-মুকরী, নাসর ইবন মুহাম্মদ ইবন সাবরাহ আশ্-শায়রাকসী এবং আরোও অনেকে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।[২৫]

প্রখর স্মৃতিশক্তি

ইমাম তিরমিযী (র) প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। 'আল্লামা শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র) (মৃত ৭৪৮ হিজরী) এ সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। ঘটনাটি এই,

-'ইমাম তিরমিযী (র) জনৈক শায়খের হাদীসের দু'টি জুয কোন এক শায়খের মাধ্যমে লাভ করেন। ঘটনাক্রমে উক্ত শায়খের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তাঁর কাছ থেকে সরাসরি উক্ত হাদীসগুলো শুনার মনস্থ করলেন। তিনি তাঁর শায়খকে হাদীসগুলো শোনানোর জন্য নিবেদন করলে শায়খ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজী হন এবং হাদীসের লিপিবদ্ধ কপিদ্বয় নিয়ে আসার জন্য বলেন। ইমাম তিরমিযী (র) সে গুলো অনেক খুঁজাখুঁজি করে পেলেন না। তিনি বুঝতে পারলেন যে, ভুলবশতঃ ওগুলো বাড়ীতে রয়ে গেছে। ইমাম তিরমিযী (র) অগত্যা সাদা কাগজ হাতে নিয়ে এমন ভান করলেন যেন শায়খ যে হাদীসগুলো পড়ছেন তিনি সেগুলো তার লিখিত কপির সাথে মিলিয়ে নিচ্ছেন। হঠাৎ সাদা কাগজের উপর শায়খের দৃষ্টি পড়তেই তিনি রেগে বললেন, তুমি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছ? শায়খের ধমক শুনে ইমাম তিরমিযী (র) তাঁর নিকট ঘটনা খুলে বললেন এবং তিনি আরও বলেন, আপনি এখন পর্যন্ত যে সব হাদীস পড়েছেন তার সবগুলোই আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। শায়খের সন্দেহ দূর করার জন্য তিনি নতুন আরও কিছু হাদীস শুনানোর নিবেদন করলেন। শায়খ তখন আরও দুস্প্রাপ্য চল্লিশটি হাদীস

২৩. তাহযীবুত্-তাহযীব, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৫।

২৪. তদেব।

২৫. তাহযীবুল-কামাল, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ১৩৪।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Islami-kitab.blogspot.com

ইমাম তিরমিযী (র)-কে শুনিয়ে দিলেন। এতে শায়খ-এর বিশ্বাস হল এবং চমৎকৃত হয়ে মন্তব্য করলেন, "আমি আপনার মত স্মৃতিশক্তির অধিকারী আর কাউকে দেখিনি।"[২৬]

ড. মুহাম্মদ জোবায়র সিদ্দীকী বলেন,[২৭] Abu Isa possessed an extremely sharp and retentive memory which was severely tested many times. In order to test this, he recited forty other traditions and asked al- Tirmidhi to reproduced them. al-Tirmidhi at once repeated what he had heard from his teacher, who was now convinced of the truth of his statement, and was impressed by his unfailing memory.

মাযহাব

ইমাম তিরমিযী (র) কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। সিহাহ সিত্তাহর অন্যান্য ইমামগণের মাযহাব সম্পর্কে যেমন মতভেদ রয়েছে, ইমাম তিরমিযী (র)-এর মাযহাবের ব্যাপারেও তেমন মতভেদ রয়েছে। বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারী 'আলিমগণ প্রখ্যাত হাদীস বিশারদগণকে এক এক মাযহাবের অনুসারী বলে উল্লেখ করেন। আনওয়ার শাহ কাশমিরী (র) (মৃত ১৩৫২/১৯৩৩) বলেন, ইমাম তিরমিযী (র) শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তিনি বলেন,[২৮]

وَأَمَّا التِّرْمِذِيْ فَهُوَ شَافِعِيُّ الْمَذْهَب لم يخالفه طرحة إلا فِيْ مَسْئَلَة الأَبْرد

-'ইমাম তিরমিযী (র) ছিলেন শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী। কেননা তিনি যোহরের নামায বিলম্বে পড়ার মাস'আলা ব্যতীত ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর বিপরীত মত পোষণ করেননি।'

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র) (মৃত ১১৭৬ হিজরী)-এর মতে,

وَأَمَّا أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيْ فَهُمَا مُجْتَهِدَانِ مُنْتَسِبان إِلَى أَحْمَدَ وَإِسْحَاق

-'ইমাম আবূ দাউদ (র) এবং ইমাম তিরমিযী (র) ছিলেন মুজতাহিদ। তাঁদেরকে ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র)ও ইমাম ইসহাক (র)-এর প্রতি সম্পর্কযুক্ত করা হয়।'

---

২৬. শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী, তাযকিরাতুল-হুফ্‌ফায, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩৪-৬৩৫; ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী (র) (মৃত ৮৫২ হিজরী) ইদরীস (র)-এর বরাত দিয়ে বলেন,

قَالَ الإِدْرِيْسِي: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ الحرثِ الْمَرْوَزِيَّ الْفَقِيْه يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَبَا دَاوُدَ الْمَرْوَزِيَّ يَقُوْلُوا: سَمِعْتُ أَبَا عِيْسَى مُحَمَّدَ بْنَ عِيْسَى الْحَافِظَ يَقُوْلُ: كُنْتُ فِيْ طَرِيْقِ مَكَّةَ، وَكُنْتُ قَدْ كَتَبْتُ جُزْأَيْنِ مِنْ أَحَادِيْثِ شَيْخٍ، فَمَرَّ بِنَا ذٰلِكَ الشَّيْخُ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ؟ فَقَالُوْا: فُلَانٌ، فَذَهَبْتُ إِلَيْهِ وأنا أَظُنُّ أَنَّ الْجُزْأَيْنِ مَعِيْ، وَحَمَلْتُ مَعِيْ فِيْ مَحْمَلِيْ جُزْأَيْنِ كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّهُمَا الْجُزْءان لَهُ، فَلَمَّا ظَفَرْتُ به وَسَأَلْتُهُ أَجَابَنِيْ إِلى ذٰلِكَ، أَخَذْتُ الْجُزْأَيْنِ فَإِذَا هُمَا بَيَاضٌ، فَتَحَيَّرْتُ، فَجَعَلَ الشَّيْخُ يَقْرَأ عَلَيَّ مِن حِفْظِه ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ، فَرَأَى الْبَيَاضَ فِيْ يَدِي، فَقَالَ: أَمَا تَسْتَحْيِيْ مِنِّيْ؟ قُلْتُ: لَا، وَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ وَقُلْتُ: أَحْفَظُهُ، فَقَالَ: إِقْرَأْ، فَقَرَأْتُ جَمِيْعَ مَا قَرَأَ عَلَيَّ عَلى الْوِلَاءِ، فَلَمْ يُصَدِّقْنِيْ، وَقَالَ: استظهرت قَبْل: أَنْ تَجِيءَ! فَقُلْتُ: حَدِّثْنِيْ بِغَيْرِهِ، فَقَرَأَ عَلَيَّ أَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا مِنْ غَرَائِبِ حَدِيْثِه، ثُمَّ قَالَ: هَاتِ إِقْرَأْ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ مِن أَوَّلِه إِلى آخِرِه كَمَا قَرَأَ، فَمَا أَخْطَأْتُ فِيْ حَرْفٍ فَقَالَ لِيْ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَكَ!!.

দ্র. ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী, তাহযীবুত্‌-তাহযীব, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৫।

২৭. Dr. Muhammad Zubayar Siddiqi, Hadith Literature, P- 107-108.

২৮. আনওয়ার শাহ্ কাশমিরী, ফায়যুল-বারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৮।

কৃতপক্ষে সিহাহ্ সিত্তার সকল ইমামগণ কোন মুজতাহিদের মুকাল্লিদ ছিলেন না। তাঁরা হাদীস থেকে ফিকহী মাস'আলা ইস্তিম্বাত করেছেন। তাঁদের ইস্তিম্বাতকৃত মাস'আলা কোন মাযহাবের ইমামের মতামতের সাথে সংগতিপূর্ণ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এর দ্বারা তাঁদেরকে কোন একটি বিশেষ মাযহাবের সাথে সম্পৃক্ত করা সমীচীন নয়। ইমাম তিরমিযী (র) যে, একজন মুজতাহিদ ছিলেন তা তার গ্রন্থ পাঠ করলেই অতি সহজে বুঝা যায়। তিনি তাঁর গ্রন্থে হাদীস থেকে ইজতিহাদের মাধ্যমে আহ্‌কাম ইস্তিম্বাত করেছেন। তিনি তাঁর নিজস্ব কতিপয় পারিভাষাও প্রয়োগ করেছেন।

ইমাম তিরমিযী (র) সম্পর্কে মনীষীগণের অভিমত

১. শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী (র) (মৃত ৭৪৮ হিজরী) মীযানুল-ই'তিদাল গ্রন্থে বলেন,[২৯]

الْحَافِظُ الْعَالِمُ، صَاحِبُ الْجَامِعِ، ثِقَةٌ، مُجْمَعٌ عَلَيْهِ

-'তিনি ছিলেন হাফিয, 'আলিম, জামি' গ্রন্থের সংকলক সিকাহ্ এবং তাঁর বিশ্বস্ততার ব্যাপারে সকলেই একমত।'

২. আবূ ইয়া'লা আল-খালীলী (র) বলেন,[৩০] ثِقَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، مَشْهُوْرٌ بِالْأَمَانَةِ وَالْعِلْمِ

-'তিনি ছিলেন সকলের মতে সিকাহ্। আমানতদারী এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে ছিলেন প্রসিদ্ধ।'

৩. ইব্‌ন হিব্বান (র) বলেন,[৩১] كَانَ أَبُوْعِيْسَى مِمَّنْ جَمَعَ، وَصَنَّفَ، وَحَفِظَ، وَذَاكَرَ

-'আবূ 'ঈসা ছিলেন হাদীস মুখস্থকারী, সংগ্রহকারী ও সংকলনকারীগণের মধ্যে অন্যতম।'

৪. আস্‌-সাম'আনী (মৃত ৫৬২ হিজরী) বলেন,[৩২]

إِمَامُ عَصْرِهِ بِلَا مُدَافَعَةٍ صَاحِبُ التَّصَانِيْفُ

-'তিনি স্বীয় যুগের অবিসংবাদিত ইমাম এবং গ্রন্থাবলীর সংকলক ছিলেন।'

৫. ইব্‌ন কাসীর (র) (মৃত ৭৭৪ হিজরী) বলেন,[৩৩] أَحَدُ أَئِمَّةِ هَذَا الشَّأْنِ فِيْ زَمَانِهِ

-'তিনি স্বীয় যুগের আইম্মাগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।'

৬. শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী (র) (মৃত ৭৪৮ হিজরী) সিয়ারু আ'লামিন্‌-নুবালা গ্রন্থে বলেন,[৩৪] الْحَافِظُ، الْمُحَدِّثُ، الْمُؤَرِّخُ، الْفَقِيْهُ، الْإِمَامُ، الْبَارِعُ

-'তিনি ইমাম, হাফিয, মুহাদ্দিস, ঐতিহাসিক, ফকীহ ও অন্যান্য বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন।'

---

২৯. শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী, মীযানুল-ই'তিদাল, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৭৮।

৩০. জামি'উল-মাসানীদ, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ১০৯।

৩১. তাহযীবুল-কামাল, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ১৩৪; তাহযীবুত্‌-তাহযীব, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৪; সিয়ারু আ'লামিন্‌-নুবালা, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭৩।

৩২. আল-আনসাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৫।

৩৩. আল-বিদায়াহ ওয়ান্‌-নিহায়া, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৫২।

৩৪. সিয়ারু আ'লামিন্‌-নুবালা, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭৩।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Islami-kitab.blogspot.com

৭. ইয়াকূত আল-হামাভী (র) (মৃত ৬২৬ হিজরী) বলেন,[৩৫]

إِمَامُ عَصْرِهِ صَاحِبُ كِتَابِ الصَّحِيْحِ

-'তিনি স্বীয় যুগের ইমাম ছিলেন। তিনি কিতাবুস্-সহীহ গ্রন্থের লিখক।'

৮. ইবনুল-'ইমাদ (মৃত ১০৫৭ হিজরী) বলেন,[৩৬]

كَانَ مُبَرِّزاً عَلَى الأَقْرَانِ، آيَةً فِي الْحِفْظِ وَالإِتْقَانِ

-'তিনি ছিলেন তাঁর সমকালীন হাদীসবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং হিফ্য ও বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে এক বিরল নিদর্শন।'

৯. হাকিম আন্-নায়সাপূরী (র) বলেন,[৩৭]

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَلَّكٍ يَقُوْلُ: مَاتَ الْبُخَارِيُّ فَلَمْ يُخَلِّفْ بِخُرَاسَانَ مِثْلَ أَبِيْ عِيْسَى فِي الْعِلْمِ وَالْحِفْظِ وَالْوَرَعِ وَالزُّهْدِ، بَكَى حَتَّى عَمِيَ وَبَقِيَ ضَرِيْراً سِنِيْنَ.

-'হাকিম 'ওমর ইবন 'আলাক থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইমাম বুখারী (র) তাঁর ইন্তিকালের পর খুরাসানে জ্ঞান, পরহেযগারী এবং দুনিয়া বিমুখতার ক্ষেত্রে আবূ 'ঈসা (র)-এর অনুরূপ আর কাউকে রেখে যাননি। তিনি অধিক কান্নার জন্য অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং কয়েক বছর পর্যন্ত অন্ধাবস্থায় জীবন যাপন করেন।'

১০. তাশ কুবরা যাদাহ বলেন,[৩৮]

وَهُوَ أَحَدُ الْعُلَمَاءِ الْحُفَّاظِ الأَعْلَامِ، وَلَهُ فِي الْفِقْهِ صَالِحَةٌ، أَخَذَ الْحَدِيْثَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الأَئِمَّةِ، وَلَقِيَ الصَّدْرَ الأَوَّلَ مِنَ الْمَشَائِخِ

-'তিনি উল্লেখযোগ্য 'আলিম ও হাফিযগণের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। ফিকহের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি হাদীসের একদল ইমাম থেকে হাদীস গ্রহণ করেন এবং হাদীসের শায়খগণের প্রথম স্তরের সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেন।'

১১. হাফিয আল-মিয্যী (র) (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন,[৩৯]

أَحَدُ الأَئِمَّةِ الْحُفَّاظِ الْمُبَرِّزِيْنَ، وَمَنْ نَفَعَ اللهُ بِهِ الْمُسْلِمِيْنَ

-'তিনি ছিলেন উল্লেখযোগ্য হাফিযগণের মধ্যে অন্যতম এবং এমন এক ব্যক্তি, যার মাধ্যমে আল্লাহ মুসলমানগণকে উপকৃত করেছেন।'

রচনাবলী

ইমাম তিরমিযী (র) কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন। যে সকল গ্রন্থের জন্য তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, আল-জামি', কিতাবুল আসমা ওয়াল-কুনা, শামায়িলুত্-তিরমিযী, তাসমিয়াতু আসহাবি রাসূলিল্লাহ (স), কিতাবুন্-নাওয়াদিরি রাসূলিল্লাহ (স), তারীখ ও কিতাবুয্-যুহ্দ।[৪০]

৩৫. মু'জামুল-বুলদান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩৪।
৩৬. শাযারাতুয্-যাহাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৪।
৩৭. তাযকিরাতুল-হুফফায, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪; সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭৩।
৩৮. তাশ-কুবরা, মিফতাহুস্-সা'আদাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২২।
৩৯. তাহযীবুল্-কামাল, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ১৩৩।
৪০. ইবন নাদীম, আল-ফিহরিস্ত, পৃ. ২৩৩; আল-আনসাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৯; ইবন খাল্লিকান (র) অনুরূপ মন্তব্য করেছেন, أحد الأئمة الذين يقتدي بهم في علم الحديث، صنّف كتاب "الجامع" والعلل تصنيف رجل متقن.
দ্র. ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৩।

আল্লামা ইদরীস বলেন,[৪১]

كَانَ التِّرْمِذِي أَحَدَ الأئمة الذين يقتدي بهم فِيْ عِلْمِ الْحَدِيْثِ صَنَّفَ الْجَامِعَ وَالتَّوارِيْخَ وَالْعِلَلَ تَصْنِيْف رَجُل عَالِمٍ مُتْقِنٍ، كَانَ يُضْرَبُ بِه الْمَثَلُ فِيْ الْحفظ.

'হাদীস শাস্ত্রে যে সকল ইমামদের অনুসরণ করা হয়ে থাকে তিরমিযী (র) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি একজন সুপ্রতিষ্ঠিত 'আলিম ব্যক্তির ন্যায় আল-জামি', আত্-তারীখ এবং আল-'ইলাল গ্রন্থ রচনা করেন। হিফ্যের ক্ষেত্রে তাঁর উপমা দেওয়া হত।'

১. আল-জামি' আত্-তিরমিযী

ইমাম তিরমিযী (র) হাদীস শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করার পর একটি নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। এটি জামি' আত্-তিরমিযী নামে পরিচিত। এ গ্রন্থের মধ্যে সিয়ার, আদাব, তাফসীর, 'আকাইদ, ফিতান, আশরাত, আহকাম ও মানাকিব সম্পর্কিত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে বলে এটি জামি'। অপরদিকে এটি সুনানও। কারণ এ গ্রন্থটি ফিকহের তারতীব অনুযায়ী তাহারাত, সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জ প্রভৃতি বিষয়গুলোকে তিনি ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীতে এ জামি' গ্রন্থ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২. শামায়িলুত্-তিরমিযী

এ গ্রন্থটি اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى দিয়ে শুরু করেছেন। এরপর স্থান লাভ করেছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ব্যক্তি জীবন, পোষাক পরিচ্ছেদ, স্বভাব চরিত্র ও আচার-আচরণ বিষয়। এ গ্রন্থে ৫৬টি অনুচ্ছেদের অধীনে চারশত হাদীস রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর অবয়ব, মোহরে নবুওয়্যাত, মাথা মোবারকের চুল, খেযাব ব্যবহার, সুরমা ব্যবহার, মোজা পরিধান, পাদুকা, আংটি লুঙ্গি, পাগড়ি, আহার পদ্ধতি, আহারের পূর্বে বা পরে দু'আ, খুশবু ব্যবহার, হাস্য, কবিতা, 'ইবাদত, নামায, রোযা, কিরাআত, শয্যা, বিনয়, চরিত্র মাধুরী, লজ্জাশীলতা, জীবিকা, বয়স, তিরোধান, উত্তরাধিকার, ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা। ইমাম তিরমিযী (র)-এর আগে এ ধরণের গ্রন্থ কেউ সংকলন করেননি। গ্রন্থখানি মুসলিম বিশ্বে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

এ গ্রন্থের প্রসিদ্ধি উপলব্ধি করে অনেক মনীষী এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও অনুবাদ করেছেন। হাফিয ইবন হাজার মাক্কী (মৃত ৯৭৩ হিজরী), মুসলেহ উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন সালাহ জালাল (মৃত ৯৭৯ হিজরী), হাফিয জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) (মৃত ৯১১ হিজরী), মোল্লা 'আলী কারী (মৃত ১০১৬ হিজরী), শাইখ মুহাম্মদ ইবন 'ওমর ইবন হামযা, 'ওসমান উদ্দীন মুহাম্মদ ইবরাহীম ইবন মুহাম্মদ (মৃত ৮৪৩ হিজরী), মুহাম্মদ হানাফী (মৃত ৯২৬ হিজরী), হাফিয মঈনুদ্দীন মুহাম্মদ (মৃত ১০১৩ হিজরী), শাইখ সুলায়মান ইবন মুনসুর ওজাইলী (মৃত ১২০৪ হিজরী)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৩. কিতাবুল-'ইলাল

এ গ্রন্থটি হাদীসের সমালোচনামূলক গ্রন্থ। তিনি 'ইলাল বিষয়ে দু'টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। প্রথমটি আল-'ইলালুল-কুবরা (اَلْعِلَلُ الْكُبْرٰى) দ্বিতীয়টি আল-'ইলালুস্-সুগরা (اَلْعِلَلُ الصُّغْرٰى) নামে অভিহিত। হাদীস শাস্ত্রের দোষত্রুটির বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যাচাই বাছাইয়ের জন্য (اَلْجَرْحُ وَالتَّعْدِيْلُ) নীতিমালা সম্পর্কিত এটি একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। এটি ইমাম তিরমিযী (র)-এর হাদীসের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম দোষত্রুটি ও বিচার বিশ্লেষণের

৪১. তাহযীবুল-কামাল, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ৩৬৫।

ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচায়ক। হাদীস বিশারদগণের নিকট কিতাবুল-'ইলাল গ্রন্থটির মূল্য অপরিসীম। এ গ্রন্থটি জামি' আত্-তিরমিযীর শেষে সন্নিবেশিত হয়েছে।[৪২] এ ছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছেঃ

৪. কিতাবুল-মুফরাদ (كِتَابُ الْمُفْرَدْ)

৫. কিতাবুয-জুহদ (كِتَابُ الزُّهْدِ)

৬. কিতাবুল-আসমা ওয়াল-কুনা (كِتَابُ الأَسْمَاءِ وَالْكُنَى)

৭. কিতাবুত্-তারীখ (كِتَابُ التَّارِيْخِ)

ইন্তিকাল

ইমাম তিরমিযী (র) ২৭১ হিজরী সালের রজব মাসের শেষ দিকে ইন্তিকাল করেন।[৪৩] আস্-আল্লামা সাম'আনী (মৃত ৫৬২ হিজরী) বলেন,[৪৪]

تُوُفِّيَ بِقَرْيَةِ بُوْغ سَنَةَ خَمْس وَسَبْعِيْنَ وَمِائَتَيْن، إِحْدَى قُرَى تِرْمِذْ

-'তিনি তিরমিয-এর অন্তর্গত একটি গ্রাম 'বূগ'-এ ২৭৫ হিজরী সালে ইন্তিকাল করেন।'

শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র) (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন,[৪৫]

مَاتَ فِيْ ثَالِثِ عَشَرَ رَجَبَ سَنَةَ تِسْعٍ وَسَبْعِيْنَ وَمِائَتَيْن بِتِرْمِذْ

-'তিনি ২৭৯ হিজরী সালের রজব মাসের ১৩ তারিখ তিরমিয-এ ইন্তিকাল করেন।'

ইব্ন খাল্লিকান (র) (মৃত ৬৮১ হিজরী) বলেন,[৪৬]

تُوُفِّيَ لِإِحْدَى عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنَ الْمُحَرَّمِ سَنَةَ خَمْس وَتِسْعِيْنَ وَمِائَتَيْن وَلَمْ يُغَيِّرْ شَيْئًا.
وَكَانَ قَدِاخْتَلَطَ فِيْ آخِرِ عُمْرِهِ إِخْتِلاَطًا عَظِيْمًا، رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى.

-'ইমাম তিরমিযী (র) ২৯৫ হিজরী সালের ১১ই মুহররম তারিখে ইন্তিকাল করেন। আর তখনও তাঁর দৈহিক দূর্বলতা প্রকাশ পায়নি। তবে পরিণত বয়সে তাঁর স্মরণ শক্তির ক্ষেত্রে বড় ধরণের হ্রাস প্রাপ্তি ঘটে।'

৪২. ইবনুল-আসীর, জামি'উল-উসূল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৯।
৪৩. সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭৫; হাফিয আল-মিযযী (র) বলেন,
مَاتَ أَبُوْ عِيْسَى التِّرْمِذِيُّ الْحَافِظُ بِالتِّرْمِذْ لَيْلَةَ الإِثْنَيْنِ لِثَلاَثٍ عَشْرَةَ لَيْلَةً مضت مِنْ رَجَبْ سَنَةَ تِسْعٍ وَسَبْعِيْنَ ومائتين.
দ্র. তাহযীবুল-কামাল, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ১৩৫
৪৪. আল-আনসাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬০।
৪৫. সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭৫।
৪৬. ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৩।

আল-জামি' আত্-তিরমিযী-এর পর্যালোচনা

ইমাম তিরমিযী (র) নিজেই বলেন,[৪৭]

صَنَّفْتُ هٰذَا الْكِتَابَ، وَعَرَضْتُهُ عَلَى عُلَمَاءِ الْحِجَازِ، وَالْعِرَاقِ وَخُرَاسَانَ، فَرَضُوْابِهِ، وَمَنْ كَانَ هٰذَا الْكِتَابُ يَعْنِيْ "الْجَامِعَ" فِيْ بَيْتِهِ، فَكَانَ فِيْ بَيْتِهِ نَبِيٌّ يَتَكَلَّمُ.

-'আমি এ কিতাবটি হিজায, 'ইরাক এবং খুরাসানের 'আলিমগণের নিকট পেশ করি, তাঁরা সকলেই এ গ্রন্থের উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং এটিকে উত্তম গ্রন্থ বলে অভিহিত করেন। অতঃপর বলেন, যার গৃহে এ আল-জামি' গ্রন্থটি রয়েছে, তার গৃহে যেন স্বয়ং নবী করীম (স) অবস্থান করছেন এবং কথা বলছেন।'

ইমাম তিরমিযী (র) নিজে তাঁর গ্রন্থের হাদীসের স্তর নিয়ে কথা বলেছেন, সহীহ এবং ত্রুটিযুক্ত হাদীসের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন, অনুরূপভাবে তিনি 'আমলযোগ্য এবং প্রত্যাখ্যানযোগ্য হাদীসের মাঝেও পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। এ সম্পর্কে আবূ নাসার 'আব্দিল হক আল-য়ূসুফী বলেন,[৪৮]

اَلْجَامِعُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ. قِسْمٌ مَقْطُوْعٌ بِصِحَّتِهِ، وَقِسْمٌ عَلَى شَرْطِ أَبِيْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ كَمَا بَيَّنَّا وَقِسْمٌ أَخْرَجَهُ وَأَبَانَ عَنْ عِلَلِهِ وَقِسْمٌ رَابِعٌ أَبَانَ عَنْهُ.

-'আল-জামি'-এর হাদীস ৪ ভাগে বিভক্ত। এক প্রকার হাদীস সুনিশ্চিতভাবে বিশুদ্ধ। আর দ্বিতীয় প্রকার হাদীসগুলো ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম নাসাঈ (র)-এর শর্তানুরূপ। তৃতীয় প্রকারের হাদীস তিনি উল্লেখ করে তার 'আমল সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেছেন। আর চতুর্থ প্রকার হাদীস সম্পর্কেও তিনি মন্তব্য করেছেন।'

তিনি ইমামগণের মতপার্থক্যের উল্লেখ করেছেন এবং প্রত্যেক বাব-এ প্রয়োজনীয় হাদীস উল্লেখ করার পর সে বাব-এ অনুল্লিখিত হাদীস গুলোর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এবং সে সব হাদীস যে সকল সাহাবী থেকে বর্ণিত তাঁদের নামও উল্লেখ করেছেন। এতে তিনি রাবী-এর জারহ (ত্রুটি-বিচ্যুতি) এবং তা'দীল (বিশ্বস্ততা)-এর উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থের শেষে তিনি কিতাবুল-'ইলম সংযোজন করেছেন। তাতে তিনি সুন্দর সুন্দর বিষয় সন্নিবেশ করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র)-এর জামি' গ্রন্থটি সার্বিক বিবেচনায় অতি কল্যাণকর ও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী একটি গ্রন্থ। এতে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হাদীসের সংখ্যা নগণ্য।[৪৯]

৪৭. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭৪; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, তাযকিরাতুল-হুফ্ফায, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩৪; জামি'উল-উসূল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৯; মিফতাহুস্-সা'আদাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২২-১২৩।
৪৮. সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭৪; তাযকিরাতুল-হুফ্ফায, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩৪।
৪৯. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী,
وَفِي الْمُنْتَقَى لِابْنِ طَاهِر: سَمِعْتُ أَبَا إِسْمَاعِيْلَ شَيْخَ الإِسْلاَمِ يَقُوْلُ: جَامِعُ التِّرْمِذِيِّ أَنْفَعُ مِنْ كِتَابِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِم، لأَنَّهُمَا لاَيَقِفُ عَلَى الْفَائِدَةِ إِلاَّ الْمُتَبَحِّرُ الْعَالِمُ، وَالْجَامِعُ يَصِلُ إِلَى فَائِدَتِهِ كُلُّ أَحَدٍ.
দ্র. সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭৭।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Islami-kitab.blogspot.com

তাশ কুবরা যাদাহ বলেন,[৫০]

لَهُ تَصَانِيْفُ كَثِيْرَةٌ فِيْ عِلْمِ الْحَدِيْثِ، وَهٰذَا كِتَابُه الصَّحِيْحِ أَحْسَنُ الْكُتُبِ وَأَكْثَرُهَا فَائِدَةً، وَأَحْسَنُهَا تَرْتِيْبا تكرارا، من الصحيح والحسن والغريب، وفيه جرح وتعديل، وفي آخره كتاب العلل، وقد جمع فوائد حسنة، لايخفي قدرها على من وقف عليها.

-'হাদীস শাস্ত্রে তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। তবে তাঁর সহীহ গ্রন্থটি তাঁর সর্বোত্তম রচনা এবং সর্বাধিক কল্যাণকর গ্রন্থ। এটি বিন্যাসের দিক থেকে উত্তম গ্রন্থ। এতে সহীহ, হাসান এবং গরীব হাদীস স্থান লাভ করেছে। এতে রাবীগণের দোষ-ত্রুটি ও বিশ্বস্ততার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। এ গ্রন্থের শেষে কিতাবুল-'ইলাল সংযোজিত হয়েছে। তাতে তিনি সুন্দর সুন্দর ও কল্যাণকর বিষয় সন্নিবেশ করেছেন। যে ব্যক্তি সে সম্পর্কে অবগত হবে তার নিকট এটি মূল্যবান বলে গৃহীত হবে।'

আল-জামি' তিরমিযী সংকলনের উদ্দেশ্য

প্রত্যেক সংকলনের পিছনে কোন না কোন উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। তেমনিভাবে ইমাম তিরমিযী (র)-এর আল-জামি' সংকলনের পিছনে উদ্দেশ্য ছিল যুক্তি প্রমাণ সহ মাযহাব বর্ণনা করা। ইমাম বুখারী (র) ও ইমাম মুসলিম (র)-এর সংকলন পদ্ধতি ছিল এক রকম। অপরপক্ষে ইমাম আবূ দাউদ (র)-এর পদ্ধতি ছিল ফকীহগণের দৃষ্টিভঙ্গী বর্ণনা করা। এ দুই ধারা একত্রিত করে একটি নতুন ধরণের হাদীস গ্রন্থ তৈরী করাই ছিল ইমাম তিরমিযী (র)-এর আল-জামি' সংকলনের উদ্দেশ্য। এ সম্পর্কে শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দিহলূভী (র) বলেন,

বুখারী ও মুসলিম (র)-এর গ্রন্থ প্রণয়ন পদ্ধতি ছিল সন্দেহ দূরীকরণ, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা শরী'আতের আহকাম সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা। আর ইমাম আবূ দাউদ (র)-এর পদ্ধতি ছিল ফকীহগণ যে সমস্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেন সে সকল হাদীস বর্ণনা। ইমাম তিরমিযী (র) এ উভয় পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি অবলম্বন করে আল-জামি' তিরমিযী' প্রণয়ন করেছেন। এ ছাড়া তিনি সাহাবী, তাবে'ঈ ও ফকীহগণের মাযহাব (মতামত) এর প্রতিও ইঙ্গিত করছেন। তিনি পরিত্যাজ্য মাযহাব সমূহও বর্ণনা করেছেন। যেমন ইমাম 'আওযাঈ, সুফিয়ান সাওরী, ইসহাক ইবনু ইবরাহীম প্রমুখের মাযহাব। এ গ্রন্থ ছাড়া এসব মাযহাব সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞান লাভ অত্যন্ত দুষ্করও বটে। তেমনি তিনি আহকাম-এর ক্ষেত্রে মাযহাবী ধারাবাহিকতার অসংখ্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করা থেকে মানুষকে অমুখাপেক্ষী করেছেন। এ থেকে অনুধাবন করা, যার দ্বারা কোন মুজতাহিদ দলীল গ্রহণ করেন এবং ইমামগণের অভিমত বর্ণনাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।[৫১]

৫০. মিফতাহুস্-সা'আদাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২২।
৫১. যাফরুল-মুহাসসিলীন, পৃ. ১৭২।

সিহাহ সিত্তায় আল-জামি'-এর স্থান

ইমাম তিরমিযী (র)-এর আল-জামি' গ্রন্থটি ব্যাপকতার দিক থেকে সহীহ বুখারী এবং সুন্দর বিন্যাসের দিক থেকে সহীহ মুসলিম-এর পরে স্থান দখল করেছে। এ দিক থেকে এ গ্রন্থটির স্থান তৃতীয়। কিন্তু বিশুদ্ধতা ও সনদের নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে জামি' আত্-তিরমিযী সুনানু আবী দাউদ ও সুনানু নাসাঈর পরে। কেননা ইমাম তিরমিযী (র) পঞ্চম স্তরের য'ঈফ (দূর্বল) মাজহুল (অপরিচিত) রাবীর হাদীসও লিপিবদ্ধ করেছেন। অথচ সে ক্ষেত্রে ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম নাসাঈ (র) তাদের হাদীস লিপিবদ্ধ করেন নি। এ জন্যই জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) বলেন যে, জামি' তিরমিযীর স্থান সুনানু আবী দাউদ ও সুনানু নাসাঈর পরে। তবে সুন্দর বিন্যাস, একাধারে হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রের সমন্বয় ঘটানো সর্বোপরি পাঠক সমাজের উপকৃত হওয়ার দিক দিয়ে জামি' তিরমিযীর স্থান সুনানু নাসাঈ ও সুনানু আবী দাউদের উপর রয়েছে।

হাজী খলীফা বলেন,[৫২]

وَهُوَ ثَالِثُ الْكتب الستة فِيْ الْحَدِيْثِ، وَقَدْ إِشْتَهَرَ بِالنِّسْبَةِ إِلىٰ مُؤَلِّفِه، فقيل: جَامِعُ التِّرْمِذِيْ، وَيُقَالُ لَهُ: السُّنَنُ ايضا، وَالْأَوَّلُ أَكْثَر.

-'এটি বিশুদ্ধ ছয়টি হাদীস গ্রন্থাবলীর মধ্যে তৃতীয় স্থানের অধিকারী। এটি সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত এবং সংকলকের নামে প্রসিদ্ধ। যেমন বলা হয়, জামি' আত্-তিরমিযী। এটিকে সুনানও বলা হয়। তবে প্রথম নামটিই অধিক প্রসিদ্ধ।'

হাফিয যাহাবী (র) বলেন, ইমাম তিরমিযী (র)-এর জামি' গ্রন্থের স্থান সহীহায়নের পরেই হওয়া উচিৎ ছিল, কিন্তু মাসলুব এবং কালবী নামক রাবীদ্বয়ের রেওয়ায়েত এতে আসার কারণে মর্যাদা কিছুটা কম হয়ে গিয়েছে।[৫৩] আবূ বকর হাযিমী (র) (মৃত ৫৮৪ হিজরী) বলেন[৫৪]

وَفِيْ الْحَقِيْقَةِ شَرْط التِّرْمِذِي أَبْلَغُ من شرط أبي دَاوُدَ لأَنَّ الْحَدِيْثَ إِذا كَانَ ضعيفًا أو مطلعه من حَدِيْثِ أَهْلِ الطبعة الرابعة فإن يُبَيِّنُ ضَعِيْفه ويُنبه عَلَيْهِ فيصير الحديث عنده من باب الشواهد والمتابعات ويكون اعتماده على ما صح عند الجماعة

-'ইমাম তিরমিযী (র)-এর শর্ত ইমাম আবূ দাউদ (র)-এর শর্তের তুলনায় অধিক পরিপূর্ণ ছিল। কেননা তিনি য'ঈফ হাদীসের দূর্বলতা বর্ণনা করেছেন এবং এ সম্পর্কে সতর্কও করে দিয়েছেন। এতে হাদীসটি তার নিকট শাহেদ এবং মুতাবি'-এর পর্যায়ভুক্ত হত। কোন একটি জমা'আতের নিকট হাদীস সহীহ বলে পরিগণিত হলে তিনি তার উপর নির্ভর করেন।'

৫২. হাজী খলীফাহ, কাশফুয্-যুনুন, পৃ. ৫৫৯।
৫৩. দরসে তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৬।
৫৪. হাফিয আবুল ফযল মুহাম্মদ ইবন হাযিমী, শুরুতুল-আয়িম্মাতিল-খামসা, পৃ. ৪৪।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Islami-kitab.blogspot.com

আল-জামি' গ্রন্থে হাদীসের সংখ্যা

ইমাম তিরমিযী (র) তাঁর আল-জামি' গ্রন্থে ৩৮১২টি হাদীসের স্থান দিয়েছেন। হাদীসগুলো ৪৬টি অধ্যায়ে এবং ২৪১৪টি পরিচ্ছেদে সাজানো হয়েছে।[৫৫] ইব্‌ন কাসীর (র) বলেন, ইমাম তিরমিযী (র) ৪০০০টি হাদীস তাঁর গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন।[৫৬]

আল-জামি' সম্পর্কে মনীষীগণের অভিমত

'আল-জামি'' গ্রন্থের ব্যাপারে অধিকাংশ 'আলিম একমত। ইমাম তিরমিযী (র) তাঁর কিতাব সম্পর্কে নিজেই বলেন,

وَمَنْ كَانَ فِيْ بَيْتِهِ هٰذَا الْكِتَابُ فَكَأَنَّمَا فِيْ بَيْتِهِ نَبِيٌّ يَنْطِقُ

-'যার গৃহে এ কিতাবটি রয়েছে, তার গৃহে যেন স্বয়ং নবী করীম (স) অবস্থান করছেন এবং কথা বলছেন।'

বস্তুতঃ প্রত্যেক হাদীস গ্রন্থ বিশেষতঃ বিশুদ্ধ হাদীসের গ্রন্থ সমূহের এটাই সঠিক মর্যাদা এবং এটা কেবল তিরমিযীর ক্ষেত্রে সত্য নয় বরং সকল সহীহ হাদীস গ্রন্থ সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য ও অকাট্য সত্য।

হাফিয আবূ ফযল মুহাম্মদ ইব্‌ন তাহির আল-মাকদাসী (র) বলেন,[৫৭]

سَمِعْتُ إِمَامَ أَبَا إِسْمَاعِيْلَ عَبْدُ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ الْأَنْصَارِيْ بِهِرَاةَ، وَجَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ ذِكْرُ أَبِيْ عِيْسَى التِّرْمِذِيْ وَكِتَابَهُ، فَقَالَ كِتَابُهُ عِنْدِيْ أَنْفَعُ أَنْفَعُ مِنْ كِتَابِ الْبُخَارِيْ وَمُسْلِمٍ، لِأَنَّهُمَا لَايَقِفُ عَلَى الْفَائِدَةِ إِلاَّ الْمُتَبَحِّرُ الْعَالِمُ، وَالْجَامِعُ يَصِلُ إِلى فَائِدَتِه كُلُّ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ.

-'আমি হেরাতে ইমাম আবূ ইসমা'ঈল 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ আনসারীর নিকট থেকে শুনেছি তখন তাঁর সম্মুখে আবূ 'ঈসা তিরমিযী এবং তাঁর কিতাব সম্পর্কে আলোচনা চলছিল, তিনি বলেন, "ইমাম তিরমিযী (র)-এর কিতাব আমার নিকট ইমাম বুখারী (র) এবং ইমাম মুসলিম (র)-এর কিতাব থেকে অধিক উপকারী গ্রন্থ।" কেননা বুখারী (র) এবং মুসলিম (র)-এর কিতাব থেকে শুধুমাত্র পণ্ডিত 'আলেমগণই উপকৃত হতে পারে। কিন্তু আবূ 'ঈসা (র)-এর কিতাব থেকে প্রত্যেক মানুষ উপকৃত হতে সক্ষম।'

আল-জামি'-এর বৈশিষ্ট্য

আল-জামি' আত্-তিরমিযী সিহাহ্ সিত্তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থ। ইমাম তিরমিযী (র) এ গ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করার সময় হাদীসের দোষ-ত্রুটির দিকগুলো উল্লেখ করেছেন। ফলে এ গ্রন্থটি অনুপম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। নিম্নে এর কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হল,

৫৫. মুহাম্মদ হানিফ গাংগোহী, যফরুল-মুহাস্‌সিলীন, পৃ. ১৪৭-১৪৮।
৫৬. জামি'উল-মাসানীদ, মুকাদ্দামাহ্, পৃ. ১১০।
৫৭. হাফিয মুহাম্মদ ইব্‌ন তাহির আল-মাকদাসী, শুরুতুল-আয়িম্মাতিস্-সিত্তাহ, পৃ. ১৬।

১. জামি' তিরমিযীর মধ্যে কোন মাওযূ' বা জাল হাদীস নেই। এ গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবেশিত সমস্ত হাদীসের মধ্যে মাত্র দু'টি হাদীস ব্যতীত অন্য হাদীসের উপর উম্মতে মুহাম্মদিয়ার কেউ না কেউ 'আমল করেন।[৫৮]

২. জামি' তিরমিযীতে একটি সুলাসী হাদীস রয়েছে।[৫৯]

৩. এ গ্রন্থে সাহাবী, তাবি'ঈ এবং বিভিন্ন এলাকার ফিক্‌হবিদগণের মতামত উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে পাঠকগণ হাদীসের মূল বক্তব্য অনুধাবন করতে পারেন।[৬০]

৪. এ গ্রন্থে প্রত্যেক হাদীস সম্পর্কে সমালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে যেমন, হাদীসটি সহীহ, হাসান, য'ঈফ বা মুনকার। সাথে সাথে য'ঈফ হওয়ার কারণও বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে পাঠক এর প্রতি দৃষ্টি দেয় এবং এর উপর ভিত্তি করে অন্যগুলো সঠিক কিনা তা জানতে পারে। এতে কোনটা মুত্তাফীয ও কোনটা গরীব তাও বিবৃত হয়েছে।[৬১] এ সম্পর্কে হাফিয ইব্‌ন রজব তাঁর শরহ্ 'ইলালুত্-তিরমিযী গ্রন্থে বলেন,[৬২]

ইমাম তিরমিযী (র) তাঁর গ্রন্থে সহীহ, হাসান এবং গরীব হাদীস বর্ণনা করেছেন, যার মধ্যে কিছু 'মুনকার' হাদীসও রয়েছে। কিন্তু সাথে সাথে তিনি হাদীসটি সহীহ, য'ঈফ বলেও উল্লেখ করেছেন। 'আল্লামা হাযেমী (র) বলেন, যদি হাদীসটি য'ঈফ হয় অথবা চতুর্থ তবকার হয় তবে তিনি হাদীসটি য'ঈফ বলে সতর্ক করেছেন। এমতাবস্থায় রেওয়ায়াতটি পরিচ্ছেদে অবস্থিত সহীহ রেওয়ায়াত গুলোর মুতাবি' ও শাহেদ হিসেবে গণ্য হয়েছে।

৫. এতে হাদীস সমূহের বর্ণনাকারীগণের নাম, উপাধি, উপনাম বর্ণনা করা হয়েছে।[৬৩]

৬. এ হাদীস গ্রন্থে পুনরুল্লিখিত হাদীসের সংখ্যা খুবই অল্প। এতে ৮০টি মতান্তরে ৮৩টি হাদীস পুনরুল্লিখিত রয়েছে।[৬৪]

৭. সাধারণভাবে অধিকাংশ বাব-এ বিশেষ কোন আহকামের বিষয়ে একটি হাদীস উল্লেখ করাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। যে হাদীসের বহু সনদ অথবা একই বাব এ অন্যান্য রেওয়ায়াত রয়েছে, তার প্রতি তিনি ইঙ্গিত করেছেন। এজন্য এ গ্রন্থে আহকাম বিষয়ক হাদীসের সংখ্যা অনেক কম। কিন্তু তাঁর فِي الْبَابِ عَنْ فُلَانٍ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে একই বিষয়ের বহু রেওয়ায়াত এবং রেওয়ায়াতকারী সাহাবীগণের সংখ্যা অতি সহজে জানা যায়।[৬৫]

৫৮. মুহাম্মদ 'আব্দুর রহমান মুবারকপুরী, তুহফাতুল-আহওয়াযী, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ২৮৯-২৯০।
৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪।
৬০. আল-হাদীসুন্-নববী, পৃ. ৩৯০।
৬১. তুহফাতুল-আহওয়াযী, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ২৮৩।
৬২. ডঃ মুহাম্মদ সাব্বাগ, আল-হাদীসুন্-নববী,, পৃ. ৩৯০।
৬৩. আল-হাদীসুন-নববী, পৃ. ৩৮৯; ডঃ 'উজাজ খতীব, উসূলুল-হাদীস, পৃ. ৩২৩।
৬৪. দরসে তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৫।
৬৫. আল-হাদীসুন্-নববী, পৃ. ৩৯০; শুরুতুল-আয়িম্মাতিস্-সিত্তাহ, পৃ. ১৪।

Sunnipedia.blogspot.com ★ Islami-kitab.blogspot.com

৮. এ গ্রন্থে ফিক্হ এর আলোকে অধ্যায়সমূহ সাজানো হয়েছে। এতে ব্যবহারিক প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ের হাদীস সমূহ সন্নিবেশিত করা হয়েছে।[৬৬]

৯. এ গ্রন্থে অনেক হাদীসকে সংক্ষিপ্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে এবং হাদীসের দীর্ঘতা বুঝানোর জন্য বলা হয়েছে وَفِي الْحَدِيْثِ قِصَّةٌ طَوِيْلَةٌ অর্থাৎ হাদীসটি দীর্ঘ।

১০. বিশেষতঃ আল-জামি' গ্রন্থটির ভাষা সাবলীল এবং এর অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ বিন্যাস পদ্ধতি খুবই সুন্দর।[৬৭]

আল-জামি'-এর ব্যাখ্যা গ্রন্থ

অনেক প্রথিতযশা ব্যক্তি আল-জামি'-এর শরহ গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। যেমন,

১. আরিযাতুল-আহওয়াযী ফী শরহিত্-তিরমিযী (عَارِضَةُ الأَحْوَذِيْ فِيْ شَرْحِ التِّرْمِذِيْ)ঃ এটি প্রণয়ন করেন মুহাম্মদ ইবন 'আব্দিল্লাহ আল-আশবীলী, যিনি ইবুন'ল-'আরাবী আল-মালিকী (মৃত ৫৪৬ হিজরী)। এটি বৈরুতের দারুল-ফিক্র থেকে ১৪১৫ হিজরী/১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ৭ খণ্ডে মুদ্রিত হয়।[৬৮]

১. শরহুত্-তিরমিযী (شَرْحُ التِّرْمِذِي)ঃ এটি হাফিয মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ সাইয়্যেদুন্-নাস আশ-শাফি'ঈ (মৃত ৭৩৪ হিজরী (র) রচনা করেন। তিনি আল-জামি' এর দুই তৃতীয়াংশের শরহ দশ খণ্ডে রচনা করেন। তাঁর এ অসমাপ্ত শরহকে পূর্ণতা দান করেন যায়নুদ্দীন 'আব্দির রহীম ইবন হুসায়ন আল-'ইরাকী (মৃত ৮০৪ হিজরী) (র)।[৬৯]

২. শরহ 'ইলালি কিতাবিল-জামি' লিত্-তিরমিযী (شَرْحُ عِلَلِ كِتَابِ الْجَامِعِ لِلتِّرْمِذِي)ঃ এ শরহ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন 'আব্দুর রহমান ইবন আহমদ ইবন রজব আল-হাম্বলী (র) (মৃত ৭৯৫ হিজরী/১৩৯৩ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি দশ খণ্ডে এ কিতাবের শরহ রচনা করেন। এ গ্রন্থটি ১৩৯৬ হিজরীতে বৈরুতের ইহইয়াউত্-তুরাসিল ইসলামী থেকে মুদ্রীত হয়।[৭০]

৩. কুয়াতুল-মুগতাযী (قُوتُ الْمُغْتَذِي) ঃ এ শরহ গ্রন্থটি জালালুদ্দীন 'আব্দির রহমান আস-সুয়ূতী (র) (মৃত ৯১১ হিজরী) রচনা করেন। এটি ১২৯৯ হিজরীতে কানপুর থেকে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে নাফা' কুওয়াতুল-মুগতাযী' নামে এর একটি সংক্ষিপ্ত শরহ রচনা করেন 'আলী ইবন সুলায়মান আদ্-দিমনাতী আল-বাজাম'আবী (মৃত ১৩০৬ হিজরী/১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ)।[৭১]

৬৬. আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস-সিহাহ সিত্তাহ, পৃ. ২০৮।
৬৭. দরসে তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৫।
৬৮. তারিখুত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০২; কাশফুয-যুনূন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৯।
৬৯. কাশফুয-যুনূন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৯।
৭০. কাশফুয-যুনূন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৯; তারীখুত-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৩।
৭১. কাশফুয-যুনূন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৯; তারীখুত-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০২।

৪. শরহ (شَرْح) ঃ আবুল-হাসান মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দিল-হাদী আস্-সিনদী আল-হানাফী (মৃত ১১৩৮ হিজরী) (র)ও এর একটি শরহ প্রণয়ন করেন।

৫. 'ওমর ইব্ন 'আলী ইব্ন মুলাক্কান (মৃত ৮০৪ হিজরী) (র) زوائد علي الصحيحين নামক একটি শরহ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতে যে সব হাদীস বুখারী ও মুসলিমে নেই কিন্তু তিরমিযী ও আবু দাউদে আছে, সেই সব হাদীসের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[৭২]

৬. শরহ (شَرْح) ঃ এটি প্রণয়ন করেন আল-হুসাইন ইব্ন মাস'উদ আল-বাগাভী (মৃত ৫১০ হিজরী/১১১৭খ্রীষ্টাব্দ) (র)।

৭. 'আব্দুল-কাদের ইব্ন ইসমা'ঈল আল-হিস্সী আল-কাদেরী (র)-এর শারহ।

৮. মুহাম্মদ ইবনুত্-তীব আস্-সানাদী আল-মাদানী (১২৯৬হিজরী/১৮৭৯খ্রীষ্টাব্দ ১৩৬৩ হিজরী/১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ)।

৯. সিরাজ আহমদ আস্-সির হিন্দী একটি শরহ সংকলন করেন। এটি কানপুর থেকে ১২৯৯ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।[৭৩]

১০.আল-'উরফুশ্-শাযী 'আলা জামি'ইত্-তিরমিযী (اَلْعُرْفُ الشَّذِي عَلَى جَامِعِ التِّرْمِذِي)ঃ এ গ্রন্থটি আনওয়ার শাহ কাশমীরী (র) রচনা করেন। ১৩৪৪ হিজরীতে এ গ্রন্থটি হিন্দ থেকে মুদ্রীত হয়। পরবর্তীতে গ্রন্থটি শাহারণপূর থেকে ১ খণ্ডে মুদ্রীত হয়।[৭৪]

১১.মা'আরিফুস্-সুনান (مَعَارِفُ السُّنَنِ) ঃ এ গ্রন্থটি রচনা করেন ইউসুফ বিন্-নূরী (র)। এ শরহ গ্রন্থটিতে ফিক্হী মাস'আলার ওপর সুবিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এটি ৬ খণ্ডে দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত হয়। এটি অসমাপ্ত।

১২.তুহফাতুল-আহওয়াযী (تُحْفَةُ الأَحْوَذِيْ) ঃ এ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন মুহাম্মদ 'আব্দুর রহমান ইব্ন 'আব্দির রহীম আল-মোবারকপূরী (র) (মৃত ১৩৫৩ হিজরী)। এ শরহ গ্রন্থটি ১০ খণ্ডে মাকতাবাতুস্-সালাফিয়া মদীনাতুল-মুনাওয়ারাহ থেকে প্রকাশিত হয়।

জামি'-এর সংক্ষিপ্ত সংকলন

আল-জামি'-এর সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সংকলক ও সংকলন-এর মধ্যে রয়েছেন,

১. নাজমুদ্দীন মুহাম্মদ ইব্ন 'আকীল আল-বালিসী আশ্-শাফিঈ (মৃত ৭২৯ হিজরী/১৩২৯ খ্রীষ্টাব্দ) (র)-এর মুখতাসার (مُخْتَصَرْ)।

৭২. কাশফুয্-যুনূন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৯।
৭৩. কাশফুয্-যুনূন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৯; তারীখুত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০২-৩০৩; মিফতাহুস্-সুন্নাহ, পৃ. ৯৪।
৭৪. কাশফুয্-যুনূন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৯; তারীখুত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৩।

২. নাজমুদ্দীন সুলায়মান ইব্ন 'আব্দিল-কাবী ইব্ন আব্দিল করীম ইব্ন সাঈদ আল-বাগদাদী আত্-তূফী আল-হাম্বলী (মৃত ৭১০ হিজরী) (র)-এর মুখতাসার (مُخْتَصَر)।

৩. আবূল-ফাযল মুহাম্মদ ইব্ন তাজুদ্দীন আব্দুল-মুহসিন আল-কালা'য়ী (১১৪৭ হিজরী/১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দ)।[৭৫]

উপসংহার

ইমাম তিরমিযী (র) ছিলেন প্রথিতযশা হাদীসবিদ, সনদ বিশেষজ্ঞ, হাদীস সমালোচক এবং প্রখর স্মৃতির অধিকারী ব্যক্তি। হাদীস অন্বেষণে তিনি বহু দেশ ও জনপদ ভ্রমণ করেন। তাঁর সংগ্রহীত হাদীস ভাণ্ডার থেকে যাচাই-বাছাই করে তিনি কালজয়ী সর্বমান স্বীকৃত হাদীসগ্রন্থ আল-জামি' সংকলন করেন। বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টিতে এটি সহীহায়ন থেকেও অধিক উপকারী গ্রন্থ। কারণ সাধারণ পাঠকগণ এর থেকে অধিকভাবে উপকৃত হতে সক্ষম। এতে তাঁর হাদীস সন্নিবেশ পদ্ধতি অভিনব। দীর্ঘ বর্ণনার ক্লেশ এড়িয়ে তিনি প্রতিটি বাবে ঐ বাবের সর্বাধিক সহীহ হাদীসটি উল্লেখ করেন, ঐ অর্থবহ হাদীসগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন শুধু মূল রাবীর নাম উল্লেখ করে। ফিক্হ শাস্ত্রবিদগণের মতামত তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর হাদীস গ্রন্থে এক অনুপম ধারায়। মুজতাহিদগণের স্ব স্ব দলীলযুক্ত হাদীসকে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন বাবে বিভক্ত করে পরিবেশন করেছেন। তিনি ছিলেন মুজতাহিদ। তিনি এতে হাদীসের হুকুম বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর ইজতিহাদী প্রতিভা এ গ্রন্থে ফুটিয়ে তুলেছেন এক অবিশ্বাস্য ধারায়। তাঁর গ্রন্থটি একাধারে আল-জামি' এবং আস্-সুনান বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনায় যেমন ইমামগণ পঞ্চমুখ, অনুরূপভাবে তিনিও এক পর্যায়ে বলেন, যার গৃহে আল-জামি' কিতাবটি বিদ্যমান রয়েছে, তার গৃহে যেন স্বয়ং আল্লাহ্‌র নবীই অবস্থান করছেন এবং কথা বলছেন। সার্বিক বিবেচনায় যদিও এটি সিহাহ সিত্তার মধ্যে ৫ম স্থানের অধিকারী কিন্তু উপকারের দিক থেকে অনেকের মতে এটি বুখারী ও মুসলিমের চেয়ে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত।

Sunnipedia.blogspot.com
Islami-kitab.blogspot.com

৭৫. কাশফুয্-যুনূন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৯; তারীখুত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৩; মিফতাহুস্-সুন্নাহ, পৃ. ৯৪।

অষ্টম অধ্যায়

মুহাম্মদ ইব্ন মাজাহ (র) ও তাঁর সুনান

ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) ছিলেন হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর এক অনন্য সাধারণ মহাপ্রতিভার অধিকারী হাদীস বিশারদ, ঐতিহাসিক ও পবিত্র কুর'আনের প্রথিতযশা ভাষ্যকার। তিনি ছিলেন একাধারে ইমাম, হাফিয, হুজ্জাহ-নাকিদ ও রিজাল শাস্ত্রের একজন সমালোচক। তিনি হাদীস শাস্ত্রে জ্ঞানার্জন ও হাদীস সংগ্রহের জন্য তৎকালীন যুগের প্রসিদ্ধ স্থান সমূহ পরিভ্রমণ করেন। তাঁর শায়খগণ ছিলেন স্বীয় যুগে প্রসিদ্ধ হাফিয ও মুহাদ্দিস। তিনি ছিলেন খোদাভীরু ও আল্লাহ প্রেমে আপ্লুত। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন অতুলনীয়, অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। তিনি লক্ষাধিক হাদীস যাচাই-বাছাই করে 'আস্-সুনান' গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করে তৎকালীন হাদীস বিশেষজ্ঞগণ অভিভূত হয়ে পড়েন। এমনকি আবূ যুর'আহ (র) বলেই উঠেন, 'এ গ্রন্থটি জনগণের হস্তগত হলে হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থ অকেজো হয়ে যাবে।' আস্-সুনান গ্রন্থটি অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যুগে যুগে হাদীস বিশারদগণ এ গ্রন্থের গুরুত্ব উপলব্ধি করে এর অসংখ্য শরহ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[১]

নাম ও বংশ পরিচয়

তাঁর নাম মুহাম্মদ। উপনাম আবূ 'আব্দিল্লাহ। তাঁর বংশ তালিকা হচ্ছে, মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ' আর-রবয়ী'[২] আল-কাযভীনী।[৩] তিনি ইব্ন মাজাহ[৪] নামেই অধিক খ্যাত ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে সুনান, তাফসীর ও ইতিহাস প্রণেতা। তিনি

১. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, তাযকীরাতুল-হুফ্ফায, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩৬; ইবনুল-'ইমাদ, শাযারাতুয্-যাহাব, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৪; 'উমার রিযা কাহ্হালাহ, মু'জামুল-মু'আল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৭৪; নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান, আত-তাজ আল-মুকাম্মাল, পৃ. ১০৬; ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭৯; ফুআদ সিযগীন, তারিখুত-তুরাসিল-'আরবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৫; 'ইমাদুদ্দীন আবিল ফিদা ইসমা'ঈল ইব্ন কাসারী, জামি'উল-মাসানীদ, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ১১১; The Encyclopeadia of Islam, V-3, P- 856; The new Encyclopeadia Britannica, V-8, P-538.

২. আর-রবয়ী' (الرَّبَعِي) শব্দের 'রা' এবং 'বা' অক্ষরে যবর এবং শেষ অক্ষর 'আইনটি যের বিশিষ্ট। এ নিসবতটি রবীয়া' (رَبِيْعَة)এর দিকে করা হয়েছে। কেননা রবী'য়া একটি বড় জাতি যার মধ্যে অনেক গুলো গোত্র ও ব্যক্তি রয়েছে। আর তাদের মধ্যে রবী'য়া-ই প্রসিদ্ধ।
দ্র. আস্-সাম'আনী, আল-আনসাব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩; জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, লুব্বুল-লুবাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৬; ইবনুল-আসীর, আল-লুবাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৮।

৩. আল-কাযভীনী (القَزْوِيْنِي) এর কাফ (ق) বর্ণে যবর যা (ز) ও ইয়া (ی) বর্ণে ছাকীন ওয়াও (و) বর্ণে যের দিয়ে পড়া হয় এবং শেষে নুন (ن) বর্ণ। ইহাকে কাযভীন এর দিকে নিসবত করে কাযভীনী বলা হয়। ইহা 'ইরাকের প্রসিদ্ধ শহর গুলোর অন্যতম।
দ্র. লুব্বুল-লুবাব, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৯; দ্র. আল-আনসাব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৯৩।

৪. মাজাহ (مَاجَة) শব্দের পঠণ পদ্ধতি দু'টি। শেষ অক্ষরকে তা হিসেবে পড়া যায় অথবা তা-কে সুকুন দিয়েও পড়া যায়।
দ্র. শায়খ মুহাম্মদ ইব্ন সালিহ, কিতাবু মুসতালাহিল-হাদীস, পৃ. ৫৭; ইব্ন খাল্লিকান বলেন,
مَاجَة : بِفَتْحِ الْمِيْمِ وَالْجِيْمِ وَبَيْنَهُمَا أَلِف وَفِيْ الْآخر هاء سَاكِنَة.
-'মীম (م) ও জীম (ج) শব্দকে যবর দিয়ে পড়া হয়। এর মাঝে আলিফ (ا) আর শেষে (ه) সুকুন যুক্ত।'
দ্র. ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭৯।

হাদীস ও তৎসম্পৃক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ ইমাম ছিলেন।[৫] 'মাজাহ' কে ছিলেন এ সম্পর্কে জীবনী গ্রন্থকারগণ পরস্পর বিপরীত মত পোষণ করেছেন।[৬] সাইয়্যেদ মুরতাদা যুবায়দী (র) (মৃত ১২০৫ হিজরী)-এর মতে 'মাজাহ' তাঁর মাতার নাম এবং তিনি এটাকেই বিশুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন।[৭] ইমাম নববী (র)-এর মতে, 'মাজাহ' তাঁর পিতার উপাধি। তাঁর দাদার উপাধি নয়।[৮] কেউ কেউ ধারণা করেন মাজাহ (مَاجَهْ) আবূ 'আব্দিল্লাহ-এর দাদার নাম বা 'লকব'। কিন্তু এ ব্যাপারে প্রামান্য কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে জীবনীকারগণের মধ্যে কেউ কেউ ইব্‌ন মাজাহ (র)-এর পরিচয় উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْد بن مَاجَهْ -এতে সাধারণভাবে ধারণা হয় মাজাহ (مَاجَهْ) তাঁর দাদার নাম।

ইব্‌ন কাসীর (র) (মৃত ৭৭৪ হিজরী) খলীল ইব্‌ন 'আব্দিল্লাহ আল-খলীলী আল-কাযভীনীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,[৯]

أَبُوْ عَبْدِ اللهِ بْن مُحَمَّدِ بْن يَزِيْدَ بْن مَاجَهْ، وَيَعْرفُ يَزِيْد بِمَاجَهْ مَوْلَى رَبِيْعَةَ.

-'আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মাজাহ-এর প্রপিতা ইয়াযীদ প্রসিদ্ধ ছিলেন মাজাহ নামে। তিনি রবী'য়াহ গোত্রের মাওলা ছিলেন।'

কাযভীনের ঐতিহাসিক আবূল কাসিম 'আব্দুল করীম আর্-রফ'ঈ (র) তাঁর আল-কাযভীন ফী আখবারে কাযভীন গ্রন্থে বলেন,[১০]

مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ بْن مَاجَةَ الْحَافِظُ الْقَزْوِيْنِ، وَمَاجَةَ لَقَبُ يَزِيْد وَالِدُ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ كَذٰلِكَ رَأَيْتُهُ بِخَطِّ أَبِيْ الْحَسَنْ الْقَطَّانِ. هِبَةُ اللهِ بْن زَاذَان. وَقَدْ يُقَال مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْد بن مَاجَةَ وَالأَوَّلُ أَثْبَتُ.

-'মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ আবূ 'আব্দিল্লাহ ইব্‌ন মাজাহ, তিনি হাফিয, কাযভীনের অধিবাসী। মাজাহ আবূ 'আব্দিল্লাহর পিতা ইয়াযীদ-এর উপাধি। আবূল হাসান আল-কাত্তান (র) (মৃত ৩৪৫ হিজরী) এবং হিবাতুল্লাহ ইব্‌ন যাযান-এর লিখায় আমি এরূপই দেখেছি। কেউ কেউ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মাজাহ বলে থাকেন। তবে প্রথমটি অধিক প্রামান্য।'

জন্ম ও জন্মস্থান

ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্ (র) ২০৯ হিজরী মোতাবেক ৮২৪ খ্রীস্টাব্দে 'ইরাকের কাযভীনে জন্মগ্রহণ করেন।[১১]

৫. আব্দুল গণী আল-মাযদীদী আদ্-দেহলভী, সুনান-ই-ইব্‌ন মাজাহ, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ১।
৬. ইবনুল-আসীর আল-জাযেরী, জামি'উল-উসূল মিন আহাদিসির্-রাসূল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০।
৭. সাইয়্যেদ মুরতাদা যুবয়দী, শরহ তাজুল-উরুস, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০২।
৮. জামি'উল-উসূল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০।
৯. আবুল ফিদা ইব্‌ন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান্-নিহায়াহ, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪২।
১০. আখবারু কাযভীন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯।
১১. সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭৭; তাযকিরাতুল-হুফ্ফায, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩৬; জামি'উল-মাসানিদ ওয়াস্-সুনান, পৃ. ১১১; ইব্‌ন তাগরী বাদরী, আন্-নুজূমুয্-যাহিরাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭০; মু'জামুল-মু'আল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৭৪; শাযারাতুয্-যাহাব, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৪; ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭৯; তারীখুত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৫; আত্-তাজ আল-মুকাম্মিল, পৃ. ১০৬; ড. মুহাম্মদ সব্বাগ, আল-হাদীসুন্-নববী, পৃ. ৩৯৩; T. P. Hughes, Dictionary of Islam. P- 35; The Encyclopeadia of Islam গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, "He was born according to pupil Dyafar b. Idris in 209/824." Cf. The Encyclopeadia of Islam, P- 856.

জা'ফর ইব্‌ন ইদরীস (র) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে বলেন,[১২]

سَمِعْتُه يَقُوْلُ: وُلِدْتُ فِيْ سَنَةِ تِسْعٍ وَمَائَتَيْنِ

-'আমি ইব্‌ন মাজাহ (র) বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি ২০৯ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেছি।'

কারও কারও মতে, তিনি ২০৭ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।[১৩]

আর্-রবয়ী' 'আরবের একটি প্রসিদ্ধ গোত্র। এই রবয়ী' গোত্রের দিকে নিসবত করে তাঁকে রবয়ী' বলা হয়। এ গোত্রের সাথে তাঁর বংশীয় সম্পর্ক ছিল না বরং মৈত্রীত্বের সম্পর্ক ছিল। ইব্‌ন খাল্লিকান (র) (মৃত ৬৮১ হিজরী) বলেন,[১৪]

'هٰذِه النِّسْبَةُ إِلى رَبِيْعَةَ، وَهِيَ إِسْم لِعِدَّةِ قَبَائِل لَا أَدْرِيْ إِلى أَيِّهَا يَنْتَسِبُ الْمَذْكُوْر

-'তাঁকে 'রবয়ী''-এর প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়। রবী'আহ 'আরবের অনেক গোত্রের নাম। কিন্তু ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (র)-কে এ সকল গোত্রের কোনটির সাথে সম্পৃক্ত তা আমার জানা নেই।'

ইমাম ইব্‌ন মাজাহ্ (র)-কে তাঁর জন্মস্থান কাযভীন এর প্রতি সম্পৃক্ত করে আল-কাযভীনী বলা হয়। এ শহরটি ইস্পহান-এর পার্শ্ববর্তী একটি প্রসিদ্ধ শহর। এ সম্পর্কে ইয়াকূত আল-হামাভী (র) (মৃত ৬২৬ হিজরী) বলেন,[১৫]

قَزْوِيْنُ: مَدِيْنَةُ مَشْهُوْرَةُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّيْ سَبْعَةُ وَعِشْرُوْنَ فَرْسَخاً وَإِلى أَبْهَر اِثْنَا عَشَر فَرْسَخًا، وَيَنْتَسِبُ إِلى قَزْوِيْن خَلْقٌ لَايُحْصَوْنَ، مِنْهُمْ الْخَلِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن الْخَلِيْل أَبُو يَعْلى الْقَزْوِيْنِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ بْن مَاجَةَ أَبُوْ عَبْدِ الله الْقَزْوِيْنِي الْحَافِظُ صَاحِبُ كِتَاب السُّنَنْ.

-'কাযভীন একটি প্রসিদ্ধ শহর। কাযভীন ও রায় এর মধ্যবর্তী দূরত্ব সাতাশ ফরসখ। আর কাযভীন থেকে আবহরের দূরত্ব বার ফারসখ। অসংখ্য লোককে এ শহরের প্রতি সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে আল-খলীল ইব্‌ন 'আব্দিল্লাহ ইবনিল-খলীল আবূ ই'য়ালা আল-কাযভীনী এবং মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মাজাহ্ আবূ 'আব্দিল্লাহ কাযভীনী আল-হাফিয সুনান গ্রন্থ প্রণেতা অন্যতম।'

আস্-সাম'আনী (র) (মৃত ৫৬২ হিজরী) বলেন,[১৬]

اَلْقَزْوِيْنِيْ: 'هٰذِه النِّسْبَةُ إِلى قَزْوِيْن، وَهِيَ إِحْدىٰ الْمَدَائِن الْمَعْرُوْفَة بِأَصْبَهَان، وَيُقَالُ بِهَا بَابُ الْجَنَّة، خَرَجَ مِنْهَا جَمَاعَةٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ، وَالأَئِمَّةِ وَالْفُضَلَاءِ، فِيْ كُلِّ فَنٍّ وَنَوْعٍ.

-'আল-কাযভীনীঃ ইহাকে কাযভীন এর দিকে নিসবত করা হয়েছে। ইহা ইস্পাহানের একটি প্রসিদ্ধ শহর। ইহাকে জান্নাতের দরজা বলা হয়। এ শহরে প্রত্যেক বিষয়ের অনেক 'আলিম, ইমাম ফাজিল জন্মগ্রহণ করেন, যারা আপন বিষয়ে অতুলনীয়।'

১২. তারিখু মাদীনাতি দিমাশক, ৫৬তম খণ্ড, পৃ. ২৭২; তাহযীবুল-কামাল, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ৩৫৫।
১৩. যাকী উদ্দীন 'আব্দিল 'আযীম, আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪।
১৪. ইব্‌ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭৯।
১৫. মু'জামুল-বুলদান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৮৯-৩৯১।
১৬. আল-আনসাব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৯৩।

ইবনুল-ফাকীহ-এর বর্ণনানুসারে সর্বপ্রথম কাযভীন-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন শাহপূর যুল-আকতাফ।[১৭] হযরত 'উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে কাযভীন মুসলমানদের দখলে আসে। হিজরী ২৪ সালে হযরত 'উসমান (রা) বারা' ইব্ন 'আযিব (রা)-কে রায়-এর গভর্ণর নিয়োগ করেন। তিনি এ বছরই প্রথমে আবহার জয় করেন। এরপর তিনি কাযভীন আক্রমণ করেন। কাযভীনের সকল অধিবাসীই তাঁর হাতে ইসলাম কবূল করেন। হযরত বারা' (রা) ৫০০ মুজাহিদকে কাযভীনে অবস্থানের নির্দেশ প্রদান করেন। তাঁরা সেখানে নিবাস স্থাপন করেন এবং ঝর্ণা ও কূপ খনন করে তথাকার জমিন গুলোকে আবাদযোগ্য করে গড়ে তোলেন। খলীফা হারুন অর-রশীদ তাঁর খিলাফতকালে কাযভীন সফর করেন এবং সেখানে একটি জামি' মসজিদ নির্মাণ করে মসজিদের দরজায় তাঁর নাম লিপিবদ্ধ করেন।[১৮]

বাল্যকাল ও প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ

হিজরী তৃতীয় শতাব্দী হাদীস সংকলনের স্বর্ণযুগ। এ যুগে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস সংকলিত হয়েছে। ইমাম ইব্ন মাজাহ (র)-এর বাল্যকাল ছিল ইসলামী জগতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্যের চরম উন্নতি ও অগ্রগতির যুগ। এ সময় বিদ্যোৎসাহী 'আব্বাসীয় খলীফা আল-মামুন খিলাফতে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[১৯] ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) প্রাথমিক শিক্ষা কাযভীনের বিদ্যালয়েই সমাপ্ত করেন, যা হযরত 'উসমান (রা)-এর আমল হতেই শ্রেষ্ঠবিদ্যাপীঠ নামে পরিচিত ছিল।[২০]

হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে কাযভীন শহরটি হাদীস চর্চার কেন্দ্র ভূমি হিসেবে গড়ে উঠে। এখানে বহু মুহাদ্দিস ও ফিক্হ শাস্ত্রবিদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন মুহাম্মদ ইব্ন সা'ঈদ আবূ 'আব্দিল্লাহ রাযী (মৃত ২১০ হিজরী), হাফিয 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ আবুল হাসান ইব্ন তানাফিসী (মৃত ২৩৩ হিজরী), হাফিয 'আমর ইব্ন রাফি' (মৃত ২৩৭ হিজরী), ইসমা'ঈল ইব্ন তাওবাহ কাযভীনী (মৃত ২৪৭ হিজরী), আবূ মূসা হারুন ইব্ন মূসা ইব্ন হিব্বান তামীমী (মৃত ২৪৮ হিজরী), আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন আবী খালিদ ইয়াজীদ কাযভীনী। ইব্ন মাজাহ (র)-এ পন্ডিতগণের নিকট থেকে হাদীস শিক্ষা করেন। তিনি এসকল প্রসিদ্ধ ওস্তাদের নিকট থেকে তাফসীর শাস্ত্রও অধ্যয়ন করেন। অল্পদিনেই তিনি প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও মুফাস্সিরে পরিণত হন।[২১] তিনি ২১ বছর বয়স পর্যন্ত (২৩০ হিজরী) নিজ জন্মভূমি কাযভীনেই 'ইলমে হাদীসে শিক্ষা অর্জন করেন।

শিক্ষার উদ্দেশ্যে সফর

ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) হাদীস সংগ্রহের জন্য দিবারাত্রী পরিভ্রমণ করেছেন। তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহুদেশ ভ্রমণ করেন। হাদীস সংগ্রহের জন্য তিনি 'ইরাক, শাম, মিশর, মক্কা, বাগদাদ, বসরা, কুফা, রায়, খোরাসান, হিজায, দামেশ্ক, হিমস্ প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করেন।[২২]

---

১৭. মুহাম্মদ 'আব্দুর রশীদ নু'মানী, ইব্ন মাজাহ আওর 'ইলমে হাদীস, পৃ. ৪।
১৮. ইব্ন মাজাহ আওর 'ইলমে হাদীস, পৃ. ৪।
১৯. মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ গাংগোহী, জাফরুল-মুহাস্সিলীন বি আহওয়ালিল-মুসান্নিফীন, পৃ. ১৯২।
২০. মুহাম্মদ 'আব্দুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃ. ৫৩৭।
২১. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, তাযকিরাতুল-হুফ্ফায, ৩য় খণ্ড পৃ. ৬৩৬।
২২. ইব্ন হাজার 'আসকালানী, তাহযীবুত্-তাহযীব, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৮; তাযকিরাতুল-হুফ্ফায, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৩৬; আন্-নুজুমুয্-যাহিরাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৭৩; শাযারাতুয্-যাহাব, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৪; তরীখুত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৫।

হাফিয জামালুদ্দীন আল-মিযযী (র) (মৃত ৭৪২ হিজরী) বলেন,[২৩]

سَمِعَ بِخُرَاسَانَ، وَالْعِرَاقِ، وَالْحِجَازِ، وَمِصْرَ، وَالشَّامِ، وَغَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ.

-'তিনি খুরাসান, 'ইরাক, হিজায, মিসর, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে হাদীস শ্রবণ করেন।'

ইব্ন খাল্লিকান (র) (মৃত ৬৮১ হিজরী) বলেন,[২৪]

اِرْتَحَلَ إِلَى الْعِرَاقِ وَالْبَصْرَةِ وَالْكُوْفَةِ وَبَغْدَادَ وَمَكَّةَ وَالشَّامِ وَمِصْرَ، وَالرِّي لِكِتَابَةِ الْحَدِيْثِ.

-'ইব্ন মাজাহ হাদীস লিপিবদ্ধ করণের উদ্দেশ্যে 'ইরাক, বসরা, কুফা, বাগদাদ, মক্কা, শাম, মিসর ও রায় নামক স্থানে হাদীস বিশেষজ্ঞগণের নিকট গমন করেন।

ড. মুহাম্মদ জোবায়র সিদ্দীকী বলেন,[২৫] He Visited the important centres of learning in persia, Mesopotamia, Arabia, Syria and Egypt, and learnt traditions with well-known traditionists of his time.

শিক্ষকবৃন্দ

ইমাম ইব্ন মাজাহ তাঁর যুগের প্রথিতযশা প্রায় সকল মুহাদ্দিসের নিকট থেকেই হাদীস শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞান অর্জন করেন। মাওলানা 'আব্দুর রশীদ নু'মানী ইমাম ইব্ন মাজাহ (র)-এর ৩১৯ জন ওস্তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। এঁদের ৩১০ জনের নিকট থেকে ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) তাঁর সুনান গ্রন্থে এবং ৯ জনের নিকট থেকে তাঁর তাফসীর গ্রন্থে রেওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন। নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য শিক্ষকের তালিকা প্রদান করা হল,

দিমাস্কে গমন করে সেখানকার মুহাদ্দিস হিশাম ইব্ন 'আম্মার, দাহীমান, 'আব্বাস ইবনুল ওয়ালীদ, আল-খিলাল, 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন আহ্মদ, ইব্ন বশীর, ইব্ন যাকওয়ান, মাহ্মূদ ইব্ন খালিদ আল-'আব্বাস, ইব্ন 'ওসমান, 'ওসমান ইব্ন ইসমা'ঈল ইব্ন 'ইমরান আয্-যাহলী, হিশাম ইব্ন খালিদ, আহ্মদ ইব্ন 'আবীল-হাওয়ারীর নিকট হাদীস শাস্ত্রে শিক্ষা অর্জন করেন।

এরপর তিনি হাদীস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মিসর গমন করে সেখানে আবূ তাহের ইব্ন সারহ, মুহাম্মদ ইব্ন রাহওয়াই, ইউনুস ইব্ন 'আব্দিল-আ'লা এর নিকট হাদীস শ্রবণ করেন।

এরপর তিনি হিমসের মুহাম্মদ ইব্ন মুসাফী, হিশাম ইব্ন 'আব্দুল মালিক আল-ইয়াযীনী, 'ইমরান, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন 'উসমান এর নিকট থেকে হাদীসে ব্যুপত্তি অর্জন করেন।

'ইরাকের আবূ বকর ইব্ন আবী শায়বাহ, আহমদ ইব্ন 'আব্দ, ইসমা'ঈল ইব্ন আবী মূসা আল-ফাযারী, আবূ খায়সামাহ, যুহাইর ইব্ন হারব, সুয়াইদ ইব্ন সা'ঈদ, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মু'আবিয়া আল-জামহী প্রমুখের নিকট তিনি হাদীস শিক্ষা করেন।[২৬]

শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী তাঁর সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা গ্রন্থে তাঁর শিক্ষকগণের তালিকা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, তিনি মুহাম্মদ ইব্ন আত্-তানাফীসী আল-হাফিয থেকে সর্বাধিক হাদীস শ্রবণ করেছেন। যুব্বারাত ইব্ন মুগাল্লাস থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। তিনি তাঁর বাল্যকালের শিক্ষক ছিলেন। এরপর তিনি মুস'আব ইব্ন 'আব্দুল্লাহ আয্-যুবাইদী, সুয়াইদ ইব্ন সা'ঈদ, 'আব্দুল্লাহ মু'আবিয়াহ আল-জুমাহী, মুহাম্মদ ইব্ন রুমহ,

---

২৩. হাফিয আল-মিয্যী, তাহযীবুল-কামাল, ১৭শ খণ্ড, পৃ. ৩৫৫।
২৪. ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭৯।
২৫. Dr. Muhammad Zubayar Siddiqi, Hadith Literature, P- 115.
২৬. জামি'উল-মাসানীদ ওয়াস্-সুনান, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ১১২।

ইবরাহীম ইব্ন আল-মুনযিরী আল-যিজামী, মুহাম্মদ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ ইব্ন নুমাইরী, আবূ বকর ইব্ন আবী শায়বাহ, হিশাম ইব্ন 'আম্মার, ইয়াযীদ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ আল-ইয়ামামী, আবূ মুস'আব আয্-যুহরী, বাশীর ইব্ন মু'আয আল-আকাদী, হুমাইদ ইব্ন মুস'আদ, আবী হুযায়ফাহ আস্-সাহলী, দাউদ ইব্ন রুশায়দ, আবূ খায়সামাহ, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন যাকওয়ান আল-মুকরী, 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'আমের ইব্ন বাররাদ, আবূ সা'ঈদ আল-আসাজ্জ, 'আব্দুর রহমান ইব্ন ইবরাহীম দুহাইমী, 'আব্দুস্-সালাম ইব্ন 'আসেম আল-হিসিনযানী, 'ওসমান ইব্ন আবূ শায়বাহ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন। এছাড়া সুনান-ই ইব্ন মাজাহ গ্রন্থে আরও অন্যান্য শিক্ষকগণের নাম উল্লেখ রয়েছে।[২৭] ইমাম আবূ দাউদ আস্-সিজিস্তানীও তাঁর শিক্ষক ছিলেন।[২৮]

আল-ইকমাল গ্রন্থে বর্ণিত আছে, তিনি ইমাম মালেক ও ইমাম লাইস (র)-এর শিষ্যগণের নিকট থেকেও হাদীস শ্রবণ করেন।[২৯]

শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী বলেন, তিনি মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা আল-আবহারী, আবূ তাইয়্যিব আহমদ ইব্ন রাওহা আল-বাগদাদী, আবূ 'আমর আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাকীম আল-মাদীন থেকেও হাদীস শ্রবণ করেছেন।[৩০]

ছাত্রবৃন্দ

ইব্ন মাজাহ (র) যেমনিভাবে অসংখ্য শিক্ষকের নিকট থেকে শিক্ষা অর্জন করেছিলেন ঠিক তেমনিভাবে তাঁর নিকট থেকেও অসংখ্য ব্যক্তি হাদীসের শিষ্যত্ব লাভ করেছিলেন। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর যশ-খ্যাতি সকল জায়গায় ছড়িয়ে পড়লে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাঁর নিকট শিক্ষা অর্জন করার জন্য বহু লোকের সমাগম হয়।

ইব্ন হাজার তাঁর শিষ্যগণের তালিকা এভাবে উল্লেখ করেন, 'আলী ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ আল-গাদানী, ইবরাহীম ইব্ন দীনার আল-যায়শী আল-মাহদানী, আহমদ ইব্ন ইবরহীম আল-কাযভীনী, ইসহাক ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আল-কাযভীনী, জা'ফর ইব্ন ইদ্রীস, হুসাইন ইব্ন 'আলী ইব্ন বারানীয়াদ, সুলাইমান ইব্ন ইয়াযীদ আল-কাযভীনী, মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা আস্-সাফার, আবুল হাসান 'আলী ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন সালমাহ আল-কাযভীনী আল-হাফিয, আবূ 'উমার আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হাকীম আল-মাদানী আল-ইস্পাহানী।[৩১]

অনুসৃত মাযহাব

ইব্ন মাজাহ (র) কোন্ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন তা সঠিকভাবে বলা যায়না। ধারণা করা হয় যে, তিনি ফিক্হী মাযহাবের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না। শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র) -এর মতে, তিনি ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)-এর মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। আনওয়ার শাহ কাশমীরী (র)-এর বলেন,[৩২] وَأَمَّا مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَه فَلَا يُعْلَمُ مَذْهَبُهُمَا 'মুসলিম ও ইব্ন মাজাহ (র)-এর মাযহাব সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।' আবূ তাহের জাযায়েরী (র) বলেন, তিনি কোন মুজতাহিদের অনুসারী ছিলেন না। তবে আইম্মায়ে হাদীস ইমাম শাফি'ঈ (র), ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র), ইসহাক (র), আবূ

২৭. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭৭-২৭৮।
২৮. ইব্ন কাসীর, জামি'উল-মাসানীদ ওয়াস্-সুনান, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ১১২।
২৯. ইব্ন হাজার 'আসকালানী, তাহযীবুত্-তাহযীব, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৮।
৩০. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭৮।
৩১. ইব্ন হাজার 'আসকালানী, তাহযীবুত্-তাহযীব, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৮।
৩২. আনওয়ার শাহ কাশমীরী, ফায়যুল-বারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৮।

'ওবায়দাহ প্রমুখ মুহাদ্দিসের মতামতের প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিল। অবশ্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে তার অনুসৃত মাযহাব সম্পর্কে এতটুকু বলা যায় যে, 'ইরাকবাসীদের তুলনায় হিজায বাসীদের প্রতি তার ঝোঁক ছিল বেশি। তাঁর গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে তা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝা যায়।[৩৩]

আল্লাহ ভীতি

তিনি ছিলেন একজন 'আবিদ ও যাহিদ ব্যক্তি। তিনি অত্যন্ত খোদাভীরু ছিলেন। হাফিয ইব্ন কাসীর (মৃত হিজরী ৭৭৪ হিজরী) তাঁর খোদাভীতি সম্পর্কে বলেন, ইব্ন মাজাহ জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের সাথে সাথে খোদাভীতি এবং আত্মশুদ্ধিতে অগ্রণী ছিলেন। তিনি শরী'আতের বিধি-বিধানের অনুসারী ছিলেন। ধর্মের মৌলিক বিষয়াদী এবং শাখা-প্রশাখাতে তিনি মহানবী (সা)-এর সুন্নাহর অনুসারী ছিলেন। এমন কি তিনি তাঁর সুনান গ্রন্থখানি بَابُ اِتِّبَاعِ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ দিয়ে শুরু করেছেন।[৩৪]

রচনাবলী

ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অভিজ্ঞ ও ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর রচিত বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থের মাধ্যমেই এটা প্রমাণিত হয়। তিনি সুনান, তাফসীর ও ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[৩৫] এ সম্পর্কে শামসুদ্দীন আদ্-দাউদী বলেন,[৩৬]

وَكَانَ عَارِفًا بِهٰذَا الشَّأْنِ. وَلَهُ كِتَابٌ فِي "التَّفْسِيْرِ"، وَكِتَابُ "السُّنَنِ"، وَكِتَابُ "التَّارِيْخِ" إِلَى عَصْرِهِ.

-'তিনি এ বিষয়ে ছিলেন বিজ্ঞ ব্যক্তি। তাফসীর বিষয়ে তাঁর একটি গ্রন্থ, সুনান বিষয়ে একটি গ্রন্থ এবং তাঁর সমকাল পর্যন্ত ইতিহাস বিষয়ে তাঁর একটি গ্রন্থ রয়েছে।'

আত্-তাফসীর (اَلتَّفْسِيْر)

ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) একটি বৃহৎ তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেন। এতে তিনি আল কুরা'আনের তাফসীর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস এবং সাহাবীগণের বর্ণিত বিবরণসমূহ ইস্নাদ সহকারে সন্নিবেশ করেছেন। ইব্ন কাসীর তাঁর তাফসীর গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন,[৩৭] لَهُ تَفْسِيْرٌ حَافِلٌ "তাঁর একটি ব্যাপক তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে।'

'আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) তাঁর আল-ইতকান গ্রন্থে তাফসীর গ্রন্থের স্তরে ইব্ন মাজাহ (র)-এর তাফসীরকেও গণ্য করেছেন।[৩৮] 'আলী ইব্ন আবী দাউদ (মৃত ৯৪৫ হিজরী) ইব্ন মাজাহ (র)-কে বিশিষ্ট তাফসীরকারক বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৯]

ইতিহাস (اَلتَّارِيْخ)

ইমাম ইব্ন মাজাহ (র)-এর অপর এক গ্রন্থ হল আত্-তারীখ বা ইতিহাস। এ গ্রন্থটিতে সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে লেখকের সমসাময়িক যুগ পর্যন্ত তৎকালীন সময়ের সমুদয়

৩৩. মুহাম্মদ ইউসুফ জাকারিয়া আল-হুসাইনী বিন্নুরী, মা'আরিফুস্-সুনান, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২; মাতামাসসা ইলাহিল হাজায, পৃ. ২৫।
৩৪. ইব্ন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান্-নিহায়াহ, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪৪।
৩৫. ইবনুল-'ইমাদ, শাযারাতুয্-যাহাব, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৪।
৩৬. শামসুদ্দীন আদ্-দাউদী, তাবাকাতুল মুফাসসিরীন, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৪।
৩৭. ইব্ন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান্-নিহায়াহ, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪৪।
৩৮. জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, আল-ইতকান ফী 'উলূমিল-কুর'আন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫০।
৩৯. তাবাকাতুল-মুফাস্সিরীন, ২য় খণ্ড পৃ. ২৭৩।

ইতিহাস ও হাদীস বর্ণনাকারীগণের অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।[৪০] ইবন খাল্লিকান ইবন মাজাহ (র)-এর ইতিহাস গ্রন্থকে তারীখে মালীহ (আকর্ষণীয় ইতিহাস) বলে উল্লেখ করেন।[৪১] ইবন কাসীর এ গ্রন্থটিকে তারীখুল-কামীল বলে উল্লেখ করেছেন।[৪২] হাজী খলীফাহ ইবন মাজাহ (র)-এর তারীখ গ্রন্থটিকে তারীখে কাযভীন নামে উল্লেখ করেছেন।[৪৩] হাফিয ইবন তাহির আল-মাকদাসী উক্ত তারীখের পাণ্ডুলিপি দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।[৪৪] ইসলামী বিশ্বকোষের বিবরণ অনুযায়ী এটি স্বতন্ত্র কোন গ্রন্থ নহে, তাঁর বৃহদাকার তারীখেরই একটি অংশ।[৪৫]

ইন্তিকাল

আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযীদ ইবন মাজাহ (র) ২২শে রমযান ২৭৩ হিজরী সোমবার দিবসে ইন্তিকাল করেন এবং মঙ্গলবারে তাঁকে দাফন করা হয়।[৪৬] কারও কারও মতে, তিনি ২৭৫ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তবে প্রথম মতটিই অধিক বিশুদ্ধ।[৪৭] এসময় তার বয়স হয়েছিল ৬৪ বৎসর।[৪৮] তাঁর জানাযায় নামাযের ইমামতি করেন তাঁর ভাই আবূ বকর এবং তার দাফনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন তার দু'ভাই আবূ বকর ও আবূ 'আব্দিল্লাহ এবং পুত্র 'আব্দুল্লাহ।[৪৯] হিজরী সাল মোতাবেক ৮৮৬ খ্রীস্টাব্দ[৫০] মতান্তরে ৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।[৫১] The Encyclopeadia of Islam গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'He died on saturday, 20 Ramadan, 273, 18 February 887 in kazwin.'[৫২]

৪০. তাহযীবুল-কামাল ফী আসমা'ইর-রিজাল, ১৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৫; আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪৪।
৪১. ইবন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭৯।
৪২. ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান্-নিহায়াহ, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪৪।
৪৩. হাজী খালীফাহ, কাশফুয্-যুনূন, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০০৩।
৪৪. হাফিয আবিল ফজল মুহাম্মদ ইবন তাহির আল-মাকদাসী, শুরুতুল-আয়িম্মাতিস্-সিত্তাহ, পৃ. ৭।
৪৫. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৬।
৪৬. ইবনুল-জাওযী, আল-মুনতাযাম, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২০৯; আল- বিদায়াহ ওয়ান্-নিহায়াহ, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪৪; আন্-নুজূমুয্-যাহিরাহ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭০; শাযারাতুয্ যাহাব, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৪; তারীখুত-তুরাসিল- 'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৫; তাযকিরাতুল-হুফফায, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩৬
৪৭. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী বলেন,

مَاتَ فِيْ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ وَمِئَتَيْنِ، وَقِيْلَ: سَنَةَ خَمْس. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ.

দ্র. সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭৯।
৪৮. আল-মুনতাযাম, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২০৯; সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭৯; ইবন হাজার 'আসকালানী, তাকরীবুত্-তাহযীব, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৩; জামি'উল-মাসানীদ ওয়াস্-সুনান, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ১১৩।
৪৯. শাযারাতুয্-যাহাব, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৪; ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭৯; জামি'উল-মাসানীদ ওয়াস্-সুনান, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ১১৩; শামসুদ্দীন আদ্-দাউদী (র) (মৃত ৯৪৫ হিজরী) বলেন,

مَاتَ بِقَزْوِيْنَ عَنْ أَرْبَعٍ وَسِتِّيْنَ سَنَةَ يَوْمَ الاثنَيْنِ وَدُفِنَ يَوْمَ الثلاثاءِ لِثَمَانٍ بَقِيْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ وَمِائَتَيْنِ، وَتَوَلَّى غسله مُحَمَّدُ بن علي القهرمان، وإبْرَاهِيْم بن دِيْنَار الْوَارق، وَصَلَّى عَلَيْهِ أَخُوْهُ أَبُوْبَكْرٍ، وَتَوَلَّى دُفنه أَخُوْه الحسن وَابنه عبد الله.

দ্র. তাবাকাতুল-মুফাসসিরূন, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৪।
৫০. তারীখুত-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৫; Dictionary of Islam, P- 189.
৫১. 'ওমার রিযা কাহহালাহ, মু'জামুল-মু'আল্লিফীন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৭৪।
৫২. The Encyclopeadia of Islam , V-3, p- 8556.

ইব্ন মাজাহ (র) সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণের মন্তব্য

ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) হাদীস এবং তাফসীর শাস্ত্রে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে মনীষীগণ যে মন্তব্য করেছেন তা নিম্নরূপঃ

১. ইবনুল 'ইমাদ (মৃত ১০৮৯ হিজরী) বলেন,[৫৩]

الإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ مَاجَهْ كَبِيْرُ الشَانِ الْقَزْوِيْنِي صَاحِبُ السُّنَنِ وَالتَّفْسِيْرِ وَالتَّارِيْخِ.

-'আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন মাজাহ ছিলেন মহান মর্যাদার অধিকারী ইমাম এবং হাফিয। তিনি ছিলেন সুনান, তাফসীর এবং তারীখ গ্রন্থ প্রণেতা।'

২. 'ইমামুদ্দীন আবুল ফিদা (মৃত ৭৭৪ হিজরী) বলেন,
ইব্ন মাজাহ ছিলেন হাফিয, তিনি সুনান, তাফসীর ও ইতিহাসের লেখক এবং সমকালীন মুহাদ্দিস ছিলেন।[৫৪]

৩. ইব্ন 'আসাকির (র) (মৃত ৫৭১ হিজরী) বলেন,[৫৫]

وَلَهُ سُنَنُ وَتَفْسِيْرُ وَتَارِيْخُ وَكَانَ عَارِفًا بِهٰذَا الشَّأْنِ

-'তাঁর সুনান তাফসীর এবং ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ রয়েছে। তিনি ছিলেন এতদসংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ।'

৪. ইয়াফি'ঈ (র) (মৃত ৭৬৮ হিজরী) বলেন,[৫৬]

كَانَ إِمَامًا فِيْ الْحَدِيْثِ، عَارِفًا بِعُلُوْمِه وَجَمِيْعِ مَا يَتَعَلَّقُ بِه

-'তিনি ছিলেন হাদীসের ইমাম, 'ইলমে হাদীস ও এতদসংক্রান্ত সকল বিষয়ের সুপণ্ডিত।'

৫. ইব্ন খাল্লিকান (মৃত ৬৮১ হিজরী) বলেন,[৫৭]

مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ بْن مَاجَهْ الرَّبَعِيّ بِالْوَلَاءِ الْقَزْوِيْنِيُّ الْحَافِظُ الْمَشْهُوْرُ، مُصَنِّفُ كِتَابِ «السُّنَن» فِيْ الْحَدِيْثِ، كَانَ إِمَامًا فِيْ الْحَدِيْثِ عَارِفًا بِعُلُوْمِه وَجَمِيْعِ مَا يَتَعَلَّقُ بِه.

-'মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ কাযভীন-এর অধিবাসী এবং বন্ধুত্বের দিক থেকে রাবি'ঈ ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ হাফিয ও সুনানের রচয়িতা ছিলেন এবং হাদীস ও হাদীস সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন।

৬. জামালুদ্দীন আবীল মুহাসীন বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ ইমাম, হাফিয, হুজ্জাহ-নাকিদ এবং সুনান, তাফসীর ও তারীখের রচয়িতা ছিলেন।[৫৮]

৭. ইব্ন তাগরী বারদী (র) (মৃত ৮৭৪ হিজরী) বলেন,[৫৯]

مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْد بن مَاجَهْ الإِمَامُ الْحَافِظُ الْحُجَّةُ النَّاقِدُ

-'মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ (র) ছিলেন, হাদীসের ইমাম, হাফিয, হুজ্জাহ এবং হাদীস ও রিজাল শাস্ত্রের একজন সমালোচক।'

৮. ইবনুল জাওযী (মৃত ৫৯৭ হিজরী) বলেন,[৬০]

وَصَنَّفَ السُّنَنَ وَالتَّارِيْخَ وَالتَّفْسِيْرَ وَكَانَ عَارِفًا بِهٰذَا الشَّأْنِ

৫৩. ইবনুল-'ইমাদ, শাযারাতুয্-যাহাব, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৪।
৫৪. জামি'উল-মাসানীদ ওয়াস্-সুনান, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ১১৩।
৫৫. ইব্ন 'আসাকীর, তারীখু মাদীনাতু দিমাশ্ক, ৫৬ তম খণ্ড, পৃ. ২৭১।
৫৬. আল-ইয়াফি'ঈ, মরআতুল-জিনান, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪০।
৫৭. ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৩।
৫৮. আত-তাজ আল-মুকাম্মাল, পৃ. ১০৬।
৫৯. ইব্ন তাগরী-বারদী, আন-নুযূম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭০।
৬০. ইবনুল-জাওযী, আল-মুনতাযাম, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২০৯।

-'আবূ 'আব্দিল্লাহ ইব্ন মাজাহ (র) তাফসীর, ইতিহাস ও সুনান গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ছিলেন সব বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি।'

৯. ইবনুল আসীর (মৃত ৬০৬ হিজরী) বলেন,[৬১]

وَكَانَ عَاقِلاً إِمَامًا عَالِمًا

-'তিনি ছিলেন জ্ঞানী, ইমাম ও সুঅভিজ্ঞ ব্যক্তি।'

১০. আয্-যাহবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) তাঁর 'ইবার গ্রন্থে বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ ইমাম এবং হাফিয। সুনান, তাফসীর ও ইতিহাস -এর লেখক ছিলেন।[৬২]

১১. ফু'আদ সিযগীন বলেন,[৬৩]

مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ مَاجَه أَكْبَرُ الْمُحَدِّثِيْنَ الثِّقَاتِ وَقَدْ عَرَفْتُهُ الأَجْيَالُ التَّالِيَة مُؤَلِّفًا لأَحَدِ كُتُبِ السُّنَنِ الْجَامِعَةِ.

-'মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ বিশ্বস্ত মুহাদ্দিসগণের অন্যতম। পরবর্তী যুগের বংশধরগণ তাঁকে হাদীস সন্নিবেশকারী একটি সুনান গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে জানে।'

১২. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-ইয়ামানী বলেন, ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সুনানের রচয়িতা ছিলেন। যে সুনানের সমকক্ষ ইতোপূর্বে কেউ রচনা করেনি।'[৬৪]

১৩. ইব্ন কাসীর (মৃত ৭৭৪ হিজরী) বলেন,[৬৫]

أَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ صَاحِبِ كِتَابُ السُّنَنِ الْمَشْهُوْرَةِ وَهِيَ دَالَّةٌ عَلَى عَمَلِهِ وَعِلْمِهِ وَتَبَحُّرِهِ وَاطِّلاَعِهِ وَاتِّبَاعِهِ لِلسُّنَّةِ فِيْ الأُصُوْلِ وَالْفُرُوْعِ

-'আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ বিখ্যাত সুনানের রচয়িতা ছিলেন। এ গ্রন্থই তাঁর 'আমল, 'ইলম, গভীরতা, জ্ঞানের পরিধি এবং সুন্নাহ্র মৌলিক বিষয় এবং শাখা-প্রশাখার অনুসরণে তাঁর আন্তরিকতার প্রমাণ বহন করে।'

১৪. 'আব্দুল করিম মুহাম্মদ আর-রাফি'ঈ আল-কাযভীনী (র) বলেন,[৬৬]

وَهُوَ إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ كَبِيْرٌ مُتَّفَقٌ مَقْبُوْلٌ بِالإِتِّفَاقِ صَنَّفَ التَّفْسِيْرَ، وَالتَّارِيْخَ وَالسُّنَنَ

-'তিনি ছিলেন মুসলিম ইমামগণের মধ্যে অন্যতম। সর্ব সম্মত গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি সুনান, তাফসীর ও ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা।'

১৫. ইয়াকূত আল-হামাভী (র) (মৃত ৬২৬ হিজরী) বলেন,[৬৭]

وَمِنْ أَعْيَانِ الأَئِمَّةِ مِنْ أَهْلِ قَزْوِيْنَ، مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ بن مَاجَهْ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الْقَزْوِيْنِيْ الْحَافِظُ صَاحِبُ كِتَابِ السُّنَنِ.

-'কাযভীন বাসীর মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযীদ ইব্ন মাজাহ আবূ 'আব্দিল্লাহ আল-কাযভীনী (র) ছিলেন হাদীসের হাফিয এবং সুনান গ্রন্থ প্রণেতা।'

৬১. জামি'উল-মাসানীদ ওয়াস্-সুনান, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ১১৩।
৬২. হাফিয আয্-যাহাবী, আল-'ইবার, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৪।
৬৩. তারীখুত-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৫।
৬৪. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-ইয়ামানী, সুবলুস্-সালাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪।
৬৫. ইব্ন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান্-নিহায়াহ, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪৪।
৬৬. আখবারুল কাযভীন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯।
৬৭. ইয়াকূত আল-হামাভী, মু'জামুল-বুলদান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯১।

সুনানু ইব্ন মাজাহ (র)-এর পর্যালোচনা

ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) ইসলাম প্রচার ও প্রসারে অতুলনীয় অবদান রেখে গেছেন। তিনি হাদীস প্রচার ও প্রসারে অনেক কেন্দ্র স্থাপন করেন। তাঁর এ মহৎ কাজে অনেকেই তাঁকে সাহায্য করেছেন। সুন্নাহ্কে জীবিত করার জন্য গ্রন্থ রচনার প্রতি তারা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেন। এজন্য তিনি হাদীস চর্চায় মনোযোগী হন এবং একটি গ্রন্থ রচনা করেন। ড. মুহাম্মদ জুবায়র সিদ্দীকী বলেন, He compiled several works in Hadith of which the most important is the sunan.[৬৮]

তাঁর সুনান গ্রন্থটি বিখ্যাত ছয়টি গ্রন্থের অন্যতম। এ প্রসংঙ্গে ইমাম ইব্ন মাজাহ নিজেই বলেন, আমি আমার সুনান গ্রন্থখানি সমাপ্ত করে আবূ যুর'আর নিকট পেশ করলে আবূ যুর'আহ বলেন, আমি মনে করি, এ কিতাব খানি লোকদের হাতে পৌঁছলে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রণীত সমস্ত বা অধিকাংশ হাদীস গ্রন্থই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে।[৬৯]

প্রত্যেক পাঠক এটাকে সহীহ মনে করে বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ ও নাসায়ীর পাশাপাশি সমান ভাবে পাঠ করে। এর মধ্যে রয়েছে ৩২টি কিতাব, ১৫০০ বাব এবং ৪ হাজার হাদীস।[৭০] এ সম্পর্কে The Encyclopeadia of Islam গ্রন্থে বলা হয়েছে, "His kitab al-Sunan contains some 4000 traditions in about 150 chapters."[৭১]

ইব্ন হাজার 'আসকালানী (র) বলেন, তাঁর গ্রন্থটি সুনানের দিক দিয়ে জামি', সুন্দর ও দুষ্প্রাপ্য অধ্যায়ের সমন্বয়কারী একটি গ্রন্থ।[৭২]

এটা অত্যন্ত উপকারী গ্রন্থ, ফিক্হ-এর দৃষ্টিতে-এর অধ্যায় সমূহ খুবই সুন্দর ও মজবুত করে সাজানো হয়েছে।[৭৩] তাঁর এ গ্রন্থখানি ইসলামী গ্রন্থ সমূহের উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থ, যাকে ছয়টি বিশুদ্ধ কিতাবের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাঁর এ কিতাবে ৫টি ভুলাছিয়াত আছে, যা জাব্বারাহ ইবনুল মুগলাস-এর রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে।[৭৪]

হাদীসের সংখ্যা

ইমাম ইব্ন মাজাহ্র সুনান গ্রন্থটি সিহাহ সিত্তার মধ্যে অন্যতম। তিনি লক্ষাধিক হাদীস যাচাই বাছাই করে তাঁর সুনান গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। এ গ্রন্থটিতে ৪৩৪১টি বিশুদ্ধ হাদীস স্থান পেয়েছে। তিনি হাদীস গুলোকে ফিক্হী অধ্যায়ের ভিত্তিতে সাজিয়েছেন। এ গ্রন্থটি উসূলুস্-সিত্তাহ, কুতুবুস্-সিত্তাহ, কিংবা উম্মুহাতিস্-সিত্তাহ এর অন্যতম।[৭৫] এর মধ্যে রয়েছে ৩২টি কিতাব, ১৫০০ বাব এবং ৪ হাজার হাদীস।[৭৬] এ সম্পর্কে আবুল হাসান কাত্তান বলেন,[৭৭]

جُمْلَةُ كِتَابِ "السُّنَنِ" وَهُوَ إِثْنَانِ وَثَلاَثُوْنَ كِتَابًا فِيْهَا أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةِ بَابٍ، فِيْ جُمْلَةِ الأَبْوَابِ أَرْبَعَةُ آلاَفِ حَدِيْثٍ.

৬৮. Dr. Muhammad Zubayar Siddiqi, Hadith Literature. P- 115.
৬৯. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, তাযকিরাতুল-হুফ্ফায, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩৬।
৭০. তাহযীবুত্-তাহযীব, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৮; Dr Muhammad Zubayar Siddiqi, Hadith Literature, P- 115
৭১. The Encyclopeadia of Islam. Vol. 3, P- 856.
৭২. ইব্ন হাজার 'আসকালানী, তাহযীবুত্-তাহযীব, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৮।
৭৩. তাযকিরাতুল-হুফ্ফায, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩৩; জামি'উল-মাসানীদ ওয়াস্-সুনান, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ১১৫।
৭৪. জামি'উল-মাসানীদ ওয়াস্-সুনান, মুকাদ্দামাহ, পৃ. ১১৫; Hadith Literature, P- 115.
৭৫. আল-হিত্তাহ ফী যিক্রিস্-সিহাহ সিত্তাহ, পৃ. ২২০।
৭৬. তাহযীবুত্-তাহযীব, ৭ম খণ্ড, পৃ ৪৯৮; Dr Muhammad Zubayar Siddiqi, Hadith Literature, P- 115
৭৭. শামসুদ্দীন আয্-দাউদী, তাবাকাতুল-মুফাসসিরীন, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৬।

সুনান ইব্ন মাজাহ (র)-এর ৪৩৪১টি হাদীসের মধ্যে ৩০০২টি হাদীস সিহাহ সিত্তার অপর পাঁচটি গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে। অবশিষ্ট ১৩৩৯টি হাদীস এককভাবে ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) তাঁর সুনান গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ জন্যেই এ হাদীসগুলোকে زَوَائِدُ ابْنِ مَاجَه বা ইব্ন মাজার অতিরিক্ত বর্ণনা বলে অভিহিত করা হয়।[৭৮]

সিহাহ সিত্তার মধ্যে সুনানু ইব্ন মাজাহ-এর স্থান

মুতাকাদ্দিমীন ও অধিকাংশ মুতা'আখ্খেরীনের মতে, হাদীসের মৌলিক গ্রন্থ পাঁচটি। তা হল, বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, আবূ দাউদ ও তিরমিযী।[৭৯] তবে কোন কোন মুতা'আখ্খেরীন এর বিপরীত মতামত পেশ করেন। তারা ইব্ন মাজাহ-এর সুনানকে সংযুক্ত করে হাদীসের মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যা ৬টি বলে উল্লেখ করেন। কেননা সুনানু ইব্ন মাজাহ ফিক্হের দৃষ্টিতে এক উপকারী গ্রন্থ।[৮০] হাফিয আবুল ফযল ইব্ন তাহির আল-মাকদাসী (মৃত ৫০৭ হিজরী) তাঁর "শুরুতুল আয়িম্মাতিস্-সিত্তাহ" গ্রন্থে সুনানু ইব্ন মাজাহকে সিহাহ সিত্তার ৬ষ্ঠ কিতাব বলে স্বীকৃতি প্রদান করেন। অতঃপর তাঁর আত্রাফুল কুতুবিস্-সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থে ইব্ন মাজাহকে ষষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে স্থান প্রদান করেন।[৮১] এরপর হাফিয 'আব্দুল গণী আল-মাকদাসী (মৃত ৬০০ হিজরী) তাঁর আল-ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল গ্রন্থে সুনানু ইব্ন মাজাহকে ষষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে স্বীকার করেন।

কোন কোন মুহাদ্দিস ইমাম মালিক (র)-এর কিতাব মুওয়াত্তার বিশুদ্ধতা ও মর্যাদার কারণে ওটাকে ষষ্ঠ কিতাব বলে অভিহিত করেছেন।[৮২] কিন্তু এ পর্যায়ে মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে মুওয়াত্তার চেয়ে সুনানু ইব্ন মাজাহ অনেক উন্নত ও জনসাধারণের পক্ষে ব্যবহারোপযোগী। এ ছাড়া এ গ্রন্থে কিছু অতিরিক্ত হাদীস রয়েছে, যা সিহাহ সিত্তাহ-এর অন্যান্য গ্রন্থে নেই। কিন্তু মুওয়াত্তা এমনটি নয়। এসব কারণেই হাদীস বিশারদগণ সিহাহ সিত্তায় মুওয়াত্তার পরিবর্তে সুনানু ইব্ন মাজাহকে স্থান প্রদান করেছেন।[৮৩] মুহাদ্দিস আবুল হাসান সিন্দী তাঁর শরহু ইব্ন মাজাহ গ্রন্থে বলেন,[৮৪]

غَالِبُ الْمُتَاخِرِيْنَ عَلٰى اَنَّهُ سَادِسُ السِّتَّةِ

-'অধিকাংশ মুতা'আখ্খির মুহাদ্দিসের মত এই যে, ইব্ন মাজাহ সিহাহ সিত্তার ষষ্ঠ গ্রন্থ।'

হাফিয সাখাভী বলেন, 'উলামাইকিরাম সুনানু ইব্ন মাজাহকে এজন্য মুওয়াত্তার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন যে, এতে অপর পাঁচটি গ্রন্থ থেকে অনেক রেওয়ায়াত অতিরিক্ত রয়েছে। মুওয়াত্তাতে এমনটি নেই।[৮৫]

৭৮. মাহমূদ মুহাম্মদ মাহমূদ হাসান যাচ্ছার, সুনানু ইব্ন মাজাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১।
৭৯. জামি'উল-মাসানীদ, মুকাদ্দমাহ, পৃ. ১১৬; মুহাম্মদ আবূ যাহু, আল-হাদীস ওয়াল-মুহাদ্দীসূন, পৃ. ৪১৮; আল-হাদীসুন-নব্বী, পৃ. ৩৯২।
৮০. আল-হাদীস ওয়াল-মুহাদ্দীসূন, পৃ. ৪১৮; ডঃ মুসতাফা আস্-সুবা'ঈ, আস্-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফীত্-তাশরী'ইল ইসলামী, পৃ. ৪৫৪; ডঃ উজাজ খতীব, কিতাবু মুসতালাহীল-হাদীস, পৃ. ৫৭; Dr. Muhammad Zubayar Siddiqi, Hadith Literature, P- 116.
৮১. আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস্-সিহাহ সিত্তাহ, পৃ. ২২১, আল-হাদীস ওয়াল-মুহাদ্দীসূন, পৃ. ৪১৮।
৮২. ইব্ন কাসীর, জামি'উল-উসূল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২।
৮৩. আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস্-সিহাহ সিত্তাহ, পৃ. ২২১; মুহাম্মদ 'আব্দুল 'আযীয আল-খাওলী, মিফ্তাহুস্-সুন্নাহ, পৃ. ১০১; উসূলুল-হাদীস, পৃ. ৩২৭।
৮৪. মুহাদ্দিস আবুল হাসান সিন্দী, মুকাদ্দামাতু শারহি ইব্ন মাজাহ, পৃ. ১৫।
৮৫. হাফিয সাখাভী বলেন, وَقَدَّمُوْهُ عَلَى الْمُوَطَّا لِكَثْرَةِ زَوَائِدِهِ عَلَى الْخَمْسَةِ بِخِلَافِ الْمُوَطَّا
দ্র. ফাতহুল-মুগীস, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০২।

কোন কোন মুহাদ্দিস সুনানু দারিমীকে অধিক বিশুদ্ধ বলে অভিমত পেশ করে ওটাকে ষষ্ঠ বলে উল্লেখ করেন।[৮৬] হাফিয সালাহুদ্দীন খলীল ইব্ন কায়কালদী আল-আলায়ি (মৃত ৭৬১ হিজরী) সর্বপ্রথম সুনানু দারিমীকে ষষ্ঠ গ্রন্থ হওয়ার যুক্তি পেশ করে বলেন, সুনানু দারিমীতে য'য়ীফ রাবী কম এবং মুনকার ও শায হাদীস দুর্লভ। যদিও এতে কিছু মুরসাল ও মাওযু' হাদীস রয়েছে, তবুও সানানু ইব্ন মাজাহ থেকে উত্তম।[৮৭] হাফিয আবুল কাসিম আর-রাফয়ী' (মৃত ৬৩২ হিজরী) বলেন, হাদীসের হাফিযগণ সুনানু ইব্ন মাজাহকে সহীহাইন, সুনানু আবী দাউদ, সুনানু নাসায়ী-এর সমপর্যায়ের মনে করেন। আর এ গ্রন্থে যে সকল রেওয়ায়াত সন্নিবেশিত হয়েছে, তা প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।[৮৮]

ইব্ন খাল্লিকান (মৃত ৬৮১ হিজরী) বলেন,[৮৯]

وَكِتَابُهُ فِي الْحَدِيْثِ اَحَدُ الصِّحَاحِ السِّتَّةِ

-'তাঁর হাদীস গ্রন্থখানি সিহাহ সিত্তার অন্যতম।'

ইবনুল আসীর (মৃত ৬০৬ হিজরী) বলেন,[৯০]

سُنَنُ ابْنِ مَاجَةَ هُوَ سَادِسُ الصِّحَاحِ السِّتَّةِ

-'সুনানু ইব্ন মাজাহ গ্রন্থটি সিহাহ সিত্তাহ্র মধ্যে ষষ্ঠ স্থানের অধিকারী।'

'আব্দুল গণী আল-মাদানীর পরে মুহাদ্দিসগণ তাঁর আল-ইকমাল ফী আসমায়ির-রিজাল গ্রন্থের ভিত্তিতে রাবীগণের উপর দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনা করে সুনানু ইব্ন মাজাহকে সিহাহ সিত্তার মধ্যে ষষ্ঠ গ্রন্থ হওয়ার যুক্তিকে আরো সুদৃঢ় করেছেন।

সুনানু ইব্ন মাজাহ সম্পর্কে মনীষীগণের মন্তব্য

সুনানু ইব্ন মাজাহ একটি প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ। মনীষীগণ-এর ভূয়সী প্রসংশা করেছেন। নিম্নে কয়েকজন মনীষীর মন্তব্য উপস্থাপন করা হল,

১. ইব্ন কাসীর (মৃত ৭৭৪ হিজরী) সুনানু ইব্ন মাজাহ সম্পর্কে বলেন,[৯২]

وَهُوَ كِتَابٌ قَوِيُّ التَّبْوِيْبِ فِي الْفِقْهِ

-'ফিক্হের দৃষ্টিতে-এর অধ্যায়সমূহ খুবই সুন্দর ও মযবূত করে সাজনো হয়েছে।'

২. ইব্ন হাজার 'আসকালানী (মৃত ৮৫২ হিজরী) বলেন,[৯৩]

وَكِتَابُهُ فِي السُّنَنِ جَامِعٌ جَيِّدٌ

-'ইমাম ইব্ন মাজাহর সুনান গ্রন্থটি অত্যন্ত ব্যাপক হাদীস সম্বলিত এবং উত্তম গ্রন্থ।'

৩. হাফিয শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (মৃত ৭৪৮ হিজরী) বলেন,[৯৪]

سُنَنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ (ابنُ مَاجَه) كِتَابٌ حَسَنٌ لَوْلاَ مَاكَدَّرَهُ مِنْ أَحَادِيْثِ وَاهِيَةٍ لَيْسَتْ بِالْكَثِيْرِ

৮৬. মিফ্তাহুস্-সুন্নাহ, পৃ. ১০১; আল-হাদীস ওয়াল-মুহাদ্দিসূন, পৃ. ৪১৮-৪১৯।
৮৭. হাফিয সাখাভী, ফাতহুল-মুগীস, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০২।
৮৮. হাফিয আবুল কাসিম আর রাফয়ী', আখবারে কাযভীন, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯।
৮৯. ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭৯।
৯০. ইব্ন কাসীর, জামি'উল-উসূল, পৃ. ১ম খণ্ড, পৃ. ১২।
৯১. মুকাদ্দামাতু শারহি ইব্ন মাজাহ, পৃ. ১৫।
৯২. আহ্মদ মুহাম্মদ শাকের, আল-বাইসুল-হাছীছ শারহু ইখতিসারি 'উলূমিল-হাদীস, পৃ. ২২৫-২২৬।
৯৩. ইব্ন হাজার 'আসকালানী, তাহযীবুত্-তাহযীব, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৯।
৯৪. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, তাযকিরাতুল-হুফ্ফায, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৯।

-'সুনানু ইব্ন মাজাহ সুন্দর গ্রন্থ। এটি আরো সুন্দর হ'ত যদি তাতে ঐ সমস্ত বর্ণনা না থাকত যা এ গ্রন্থকে ত্রুটিপূর্ণ করেছে। অবশ্য এ ধরণের বর্ণনা নিতান্তই কম।'

৪. ইবনুল আসীর (মৃত ৬০৬ হিজরী) বলেন,[৯৫]

كِتَابٌ مُفِيْدٌ قَوِيُّ النَّفْعِ فِيْ الْفِقْهِ لَكِنْ فِيْهِ أَحَادِيْثُ ضَعِيْفَةٌ جِداً بَلْ مُنْكَرٌ

-'এ গ্রন্থটি কল্যাণকর এবং ফিকহের ক্ষেত্রে অতীব উপকারী। তবে এতে কিছু য'য়ীফ তথা মুনকার হাদীস রয়েছে।'

৫. শাহ 'আব্দুল 'আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (র) এ গ্রন্থ সম্পর্কে বলেন, প্রকৃতপক্ষে সজ্জায়ন-সৌন্দর্য ও পুনরাবৃত্তি ব্যতীত হাদীস সমূহ একের পর এক উল্লেখ করা এবং সংক্ষিপ্ত প্রভৃতি বিশেষত্ব এ কিতাবে যা পাওয়া যায় অপর কোন কিতাবে তা দুর্লভ।[৯৬]

সুনানু ইব্ন মাজায় মাওযু' হাদীস

সুনানু ইব্ন মাজাহ সিহাহ সিত্তাহর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এর ৩০টি হাদীস সম্পর্কে সমালোচকগণ বিরূপ সমালোচনা করেছেন। মুহাম্মদ ইব্ন তাহির আল-মাকদাসী বলেন, ইমাম আবু যুর'আহ এর মতে, সুনানু ইব্ন মাজাহতে য'য়ীফ হাদীসের সংখ্যা দশ।[৯৭] হাফিয ইবন কাসীর (মৃত ৭৭৪ হিজরী) একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৯৮] হাফিয যাহাবী (র) (মৃত ৭৪৮ হিজরী) এ প্রসঙ্গে ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,[৯৯]

عَرَضْتُ هذِهِ "السُّنَنَ" عَلَى أَبِيْ زُرْعَةَ الرَّازِيِّ، فَنَظَرَ فِيْهِ، وَقَالَ: أَظُنُّ إِنْ وَقَعَ هذا فِيْ أَيْدِي النَّاسِ تَعَطَّلَتْ هَذِهِ الْجَوَامِعِ، أَوْ أَكْثَرُهَا: ثُمَّ قَالَ : لَعَلَّ لاَ يَكُوْنُ فِيْهِ تَمَامُ ثَلاثِيْنَ حَدِيْثًا، بِمَا فِيْ إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

-'আমি সুনান গ্রন্থটি রচনা করে আবূ যুর'আহ (র)-এর নিকট পেশ করি। তখন তিনি গ্রন্থটি গভীরভাবে অধ্যয়ন করে বলেন, আমার ধারণা এ গ্রন্থটি জনগণের হাতে পৌঁছলে অন্যান্য জামি' গ্রন্থ অথবা অধিকাংশ জামি' গ্রন্থ অকেজো হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি বলেন, এতে যদি ঐ ত্রিশটি হাদীস না থাকত যেগুলোর সনদে দুর্বলতা রয়েছে।

ফুয়াদ 'আব্দুল বাকীর মতে, সুনানু ইব্ন মাজাহ-এর ৬১৩টি হাদীসের সনদ য'ঈফ দুর্বল। আর ৯৯টি হাদীসের সনদ অপরিচিত।[১০০] 'আল্লামা ইমাম নববী (র) (মৃত ৬৭৬ হিজরী) বলেন, ইবনুল-জাওযী (র) (মৃত ৫৯৭ হিজরী) তাঁর কিতাবুল-মাওযুআত গ্রন্থে এমন অনেক হাদীস মাওযু' বলে অভিহিত করেছেন যার কোন দলীল নেই। বরং হাদীস গুলো য'ইফ।[১০১] 'আল্লামা ইবনুল-জাওযী (মৃত ৫৯৭ হিজরী) সুনানু ইব্ন মাজার ৩৩টি হাদীসকে মাওযূ' বা জাল বলে উল্লেখ করেছেন।[১০২]

৯৫. ইব্ন কাসীর, জামি'উল-উসূল, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২।
৯৬. বুসতানুল-মুহাদ্দিসীন, পৃ. ১২৫।
৯৭. হাফিয আল-মাকদাসী, তরুতুল-আইম্মাতিস্-সিত্তাহ, পৃ. ১৬।
৯৮. ইব্ন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান্-নিহায়াহ, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪৪।
৯৯. সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২৭৮; তাযকিরাতুল-হুফ্ফায, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩৬।
১০০. ফু'আদ 'আব্দুল বাকী, ইবন মাজাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫২০।
১০১. জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী, তাদরীবুর-রাবী, পৃ. ১৫৫।
১০২. ইবনুল-জাওযী, কিতাবুল-মাওযূ'আত, ১ম খণ্ড থেকে ৩য় খণ্ড পর্যন্ত।

ড. এ. কে. এম. আব্দুল লতিফ তাঁর ইমাম ইব্ন মাজাহঃ হাদীস চর্চায় তাঁর অবদান শীর্ষক পি-এইচ. ডি. থিসেস অভিসন্দর্ভে ইবনুল-জাওযী (র)-এর তেত্রিশটি মাওযূ' হাদীস উল্লেখ পূর্বক তা সতর্কতার সাথে পর্যালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, এই তেত্রিশটি হাদীসের মধ্যে ছয়টি হাদীস সহীহ, দু'টি হাদীস হাসান স্তরের এবং উনিশটি হাদীসের সনদ দুর্বল পাওয়া যায়। আর ছয়টি হাদীসের সনদের রাবী জাল করণের অভিযোগে অভিযুক্ত। এ ছয়টি হাদীস মাওযূ' বলে ধারণা করা হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনই অধিক জানেন।[১০৩]

সুনানু ইব্ন মাজাহ-এর বৈশিষ্ট্য

১. জমহূর 'আলিমের মতে, এ কিতাবখানি সিহাহ সিত্তার মধ্যে ৬ষ্ঠ স্থান অধিকারী গ্রন্থ। তবে কোনও কোনও ব্যক্তি এ কিতাবটিকে সিহাহ্ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেননি। আবুল ফযল ইব্ন তাহির আল-মাকদাসী (র) (মৃত ৫১৭ হিজরী) সর্বপ্রথম এ গ্রন্থকে সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেন।[১০৪]

২. সুনানু ইব্ন মাজাহ গ্রন্থের কিতাব সমূহকে ফিক্হ এর তারতীব অনুযায়ী সাজানো হয়েছে। আর এর বাব গুলোতে এমন দুষ্প্রাপ্য কিছু হাদীস আছে যা অন্য কিতাবে পাওয়া যায়না।[১০৫]

৩. এর বাব গুলোকে পর্যায়ক্রম অনুযায়ী সাজানোর কারণে এটাকে অন্যান্য কিতাব থেকে আলাদা করা সম্ভব হয় এবং সহজেই একজন গবেষক তার প্রয়োজনীয় হাদীসটি খুজে বের করতে পারে। তাই এটা অত্যন্ত উপকারী কিতাব।[১০৬]

৪. এ হাদীস গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এতে কোন হাদীসকে তাকরার বা পুনরোল্লেখ করা হয়নি।[১০৭]

৫. অন্যান্য সুনান গ্রন্থ থেকে সুনানু ইব্ন মাজাহ (র) অনেক সংক্ষিপ্ত। তবে এতে যাবতীয় প্রয়োজনীয় মাস'আলা ও আহকাম (বিধান) সন্নিবেশিত হয়েছে।[১০৮]

৬. তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাহ্কে জীবিত করার জন্য এ কিতাব সম্পাদন করেছেন। এজন্যই اِتِّبَاعِ سُنَّةِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ অধ্যায়কে অগ্রে উল্লেখ করেছেন।

৭. এ কিতাবটি ফিক্হী মাস'আলার এক বিস্তারিত বিবরণ।

৮. এর মধ্যে দীন ও শরী'আতের অনেক গুলো বিধান স্থান পেয়েছে।

১০. সুনানু ইব্ন মাজাহ গ্রন্থের মধ্যে ৫টি ছুলাছিয়াত হাদীস রয়েছে। যা সহীহ বুখারী ছাড়া সিহাহ সিত্তাহর অন্যান্য সকল গ্রন্থের চেয়ে অধিক। সহীহ বুখারীতে ছুলাসিয়াত হাদীসের সংখ্যা বাইশটি, সুনানু আবী দাউদ ও সুনানু তিরমিযীতে এ ধরনের হাদীসের সংখ্যা একটি করে। সহীহ মুসলিম ও সুনানু নাসায়ীতে এ ধরনের কোন হাদীস নেই।[১০৯]

১০৩. ইমাম ইব্ন মাজাহ ঃ হাদীস চর্চায় তাঁর অবদান, পৃ. ৪৮৩।
১০৪. ড. মুহাম্মদ সাব্বাগ, আল-হাদীসুন্-নববী, পৃ. ৩৯২-৩৯৩।
১০৫. পূর্বোক্ত, পৃ. পৃ. ৩৯৩।
১০৬. যাওয়ায়িদু ইব্ন মাজাহ, পৃ. ১৮; আল-হাদীসুন্-নববী, পৃ. ৩৯৩।
১০৭. শাহ 'আব্দুল 'আযীয দেহলভী, বসুতানুল-মুহাদ্দিসীন, পৃ. ১৯০; তাকী উদ্দীন নদভী, মুহাদ্দিসীনে 'ইজাম, পৃ. ২২৩।
১০৮. সুনানু ইবন মাজাহ' 'আরবী উর্দু, পৃ. ৯-১০।
১০৯. যাফরুল-মাহাসসিলীন, পৃ. ১৯৭।

১. এ গ্রন্থে এমন অনেক হাদীস রয়েছে, যা বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত রেওয়ায়াতের চেয়ে আরো বেশি বিশুদ্ধ।[১১০]

নানু ইবন মাজাহ-এর শরহ্ বা ভাষ্য গ্রন্থ

নানু ইবন মাজাহ -এর গুরুত্ব, মূল্য ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে প্রথিতযশা মুহাদ্দিসগণ ার ভাষ্য ও টীকা রচনায় মনোনিবেশ করেন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থের এবং াস্থকারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করা হলঃ

. **শরহ সুনানি ইবন মাজাহ** (شَرْحُ سُنَنُ ابنْ مَاجَةْ) ঃ হাফিয 'আলাউদ্দীন মুগলতাঈ' ইবন কালীজ (মৃত ৭৬২ হিজরী) সর্বপ্রথম সুনানু ইবন মাজাহর এ শরহ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। ফু'আদ সিযগীন এ শরহ্ গ্রন্থটির নাম الأعلام بسنته عليه السّلام বলে উল্লেখ করেছেন। এটি পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। তাঁর এ গ্রন্থটি অসমাপ্ত। মুগলতাই তাঁর এ শরহ গ্রন্থে হাদীসের উপর দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তিনি হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে সকল বিষয়ের প্রতি বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন তা হচ্ছে, হাদীসটি অন্য যে গ্রন্থে স্থান লাভ করেছে তিনি তা উল্লেখ করেছেন। হাদীসটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের অভিমত উল্লেখ করেছেন। হাদীসের সনদে কোন 'ইল্লত থাকলে তা তুলে ধরেছেন।[১১১] এ শরহ্ গ্রন্থের তাহকীক করেন কামেলে 'আওইয়াহ। এটি সৌদী 'আরবের রিয়াদের নিযারী মুস্তফা আল-বায থেকে ১৪১৯ হিজরী/১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

. **শরহ সুনানি ইবন মাজাহ** (شَرْحُ سُنَن ابن مَاجَةْ) ঃ ইবন রজব হাম্বলী (র) (মৃত ৭৩৬/১৩৩৬) এ শরহ গ্রন্থটি রচনা করেন। জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী (র) তাঁর আল-বুগিয়াহ গ্রন্থে উক্ত শরহ প্রণেতার নাম যয়নুদ্দীন 'আব্দুর রহমান ইবন আহমদ ইবন রজব আল-হাম্বলী বলে উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থটির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

. **মা তাদউ' ইলায়হিল হাজাহ 'আলা সুনানি ইবন মাজাহ** (مَا تَدْعُوْ إِلَيْهِ الْحَاجَةْ عَلى سُنَن ابن مَاجَةْ) ঃ শামসুদ্দীন আবীার-রিযা মুহাম্মদ ইবন হাসান আয্-যুবায়দী আশ্-শাফি'ঈ এ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থটি মিসরের দারুল-কুতুব থেকে ৯১৩ হিজরী/১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে ২৪২৪টি হাদীসের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।[১১২]

. **আদ্-দীবাজাহ 'আলা সুনানি ইবন মাজাহ** (اَلدِّيْبَاجَةْ عَلى سُنَن ابن مَاجَةْ) ঃ কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন দামীরি (মৃত ৮০৪ হিজরী) এ গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি এর কাজ সমাপ্ত করে যেতে পারেন নি। যে পর্যন্ত এর শারহ রচনা করেন তা পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত।[১১৩]

. **শারহ যাওয়ায়িদ** (شَرْحُ زَوَائِدْ) ঃ সিরাজুদ্দীন 'ওমর ইবন 'আলী ইবন মুলাক্কীন আশ-শাফিঈ' (মৃত ৮০৪ হিজরী) এ গ্রন্থের রচনাকারী। ইমাম ইবন মাজাহ (র) তাঁর সুনান গ্রন্থে এককভাবে যে সব হাদীস উল্লেখ করেছেন, অথচ সিহাহ সিত্তার অন্য কোন গ্রন্থে সেসব হাদীস স্থান পায়নি। এতে শুধু ঐ সব হাদীসেরই ব্যাখ্যা

১০. ইমাম ইবন মাজাহ আওর 'ইলমে হাদীস, পৃ. ২৪৩।
১১. কাশফুয্-যুনূন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০৪; তারীখুত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৭।
১২. তারীখুত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৮।
১৩. হাজী খলীফাহ, কাশফুয্-যুনূন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০৪।

রয়েছে। মূলতঃ তিনি হাদীসগুলোর সনদের ওপর জারহ ও তা'দীল ভিত্তিক আলোচনা করেছেন। তাছাড়া তিনি তাঁর আলোচ্য হাদীসের মুতাবি' ও শাহেদ বর্ণিত থাকলে তা উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি কোন পর্যায়ের তাও তিনি উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থটি টীকা রচনা করেন মুহাম্মদ মুখতার হুসায়ন। এটি বৈরুতের দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ থেকে ১৪১৪ হিজরী/১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[১১৪]

৬. মিসবাহয্-যুজাজাহ 'আলা সুনানি ইবন মাজাহ (مِصْبَاحُ الزُّجَاجَةْ عَلى سُنَنِ ابن مَاجَةْ) ঃ জালালুদ্দীন 'আব্দুর রহমান আস্-সুয়ূতী (মৃত ৯১১ হিজরী) এ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। এ শরহ গ্রন্থটি আকারে ছোট হলেও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মূল্যবান। 'আল্লামা সুয়ূতী (র) তাঁর এ শরহ গ্রন্থে বিশেষ বিশেষ শব্দ ও বাক্যের বিশ্লেষণ করে হাদীসকে সহজবোধ্য করেছেন। কোন হাদীসের কোন রাবী কিংবা হাদীসটি সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ সমালোচনা করে থাকলে, তা তিনি উল্লেখ করেছেন এবং সমালোচিত হাদীসটির কোন মুতাবি' কিংবা শাহেদ থাকলে তার প্রতি তিনি ইঙ্গিত করেছেন।[১১৫]

৭. শারহ সুনানি ইবন মাজাহ (شَرْحُ سُنَن بن مَاجَةْ) ঃ এ শারহ গ্রন্থটি হাফিয বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম মুহাম্মদ আল-হালাবী (মৃত ৮৪১ হিজরী মতান্তরে ৯৫৬ হিজরী) রচনা করেন।[১১৬]

৮. কিফায়াতুল-হাজাহ ফী শারহি ইবন মাজাহ (كِفَايَةُ الْحَاجَةِ فِيْ شَرْحِ ابنُ مَاجَةْ) ঃ এটি হাশিয়াতুস্-সিন্দী নামে খ্যাত। আবুল হাসান মুহাম্মদ ইবন 'আব্দিল হাদী আস্-সিন্দী (মৃত ১১৩৬ হিজরী/১৭২৪ খ্রীস্টাব্দ) এটি রচনা করেন। এতে কঠিন কঠিন শব্দের বিশ্লেষণ এবং ই'রাব সংক্রান্ত আলোচনা করা হয়।

৭. রফ'উল 'উজাজাহ মা'আ তারজুমাতিল হিন্দুসতানিয়্যাহঃ মৌলভী ওয়াহীদুয্-যামান কর্তৃক রচিত। এটি ১৩১৩ হিজরীতে কায়রো থেকে প্রকাশিত হয়।

৮. ইনজাহুল হাজাহ (إِنْجَاحُ الْحَاجَةْ) ঃ এটি 'আব্দুল গণী ইবন আবী সা'ঈদ আল-মুজাদ্দেদী আদ্-দেহলভী (র) (মৃত ১২৯৫ হিজরী) কর্তৃক রচিত। এটি অতি মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় ভাষ্য গ্রন্থ। এ ব্যাখ্যা গ্রন্থে সুনানু ইবন মাজার উর্দূ তরজমাও রয়েছে। এটি দিল্লী থেকে ১২৮২ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।

৯. মিফতাহুল হাজাহ (مِفْتَاحُ الْحَاجَةْ) ঃ এর রচয়িতা মুহাম্মদ ইবন 'আব্দিল্লাহ বানযাবী। এ গ্রন্থটি লাক্ষ্মৌ থেকে ১৩১৫ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।

১১. তা'লীকুল হাফিয 'আল-বুরহান 'আল-হালাবী 'আলা সুনানি ইবন মাজাহঃ এর হস্ত লিপি কায়রোতে সংরক্ষিত আছে।

১১৪. ইমাম ইবন মাজাহ ঃ হাদীস চর্চায় তাঁর অবদান, পৃ. ৩৩২।
১১৫. কাশফুয্-যুনূন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০৪; তারীখুত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৭; ইমাম ইবন মাজাহ ঃ হাদীস চর্চায় তাঁর অবদান, পৃ. ৩৩২।
১১৬. কাশফুয্-যুনূন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০৪; মিফতাহুস্-সুন্নাহ, পৃ. ১০১-১০২।

১২. মেসবাহ আয্-যুজাজাহ ফী যাওয়াদে ইব্ন মাজাহ (مِصْبَاحُ الزُّجَاجَةِ فِيْ زَوَائِدِ ابن مَاجَةَ) ঃ আহমদ ইব্ন আবী বকর ইব্ন ইসমা'ঈল আল-কানানী আল-বুসারী।

১৩. আল-মুজাররাদ ফী আস-মাইর রিজাল কিতাবি সুনান-ই আবী 'আব্দিল্লাহ ইব্ন মাজাহ (الْمُجَرَّدُ فِيْ أَسْمَاءِ رِجَالِ كِتَابِ سُنَنِ أَبِيْ عَبْدِ الله بن مَاجَةَ) ঃ এটি শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র) (মৃত ৭৪৮ হিজরী) সংকলন করেন। যে সকল হাদীস সহীহায়নের কোন গ্রন্থে নেই অথচ ইব্ন মাজাহ (র) ঐ সমস্ত রাবীর হাদীস তাঁর সুনানে উল্লেখ করেছেন, এমন সকল রাবী সম্পর্কিত হাদীস এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। এ শরহ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দিমাস্কের কুতুবখানা 'তাহিরিয়াত-এ বিদ্যমান রয়েছে।[১১৭]

১৪. য'ঈফ-এ সুনানি ইব্ন মাজাহ (ضَعِيْفُ سُنَنِ ابن مَاجَةَ) ঃ এটি মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আল-বানী (র) (মৃত ১৯৯৯ হিজরী) রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থের ৮৭৬টি হাদীস সংকলন করেন এবং হাদীস গুলোকে য'ঈফ বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু এ গ্রন্থে তিনি হাদীস গুলো সম্পর্কে কোন সমালোচনা উল্লেখ করেননি। তবে তিনি তাঁর অপর গ্রন্থ সিলসিলাতু আহাদীসুদ্-দ'ঈফাহ গ্রন্থের বরাত দিয়েছেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি হাদীস গুলো সম্পর্কে সমালোচনা উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থটি ১৪১৭ হিজরী/ ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রিয়াদের মাকতাবাতুল-মা'আরিফ থেকে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[১১৮]

১৫. **ইমাম ইব্ন মাজাহ ঃ হাদীস চর্চায় তাঁর অবদান ঃ** এ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আবুল কালাম মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ। এটি পি-এইচ. ডি. থিসিস। তিনি ২০০০ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। এ থিসিসটি বাংলা ভাষায় প্রণিত হয়েছে। এ থিসিসটির ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল। তিনি গবেষণা কর্মটিকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। এছাড়া এতে একটি ভূমিকা ও একটি উপসংহার রয়েছে। এ থিসিসটির পৃষ্ঠা সংখ্যা হচ্ছে ৫০০।

উপসংহার

ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) ছিলেন হাদীস শাস্ত্রের এক অনন্য দিকপাল। তিনি ইরানের উর্বর ভূখণ্ড কাযভীনে জন্মগ্রহণ করেন। তখন ছিল 'আব্বাসীয় খিলাফতের স্বর্ণযুগ। খিলাফতের মসনদে তখন অধিষ্ঠিত ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প সাহিত্যের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক আল-মামূন। কাযভীনের মুহাদ্দিসগণের নিকট থেকে হাদীস অন্বেষণের পর ইমাম ইব্ন মাজাহ (র) হাদীস সংগ্রহে তৎকালীন যুগের বিভিন্ন হাদীস কেন্দ্রগুলো পরিভ্রমণ করেন। তিনি ছিলেন রিজাল শাস্ত্রের অভিজ্ঞ পণ্ডিত। লক্ষাধিক হাদীস যাচাই-বাছাই করে তিনি ৪৩৪১ টি হাদীস সম্বলিত এক অভিনব হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। তাঁর এ গ্রন্থ এমন সব বৈশিষ্ট্যে সুশোভিত, যা পাঠকগণকে আকৃষ্ট ও মোহিত করে তোলে। তাঁর অতুলনীয় ও অমূল্যবান এ সুনান গ্রন্থটির পাশাপাশি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অপরাপর অবদান তাঁকে এক বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছে। তাঁর কালজয়ী রচনাবলী অনাগত ভবিষ্যতের জ্ঞানপিপাসু ও হাদীসের পাঠকগণের দিক-নির্দেশনার কাজ করে যাবে।

---

১১৭. তারীখুত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৭-২৮৮; মাহমূদ হাসান নাস্সার, সুনানু ইব্ন মাজাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০।

১১৮. ইমাম ইব্ন মাজাহ ঃ হাদীস চর্চায় তাঁর অবদান, পৃ. ৩৪৩।

গ্রন্থপঞ্জী

'আরবী ও উর্দু

আ

১. আকরাম যিয়া আল-'উমরী ড., বুহুস ফী তারীখিস্-সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ, আল-মাদীনাতিল-মুনাওয়ারাহঃ মাকতাবাতুল-'উলূম, চতুর্থ সংস্করণ, ১৪০৫ হিজরী/১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দ।

২. আহ্মদ মুহাম্মদ শাকির, আল-বা'ইসুল-হাসীস শারহ্ ইখতিসারিল 'উলূমিল-হাদীস, রিয়াদঃ দারুস্-সালাম, ১ম সংস্করণ, ১৪১৪ হিজরী/১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ।

৩. আহমদ ইব্ন 'আলী ইব্ন হায্ম, জামহারাতু-আনসাবিল-'আরব, কায়রোঃ দারুল-মা'আরিফ, ৫ম সংস্করণ।

৪. আহমদ ইব্ন ফারিস, মু'জামুল-মাকাইসিল-লুগাহ, বৈরুতঃ দারুল-জালীল, তাঃ বিঃ।

৫. আহমদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-মুকরী আল-ফায়ঊমী, আল-মিসবাহ আল-মুনীর, বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৪ হিজরী/১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ।

৬. আহমদ মুহাম্মদ 'আলী দাউদ, 'উলূমুল-কুরআন ওয়াল-হাদীস, আম্মানঃ দারুল-বাশারিয়্যাহ, ১৯৮৪ হিজরী।

৭. আহমদ মুহাম্মদ শাকির, আল-বাইসুল-হাসীস শারহ্ ইখতিসারুল-'উলূমিল-হাদীস, রিয়াদঃ দারুস্-সালাম, ১ম সংস্করণ, ১৪১৪ হিজরী/১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ।

৮. আইয়ূব ইব্ন মূসা আল-হুসায়নী আবুল-বাকা, কুল্লিয়াত ফিল-লুগাহ, আল-আমিরিয়্যাহ প্রেস, ১৩৮০ হিজরী।

৯. আবুল কাসিম আর রাফিয়ী', আখবারু কাযভীন, বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ হিজরী/১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দ।

১০. 'আমীমুল-ইহসান, মুফতী, কাওয়া'ইদুল-ফিক্হ, ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৩৮১ হিজরী/১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ।

১১. 'আব্দুল-'আলী মুহাম্মদ ইব্ন নিযামুদ্দীন আল-আনসারী, কিতাবু ফাওয়াতিহির-রাহমূত শিরারহি মুসাল্লামিস্-সবূত, বৈরুতঃ দারুল-মা'রিফাহ, ১ম সংস্করণ, ১৩২৪ হিজরী।

১২. 'আব্দুল করীম ইব্ন মুহাম্মদ আস্-সাম'আনী, আল-আনসাব, বৈরুতঃ দারুল-ফিক্র, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হিজরী/১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দ।

১. 'আব্দুল্লাহ ইব্ন আস'আদ ইব্ন 'আলী আল-ঈয়াফি'ঈ, মিরআতুল-জিনান, বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৭ হিজরী/১৪১৭ খ্রীষ্টাব্দ।

২. 'আব্দুল করীম মুরাদ ও 'আব্দুল-মুহসিন, মিন-আতীবিল-মানহ ফী 'ইলমিল-মুসতালাহ, আল-মাদীনাতুল-মুনাওয়ারাহ, মাতবু'আতুল-জামি'আতিল-ইসলামিয়্যাহ ফিল-মাদীনাতিল-মুনাওয়ারাহ, ১৪০০ হিজরী।

৩. 'আব্দুল-ওয়াহাব খাল্লাফ, 'ইলমু উসূলিল-ফিক্হ, কুয়েতঃ দারুল-কলাম, ১ম সংস্করণ, ১৪০৩ হিজরী/১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দ।

৪. 'আব্দুল কাদির আর্-রাযী, মুখতারুস্-সিহাহ, বৈরুতঃ মাকতাবাতু-লুবনান, ১৯৮৭ হিজরী।

৫. 'আব্দুল গণী আল-মাকদিসী, কিতাবুল 'ইলম, দামিশকঃ মাকতাবা আযহারীয়্যাহ্, তা. বি.।

৬. 'আব্দুল হক দেহলূভী, আল-মুকাদ্দিমাহ, লাহোর; মাকতাবাহ মুস্তাফাঈ, ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ।

৭. 'আব্দুল গণী আল-মাযদীদী আদ্-দেহলূভী, সুনান-ই ইব্ন মাজাহ, মুকাদ্দামাহ, করাচীঃ নূর মোহাম্মদ আসাহ আল-মাতাবী', তাঃ বিঃ।

৮. আবুল হাসান সিন্দী, মুকাদ্দামাতু শারহি ইব্ন মাজাহ, তাঃ বিঃ।

৯. 'আমর ইব্ন হাসান 'ওসমান, আল-ওদউ' ফিল-হাদীস, বৈরুতঃ মুআস্সাসাতু মানাহিলিল-'ইরফান, ১৪০১ হিজরী/১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দ ।

১০. 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আলী আল-জুরযানী, আত্-তা'রীফাত, ইস্তাম্বুলঃ মাতবা'আতু আহমদ কামেল, ১৩২৭ হিজরী।

১১. আল-মিয্যী, তাহযীবুল-কামাল, বৈরুতঃ দারুল-ফিক্র, ১৪১৪ হিজরী/১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ।

১২. আবূ 'ওমার ইউসুফ ইব্ন 'আব্দিল্লাহ, আল-ইসতি'আব ফী মা'রিফাহ আল-আসহাবঃ, সম্পাদনাঃ 'আলী মুহাম্মাদ আল-বাজাবী, মিসর ঃ মাতবা'আতুল-ফূযালা, ১৩৮০ হিজরী।

ই

১. ইব্ন আবী হাতিম, আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল, বৈরুতঃ দারুল-কুতুবি'ল 'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ ।

২. ইব্ন আবী হাতিম, মুকাদ্দামাতুল-জারহি ওয়াত্-তা'দীল, বৈরুতঃ দারু'ল-ফিক্র, তাঃ বিঃ।

২৭. ইব্ন আবী ই'লা, তাবাকাতুল-হানাবিলাহ, বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হিজরী/১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ ।

২৮. ইব্ন 'আসাকীর, তারীখু দিমাশ্ক, বৈরুতঃ দারু'ল-ফিক্র, ১ম সংস্করণ, ১৪১৮ হিজরী/১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দ ।

২৯. ইব্ন 'আসাকির, তারীখু দিমাশ্ক, শামঃ ১৩২৯ হিজরী।

৩০. ইব্ন 'আব্দিল বার, জামি'উ বায়ানিল-'ইলম ওয়া ফাযলিহী, তাহকীক: আবীল-আশবাল আয্-যুহরী, রিয়াদ ঃ দারু ইব্নুল জাওযী, চতুর্থ সংস্করণ, ১৪১৯ হিজরী/১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দ।

৩১. ইব্ন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান্-নিহায়াহ, বৈরুতঃ দারু ইহ্ইয়াইত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হিজরী/১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ ।

৩২. ইব্ন কাসীর, জামি'উল-মাসানীদ ওয়াস্-সুনান, মুকাদ্দামাহ, বৈরুতঃ দারুল-ফিক্র, ১৪১৫ হিজরী/১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ ।

৩৩. ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান, বৈরুতঃ দারুস্-সাদির, তাঃ বিঃ।

৩৪. ইব্ন খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান, বৈরুতঃ দারু-ইহ্ইয়াইত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হিজরী/১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ ।

৩৫. ইব্ন হাজার 'আসকালানী, তাহযীবুত্-তাহযীব, বৈরুতঃ দারুল-ফিক্র, ১ম সংস্করণ, ১৪১৫ হিজরী/১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ ।

৩৬. ইব্ন হাজার 'আসকালানী, তাহযীবুত্-তাহযীব, ডিকানঃ দাইরাতুল-মা'আরিফ, তাঃ বিঃ।

৩৭. ইব্ন হাজার 'আসকালানী, তাকরীবুত্-তাহযীব, বৈরুতঃ দারুল-ফিক্র, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হিজরী/১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ ।

৩৮. ইব্ন হাজার 'আসকালানী, হুদা আস্-সারী, বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১০ হিজরী/১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ ।

৩৯. ইব্ন হাজার 'আসকালানী, ফাতহুল-বারী, বৈরুতঃ দারু-ইহ্ইয়াইত্-তুরাসিল-'আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৪০২ হিজরী।

৪০. ইব্ন হাজার 'আসকালানী, তাওজীহুন্-নাযার ফী তাওযিহি নুখবাতিল-ফিকার, ঢাকাঃ কুতুব-খানায়ে রশিদিয়া, তাঃ বিঃ।

৪১. ইব্ন তাগরী বারদী, আন্-নুজূমু'য্-যাহিরাহ ফী মুলূকি মিসর ওয়াল-কাহিরাহ, বৈরুতঃ দারু'ল-কলম, তাঃ বিঃ।

৪২. ইব্ন তাইমিয়্যাহ, মাজমুআ' ফাতওয়া, সৌদি 'আরবঃ দারুল-ইফতাহ, ১ম সংস্করণ।

৪৩. ইব্ন নাদীম, আল-ফিহরিস্ত, বৈরুতঃ মাকতাবুতল-খায়্যাত, ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দ ।

৪৪. ইব্ন মানযুর, লিসানুল-'আরব, বৈরুতঃ দারু-ইহ্ইয়াইত্-তুরাসিল-'আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৪১৩ হিজরী/১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দ ।

৪৫. ইবনুল-'ইমাদ, শাযারাতুয্-যাহাব, বৈরুতঃ দারুল-ফিক্র, ১৪০৯ হিজরী/১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দ ।

৪৬. ইবনুল-'ইমাদ হাম্বলী, শাযারাতু'য্-যাহাব, বৈরুতঃ দারু ইহ্ইয়াইত্-তুরাসী'ল 'আরাবী, তাঃ বিঃ।

৪৭. ইবনুল-আসীর, আল-লুবাব, কায়রোঃ মাকতাবাতুল-কুদুসী, ১৩৫৭ হিজরী।

৪৮. ইবনুল-আসীর আল-জাযেরী, জামি'উল-উসূল মিন আহাদিসির্-রাসূল, বৈরুতঃ দারু ইহইয়াইত্-তুরাসিল 'আরাবী, চতুর্থ সংস্করণ, ১৪১৪/১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দ ।

৪৯. ইবনুল-আসীর, উসদুল-গাবাহ, মিসরঃ দারু-ইহ্ইয়াইত্-তুরাসিল-'আরাবীয়্যাহ, ১৩০৭/১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ ।

৫০. ইবনুল-কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, ই'লামুল-মুআক্কি'ঈন, বৈরুতঃ দারুল-ফিক্র, তাঃ বিঃ।

৫১. ইবনুল-জাওযী, আল-মুনতাজাম, বৈরুতঃ দারু'ল-ফিক্র, ১৪১৫/১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ।

৫২. ইবনু'স্-সালাহ, 'উলূমুল-হাদীস, হলপ্সঃ ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দ।

৫৩. ইউসুফ আল-মিয্যী, তাহযীবুল-কামাল ফি আসমা'ইর রিজাল, বৈরুতঃ দারুল-ফিকর, ১৪১৫ হিজরী/১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ ।

৫৪. ইউসুফ আল-ইয়ান সারকাইস, মু'জামুল-মাতবুআতিল-'আরাবিয়্যাহ, কুমঃ মাকতাবাতু আয়াতিল্লাহ, ১৪১০ হিজরী।

৫৫. ইউসুফ হামিদ আল-'আলিম, আল-মাকাসিদুল-'আম্মাতি লিশ্-শারী'আতিল-ইসলামিয়্যাহ, রিয়াদঃ আদ্-দারুল-'ইলমিয়্যাহ লিল-কিতাবিল-ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৪১৫/১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ ।

৫৬. ইবরাহীম আনীস ড., আল-মু'জামুল-ওয়াসীত, ইউ. পি. কুতুব-খানায়ে হুসাইনিয়্যাহ, তাঃ বিঃ।

৫৭. ইবরাহীম মাদকূর, ড., মিসরঃ মাজমা'উল-লুগাতিল-'আরাবিয়্যাহ, ১০ম সংস্করণ, ১৪১০ হিজরী/১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দ ।

৫৮. ইবরাহীম ইব্ন মূসা আশ্-শাতুবী, আল-মুওয়াফিকাত ফী উসূলুল-আহকাম, বৈরুতঃ দারুল-ফিক্র, তাঃ বিঃ।

৫৯. ইসমা'ঈল বাশা, হাদিয়াতুল-'আরিফীন, বৈরুতঃ দারুল-ফিক্র, ১৪০২ হিজরী/১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দ।

৬০. ইসমা'ঈল বাশা, ইজাহুল-মাকনূন, বৈরুতঃ দারুল-ফিক্র, ১৪০২ হিজরী/১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দ ।

৬১. ইহ্ইয়া আন্-নববী, তাহযীবুল-আসমা ওয়াল-লুগাত, বৈরুতঃ দারু'ল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, তাঃ বিঃ।

৬২. ইহ্ইয়া আন্-নববী, আত্-তাকরীব, মিসরঃ আল-মাতবা'আতু'ল-মিসরিয়্যাহ, তাঃ বিঃ।

৬৩. ইয়াকূত আল-হামাভী, মু'জামুল-বুলদান, মিসরঃ মাতবাআতুস্-সাআ'দাত, ১৩২৪ হিজরী/১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ ।

৬৪. ইয়াকূত আল-হামাভী, মু'জামুল-বুলদান, বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, তাঃ বিঃ।

৬৫. ইলিয়াস আনতুন ইলয়াস, আল-কামূস আল-আলমাদরাসী, নতুন দিল্লীঃ তাজ কম্পানী, তাঃ বিঃ।

উ

৬৬. 'উমার রিযা কাহ্হালাহ, মু'জামুল-মু'আল্লিফীন, বৈরুতঃ মুয়াস্সাসাতুর-রিসালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৪ হিজরী/১৯৯৩।

৬৭. 'উজাজ খতীব, ড., কিতাবু মুসতালাহিল-হাদীস, বৈরুতঃ দারুল-ফিক্র, ১৪০১ হিজরী/১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দ ।

৬৮. 'উজাজ খতীব, ড., উসূলুল-হদীস, বৈরুতঃ দারুল-ফিক্র, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০১ হিজরী/১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দ ।

৬৯. 'উসমান ইব্ন 'আব্দির রহমান আশ্-শাহরাঝাওয়ারী, 'উলূমিল-হাদীস লি-ইব্ন সালাহ, বৈরুতঃ দারুল-ফিক্র, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৪ হিজরী/১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দ ।

ক

৭০. কিরমানী, শারহুল-বুখারী, বৈরুতঃ দারুল-ফিক্র, তাঃ বিঃ।

খ

৭১. খতীব আল-বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ, বৈরুতঃ দারুল-ফিক্র, তাঃ বিঃ।

৭২. খতীব আল-বাগদাদী, তাকইদুল-'ইলম, দারু-ইহ্ইয়াইস্-সুন্নাতিন্-নাবাবিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৪ হিজরী।

৭৩. খতীব আল-বাগদাদী, আল-কিফায়াহ ফী 'ইলমির্-রিওয়ায়া, বৈরুত ঃ দারুল-কিতাবুল-'আরাবী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০৬ হিজরী/১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দ।

৭৪. খতীব-আত্-তাবরীযি, আল-ইকমাল ফী আসমাইর-রিজাল, দিল্লীঃ কুতুব-খানায়ে রশীদিয়্যাহ, তাঃ বিঃ।

৭৫. খায়রুদ্দীন আয্-যিরাকলী, আল-আ'লাম, বৈরুতঃ দারুল-'ইলম লিল-মালাইন, ১২শ সংস্করণ, ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ ।

৭৬. খলীল আহমদ সাহারাণপূরী, বাযলুল-মাজহুদ, বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, তাঃ বিঃ।

গ

৭৭. গোলাম রসূল সা'ঈদী, তাযকিরাতুল-মুহাদ্দিসীন, লাহোরঃ ফরীদ বুক স্টল, ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দ।

জ

৭৮. জালালুদ্দীন 'আব্দুর রহমান আস্-সুয়ূতী, লুব্বুল্-লুবাব, বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১১ হিজরী/১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দ ।

৭৯. জালালুদ্দীন 'আব্দুর রহমান আস্-সুয়ূতী, আল-ইতকান ফী 'উলূমিল-কুরআন, মিসরঃ মোস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী, ২য় সংস্করণ, তাঃ বিঃ।

৮০. জালালুদ্দীন 'আব্দুর রহমান আস্-সুয়ূতী, তাদরীবুর-রাবী ফী শারহ তাকরীবির-রাবী, করাচীঃ মীর মুহাম্মদ কুতুব-খানা, ২য় সংস্করণ, ১৩৯২ হিজরী/১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দ ।

৮১. জালালুদ্দীন 'আব্দুর রহমান আস্-সুয়ূতী, তাবাকাতুল-হুফ্ফায, বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪১৪ হিজরী/১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ ।

৮২. জালালুদ্দীন 'আব্দুর রহমান আস্-সুয়ূতী, আল্লা'আলী আল-মাসনূ'আহ, বৈরুতঃ দারুল-মা'রিফাহ, তাঃ বিঃ।

৮৩. জামালুদ্দীন আল-কাসেমী, কাওয়া'ইদুত্-তাহদীস, বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪০৬ হিজরী/১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দ ।

ফ

৮৪. ফু'আদ সিযগীন, তারিখুত্-তুরাসিল-'আরাবী, সৌদী 'আরবঃ ইদারাতুস্-সাকাফী, ১৪০৩ হিজরী/১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দ।

ব

৮৫. বদরুদ্দীন 'আয়নী, 'উমদাতুল-কারী, বৈরুতঃ দারুল-ফিক্র, তাঃ বিঃ।

৮৬. বুতরুস বুস্তানী, দাইরাতুল-মা'আরিফ, বৈরুতঃ দারুল-মা'রিফা, তাঃ বিঃ।

ন

৮৭. নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান, আত্-তাজ আল-মুকাম্মাল, রিয়াদঃ মাকতাবাতুল-ইসলাম, ১৪১৬ হিজরী/১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ ।

৮৮. নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান, আবজাদুল-'উলূম, বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪২০ হিজরী/১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দ ।

৮৯. নওয়াব সিদ্দীক হাসান, আল-হিত্তাহ ফী যিকরিস্ সিহাহ সিত্তাহ, বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৫হিজরী/১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ।

৯০. নূরুদ্দীন 'আতার, ড. মানহাজুন্-নাকদ' ফী 'উলূমিল-হাদীস, বৈরুতঃ দারুল-মু'আসির, ৩য় সংস্করণ, ১৪১৮ হিজরী/১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ ।

৯১. নাসিরুদ্দীন আল-বানী, আল-হাদীস হুজ্জিয়াতুন, কুয়েতঃ দারুস্-সালাফিয়্যাহ, ১৪০৬ হিজরী/১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দ ।

ম

৯২. মুহাম্মদ আবূ যাহু, আল-হাদীস ওয়াল-মুহাদ্দীসুন, বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল-'আরাবী, ১৪০৪ হিজরী/১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দ ।

৯৩. মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ কাশমীরী, ফায়যুল-বারী, দিল্লীঃ রব্বানী বুক ডিপো, ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দ।

৯৪. মুহাম্মদ 'আলী কাসেম আল-'উমরী, সুওয়ালাতু আবী 'উবায়দ আল-আজুররী, মদীনা মুনাওয়ারাহঃ আল-মামলাকাতুল-'আরাবিয়্যাহ আস্-সাউদিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৩ হিজরী/১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দ ।

৯৫. মুহাম্মদ 'আলী আদ্-দাউদী, তাবাকাতুল মুফাস্সিরীন, বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, তাঃ বিঃ।

৯৬. মুহাম্মদ 'আলী আত্-থানূভী, কাশ্শাফ ইসতিলাহাতিল-ফুনূন, বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৮ হিজরী/১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দ ।

৯৭. মুহাম্মদ 'আলী আশ্-শাওকানী, ইরশাদুল-ফুহূল, বৈরুতঃ দারুল-মা'রিফাহ, তাঃ বিঃ।

৯৮. মুহাম্মদ 'আলী আস্-সিইন, তারীখুল-ফিকহিল-ইসলামী, মিসরঃ মাকতাবাতু মুহাম্মদ 'আলী সাবীহ, তাঃ বিঃ।

৯৯. মুহাম্মদ আমান ইব্ন 'আলী আল-জামী, আস্-সিফাতুল-ইলাহিয়্যাহ, আল-মামলাকাতুল-'আরাবিয়্যাতিস্-সা'উদিয়্যাহ,আল-জামি'আতুল-ইসলামিয়্যাহ বিল-মাদীনাতিল-মুনাওয়্যারাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ হিজরী।

১০০. মুহাম্মদ 'আব্দুল 'আযীয আল-খাওলী, মিফ্তাহুস্-সুন্নাহ, মিসরঃ আল-মাতবা'আতুল-'আরাবীয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৩৪৭ হিজরী/১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ ।

১০১. মুহাম্মদ 'আব্দুর রহমান মুবারকপূরী, তুহফাতুল-আহওয়াযী, মুকাদ্দামাহ, বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪১০ হিজরী/১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দ ।

১০২. মুহাম্মদ 'আব্দুর রশীদ নু'মানী, ইব্ন মাজাহ আওর 'ইলমে হাদীস, করাচীঃ মীর মুহাম্মদ কুতুব খানা, তাঃ বিঃ।

১০৩. মুহাম্মদ আদীব সালিহ ড., লামহাতু ফী উসূলিল-হাদীস, বৈরুতঃ আল-মাকতাবাতুল-ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৯ হিজরী।

১০৪. মুহাম্মদ ইব্ন ওলভী আল-মাক্কী আল-হুসাইনী, আল-কাওয়াইদুল-আসাসীয়্যাহ ফী 'ইলমি মুসতালাহিল-হাদীস, জিদ্দাঃ মাতবা'আ সহর, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৪০৬ হিজরী।

১০৫. মুহাম্মদ ইব্ন ওলভী আল-মাক্কী আল-হুসাইনী, আল-মানহালুল-লতীফ ফী উসূলিল-হাদীস, জিদ্দাঃ মাতবা'আ সহর, ৫ম সংস্করণ, ১৪০৬ হিজরী।

১০৬. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-বুখারী, সহীহুল-বুখারী, করাচীঃ কুতুব-খানায়ে তিজারাত, ১৩৮১/১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দ।

১০৭. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী, আত্-তারীখুল কাবীর, মাতবা'আহ্ আল-হিন্দ, ১৩৬০ হিজরী।

১০৮. মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল আল-ইয়ামানী, সুবুলুস্-সালাম, কায়রোঃ দারুল-হাদীস, ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দ।

১০৯. মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা আত্-তিরমিযী, আল-জামি', ইউ. পি. মুখতার এণ্ড কোম্পানী, তাঃ বিঃ।

১১০. মুহাম্মদ ইব্ন হাযিমী, শুরূতুল-আয়িম্মাতিল-খামসা, কায়রোঃ মাকতাবাতুল-কুদসী, ১৩৭৫ হিজরী।

১১১. মুহাম্মদ ইব্ন তাহির আল-মাকদাসী, শুরূতুল-আয়িম্মাতিস্-সিত্তাহ, মিসরঃ মাকতাবাতুল-কুদসী, তাঃ বিঃ।

১১২. মুহাম্মদ ইব্ন তাহির আল-মাকদাসী, শুরূতুল-আয়িম্মাতিস্-সিত্তাহ, মিসরঃ মাকতাবাতুল-কুদসী, ১৩৭৫ হিজরী।

১১৩. মুহাম্মদ ইব্ন তাহির আল-মাকদাসী, আহসানু-তাকাসীম ফী মা'রিফাতিল-আকালীম, লাইডেনঃ মাতবা'আতু ব্রীল, ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ।

১১৪. মুহাম্মদ ইব্নুল-হাসান আস্-সা'লাবী, আল-ফিকরুস্-সামী ফী তারীখিল-ফিকহিল-ইসলামী,আল-মাদীনাতিল-মুনাওয়ারাহঃ আল-মাকতাবাতুল-'ইলমিয়্যাহ বিমাদীনাতিল-মুনাওয়্যারাহ, ১ম সংস্করণ, ১৩৯৬ হিজরী।

১১৫. মুহাম্মদ ইউসুফ ইব্ন সাইয়্যেদ মুহাম্মদ জাকারিয়া আল-হুসাইনী বিন্নৌরী, মা'আরিফুস্-সুনান, করাচীঃ এইচ, এম, সা'ঈদ কোম্পানী, ১৩৯৮ হিজরী।

১১৬. মুহাম্মদ ইউসুফ ইব্ন সাইয়্যেদ মুহাম্মদ জাকারিয়া আল-হুসাইনী বিন্নৌরী, মা'আরিফুস্-সুনান, লাহোরঃ আল-মাতবাআতিল-'আরাবিয়্যাহ, ১৩৮৩ হিজরী।

১১৭. মুহাম্মদ ফু'আদ 'আব্দুল-বাকী, আল-মু'জামুল-মুফহারাস লি-আলফাযিল-কুরআনিল-কারীম, বৈরুতঃ দারুল-ফিক্র, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪১৪ হিজরী/১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ।

১১৮. মুহাম্মদ ইব্ন মাতার আয্-যাহরাফী, তাদবীনুস্-সুন্নাতুন্-নাবাবিয়্যাহ, তায়েফঃ মাকতাবাতুস্-সিদ্দীক, ১ম সংস্করণ, ১৪১২ হিজরী।

১১৯. মুহাম্মদ ইব্ন সালিহ, কিতাবু মুসতালাহিল-হাদীস, আল-মামলাকাতুল-'আরাবিয়্যাতুস্-সা'উদিয়্যাহ, জামি'আতু লিল-ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন সা'উদ লিল-ইসলামিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০১ হিজরী।

১২০. মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর আল-কাত্তানী, আর-রিসালাতুল-মুসতাতরিফাহ, বৈরুতঃ দারুল-ফিক্র, ২য় সংস্করণ, ১৪০০ হিজরী।

১২১. মুহাম্মদ আল-ফায়রুয আল-আবাদী, আল-কামূস-আল-মুহীত, বৈরুতঃ দারু-ইহ্ইয়ইত্-তুরাসিল-'আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৪১৩ হিজরী/১৯৯১ খ্রীষ্টাব্দ।

১২২. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান ড., আত্-তাশরি'উল-ইসলামী ওয়া-'উকূবাতুল-মুজরিমীন, রাজশাহীঃ আল-মাকতাবাতুশ্-শাফিয়া, ১ম সংস্করণ, ১৪২২ হিজরী/২০০২ খ্রীষ্টাব্দ।

১২৩. মুহাম্মদ মুরতাদী আয্-যুবায়দী তাজুল-'উরুস, মিসরঃ আল-মাতবা'আতুল-খাইরিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৩০৬ হিজরী।

১২৪. মুহাম্মদ সাব্বাগ ড., আল-হাদীসুন্-নববী, আল-মাকতাবুল-ইসলামী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০৬ হিজরী /১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দ।

১২৫. মুস্তাফা 'আজমী ড., দেরাসাতু ফিল হাদিসুন-নাবী, বৈরুত ঃ আল-মাকতাবাতুল-ইসলামী, ১৪০৫ হিজরী/ ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ।

১২৬. মুহাম্মদ সিকান্দার 'আলী, তারাজিমুল-মুহাদ্দিসীন, ঢাকাঃ আল-মাকতাবাতু সোনালী সোপান, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হিজরী/১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দ।

১২৭. মুহাম্মদ রাওয়াস ড. ও মুহাম্মদ হামেদ সাদেক ড., মু'জামু লুগাতিল-ফুকাহা, পাকিস্তানঃ ইদারাতুল-কুরআন, তাঃ বিঃ।

১২৮. মুহাম্মদ হানীফ গাংগোহী, যাফরুল-মুহাস্সিলীন বি আহওয়ালিল-মুসান্নিফীন, দেওবন্দঃ হানীফ বুক ডিপো, ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দ।

১২৯. মান্না' আল-কাত্তান, মাবাহিস ফী 'উলূমিল-কুর'আন, বৈরুত ঃ মুওয়াস্সাসাতুর-রিসালাহ, ১৪০৬হিজরী/১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দ।

১৩০. মাহমূদ ইব্ন 'উমর আয্-যামাখশারী, আল-কাশ্শাফ 'আন হাকাইকিত্-তানযীল ওয়া-'উয়ূনুল-আকাবীল ফী উজুহিত্-তা'বীল, মিসরঃ মোস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৩৮৫ হিজরী।

১৩১. মাহমূদ মুহাম্মদ মাহমূদ হাসান যাচ্ছার, সুনানু ইব্ন মাজাহ, বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৮ হিজরী/১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দ ।

১৩২. মাহমূদ ফাখূরী, ইমাম মুসলিম ইবনু'ল-হাজ্জাজ, বৈরুতঃ দারু'স্-সালাম, ১৩৯৯ হিজরী/১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দ ।

১৩৩. মাহমূদ তাহ্হান ড., তাইসীরু মুসতালাহিল-হাদীস, করাচীঃ কাদীমী কুতুব-খানাহ, তাঃ বিঃ।

১৩৪. মুসলিম ইবনুল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, সহীহ মুসলিম, লাহোরঃ গোলাম 'আলী এণ্ড সন্স, ১৩৭৬ হিজরী।

১৩৫. মহী উদ্দীন ইব্ন শারফ আন্-নববী, তাহযীবুল-আসমা' ওয়াল-লুগাহ, বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, তাঃ বিঃ।

১৩৬. মুসতাফা আস্-সুবা'ঈ ড., আস্-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফীত্-তাশরী'ইল ইসলামী, বৈরুতঃ আল-মাতবা'আতুল-ইসলামী, চতুর্থ সংস্করণ, ১৪০৫ হিজরী/১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ।

১৩৭. মোল্লা 'আলী আল-কারী, মিরকাতুল-মাফাতীহ, দেওবন্দঃ মাকতাবাতুন্-নুরিয়্যাহ, ১৩৮৬ হিজরী/১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ ।

য

১৩৮. যাকী উদ্দীন 'আব্দিল 'আযীম, আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব, সৌদী 'আরবঃ দারুল-হাদীস, তাঃ বিঃ।

১৩৯. যাকী উদ্দীন শা'বান, উসূলুল-ফিকহিল-ইসলামী, মিসরঃ মাতবা'আতু দারিত্-তা'লীফ, ৩য় সংস্করণ, ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দ।

১৪০. লুইস মা'লুফ, আল-মুনজিদ ফিল-লুগাহ ওয়াল-আ'লাম, বৈরুতঃ দারুল-মাশরিক, ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দ।

শ

১৪১. শামসুদ্দীন আস্-সাখাবী, ফাতহুল-মুগীস, দারুল-ইমামিত্-তাবারী, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৬ হিজরী/১৪০৯ খ্রীষ্টাব্দ ।

১৪২. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা, বৈরুতঃ মুআস্সাসাতুর-রিসালাহ, ১১শ সংস্করণ, ১৪১৭ হিজরী/১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দ ।

১৪৩. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, আল-'ইবার, বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, তাঃ বিঃ।

১৪৪. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, তাযকিরাতুল-হুফ্ফায, বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, তাঃ বিঃ।

১৪৫. শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, মীযানুল-ই'তিদাল, বৈরুতঃ দারুল-ফিক্র, তাঃ বিঃ।

১৪৬. শামসুল-হক 'আযিমাবাদী (র), 'আউনুল-মা'বুদ, মুকাদ্দামাহ, বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, তাঃ বিঃ।

১৪৭. শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগাহ, মিসরঃ আত্-তাবা'আতুল-মুনিরিয়্যাহ, ১৩৫২ হিজরী।

হ

১৪৮. হাসান ইব্ন 'আব্দির রহমান ইব্ন খাল্লাদ, আল-মুহাদ্দিস আল-ফাসিল বায়নার রাবী ওয়ার ওয়া'ঈ, মিসর ঃ দারুল কুতুব, তা. বি. ।

১৪৯. হাজী খলীফাহ, কাশফুয্-যুনূন, বৈরুতঃ দারুল-ফিক্র, ১৪০২হিজরী/১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দ ।

১৫০. হাজী খলীফাহ, কাশ্ফুয্-যুনুন, বৈরুতঃ দারুল-ফিক্র, তাঃ বিঃ।

১৫১. হাকীম আন্-নায়সাপূরী, আল-মুসতাদরাক আস্-সহীহায়ন, হায়দারাবাদঃ ১৩৪১ হিজরী।

১৫২. হাকিম আবূ 'আব্দিল্লাহ, মা'আরিফাতুল-'উলূমিল-হাদীস, সম্পাদনাঃ সায়্যিদ মু'আযযাম হুসায়ন, কায়রো ঃ মাতবা'আতু দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ।

১৫৩. হাশিম হুসাইন, আয়িম্মাতুল-হাদীসিন্-নববী, বৈরুতঃ মানশুরাতিল-মাকতাবাতুল-'আসরিয়্যাহ, তাঃ বিঃ।

১৫৪. হুসাইন ইব্ন মুহাম্মদ ইবনিল-ফযল আর্-রাগিব আল-ইস্পাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল-কুরআন, মিসরঃ আল-মাতবা'আতুল-মায়মুনিয়্যাহ, ১৩২৪ হিজরী।

ত

১৫৫. তাকিয়ুদ্দিন আন্-নদভী, 'ইলমু রিজালিল-হাদীস, লক্ষ্ণৌঃ মাকতাবাতুল-ফিরদাউস, ১৪০৫ হিজরী/১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ ।

১৫৬. তাকিয়্যুদ্দীন নদভী, মুহাদ্দিসীন-ই 'ইযাম, করাচীঃ মাজলিস-ই-নাশারাত-ই ইসলাম, ১ম সংস্করণ, ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দ ।

১৫৭. তাকী উদ্দীন নদভী, মুহাদ্দিসীন-ই 'ইযাম, আযম ঘাটঃ নশর ওয়া ইশাআত জামি'আহ ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ ।

১৫৮. তাশ-কুবরা, মিফতাহুস্-সা'আদাহ, বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, তাঃ বিঃ।

স

১৫৯. সুলায়মান ইব্ন আশ'আস আস্-সিজিস্তানী আবূ দাউদ, আস-সুনান, ইণ্ডিয়াঃ মাতবা'আহ আসাহ্হুল-মাতাবি', ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ।

১৬০. সুলায়মান ইব্ন আশ'আস আস্-সিজিস্তানী আবূ দাউদ, রিসালাতু আবী দাউদ ইলা আহলি মাক্কাহ, ইণ্ডিয়াঃ মাতবা'আহ আসাহ্হুল-মাতাবি', ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ।

১৬১. সুলায়মান ইব্ন আশআস আস্-সিজিস্তানী আবূ দাউদ, রিসালাতু আবী দাউদ ইলা আহলি মাক্কাহ, বৈরুতঃ আল-মাকতাবাতুল-ইসলামী, ৩য় সংস্করণ, ১৪০১ হিঃ।

১৬২. সুবহী সালিহ ড., 'উলূমুল-হাদীস ওয়া মুসতালাহুহ, বৈরুতঃ দারুল-'ইলম লিল-মালাইন, ১৫শ সংস্করণ, ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দ।

১৬৩. সা'দী আবূ জাইয়্যেব, আল-কামূসুল-ফিক্হী, পাকিস্তানঃ ইদারাতুল-কুরআন, তাঃ বিঃ।

১৬৪. সালিহ ইব্ন 'আব্দিল 'আযীয আল-মানসূর, উসূলুল-ফিক্হ ওয়া ইব্ন তাইমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০০ হিজরী/১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দ ।

১৬৫. সায়ফুদ্দীন 'আলী ইব্ন মুহাম্মদ আল-আমাদী, আল-আহকাম ফী উসূলিল-আহকাম, বৈরুতঃ দারুল-কুতুবিল-'ইলমিয়্যাহ, ১৪০০ হিজরী/১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দ ।

১৬৬. সা'ঈদ আহমদ, মাওলানা, ফাইমে কুর'আন, দিল্লী ঃ নাদওয়াতুল-মুসান্নিফীন, তাঃ বিঃ।

১৬৭. সাইয়্যেদ মানযির আহসান জিলানী, তাদবীনে হাদীস, সম্পাদনাঃ ওয়াক্কাস 'আলী, সাহরানপুর ঃ মাকতাবাহ থানবী, ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দ।

বাংলা উৎস

১৬৮. আহসান সাইয়েদ ড., হাদীছ সংকলনের ইতিবৃত্ত, এ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা-চট্টগ্রাম, ২০০১ খ্রীষ্টাব্দ।

১৬৯. নূর মোহাম্মদ আ'জমী, হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, ঢাকা ঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দ।

১৭০. মুহাম্মাদ 'আমীমুল ইহসান, মুফতি, তারীখে 'ইলমে হাদীস, বঙ্গানুবাদঃ লোকমান আহমদ আমীনী, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০৭ হিজরী/২০০০ খ্রীষ্টাব্দ।

১৭১. মুহাম্মদ 'আব্দুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, ঢাকাঃ বাঙলা একাডেমীঃ বর্ধমান হাউস, ১ম প্রকাশ ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দ ।

১৭২. মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী ও অন্যান্য, ফাতওয়া ও মাসাইল, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭ হিজরী/১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দ।

১৭৩. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ ড., হাদীস শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত, রাজশাহীঃ মাকতাবাতুশ্-শাফিয়া, ১৪২২ হিজরী /২০০১ খ্রীষ্টাব্দ।

১৭৪. শামীম আরা চৌধুরী, হাদীস বিজ্ঞান, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ১৪২২ হিজরী/২০০১ খ্রীষ্টাব্দ।

১৭৫. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ ।

১৭৬. সুনানু ইব্ন মাজাহ, 'ইলমে হাদীসঃ একটি পর্যালোচনা, ভূমিকাংশ, ১ম খণ্ড, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪২১ হিজরী/২০০০ খ্রীষ্টাব্দ।

পিএইচ. ডি. থিসিস

১৭৭. ড. আবুল কালাম মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ, ইমাম ইব্ন মাজাহ ঃ হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান, রাজশাহীঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০ খ্রীষ্টাব্দ।

১৭৮. ড. মুহাম্মদ আব্দুস্-সালাম, মাওলানা শামসুল হক 'আযিমাবাদীঃ জীবন ও কর্ম, রাজশাহীঃ অপ্রকাশিত পি-এইচ. ডি. থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দ।

১৭৯. ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, আল-ইমাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল-আশ'আশ আস্-সিজিস্তানী আসারুহু ফী 'ইলমিল-হাদীস খুসূসান ফী 'ইলমিল-জারহ ওয়াত্-তা'দীল, রাজশাহীঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০ খ্রীষ্টাব্দ।

১৮০. ড. মুহাম্মদ সিকান্দার আলী, ইমাম নাসাঈ (র)ঃ হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান, কুষ্টিয়াঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দ।

১৮১. ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, ইমাম তাহাভী র. জীবন ও কর্ম, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৬ হিজরী/১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ।

এম. এ. থিসিস

১৮২. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, দিরাসাতু 'আলাত্-তাশরি'উল-ইসলামী ওয়া-'উক্বাতুল-মুজরিমীন, রাজশাহীঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ।

ইংরেজী উৎস

183. Aftab Ahmad Rahmani, Dr., Hafiz Ibn Hajar al-asqalani & his Contribution of Hadith literature, Rajshahi: University of Rajshahi, 1967.

184. Anwar Ahmad Qadri, Islamic Jurisprudence in the modern world, New Delhi: Taj Printers, 1986.

185. A. S. Tritton, Islam belief and practices, London: Hutchinson House. 1951.

186. Edword William, Lane Arabic English Lexicon, Beirut: Librairie Du Liban, 1980

187. F. A. Kleim, The Religion of Islam, New Delhi: Cosmo Publications, 1978.
188. F. Steingass, The student Arabic English Dictionary, London: W. H. Allen and Co, 1984.
189. Fazlur Rahman, Islamic Methodology in history, Kurachi: Central institute of Islamic Research, 1965.
190. Fazlul Karim, Alhaj Maulana, Mishkatul masabih, India: Mohammadi press first edition, 1938.
191. Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, New York: Spoken Language Services, Inc, 1976.
192. Manzoor Ahmad Hanif, A Survey of Muslim institution and culture, Lahore: SH Muhammad Ashraf, 1964.
193. Muhammad Zubayr Siddiqi Dr., Hadith Literature, Calcutta: Calcutta University, 1961.
194. Muhammad Hemidullah, Sahifah Hammam ibn Munabbih, Translation: Prof. Muhammad Rohimuddin, loth edition, Paris: Publceations of Cultural Islamic, 1399/1979.
195. Maulana Muhammad Ali, The Religion of Islam, Pakistan: The Ahmadiyyah anjuman isha'at Islam, 1950.
196. T. P. Hughes, Dictionary of Islam, New Delhi: Oriental books Reprint Corporation, 1976.
197. The Encyclopaedia Americana, Danbury: Grolier Incorporated, 1980.
198. Encyclopaedia Americana, New york: 1949, P-609.
199. The Encyclopaedia Of Islam, Leeden: E. J. Brill, 1971.
200. The New Encyclopaedia Britannica, U.S.A.: 15th Edition, 1986.
201. Encyclopaedia Britannica, London: William Benton, Publisher, First Published, 1968.

Sunnipedia.blogspot.com
Islami-kitab.blogspot.com

Sunnipedia.blogspot.com
Islami-kitab.blogspot.com

শাফিয়া আল মাকতাবাতুশ শাফিয়া আল মাকতাবাতুশ শাফিয়া আল মাকতাবাতুশ শাফিয়া আল মাকতাবাতুশ শাফিয়া আল মাকতাবাতুশ শাফিয়া আল মাক

লেখক পরিচিতি

ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান রংপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার 'চতরা' গ্রামে ১৯৭৩ সালের ১লা মার্চ এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। দাদা আলহাজ্জ মোবারক উল্লাহ-এর নিকট আল-কুরআনুল-কারীমের শিক্ষা লাভ করেন। নিজ গ্রামে প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত পাড়ার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ড-এর অধীনে চট্টগ্রাম আলম শাহ পাড়া 'আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ১৯৮৮ সালে দাখিল পরীক্ষায় ১ম বিভাগে ৩য় স্থান অধিকার করেন এবং একই মাদরাসা থেকে ১৯৯০ সালে 'আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ন হন। অতঃপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যায়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ থেকে ১৯৯৩ সালে বি. এ. (অনার্স) পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান লাভ করেন। তিনি একই বিভাগ থেকে ১৯৯৪ সালে এম. এ. পরীক্ষায়ও ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করেন। তিনি ২০০১ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি. ডিগ্রী অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল,

তিনি বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ড-এর কামিল হাদীস বিভাগের পরীক্ষায় প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশ গ্রহণ করে ১ম শ্রেণীতে চতুর্দশ স্থান এবং ফিক্হ বিভাগেও প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশ গ্রহণ করে ১ম শ্রেণীতে চতুর্থ স্থান অর্জন করেন। ইতোমধ্যে তাঁর বেশ কিছু প্রবন্ধ দেশের বিভিন্ন গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া তাঁর বেশ কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থও আত্মপ্রকাশ করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, আত্-তাশরী'উল ইসলামী ওয়া উকুবাতুল-মুযনেবীন, 'ইলমুন-নাকদ ওয়া 'ইলমুল-জারহ ওয়াত্-তা'দীল, আল-ইমাম আবূ দাউদ (র): আসারুহু ফী 'ইলমিল-হাদীস, মু'জামু-ওয়ুখি আবী দাউদ ওয়া তা'লীকাতিহী, আস-সিহাহ আস-সিত্তাহ পরিচিতি ও পর্যালোচনা ও তাফসীর শাস্ত্রের ইতিহাস।
ড. মাহবুব ১৯৯৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন।

প্রকাশক
আল-মাকতাবাতুশ-শাফিয়া